দ্রব্যগুণ-শিক্ষা।

চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, ভাবপ্রকাশ, রাজনিঘণ্টু, অত্রিসংহিতা,
রাজবল্লভ ও বৈদ্যকনিঘণ্টু প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ এবং
মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি ডাক্তারিশাস্ত্রের
বহুবিধ পুস্তক হইতে সংগৃহীত।

প্রথম সংস্করণ।

গভর্নমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, পাশ্চাত্য ও আর্য্য-চিকিৎসাশাস্ত্রের
রহস্যবিদ্, প্যারিস্ কেমিক্যাল সোসাইটির ও কলিকাতা মেডিকেল
সোসাইটির সদস্য, দিল্লি বনওয়ারিলাল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের
পরীক্ষক, অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা
এবং কবিরাজি-শিক্ষা ও ডাক্তারি-শিক্ষা প্রণেতা,—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

২৪ নং শোভারাম বসাকের লেন,

নগেন্দ্র প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৮।

মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।



Kaviraja Nogendranath Sen

উদ্দেশ্য।

—— *০* ——

দ্রব্যগুণ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানিবার বিষয়। চিকিৎসক দ্রব্য a ram's জানিলে, চিকিৎসা করিতে পারেন না; কারণ ঔষধের কোন্ দ্র[illegible] রোগের কোন্ দোষ নিবারিত হইবে, রোগীর কিরূপ অবস্থায় কোন্ পথ্যরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে, এ সকল বিষয় না বুঝিয়া, নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকারের আশঙ্কাই অধিক। সাধারণ ব্যক্তিগণও যদি তাঁহাদের আহার্য্য-ব্যবহার্য্য সকল পদার্থেরই গুণাদি জানিয়া আহারাদি করেন, তাহা হইলে অনিষ্টকর পদার্থের আহারাদিদোষে কাহাকেও অযথা রোগযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

দ্রব্যগুণের উপদেশ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যথেষ্ট আছে; তৃণ হইতে মণি-মাণিক্য পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাকৃতিক পদার্থ এবং ডাল ভাত লুচি-সন্দেশ প্রভৃতি সকল প্রকার কৃত্রিম পদার্থ, এসকলেরই গুণাদি বিবৃত করিতে আর্য্য-মনীষি[illegible] ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু নব নব বিজ্ঞানসাহায্যে, এখন যেসকল নূ[illegible] পদার্থ আমাদের ব্যবহার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে, আয়ুর্ব্বেদের শেষ সংস্করণ-কাল পর্য্যন্ত সেসমস্ত পদার্থের ব্যবহার না থাকায়, তাহার গুণাদি আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং সকল দ্রব্যের গুণাদি জানিবার আকাঙ্ক্ষা, এক আয়ুর্ব্বেদ হইতে এখন পরিতৃপ্ত হওয়া কঠিন। অথচ সংস্কৃত শিখিয়া বহুবিস্তৃত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের এবং ইংরেজি শিখিয়া বহুবিধ ডাক্তারি পুস্তকের আলোচনা করিবার জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারেন, এরূপ সুবিধা অতি অল্প লোকেরই আছে। এইজন্য, সকল দ্রব্যের গুণাদি যাহাতে অনায়াসে জানিতে পারা যায়, এমন একখানি পুস্তক অনেকেরই বিশেষ আকাঙ্ক্ষণীয়। তাঁহাদের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিজন্য, এই **দ্রব্যগুণ-শিক্ষা** প্রচারিত হইল।

দ্রব্যজ্ঞানসম্বন্ধে যেসকল বিষয় জানিবার জন্য, সাধারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, এই পুস্তকে তাহার সকলগুলিই সন্নিবেশিত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। দ্রব্যের গুণ জানিবার আগে, দ্রব্যটা কিরূপ তাহা জানা

াবশ্যক, এই জন্য প্রত্যেক দ্রব্যেরই স্বরূপ, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম এবং স্কৃত পর্য্যায় প্রভৃতি দ্বারা প্রথমতঃ দ্রব্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছি। ্নু খাদ্য-পদার্থের নির্ম্মাণ-কৌশল, শোধনোপযোগী পদার্থের শোধন-ভু প্রভৃতির জারণমারণাদিনিয়ম, এ সকল বিষয়ও অনেকের বিবেচনায়, বিশেষরূপে ইহার আলোচনা করিয়াছি। অনুসন্ধানে ারে জন্য প্রত্যেক পদার্থের অকারাদি বর্ণক্রমে সংস্কৃত নামের সমাবেশ রিয়া, পরিশেষে চলিত নামানুসারে একটা বিস্তৃত সূচীপত্র সংযোজিত করিয়াছি। গুণবর্ণনপ্রসঙ্গে ডাক্তারিশাস্ত্রের অনুমত স্বতন্ত্র গুণগুলিও পরিত্যাগ করি নাই। দৈবাৎ কোন বিষাক্ত পদার্থ উদরস্থ হইলে, বিনা চিকিৎসায় প্রাণহানি না হয়, এই অভিপ্রায়ে কতকগুলি বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়া এবং তাহার প্রতিকারোপায় জানাইবার জন্য একটি পরিশিষ্ট অধ্যায়ের অবতারণা করিয়াছি। ফলতঃ এই একখানি পুস্তকদ্বারা দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যাভিধান এই উভয় পুস্তকের প্রয়োজন যাহাতে সুসিদ্ধ হইতে পারে, ইহা তদুপযোগী করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এইসকল বিষয় সংগ্রহ করিতে, যে পরিমাণে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক বহু বহু আয়ুর্ব্বেদ ও ডাক্তারি গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইয়াছে, তাহার তুলনায় অতি অল্পমাত্র মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া, পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের সুলভ করিবার জন্যও চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। এখন সাধারণের নিকট ইহা উপযোগী বোধ হইলেই, আমার যত্ন শ্রম অর্থব্যয় প্রভৃতি সার্থক বিবেচনা করিব।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, আমার অবৈতনিক আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক, পণ্ডিতপ্রবর, শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন । কবিরাজ মহাশয়, কবিরাজি শিক্ষার ন্যায় এই পুস্তকেরও সঙ্কলন এবং াধন বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করিয়া, আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

কলিকাতা।
১৩০৫। জ্যৈষ্ঠ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ।

দ্রব্যগুণ-শিক্ষা।

অংশূদক।—যে জলাশয়ের জল দিবসে সূর্য্যকিরণ এবং রাত্রিতে চন্দ্রকিরণ সম্পূর্ণরূপে পায় এবং নির্ম্মল, সেই জলের নাম অংশূদক। এই জল শীতল, স্নিগ্ধ, অনভিষ্যন্দী (কফকারক নহে) এবং শরৎকালে পানাদি কার্য্যে প্রশস্ত।

অকর্কর।—বাঙ্গালা চলিত কথায় অকর্করকে আকরকরা কহে। ইহার পারস্য নাম অকর্করহা, প্রাকৃত নাম অকল্‌করা এবং সংস্কৃত অন্যান্য নাম অকরাভক, অকরাকরভ, অকল্‌কর ও অকল্ল। ইহা উষ্ণবীর্য্য, আস্বাদে কটু (ঝাল), বলকারক এবং বিসেচেট্টু। মহারাষ্ট্রীয় নাম অগস্তা, হদগা। ইহা তিক্ত, কষায়, কটু ও মধুর আস্বাদ, মদগন্ধি, অত্যন্ত শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত, কফ, দাহ, শ্বাস, যোনিশূল, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ, রাত্র্যন্ধতা, পীনস, চাতুর্থকজ্বর, শোথ ও শ্রান্তির নাশক। ইহার পত্র কটু-তিক্ত-মধুর রস, গুরু, কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং ক্রিমি, কফ, কণ্ডু, বিষদোষ ও রক্তপিত্তের নিবারক। ইহার পুষ্প শীতল এবং ত্রিদোষ, শ্রান্তি, কফ, কাস, বিবর্ণতা, ভূতগ্রহদোষ ও বলের নাশক। ইহার ফল তিক্তাস্বাদ, পাকে মধুর, লঘুপাক, অরুচিনাশক এবং বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বর্দ্ধক।

অগুরুর সাধারণ গুণ—তিক্ত ও কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কফ, বায়ু, বমন, মুখরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগের নাশক। বাহ্যিক প্রয়োগে ইহা রুক্ষক্রিয়া প্রকাশ করে, এবং ত্বকের উপকার করে।

কৃষ্ণ, দাহ, স্বাদু, মঙ্গল্য ও কাষ্ঠ নামভেদে অগুরু পাঁচ প্রকার। এই সকল অগুরুর মধ্যে কৃষ্ণাগুরুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাবতীয় ঔষধাদিতে ইহাই ব্যবহার করা প্রশস্ত। ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কটু-তিক্ত-কষায় রস ও উষ্ণবীর্য্য; কিন্তু বাহ্যিক প্রয়োগে শীতল ক্রিয়া প্রদর্শন করে। আভ্যন্তর প্রয়োগে ত্রিদোষ, বিশেষতঃ পিত্ত, মুখরোগ, বমন রোগ ও বায়ুর নাশ করিয়া থাকে।

দাহাগুরু—কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সৌগন্ধজনক, কেশের দোষনাশক, কেশবর্দ্ধক এবং বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

স্বাদু-অগুরু—কটু-কষায় রস, [illegible]বীর্য্য। ইহার ধূম বায়ুনাশক

অগ্নিজার।—অগ্নিজার পশ্চিম সমুদ্রজাত ওষধিবিশেষ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পিচ্ছিল, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, সন্নিপাতদোষ, শূলরোগ ও অতি শীতের নাশক।

অঙ্কোঠ।—Alangium Hexapetalum. অঙ্কোঠকে চলিত কথায় আঁকোড় গাছ বা ধলা আঁকোড় কহে। হিন্দি ভাষায় ইহার নাম ঢেরা। ইহা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লঘু, বিরেচক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ ও বিষদোষের নাশক। ইহার ফল মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মজনক, বিরেচক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয়রোগ ও রক্তদোষের হিতকারক।

অঙ্গারকর্কটী।—অঙ্গারকর্কটী পশ্চিমদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার খাদ্য। ময়দা জলসহ উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া লেচি বা লইয়ের ন্যায় ড্যালা ড্যালা করিবে, পরে তাহা অঙ্গারাগ্নি[illegible]

সাধারণের যেরূপ অগ্নিবল, তদনুসারে ইহাকে গুরুপাক বলিয়া স্বীকার করাই উচিত।

অজকর্ণ।—অজকর্ণের সাধারণ নাম আসনা বা পিয়াশাল, হিন্দী নাম আসন্। ছাগ কর্ণের ন্যায় ইহার পত্রের আকৃতি এজন্য ইহাকে অজকর্ণ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও ব্রণরোগের উপকারক।

অজগন্ধা।—Ocymum gratissimum. অজগন্ধার সাধারণ নাম বন যমানী। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, দৃষ্টিশক্তির হানিকারক এবং শুক্র, বায়ু ও কফের নাশক।

অজমোদা।—Pimpinella Involucrata, Ligusticum ajwaen; Syn. Apium involucratum. চলিত কথায় অজমোদাকে রাঁধুনী কহে। ইহার হিন্দী নাম অজমদ্। মহারাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহা অজমোদা নামেই প্রসিদ্ধ, তেলেগু ভাষায় ইহার নাম বামং। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, মলরোধক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা, বস্তিশূল ও নেত্ররোগের হিতকর।

অজশৃঙ্গী।—A plant, described as a milky and front crooked fignre like a ram's horn. অজশৃঙ্গীর সাধারণ নাম মেড়াশিঙে, গাড়লশিঙী ও ছাগলবেঁটে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে মেষসেঙ্গ এবং কর্ণাটদেশে উরিয়মর কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে রুক্ষ, চক্ষুর হিতকর, বায়ুজনক এবং কফ, পিত্ত, অর্শঃ, শূল, শোথ, শ্বাস, হৃদ্রোগ, কাস, বিষদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও নেত্রশূলের উপকারক। ইহার ফল অম্ল-লবণ-কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুর নাশক।

অজান্ত্রী।—A potherb (Convolvulus argenteus.) অজান্ত্রী এক প্রকার নীল গাছ। চলিত কথায় ইহাকে নীলবোনা বা ছাগলবেঁটে কহে। ইহা কটুরস, কাসনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং গর্ভজনক।

অঞ্জীর।—Ficus carica, Psidium pomiferum. অঞ্জীর এক প্রকার পেয়ারা, সধারণে ইহাকে বড় পেয়ারা কহে। ইহার হিন্দী নাম আঁজীর। ইহার ফল মধুর রস,

শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুর নাশক।

অণ্ড।—অণ্ডের অপর নাম ডিম্ব। বাঙ্গালা চলিত কথায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দী ভাষায় আণ্ডা কহে। প্রাণিভেদে ডিম্বের গুণও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তথাপি সাধারণতঃ সকলডিম্বই মধুর-কটুরস, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক।

অতসী।—(Lanum Usitatissimum.) Common Flax. অতসীর বাঙ্গালা নাম মসিনা। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে তিসি এবং তেলেগু ভাষায় নল্লযগসিচেট্টু কহে। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরু, বলকারক, কফবর্দ্ধক, বায়ু-পিত্তনাশক এবং শুক্র ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক।

ইহার তৈল মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, পাকে কটু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, মদগন্ধি, মলকারক কিন্তু অবিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু-পিত্ত-কফ-নাশক এবং কাস ও ত্বগ্‌দোষের উপকারক। এই তৈল বায়ুবিনাশের জন্য পান-অভ্যঙ্গ-নস্য-কর্ণপূরণ ও বস্তিকার্য্যে (পিচকারীতে) প্রযুক্ত হয়।

অতিবলা।—(Sida rhombifolia.) অতিবলা পীতবর্ণ বেড়েলা বিশেষের নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম মহাবলা। হিন্দী ভাষায় ইহাকে ককহিয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিটারিণী কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, কান্তিবর্দ্ধক এবং বায়ু, ক্রিমি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি, ক্লেদ, বিষদোষ, বাতরক্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষতরোগের হিতকর।

অতিযব।—অতিযব এক প্রকার শূকশূন্য কৃষ্ণবর্ণ যব। ইহার অপর নাম অনুযব। যবের যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহার গুণও প্রায় তদ্রূপ, তবে যব অপেক্ষা ইহার সকল গুণই অল্প। সাধারণতঃ ইহা শুক্র-বর্দ্ধক, স্থিরতাকারক এবং মূত্র, মেদ, পিত্ত, কফ, পীনস, শ্বাস, কাস, ঊরু-স্তম্ভ ও কণ্ঠরোগের হিতকর।

অতিবিষা।—Aconttum heterophyllum. অতিবিষার সাধারণ নাম আতইচ। হিন্দী ভাষায় ইহাকে আতইষ এবং তেলেগু ভাষায় অতিবস চেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, আমাতিসার, কাস বমন, বিষদোষ, শোথ, ও শ্লৈষ্মিকরোগের উপকারক। শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ভেদে আতইচ চারিপ্রকার; তন্মধ্যে পীত অপেক্ষা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ অপেক্ষা রক্ত এবং

রক্ত অপেক্ষা শ্বেত আতইচ অধিক গুণবিশিষ্ট।

গোবরের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে সিদ্ধ করিয়া ইহার শোধন করিতে হয় এবং শোধনের পর প্রয়োগ করা উচিত।

অতিশষ্কুলী।—অতিশষ্কুলী তিলদ্বারা প্রস্তুত এক প্রকার রুটী। ইহা গুরুপাক, বিষ্টম্ভী (বিলম্বে পরিপাক পায়), রুক্ষ এবং শ্লেষ্ম, পিত্ত ও রক্তদোষের হিতকর।

অত্যম্লপর্ণী।—অত্যম্লপর্ণী একপ্রকার আমরুল শাক। দেশভেদে ইহা কড়বড় বেণী, হেগ্‌গোণী প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ইহা অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, বায়ুনাশক এবং প্লীহা, শূল, গুল্ম ও শ্লেষ্মরোগের হিতকর।

অনন্তা।—Hemidesmus Indicus. Syn. asclipias pseudosarsa. অনন্তার বাঙ্গালা নাম অনন্তমূল। হিন্দীভাষায় ইহাকে অনন্তমূল বা উপলসরী এবং উৎকল ভাষায় ইহাকে গুয়াপানমূল কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম শারিবা বা সারিবা। অনন্তমূল মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, বমি, তৃষ্ণা, রক্তপ্রদর, জ্বর, অতিসার, কুষ্ঠ, কণ্ডু, দেহের দুর্গন্ধ ও বাতাদি ত্রিদোষের শান্তিকারক। ইহা অত্যন্ত রক্তপরিষ্কারক, এইজন্য সালসার প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। অনন্তমূল চর্ব্বণ করিলে মুখের ঘায়ের উপকার হইতে দেখা যায়। শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে অনন্তমূল দুইপ্রকার। কৃষ্ণ অনন্তমূল শ্যামালতা নামে প্রসিদ্ধ, শ্বেত অনন্তমূল অপেক্ষা তাহার গুণ সর্ব্বাংশেই নিকৃষ্ট।

অনূপ দেশ।—অনূপদেশ সাধারণতঃ জলাভূমি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নদী খাল বিল প্রভৃতি অকৃত্রিম জলাশয় এইদেশে অধিক। বৃক্ষাদিও এইদেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। আম, কাঁটাল, কদলী, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতির গাছ এবং নানাবিধ লতা গুল্মাদি প্রচুর পরিমাণে এই দেশে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অনূপদেশ গুরু, সান্দ্র, পিচ্ছিল, মধুর (মধুররসবহুল দ্রব্য এই দেশে অধিক জন্মে), স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক, শীতল, বায়ু ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধক এবং প্রমেহ, গলগণ্ড, শ্লীপদ ও বমন রোগের আকর।

অন্ন।—ধান্য,যব,গোধূম প্রভৃতি দ্বারা যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার সমুদায়কেই অন্ন কহে। সাধারণ্যে কিন্তু তণ্ডুলসিদ্ধ 'ভাত' ই অন্ন নামে

প্রসিদ্ধ। চাউল অপেক্ষা পাঁচগুণ অধিক জল দিয়া 'ভাত' পাক করিতে হয়। চাউল বিশেষানুসারে এবং পাককালে অন্যান্য পদার্থের সংযোগানুসারে ভাতেরও গুণ নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ভাতের সাধারণ গুণ ইহা অগ্নিকারক, স্রোতঃসমূহের উপকারক, তৃপ্তিজনক, মূত্রবর্দ্ধক ও লঘুপাক। উষ্ণ অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, শ্রান্তিনাশক এবং কাস, শ্বাস, ক্রিমি, আধ্মান, গুল্ম, শরীরের জড়তা ও ক্ষতজ কাসরোগের হিতকর। কিন্তু মদাত্যয়, রক্তপিত্ত, প্রমেহ ও মূর্চ্ছাদি বায়ুবিকারের অনিষ্টকারক। শীতল অন্ন লালাস্রাবকারক, অগ্নিমান্দ্যজনক এবং মদাত্যয়, রক্তপিত্ত, প্রমেহ ও মূর্চ্ছাদি বায়ুবিকারের উপকারক। ক্লিন্ন অন্ন দুর্জর ও গ্লানিকারক। নূতন চাউলের অন্ন মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক ও রক্তপিত্তনাশক। সুধৌত চাউলের অন্ন নির্ম্মল, উষ্ণবীর্য্য ও উত্তম গুণকারক অধৌত চাউলের অন্ন শীতবীর্য্য, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফজনক।

অন্নমণ্ড।—মণ্ড পাকের বিধানানুসারে চাউল পাক করিয়া, ছাঁকিয়া লইলে অন্নমণ্ড প্রস্তুত হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, বলকারক, রক্তবর্দ্ধক এবং জ্বর, কফ, পিত্ত বায়ুর শান্তিকারক।

অপরাজিতা।—Clitoria ternatea. বাঙ্গালায় ইহা অপরাজিতা নামেই প্রসিদ্ধ। হিন্দী ভাষায় ইহাকে বিষ্ণুক্রান্তি এবং তেলেগু ভাষায় নল্লনেলগুন্তিরি, বিষ্ণুক্রান্ত ও নল্লবিষ্ণুক্রান্ত কহে। অপরাজিতা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, কাস ও বিষদোষের শান্তিকারক।

শ্বেত ও নীল বর্ণের পুষ্পভেদে অপরাজিতা দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত অপরাজিতা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর উপকারক এবং [illegible] ও পিত্তজনিত উপদ্রবের শান্তিক[illegible]।

নীল-অপরাজিতা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য এবং জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, বমন, উন্মাদ, মদরোগ, ভ্রম, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও অম্লপিত্তরোগের হিতকর।

অপামার্গ।—Achyranthes aspera; Bidentata. চলিত কথায় অপামার্গকে আপাঙ এবং দেশভেদে 'চরচরে' কহে। ইহার হিন্দী নাম লটজীরা ও চিরচিরা তেলেগু নাম উত্তরেণী এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম আঘাড়া। অপামার্গ কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, মলরোধক,

অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক এবং কফ, অর্শঃ, কণ্ডু, রক্তস্রাব, মেদোদোষ, আমদোষ, হৃদ্রোগ ও উদরাধ্মান রোগের শান্তিকারক। অপামার্গের পত্র রক্তপিত্তনাশক। ইহার মূল রক্তসূত্রের দ্বারা বামহস্তে বন্ধন করিলে তৃতীয়ক জ্বর নিবারিত হয়। ইহার বীজ মধুররস, শীতবীর্য্য, দুর্জ্জর (কষ্টে পরিপাক পায়), রুক্ষ, মলরোধক, বমনকারক, শিরোবিরেচক এবং রক্তপিত্তনাশক।

শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে অপামার্গ তিনপ্রকার। তিনপ্রকার অপামার্গই প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। তোয়াপামার্গ নামক আর একপ্রকার অপামার্গ আছে, তাহা কটুরস এবং শোণ, কফ, কাস, বাত ও শোষ রোগের হিতকর।

ক্ষার প্রস্তুতেব নিয়মানুসারে অপামার্গের ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ঔষধ বিশেষে দেওয়া হয়। অপামার্গের ক্ষার গুল্ম ও শূলনাশক।

অপূপ।—অপূপের সংস্কৃত নামান্তর পিষ্টক: বাঙ্গালা চলিত কথায় ইহাকে পুলিপিটে এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'ঘারণে' কহে। ময়দা, মুগের দাইল, চাউলের গুঁড়া প্রভৃতি পদার্থদ্বারা দেশভেদে ইহা নানাবিধ প্রস্তুত হইয়া থাকে। পিষ্টক মধুররস, গুরুপাক, বলকারক, প্রীতিজনক, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক।

অভিষুক।—(Pistacia vera) The pistachio nut tree. অভিষুক কাবুলদেশে জন্মিয়া থাকে। ইহা "পেস্তা" নামে প্রসিদ্ধ। পেস্তা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর, বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অভ্র।—Talc. অভ্র একপ্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গালায় ইহা অভ্র বা অভ্ ভর, হিন্দীতে এবং সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় আকাশের নামে অভিহিত হয়। ইহা স্বচ্ছ এবং স্তরে স্তরে জমাট হইয়া থাকে। অভ্রের সাধারণ গুণ,—ইহা গুরু, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, বলবর্ণকারক এবং কুষ্ঠ, মেহ ও ত্রিদোষের শান্তিকারক। শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ বর্ণভেদে অভ্র চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণাভ্রই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কৃষ্ণাভ্রও আবার দর্দুর, নাগ, পিনাক ও বজ্র নামানুসারে চারিপ্রকার। দর্দুর অভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে, ভেকের ন্যায় শব্দ নির্গত হয়; নাগঅভ্র অগ্নিস্পর্শে ফুৎকারের ন্যায় শব্দ করে এবং পিনাক-অভ্র হইতে ধনু-

টঙ্কারের ন্যায় শব্দ নির্গত হইয়া থাকে; বজ্র-অভ্র অগ্নিস্পর্শে কোনরূপ বিকৃত হয় না। এই চারিপ্রকার কৃষ্ণাভ্রের মধ্যে দর্দুর অভ্র সেবনে মৃত্যু, পিনাক-অভ্র সেবনে কুষ্ঠরোগ এবং নাগ-অভ্রসেবনে ভগন্দর রোগ জন্মিয়া থাকে, কেবল বজ্র-অভ্রই কোনরূপ অনিষ্ট করে না; সুতরাং বজ্র অভ্রই ঔষধাদিতে ব্যবহার করা হয়। অভ্র জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়, জারিত অভ্রই অভ্রভস্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অভ্রজারণের বিধি যথা,—

প্রথমতঃ কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে ফেলিতে হয়, পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নটেশাকের রস এবং কোনপ্রকার অম্ল-দ্রব্যের রসে ৮ প্রহর ভাবনা দিয়া অভ্র শোধন করিয়া লইতে হয়। পরে সেই অভ্র ও তাহার চারিভাগের একভাগ শালিধান্য একত্র একখানি কম্বলে বাঁধিয়া তিন দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে তাহা হস্তদ্বারা মর্দ্দন করিলে, কম্বল হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকার ন্যায় যে অভ্র নির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধান্যাভ্র এক একবার গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিবে এবং দুইখানি শরায় রুদ্ধ করিয়া গজপুট দিতে হইবে। এইরূপে অভ্রের চন্দ্র অর্থাৎ চক্‌চকে অংশ নষ্ট হইলেই তাহাকে জারিত অভ্র কহে। পরিশেষে জারিত অভ্রের অমৃতীকরণ করিতে হয়। ত্রিফলার কাথ /২ সের, গব্যঘৃত /১ সের ও জারিত অভ্র /১৷০ সের, একত্র এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিজ্বালে পাক করিবে, পাকশেষে চূর্ণবৎ হইলে, তাহাই অভ্রের অমৃতীকরণ করা হইল।

সাধারণতঃ অভ্র এইরূপে জারিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহাভিন্ন আরও নানাপ্রকার অভ্রজারণের নিয়ম আছে। যে কোন বিধানানুসারে অভ্র সহস্র পুট পর্য্যন্ত জারিত করিলে, তাহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

জারিত অভ্র মধু ও পিপুলচূর্ণের সহিত সেবন করিলে বিংশতিপ্রকার মেহ, স্বর্ণভস্ম সহ সেবনে ক্ষয়রোগ এবং গব্যদুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে পিত্তরোগ নষ্ট হয়। রসায়ন ও শরীরপুষ্টির জন্য মধু ও লবঙ্গচূর্ণের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ২ রত্তি।

অমরবল্লী।—অমরবল্লী বাঙ্গালায় আলোকলতা, হিন্দীতে অমরবেলী,

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অমরবেল নামে প্রসিদ্ধ। আলোকলতা তিক্তকষায়রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং নেত্ররোগ, পিত্ত, কফ ও আমদোষের নাশক।

"সালসা" নামক লতাও সংস্কৃত ভাষায় অমরবল্লী ও বৃষাবল্লী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সালসা বলকারক, রসায়ন, রতিশক্তিবৰ্দ্ধক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মজনক, পুষ্টিকর এবং ঔপদংশিকরোগ ও রক্তদোষের নিবারক।

অমরুফল।—অমরুফল উত্তরদেশে জন্মে এবং এই নামেই প্রসিদ্ধ। অমরুফল শীতল, বিরেচক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরীর উপকারক।

অমৃত ফল।—(Nák. Pyrus communis.) The Pear Tree, অমৃতফলের চলিত নাম নাসপাতি, কাবুলদেশে এইফল অধিক জন্মে। পঞ্জাবে ইহা নাক্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা মধুরাম্ল রস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অমৃতবল্লী।—চিত্রকূট-পর্ব্বতজাত একরূপ গুলঞ্চলতার নাম অমৃতবল্লী। ইহা অম্লতিক্তরস, বিষনাশক, জরানিবারক এবং কুষ্ঠ, কামলা, ব্রণশোথ ও আমদোষের হিতকারক।

অমৃতস্রবা।—অমৃতস্রবার অপরনাম রুদন্তীলতা। এই লতাও চিত্রকূট পর্ব্বতে জন্মে। অমৃতস্রবা অমৃতবল্লীর ন্যায়ই গুণযুক্ত।

অম্ল।—অম্ল এক প্রকার রসের নাম। চলিত বাঙ্গালা কথায় ইহাকে অম্বল এবং হিন্দীভাষায় খাট্টা কহে। অম্লরস লঘু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নির উদ্দীপক, তৃপ্তিজনক, বায়ুর অনুলোমক, বলকারক, কণ্ঠের দাহজনক, শরীরের মৃদুত্বকারক, পিত্ত ও কফের বর্দ্ধক, ক্লেদজনক, মলবিরেচক, এবং শুক্রবিবন্ধ, আনাহ ও দৃষ্টিশক্তির নাশক। অম্লরসের অতি সেবন করিলে, ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ডু, পাণ্ডু, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ জন্মিতে পারে।

অম্লকরঞ্জ।—চলিত কথায় অম্লকরঞ্জকে টক্‌কবম্‌চা কহে। ইহা গুরুপাক, পিপাসানাশক, রুচিকর ও পিত্তবর্দ্ধক।

অম্লজম্বীর।—অম্লজম্বীরকে টক্‌জামীর বা গোড়ানেবু কহে। গোড়ানেবু অম্ল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য অগ্নিবর্দ্ধক, কফজনক এবং গুল্ম, আমদোষ ও বায়ুর হিতকর। পাকিলে এই ফল অম্ল-মধুর রস হইয়া থাকে।

অম্লপর্ণী।—অম্লপর্ণীর অপর

নাম সুরপর্ণী। অম্লপর্ণী বায়ু, কফ ও শূলরোগের হিতকর।

অম্লমারীষ।—অম্ল-মারীষকে বাঙ্গালায় অম্লনটেশাক এবং হিন্দীতে সারসা কহে। অম্লমারীষ অম্ল-লবণ-মধুররস এবং ত্রিদোষের প্রকোপকারক।

অম্লরুহা।—অম্লরুহা এক প্রকার পান। মালব দেশে এই পান উৎপন্ন হয়। অম্লরুহা রুচিকারক এবং দাহ, গুল্ম ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগের উপকারক।

অম্ললোণী।—(Oxalis corniculata.) অম্ললোণীর বাঙ্গালা নাম আমরুলশাক। সংস্কৃত অপর নাম চাঙ্গেরী। আমরুলশাক অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, গ্রহণী, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসাররোগের হিতকর।

অম্লবেতস।—(Rukem vesicarius.) Country sorrel. অম্লবেতস বাঙ্গালায় অম্লবেতস ও থৈকল নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস কহে। অম্লবেতস অম্ল-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, পিত্তকারক, মলভেদক এবং কফ, অর্শঃ, গুল্ম, অরুচি, হৃদ্রোগ, শূল, মল-মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমন, এবং বাতশ্লেষ্মজ-রোগের উপকারক। অম্লবেতস সংযোগে ছাগমাংস দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অম্লশাক।—অম্লশাকের সাধারণ নাম চুকাপালঙ্। চুকাপালঙ্ অম্লরস ও বায়ুনাশক। চিনিমিশ্রিত চুকাপালঙ্ দাহ, পিত্ত ও কফরোগের উপকারক।

অম্লাটন।—অম্লাটনের অপর সংস্কৃত নাম মহাসহা। ইহা এক-প্রকার ঝাঁটী। বাঙ্গালায় ইহাকে বাণপুষ্প ও আয়না, হিন্দীতে কটু-সরয়া, লালগুল, মথ্‌খন এবং দক্ষিণ দেশে আয়নাটি কহিয়া থাকে। ইহা কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও স্নিগ্ধ।

অম্লিকাপানক।—অম্লিকা-পানককে বাঙ্গালায় তেঁতুলপানা কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম তিন্তিড়ীপানক। পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া, তাহাতে চিনি এবং মরিচ, লবঙ্গ ও কর্পূরের গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া এই পানা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অম্ল-মধুর রস, রুচিকর, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

অম্লিকাবটক।—অম্লিকা-বটককে বাঙ্গালায় অম্লবড়া এবং

হিন্দীতে ঝোতীবরা কহে। বড়া ভাজিয়া তেঁতুলের জলে ভিজাইয়া এই বড়া প্রস্তুত করিতে হয়। তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া জলে গুলিবে এবং তাহার সহিত এলাইচ,কর্পূর,মরিচ প্রভৃতির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তেঁতুলের জল প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহা রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

অম্লীকাফল।— অম্লীকাফলের বাঙ্গালা নাম তেঁতুল এবং হিন্দী নাম আম্‌লী। সংস্কৃত ভাষায় অপর নাম তিন্তিড়ীফল। কাঁচা তেতুল অম্ল-কষায় রস, অম্লপাকী, রক্তপিত্ত ও আমদোষের বর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ ও শূলরোগের উপকারক। পাকা তেঁতুল শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃষ্ণানিবারক, মলভেদক এবং কফ ও বায়ুর হিতকর।

অরণ্যকদলী।—অরণ্য কদলীকে বাঙ্গালায় বুনো কলা, বীচে কলা বা দয়া কলা কহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম রাণকেল। এই কলা মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, দুর্জ্জর, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক এবং দাহ, শোষ ও পিত্তরোগের হিতকর।

অরণ্যকর্কটী।—বাঙ্গালায় অরণ্য কর্কটীকে বুনো কাঁকুড় এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণতবসে কহে। এই কাঁকুড় তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক এবং কফ, ক্রিমি, পিত্ত, কণ্ডু ও অম্লরোগের উপকারক।

অরণ্যকার্পাসী।—(The wild cotton.) অরণ্য কার্পাসীর বাঙ্গালা নাম বন কাপাসী, মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণকাপাসী এবং তেলেগু ভাষায় নাম পত্তি। বনকাপাসী, রুক্ষ, ব্রণনাশক ও শস্ত্রজন্য-ক্ষতনিবারক।

অরণ্যকুক্কুট।—বনে বাস করার জন্য অরণ্য কুক্কুটকে বন্য কুক্কুট বা বন কুক্‌ড়ো কহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে রাণ কোবড়ে এবং হিন্দী ভাষায় কোম্‌ড়া বা বনমোর্গী কহে। এই কুক্কুটের মাংস লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিজনক, পুষ্টিকারক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক।

অরণ্যকুসুম্ভ।—অরণ্যকুসুম্ভ এক প্রকার বনজাত কুসুম-ফুল। বাঙ্গালায় ইহাকে বন কুসুম এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণকুসুম্ভ বা রাণকউই কহে। ইহা পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মনাশক।

অরণ্যচটক।—অরণ্য চটক এক প্রকার চড়াই জাতীয় পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন চটা, গুড়্‌গুড়ে, নাগরভড়ুই বা ছাতার পাখী কহে।

ইহার মাংস লঘু, হিতকর এবং চটক-মাংসের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

অরণ্যচম্পক।—অরণ্যচম্পকের বাঙ্গালা নাম বনচাঁপা; ইহা শীতল, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক।

অরণ্যাদ্র্ক। (Wild ginger.) বাঙ্গালায় অরণ্যাদ্র্ককে বন আদা কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম রাণ আলে। বনআদা কটু-অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক ও বলকর।

অরণ্যজীরক।—অরণ্য জীরকের সংস্কৃত নামান্তর বনজীরক। বাঙ্গালায় ইহাকে বনজীরা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ূজীরে ও তেলেগু ভাষায় জীরকত্র কহে। বনজীরা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং শুব্ধবাত, কফ ও ব্রণরোগের হিতকর।

অরণ্যতুলসী।—বাঙ্গালায় অরণ্যতুলসীকে বনতুলসী, হিন্দীতে কালাবাবরী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রানতুলস বা বৈজয়িন্তী তুলসী কহে। এই তুলসীর ডাঁটা ও পাতার শিরাগুলি কৃষ্ণবর্ণ। ছোট বড় ভেদে ইহা দুই প্রকার। বড় বনতুলসী কটুরস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, ত্বগ্‌দোষ, বিসর্প ও বিষদোষের উপকারক। ছোট বনতুলসী কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অম্লপাকী, লঘু, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ডু, বিষদোষ, বমি, কুষ্ঠ, জ্বর, বায়ুবিকার, ক্রিমি, শ্লেষ্মদোষ, দদ্রু ও রক্তদুষ্টির উপকারক। বনতুলসীর বীজ দাহ ও শোষরোগের শান্তিকারক।

অরণ্যপলাণ্ডু।—ভূমিবিশেষে আপনা আপনি অরণ্যপলাণ্ডুর উৎপত্তি হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে বনপেঁয়াজ কহে। বনপেঁয়াজ মূত্রবিরেচক ও শ্লেষ্মনাশক, সুতরাং শোথ, শ্বাস, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে ইহা উপকারক। কিন্তু অধিক পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে বমন, বিরেচনাদি উপদ্রব উৎপাদন করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিতে পারে।

অরণ্যহরিদ্রা।—অরণ্যহরিদ্রাকে বাঙ্গালায় বনহলুদ ও হিন্দীতে বনহর্দি কহে। বনহলুদ মধুর-কটু-তিক্ত রস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগের উপকারক।

অরিমেদ।—(Acacia farnesiana Synmimosa) অরিমেদের সংস্কৃত নামান্তর বিট্‌খদির বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিট্‌ খয়ের বা গুয়ে বাবলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষার গন্ধী হিংবর, কর্ণাট ভাষায় করর্যবেলু ও হিন্দীতে গন্ধাবুল কহে। অরিমেদ কষায়-তিক্তরস, দুর্গন্ধযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, ভূতদোষ-নিবা-

রক এবং শোথ অতিসার, কাস, বিসর্প, মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডূ, কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও বিষদোষের উপকারক।

অরিষ্ট।—অরিষ্ট একপ্রকার মদ্য। যথানির্দ্দিষ্ট—দ্রব্যের কাথে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া,নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত পচাইতে হয়, পরে তাহা ছাঁকিয়া লইলেই অরিষ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে। অথবা নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য সমূহ মদ্যের সহিত সাত দিন ভিজাইয়া রাখিয়া ছাঁকিয়া লইলেও অরিষ্ট প্রস্তুত হয়। দ্রব্যবিশেষের গুণভেদানুসারে অরিষ্টবিশেষেরও ভিন্ন ভিন্ন গুণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অরিষ্ট মাত্রই গ্রহণী, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, জ্বর ও উদররোগের উপকারক, ত্রিদোষনাশক, এবং গর্ভস্রাবকারক।

অর্ক।—(Calatropis gigantea, Syn, Asclepias gigantea) অর্কের বাঙ্গালা নাম আকন্দ, হিন্দীতে ইহাকে মান্দার, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রুই, কর্ণাট ভাষায় অকে এবং তেলেগু ভাষায় জিল্লেট্টু চেট্টু কহে। আকন্দের সাধারণ গুণ—ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য,অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, কফবায়ুনাশক এবং শোথ, ব্রণ, কণ্ডু,কুষ্ঠ, ক্রিমি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অর্শঃ, মলরোধ, উদররোগ ও বিষদোষের শান্তিকারক। আকন্দের ফুল মধুর-তিক্তরস, মলরোধক এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষদোষের উপকারক। আকন্দের আঠা তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বিরেচনকারক এবং ক্রিমি, ব্রণ, অর্শঃ, উদররোগ, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগে হিতকর।

শ্বেতপুষ্প ও রক্তপুষ্প ভেদে আকন্দ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত আকন্দের সংস্কৃত নাম অলর্ক—ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলশুদ্ধিকারক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, শোথ, ব্রণ, বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষদোষ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদররোগ, কফ ও ক্রিমির শান্তিকারক। শ্বেত আকন্দের ফুল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শুক্রবর্দ্ধক এবং অরুচি, অর্শঃ, কাস ও শ্বাস রোগের হিতকর। শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ ব্যবহার করিলে,কোষবৃদ্ধির উপশম হয়। রক্ত আকন্দের গুণও শ্বেত আকন্দের ন্যায়। উভয় আকন্দই উপবিষ শ্রেণীর অন্তর্ভূত। ইহা ২—৩ রতি পরিমাণের অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করা উচিত নহে। দ্বিবিধ আকন্দের পাকা পাতার রস ৫।৬ ফোটা পরিমাণে মধুর সহিত

সেবন করিলে প্লীহা ও প্লীহসংযুক্ত জ্বরের উপকার করে।

অর্কপুষ্পী।—Gynandropsis Penta-phylla, syn, (Cleome pentaphylla.) অর্কপুষ্পীর বাঙ্গালা নাম হুড় হুড়ে বা অর্কহুলী। হিন্দীতে ইহাকে অন্ধাহুলী, দধিয়ার বা ক্ষীরবৃম্ এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শিরদোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সূর্য্যবল্লী, সূর্য্যভক্তা ও অর্কপ্রিয়া প্রভৃতি। অর্কপুষ্পী কফ, ক্রিমি, মেহ ও পিত্তবিকারের উপকারক।

অর্গট।—অর্গটের সংস্কৃত নামান্তর আর্ত্তগল। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলঝাঁটী, হিন্দীতে আর্ত্তগল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরবণী কহে। অর্গট কষায়রস, শীতবীর্য্য, ব্রণশোধক এবং ব্রণনিবারক। অর্গটের ফুল তিক্ত-মধুররস এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, ও বেদনার শান্তিকারক।

অর্জক।—অর্জক এক প্রকার ক্ষুদ্র তুলসী। বাঙ্গালায় ইহাকে বনতুলসী ও বাবুইতুলসী, হিন্দীতে বাবরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আজবলা, কর্ণাট ভাষায় গর্গের এবং তেলেগুভাষায় তেল্লগগ্গের চেট্টু কহে। অর্জক কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, অম্লপাকী, পিত্তকারক, সুখপ্রসবকারক, এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, নেত্ররোগ, রক্ত, দদ্রু, ক্রিমি ও বিষদোষের উপকারক। শ্বেত কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণভেদে অর্জক তিন প্রকার, কিন্তু তাহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই। ইহার বীজকে তোকমারী কহে। তোকমারীর পুলটিশ ফোড়ার উপকারক।

অর্জ্জুন।—Tarminalia Arjuna, or Pentaptera Arjuna.) অর্জ্জুনের বাঙ্গালা নামও অর্জ্জনগাছ। হিন্দীতে ইহাকে কহু বা কোহ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অর্জুন সাদড়া, কর্ণাট ভাষায় সারঢোল এবং তেলেগু-ভাষায় মট্টিচেট্টু কহে। অর্জ্জুনগাছ কষায় রস শীতবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক, রক্তরোধক, ব্রণশোধক, এবং হৃদ্রোগ, ক্ষয়, ক্ষত, মেদ, মেহ, তৃষ্ণা, ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অলক্তক।—(Lac, the red animal-dye socalled.) অলক্তকের বাঙ্গালা নাম আল্তা, হিন্দী লাহী, মহারাষ্ট্রীয় অলিতা ও কর্ণাট ভাষায় নাম অলতগে। তুলার পাত অর্থাৎ বিস্তৃত তুলা লাক্ষার রসদ্বারা রঞ্জিত করিয়া আল্তা প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালী স্ত্রীগণের পদতলাদি রঞ্জিত করিবার জন্য আলতা এদেশে যথেষ্ট

ব্যবহৃত হয়। আলতা-ভিজা জল অনেক রোগনাশক। তাহা দ্বারা কফ, পিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিশেষতঃ রক্ত-পিত্ত, রক্তপ্রদর, রক্তাতিসার ও ব্যঙ্গ (মেচেতা) রোগের বিশেষ উপকার হয়। ইহা কষায়-তিক্তরস শীতবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বর্ণজনক।

অলাবু।—(Lagenaria vulgaris, Syn, Cucurbita lagenria.) অলাবুর বাঙ্গলা নাম লাউ। হিন্দীতে ইহাকে লৌকা, মিঠিতুম্বী, লবলৌয়া ও গৃহলৌয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুধাভোপ্‌লা কহে। লম্বা-কৃতি ও গোলাকার ভেদে লাউ দুই প্রকার। দুইপ্রকার লাউফলই মধুর-রস, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, গুরু, বল-কারক, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক এবং ধাতু-পুষ্টিকারক। "তিৎ-লাউ" নামক তিক্তাস্বাদবিশিষ্ট এক-প্রকার লাউ আছে, কটুতুম্বী শব্দে তাহার গুণাদি লিখিত হইবে।

অলিঞ্জর।—অলিঞ্জর এক-প্রকার ফুটী। বাঙ্গালায় ইহা ফুটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় চিরকোটী নামে প্রসিদ্ধ। এই ফুটী মধুর-তিক্ত-কষায় রস, ক্ষার পদার্থ বিশিষ্ট, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, পাকে কটু, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক এবং শ্বাস, কাস ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

অলীক মৎস্য।—অলীক মৎস্য একপ্রকার পিষ্টকের নাম। মাষকলাই বাটিয়া একটি পান পাতায় মৎস্যের আকারে লেপন করিতে হয়, তৎপরে তাহা অঙ্গারাগ্নিতে স্বিন্ন করিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হয়। তারপর সেই খণ্ড গুলি ভাজিয়া লইলেই, তাহাকে অলীক মৎস্য কহে। অলীক মৎস্য গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র-বর্দ্ধক এবং কফ ও মলের বৃদ্ধিকারক।

অলোমশ।—অলোমশ এক-প্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য অর্দ্ধহস্ত পরিমিত, শুক্লবর্ণ এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আঁস দ্বারা আচ্ছাদিত। অলো-মশ মৎস্য বলকারক, বীর্য্যজনক ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

অশিশিম্বী।—অশিশিম্বী এক প্রকার শিম। এই শিমের বর্ণ শ্বেত, সেইজন্য চলিত কথায় ইহাও শ্বেত শিম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম পোর শ্বেত আবই। এই শিম মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, রুচিকারক এবং শ্লেষ্মা পিত্ত ও ব্রণদোষের উপকারক।

অশোক।—(Saraca Indica, Jonesia As'oka.) অশোক এক

প্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহা অশোক নামেই পরিচিত, হিন্দীতে ইহাকে অশোগী কহে। অশোক তিক্ত-কষায়, রস, শীতবীর্য্য, মলরোধক, বর্ণকারক, এবং গুল্ম, শূল, উদর, আগ্মান, ক্রিমি, অপচী, তৃষ্ণা, দাহ, শোষ, বিষদোষ, ও প্রদর রোগের বিশেষ উপকারক। শ্বেত রক্ত নীলাদি সর্ব্বপ্রকার প্রদরেই ইহা যথেষ্ট উপকারী। মূলের ছাল ক্বাথ অথবা চূর্ণ করিয়া, ঔষধ বিশেষে ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

অশ্মন্তক।—(Coleus amboinicus, Syn, coleus aromaticus.) অশ্মন্তক দেশভেদে পাথরকুচা, লোহাচুর, হিমসাগর, হাতাজো প্রভৃতি বাঙ্গালা নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে পাথরচুর কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পাষাণভেদক। অশ্মন্তক তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতল, মলভেদক, বস্তিশোধক, মূত্রকারক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, তৃষ্ণা, দাহ ও অর্শোরোগের শান্তি কারক।

আবুটা নামক পদার্থের নামও অশ্মন্তক। আবুটাও একপ্রকার পাথরকুচা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহাকে অশ্মর কহে। আবুটা মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং মেহ, তৃষ্ণা, দাহ, বিষমজ্বর, বিষদোষ ও ভূতদোষের উপকারক।

অশ্ব।—অশ্বের নামান্তর ঘোটক। বাঙ্গালায় অশ্বকে ঘোড়া কহে। অশ্বের মাংস মধুর-লবণ রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তজনক, দাহকারক ও চক্ষুর হিতকর।

অশ্বকর্ণ।—(Shorea robusta.) সর্জ্জশাল নামক একপ্রকার শাল গাছকে অশ্বকর্ণ কহে। এই শাল গাছের নির্য্যাস ধুনা। অশ্বকর্ণ কটু-তিক্ত-কষায় রস, স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত, বিস্ফোট, কণ্ডু, ব্রণ, ব্রধ্ন (বাগি), বিদ্রধি (ফোড়া), স্বেদ, কফ ও ক্রিমিরোগের হিতকর।

অশ্বকাতরা।—বাঙ্গালায় অশ্ব কাতরাকে "ঘোড়াকাথরা" এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় "ঘোড়ে কাথর" কহে। অশ্ব কাথরিক, হয়কাতরা এবং অশ্বের নামান্তে কাতরা বা কাথরা শব্দ সংযুক্ত করিলে যে সকল নাম হয়, সেই সকল গুলি ইহার সংস্কৃত নাম। অশ্বকাতরা তিক্ত রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

অশ্বগন্ধা।—(Withania somnifera or physalis flexuosa.) অশ্বগন্ধাকে হিন্দীতে অশগন্ধ্ বা

বারাহীগেটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহা আসন্ধ, আসান্দু, অঙ্গুর ও অসন্ধিকা নামে পরিচিত। অশ্বগন্ধা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, শুক্র-বৰ্দ্ধক, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, ব্রণ, শ্বিত্র ও শোথ-রোগের শান্তিকারক।

অশ্বতর।—অশ্ব ও গর্দ্দভ এই উভয় জন্তুর সহবাসে যে জন্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে অশ্বতর কহে। ইহার চলিত নাম "খচ্চর" হিন্দী "অস্তর"। খচ্চরের মাংস বলকারক, পুষ্টিবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তজনক।

অশ্বত্থ।—Ficus religiosa, Syn, Urostigma religiosum.) অশ্বত্থগাছ বাঙ্গালায় অশ্বত্থ বা অশোথ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে পিপর, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পিংপল ও রাবিচেট্ট এবং তেলেগু ভাষায় কুলুজুব্বিচেট্টু কহে। অশ্বত্থ মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, ও যোনিদোষের শান্তিকারক। অশ্বত্থের পাকা ফল শীতবীর্য্য, এবং রক্ত, পিত্ত, দাহ, বমি, শোথ, অরুচি ও বিষদোষের হিতকর।

অশ্বত্থিকা।—'গয়া-অশ্বত্থ' নামক ক্ষুদ্রপত্র অশ্বত্থকে অশ্বত্থিকা কহে। হিন্দীতে ইহাকে পিপ্‌লী মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অশ্বত্থী এবং কর্ণাট ভাষায় হেনরলি কহে। গয়া-অশ্বত্থ মধুর-কষায় রস, গর্ভের হিতকারক এবং রক্তপিত্ত, বিষদোষ ও দাহ-রোগের উপকারক।

অশ্ববলা।—অশ্ববলার সংস্কৃত নামান্তর 'নারী।' বাঙ্গালায় ইহাকে নারীশাক কহে। ইহার পত্র রুক্ষ এবং মল-মূত্র-বায়ুর রোধক।

অশ্বমূত্র।—ঘোটকের মূত্র তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবৰ্দ্ধক, এবং কফ, দদ্রু ও ক্রিমি রোগের উপকারক।

অশ্বযান।—অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, বায়ু ও পিত্ত বৰ্দ্ধিত হয়, অগ্নি উদ্দীপিত হয়, এবং মেদোদোষ, কফ ও কান্তি বিনষ্ট হয়। শরীরে উপযুক্ত বল থাকিলে, পরিমিত মাত্রায় অশ্বারোহণ উপকারী।

অশ্বাতক্র।—ঘোড়ার দুগ্ধ হইতে যে ঘোল উৎপন্ন হয়, তাহা কষায় রস, রুক্ষ, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং নেত্ররোগ ও মূর্চ্ছা-রোগের উপকারক।

অশ্বীঘৃত।—ঘোটকের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহা কটু-কষায়-মধুর রস, ঈষৎ অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্র-

পাক, মূর্চ্ছানাশক ও বায়ুর শান্তিকারক।

অশ্বীদধি।—ঘোড়ার দুগ্ধের দধি মধুর-কষায় রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, ঈষদ্ বায়ুজনক, এবং নেত্রদোষ, কফরোগ ও মূর্চ্ছার হিতকর।

অশ্বীদুগ্ধ।—ঘোটকের দুগ্ধ মধুর-অম্ল-লবণ রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বলকারক ও কফ-বায়ুনাশক।

অশ্বীনবনীত।—ঘোটকের দুগ্ধজাত মাখন—কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ঈষদ্ বায়ুজনক, চক্ষুর হিতকর এবং কফ-বায়ুনাশক।

অষ্টগুণ মণ্ড।—আট ভাগ চাউল ও চারি ভাগ ভাজা মুগের ডাইল, একত্র ১৪ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া তাহাতে হিং, সৈন্ধব, ধনে, শুঁঠ, মরিচ ও পিপুলের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিলে, তাহাকে অষ্টগুণ মণ্ড কহে। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকারক ও বস্তিশোধক।

অষ্টপদী।—অষ্টপদীকে বাঙ্গালায় বেলফুল বা বেলাফুল কহে। বেলফুলের গাছ শীতবীর্য্য, লঘু এবং কফ, পিত্ত ও বিষদোষের হিতকর।

অষ্টবর্গ।—(A ceass of eight principal medicaments Rishabhaka &c. মেদা, মহামেদা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীর কাকোলী, এই আটটি পদার্থকে অষ্টবর্গ কহে। অষ্টবর্গ মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরু, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, গর্ভকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক. কামোদ্দীপক, বলকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং দাহ, শোথ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়রোগের হিতকারক।

অষ্টবর্গের দ্রব্যগুলি অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তজ্জন্য শাস্ত্রে ঐ সকল দ্রব্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য লইবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—মেদার অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদার অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভের অভাবে বংশলোচন, ঋদ্ধির অভাবে শ্বেত বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে পীত বেড়েলা এবং কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী প্রযোজ্য। গ্রন্থান্তরে মেদা মহামেদার অভাবে শতমূলী, জীবক ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ক্ষীর কাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা মূল, এবং ঋদ্ধি-বৃদ্ধির অভাবে বারাহীকন্দ (শ্বেত ভূমিকুষ্মাণ্ড অথবা চুবড়ি আলু) প্রয়োগ করিবার উপদেশ দেখা যায়।

অসন।—(Terminalia tomentosa, Syn, Pentaptera tomentosa.) অসনকে বাঙ্গালায় অসন, পিয়াশাল বা বিজয়সার কহে। অসনের পত্র দেখিতে ছাগলের কর্ণের মত। হিন্দীতে ইহাকে অসনা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অসনা ও বড়িলুরিয়া কহে। অসন কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, মলভেদক, ত্বকের ও কেশের উপকারী, রসায়ন এবং গলদোষ, রক্তমণ্ডল, কুষ্ঠ, বীসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, ক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত রোগের শান্তিকারক।

অসার দধি।—যে দধির মাখন তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাকে অসার দধি কহে। অসারদধি শীতল, লঘু, বায়ুজনক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বিষ্টম্ভী ও গ্রহণীরোগনাশক।

অসিপত্র তৃণ। অসিপত্রের অপর নাম গুণ্ডা তৃণ। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে 'গুণ্ডাগবত' কহে। এই তৃণ মধুররস, শীতবীর্য্য এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ, দাহ ও অতিসার রোগের নাশক। ছোট বড় ভেদে গুণ্ডাতৃণ দুইপ্রকার, তন্মধ্যে ছোট অপেক্ষা বড় গুণ্ডাতৃণের গুণ অধিক।

অস্থিসংহার।—(Vitis quadrangularis, Syn, Cissus quadrangularis) অস্থিসংহারের অপর সংস্কৃত নাম অস্থিশৃঙ্খলা, বজ্রবল্লী ও গ্রন্থিমান্। অস্থিসংহারকে বাঙ্গালায় হাড়োচ, হাড়জোড়া ও হাড়ভাঙ্গা এবং হিন্দীতে হরসঙ্করী, হরজোড়ী ও হরসজ্ঞারি কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক, অস্থিসংযোজক, বাতশ্লেষ্মনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং ক্রিমি, অর্শঃ ও নেত্ররোগের হিতকর।

অহিংস্রা।—(Cappharis sepiaria) অহিংস্রার অপর সংস্কৃত নাম কণ্টকপালী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটা গুড়কাঁটাল কহে। অহিংস্রা শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

অহিফেন।— (Opium poppy, Papaver Somniferum.) পোস্তগাছের অপক্ব ফল (ঢেঁড়ি) অল্প অল্প চিরিয়া দিলে, তাহা হইতে যে আটা নির্গত হয়, তাহাকেই অহিফেন কহে। অহিফেনের বাঙ্গালা নাম আফিন্, হিন্দী অফিম্, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অফুকড়রী ও অফুন; মালবদেশীয় নাম আফন এবং তেলেগু ভাষায় নাম নলমণ্ডু। অহিফেন তিক্তাস্বাদ, মাদক, নিদ্রাকারক,

বেদনানিবারক, আক্ষেপ-নিবারক, স্পর্শশক্তির হানিকারক, মস্তিষ্কের উত্তেজনাকারক, স্বেদজনক, মল-মূত্রাদির ধারক, বলকারক, বীর্য্য-স্তম্ভক এবং বাতপিত্তের বৰ্দ্ধক। অহিফেন অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে এবং প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদে অহিফেনের চারি-প্রকার ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্বেত-বর্ণ অহিফেন অন্নপাচক, কৃষ্ণবর্ণ প্রাণনাশক, পীতবর্ণ মলমূত্রাদির বা বয়সের স্তম্ভনকারক, এবং কর্ব্বুরবর্ণ (নানাবিধ মিশ্রবর্ণ বিশিষ্ট) অহিফেন মলমূত্রাদির নিঃসারক।

অক্ষোট।—(Juglans regia.) চলিত কথায় অক্ষোটের নাম আখ্‌রোট্। হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহাকে আখোট, প্রাকৃত ভাষায় অক্রোড়, কোঙ্কণভাষায় আখোড়-এবং হিন্দীভাষায় খরোট নাস-পাতী কহে। আখ্‌রোট্ মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভেদক, বাত-পিত্তনাশক, কফবৰ্দ্ধক, বলকারক এবং রক্তদোষনিবারক।

আকাশমাংসী। (A small variety of Jatamansi said to be produced in Keda'ra mountain.) ক্ষুদ্র জটামাংসীকে আকাশমাংসী বা আকাশ জটামাংসী কহে। কেদার ভূমিতে এই জটামাংসীর উৎপত্তি হয়। ইহা শীতল, বর্ণকারক এবং শোথ, ব্রণ, নাড়ীব্রণ, লূতাবিষ ও গৰ্দ্দভ-জালাদি রোগের শান্তিকারক।

আকাশবল্লরী। (Cassytha filiformis.) আকাশ বল্লরীর বাঙ্গালা নাম 'আলোকলতা' বা আকাশ-বেল। কোঙ্কণ দেশে ইহাকে অমর বেল এবং পাশ্চাত্য প্রদেশে অমরবেলি, আকাশবেলি ও নলমুদ-বেলি কহে। ইহা মধুর-কটু তিক্ত রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পিত্তনাশক, শুক্রজনক, রসায়ন, বলকারক, মল-রোধক এবং নেত্ররোগ ও পিত্তশ্লেষ্ম-জনিত রোগের হিতকর।

আখুকর্ণী। (Salvinia cucullata. বাঙ্গালায় আখুকর্ণীকে ইন্দুরকাণী, পানা বা মূষাকাণী কহে। হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহার নাম ভোপলী। কর্ণাট ভাষায় ইহাকে ঘাল্লহরুহে কহে। ইন্দুরকাণী ছোট বড় ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ঔষধাদিতে ছোট ইন্দুরকাণীই প্রশস্ত। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কফ-পিত্তনাশক এবং আনাহ, জ্বর ও শূল-রোগের উপকারক।

আখুপাষাণ। (A kind of mineral loadstone.) আখু-পাষাণকে বাঙ্গালায় চুম্বক পাথর কহে। যথাবিধি শোধিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে, বীর্য্যবৃদ্ধি, কান্তিবৃদ্ধি, ত্রিদোষ নাশ, এবং সমুদায় রোগের উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু অপরিশুদ্ধ চুম্বক শরীরেব সমস্ত ধাতুর নাশক, এবং দাহ, ভেদ, লালাস্রাব ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগের ও মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

চুম্বক প্রথমতঃ বকফুলের পাতার রসে ভাবিত করিয়া, পরে ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই শোধিত হয়। তৎপরে ঐ চুম্বক গোমূত্র বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৭ বার পুটপাক করিতে হয়। তাহাতে চুম্বক ভস্ম হইয়া থাকে। এইরূপে শোধিত ও জারিত চুম্বক বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বীর্য্য-জনক, রক্তবর্দ্ধক,এবং জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ, কাস, শ্বাস শুক্র-দোষ, রজোদোষ, ক্লৈব্য ও হৃৎকম্প রোগের উপকারক।

আজবল্ল।—আজবল্ল এক-প্রকার বনতুলসী। হিন্দীতে ইহাকে শ্বেতবর্ব্বরী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রাণ-তুলসীভেদ এবং প্রাকৃতভাষায় আজ-বলা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নি-দীপক, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, সুখ-প্রসবকারক, দাহজনক, এবং বায়ু, কফ, ব্রণ, নেত্ররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি, বিষদোষ,কামলা,কুম্ভকামলা, আনাহ, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, ত্বগ্‌দোষ, ক্রিমি, রক্তদোষ, শ্বাস, কাস, দদ্রু, হৃদ্রোগ, পার্শ্ববেদনা, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বমি-রোগের হিতকর। যে সকল আজ-বল্ল, সুগন্ধি, তাহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, পিত্তকারক, তৃপ্তিজনক, নিদ্রা-বর্দ্ধক, এবং বায়ু, বমি, গ্রহদোষ, পার্শ্বশূল, কাস, শ্বাস, কফ, শোথ ও গাত্রদৌর্গন্ধের শান্তিকারক।

আটিপক্ষী।—(Turdus-ginginianus) আটিপক্ষীর সংস্কৃত নামান্তর শরারিপক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে শরাল পাখী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বগলীপক্ষীণ কহে। এই পক্ষীর মাংস বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অগ্নিদীপক এবং বায়ুরোগ ও কাস-রোগের উপকারক।

আড়িমৎস্য। আড়ি মৎ-স্যকে বাঙ্গালায় আড়মাছ কহে। আড়্‌মাছ গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নিদীপক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রকোপকারক।

আঢ়কী। (Cajanus, indicus, Syn, Cytisus cajan) বাঙ্গালায় আঢ়কীকে অড়হর বা আইরি কহে। ইহার হিন্দী নাম রহর, টর, তুবরী ও টুমুর। আঢ়কী একপ্রকার শিম্বীধান্য। দাইলাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। অড়হরের সাধারণ গুণ,—ইহা কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্ত নাশক, অল্প বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং জ্বর, গুল্ম, মুখব্রণ, কাস, বমি, হৃদ্রোগ, ও অর্শোরোগের উপকারক।

অড়হর শ্বেত রক্ত পীত বর্ণভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত অড়হর বাতাদি দোষের বর্দ্ধক। রক্ত অড়হর বলকারক, রুচিজনক এবং পিত্ত ও সন্তাপের নিবারক, পীত অড়হর অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও দাহরোগের হিতকর।

অড়হরের যূষ মধুর রস, বলকারক, শোষণকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

আতপ।—আতপের চলিত নাম রৌদ্র। আতপসেবা রুক্ষতা ও বিবর্ণতা কারক, নেত্ররোগ বর্দ্ধক এবং স্বেদ, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি ও রক্তদোষের উৎপাদক।

আতৃপ্য।—(Annona reticulata.) The custard apple tree. আতৃপ্যকে বাঙ্গালায় আতা হিন্দীতে সরীফা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সিতাফলীচে ঝাড় কহে। পক্ক আতাফল মধুর রস, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, রক্তবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, বলবর্দ্ধক, মাংসবর্দ্ধক এবং দাহ, রক্তপিত্ত ও বায়ুরোগের উপকারক।

আত্মগুপ্তা।—(Mucuna pruriens, Carpopogon pruriens.) আত্মগুপ্তার সংস্কৃত নামান্তর শূকশিম্বী, কপিকচ্ছু, বানরী, মর্কটী প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাকে আলকুশী, দয়া, ধুনার গুড় বা শুয়াশিম্বী কহে। ইহার হিন্দীনাম কৌঁচ, মহারাষ্ট্রীয় নাম কুহিরী এবং তেলেগু নাম দুলগুড়ি। আত্মগুপ্তা মধুর-তিক্তরস, গুরুপাক, মাংসবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, শীতপিত্ত ও ব্রণরোগের হিতকর। আলকুশীবীজ মধুর রস, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

আদিত্যপত্র।—আদিত্যপত্র একপ্রকার হুড়হুড়ে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আদিত্যপর্ণী, আদিত্যপর্ণিকা প্রভৃতি। এই হুড়হুড়ে কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং গুল্ম, অরুচি ও বিবিধ বায়ুরোগের উপকারক।

আদিত্যভক্তা।—(Cleome viscosa Polanisia icosandra. আদিত্যভক্তাকে বাঙ্গালায় বন্-শল্‌তে, শুল্‌টে বা হুড়হুড়ে কহে। ইহার হিন্দী নাম হুল্ হুল্, এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম শূর্য্যকুলবল্লী। দেশভেদে ইহার আদিত্য বা আদিত্যভক্তি নামও শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শূর্য্যাবর্ত্তা, সুবর্চ্চলা, মণ্ডূকপর্ণী ও বিক্রান্তা। শ্বেতপুষ্প ও পীতপুষ্পভেদে হুড়হুড়ে দুই প্রকার; উভয় হুড়হুড়েই কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডূ, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতগ্রহ, শীতজ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপদ্, ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণশূল ও শিরঃশূল রোগের উপকারক। আধ্‌কপালে এবং অন্যান্য মাথাব্যথায় হুড়হুড়ের বীজ হুড়হুড়ের পাতার রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

আনূপমাংস।—অনূপ অর্থাৎ জলাভূমিতে যে সকল জীব জন্মে বা বাস করে, তাহাদিগকে আনূপ প্রাণী বলা যায়। আনূপজীবের মাংস মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যকারক, কফজনক, মাংসবর্দ্ধক ও বায়ুবর্দ্ধক।

আমলক।—এক প্রকার ক্ষুদ্র আমলকীর নাম আমলক ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাষ্ঠ ধাত্রীফল ও ক্ষুদ্রামলক। বাঙ্গালায় ইহাকে কাট্ আমলা এবং হিন্দীতে কর্করা কহে। ইহা কটু-কষায় রস, শীতল, এবং পিত্ত ও রক্তদোষের উপকারক।

আমলকী।—(Phyllanthus emblica. Syn. Emblica officinalis.) আমলকীর সংস্কৃত নামান্তর ধাত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে আমলকী বা আমলা, হিন্দীতে অণোরা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবলে, কর্ণাট ভাষায় নেল্লি এবং উৎকল ভাষায় অঁড়া কহে। আমলকী কষায়-অম্ল-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, রসায়ন, বায়ুপিত্ত-কফনাশক, এবং দাহ, পিত্ত, বমি, মেহ, শোষ, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের উপকারক। আমলকীর শুষ্ক-ফল অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায়-মধুর-রস, কেশের হিতকর এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক আমলকীর বৃক্ষের মজ্জা, মধুর-কষায়,রস, বমিকারক, বায়ু-পিত্তনাশক এবং ফলের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

আম্র।—(Mangifera indica.) The Mango tree. আম্রকে বাঙ্গালায় আম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়

আঁবাফল, কর্ণাটদেশে মাবিনফল, এবং তেলেগু ভাষায় মাবিড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রসাল, চূত ও মাকন্দ প্রভৃতি। কচি আম কষায়াম্লরস, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতরক্তকারক এবং কণ্ঠরোগ, মেহ, ব্রণ ও কফ-পিত্তের উপকারক। কাঁচা আম অম্লরস ও বায়ু-পিত্ত-কফ-বর্দ্ধক। পাকা আম মধুররস, গুরুপাক, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক, পুষ্টিকারক, ধাতুবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, কান্তিবর্দ্ধক, এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক। ঈষৎ পাকা (ডাঁসা) আম অম্ল-মধুর-রস, মলরোধক এবং রক্ত-পিত্তের প্রকোপকারক। কৃত্রিম পক্ক আম পিত্তনাশক। পর্য্যুষিত, অর্থাৎ অধিক পাকা আম মধুররস, লঘুপাক, শীত-বীর্য্য, মলনিঃসারক, রুচিজনক, বল-কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং বাত পিত্ত-নাশক। গালিত আমের রস গুরু-পাক, বলবর্দ্ধক, মলভেদক, পুষ্টিজনক তৃপ্তিকর ও কফবর্দ্ধক।

আম্রতৈল।—আমের আঁটির মজ্জা হইতে এক প্রকার তৈল নিষ্কাশিত করা যায়, তাহাকেই আম্রতৈল কহে। এই তৈল ঈষত্তিক্ত-মধুর রস, অল্প পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু ও কফের শান্তিকারক, রুক্ষ, এবং সুগন্ধবিশিষ্ট।

আম্রপল্লব।—আমের পল্লব অর্থাৎ নূতন পাতা. ইহা কষায় রস, মলরোধক, রুচিকর এবং কফ-পিত্ত-নাশক।

আম্রপানক।—বাঙ্গালায় আম্রপানককে "আমের পানা" বা "আমের সরবৎ" কহে। কাঁচা আম পোঁড়া করিয়া জলে গুলিতে হইবে। পরে সেই জল ছাঁকিয়া, তাহার সহিত চিনি, মরিচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইলেই এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকারক, বলবর্দ্ধক এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের তৃপ্তিজনক।

আম্রপুষ্প।—চলিত কথায় আম্রপুষ্পকে আমের মুকুল বা আমের বোল কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, সুগন্ধি, রুচিজনক, অগ্নি-বর্দ্ধক, রক্তদুষ্টিনাশক এবং বায়ু-বর্দ্ধক।

আম্রপেশী।—আম্রপেশীর চলিত বাঙ্গালা নাম আমচুর বা আম্শী। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে আঁবোশী কহে। আম্রপেশী অম্ল-মধুর-কষায় রস, মলভেদক এবং বায়ু ও কফের নাশক।

আম্রমূল।—আমের মূল বা শিকড় সুগন্ধি, কষায় রস, শীতবীর্য্য ও মলরোধক।

আম্ররসাকৃতি পানক।— এই পানা দেখিতে ঠিক পাকা আমের রসের মত। মথিত দধিতে চিনি ও কুঙ্কুম (জাফরান্) মিশ্রিত করিলে, এই পানা প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-মধুর রস, রুচিজনক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্তের নাশক।

আম্রলেহ।—আম্রলেহকে বাঙ্গালায় 'আমের চাট্নি' বলা যায়। নানাবিধ উপায়ে আমের চাট্নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে প্রকার চাট্নিকে হিন্দীতে 'রায়তে' কহে, তাহা প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ কাঁচা আম ভাজিয়া লইতে হইবে। পরে তাহার সহিত লবণ, চিনি, মরিচ ও ভাজাহিং মিশ্রিত করিবে। এই চাট্নি অম্ল-মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

আম্রবীজ।—আমের আঁটির ভিতরে যে পদার্থ থাকে, তাহাকেই আম্রবীজ বা 'আমের কুশী' বলা যায়। ইহা ঈষৎ-অম্ল-মধুর-কষায় রস, বমন ও অতিসারের নিবারক এবং বক্ষো-জ্বালা নাশক।

আম্রহরিদ্রা।—বাঙ্গালা চলিত কথায় আম্রহরিদ্রাকে "আমহলুদ" কহে। আমহলুদ কষায়-তিক্ত-অম্ল-রস, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলপরিষ্কারক, রুচিজনক এবং কফ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, মুখরোগ ও রক্ত-দোষের শান্তিকারক।

আম্রাতক। (The hog-plum (Spondias mangifera.) আম্রাতককে বাঙ্গালায় আমড়া, হিন্দীতে আম্বাড়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইরসাল আঁবা বা আঁবাড়ে কহে। আমড়ার কাঁচা ফল কষায়-অম্লরস, শীতবীর্য্য, ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। পক্বফল কষায়-অম্ল-মধুর রস, শীত-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, অল্প বায়ুনাশক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

আম্রাবর্ত্ত। (Inspissated mango juice.) আম্রাবর্ত্ত দেশভেদে আমসত্ত্ব, আমোট বা আম্‌তা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আম্রাতক। হিন্দীতে ইহাকে অম্বট এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আঁবেরসাটা পোলী কহে। পাকা-আমের রস গালিয়া পাত্রবিশেষে বিস্তৃত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর রস, রুচিকর, অল্প গুরুপাক, মলভেদক, এবং তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তের শান্তিকারক।

আম্লবল্লী।—মহারাষ্ট্রীয় দেশে 'আঁবটবেল' নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার

লতা পাওয়া যায়, তাহারই সংস্কৃত নাম আম্রবল্লী। এই লতা তীক্ষ্ণ-অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং কফ, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও বায়ুর উপকারক।

আরগ্বধ। (Cassia fistula.) আরগ্বধের সংস্কৃত পর্য্যায় রাজবৃক্ষ, শম্পাক, চতুরঙ্গুল, কৃতমাল, ব্যাধিঘাত, কর্ণিকার ও আরেবত। ইহার বাঙ্গালা নাম সোন্দাল, সোনালু, বানরলাঠি, বানরনড়ী বা রাখালনড়ী। হিন্দীতে ইহাকে আমলটাস্, ধনবহেড়া বা শোণহালী; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় খোরবাহাবা এবং তেলেগু ভাষায় রেল্লচেট্টু কহে। ইহার পক্কফলের মজ্জা মধুর-তিক্ত রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেহ, কফ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, সূচীবেধবৎ বেদনা ও উদাবর্ত্ত রোগের হিতকর। পাতা বিরেচক এবং কফ ও মেদোরোগের উপকারক। পাতার প্রলেপ ব্যবহারে দদ্রু, কণ্ডু এবং কুষ্ঠ রোগের উপশম হয়। ফুল তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য ও মলসংগ্রাহক।

আরামঘোলী।—আরামঘোলী পশ্চিমদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার শাক। ছোট বড় ভেদে এই শাক দুই প্রকার। ইহা অম্লরস, রুক্ষ, রুচিকারক, বায়ুনাশক এবং শ্লেষ্মা ও পিত্তের বৃদ্ধিকারক। ছোট আরামঘোলী জীর্ণজ্বরনাশক।

আরামশীতলা।—মহারাষ্ট্রীয় দেশে "রামশালী" নামে প্রসিদ্ধ একপ্রকার শাক পাওয়া যায়, তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় আরামশীতলা কহে। এই শাক সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহ, শোষ, রক্তদোষ ব্রণ ও বিস্ফোট রোগের উপকারক।

আরুক।—"আলুবোখার" নামক কাবেলদেশীয় প্রসিদ্ধ পদার্থের সংস্কৃত নাম আরুক। আলুবোখার মধুর-অম্ল-কষায় রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলরোধক, পাচক, রুচিকারক, মুখপ্রিয়, মুখপরিষ্কারক, কফপিত্তবর্দ্ধক এবং ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক।

হিমালয় প্রদেশে একপ্রকার ওষধি জন্মে, তাহাও আরুক বা আরূক নামে পরিচিত। এই আরুক মধুররস, শীতবীর্য্য, জারক এবং বায়ু, অর্শঃ, প্রমেহ, রক্তদোষ ও গুল্মরোগের উপকারক।

আর্য্য।—আর্য্য একপ্রকার মধুর নাম। পীতবর্ণ ও লম্বামুখবিশিষ্ট

অর্ঘ নামক মক্ষিকা যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকেই আর্ঘ্য মধু কহে। এই মধু মধুর-কটু-কষায়রস, পাকে তিক্ত, কফ-পিত্তনাশক, বল ও পুষ্টির বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্তদোষনাশক।

আর্ত্তগল।—(Barleria coerulea.) আর্ত্তগল বাঙ্গালায় "নীল ঝাঁটী" হিন্দীতে 'কটসেরয়া' এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় 'কালাকোরাণ্টা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথরোগের হিতকর।

আর্দ্রক।—(Zingiber officinale.) Common ginger.

আদ্রকের বাঙ্গালা নাম আদা, হিন্দী নাম আদ্‌রক্ মহারাষ্ট্রীয় নাম আলে এবং কর্ণাট দেশীয় নাম অল্ল ও অদ্রকা। ইহা একপ্রকার কন্দ বা মূল। আদা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, স্বরবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, মলমূত্রাদির বিবন্ধ, আনাহ ও শূল রোগের শান্তিকারক।

আর্দ্রমরিচ।—কাঁচা গোল মরিচের সংস্কৃত নাম "আর্দ্রমরিচ"। কাঁচা গোল মরিচ কটু-তিক্ত-মধুররস, পাকে মধুর, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, বায়ু, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

আর্দ্রবটক।—আর্দ্রবটক একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য। চলিত কথায় ইহাকে আদাবড়া কহে। আদাবড়া প্রস্তুতের নিয়ম,—প্রথমতঃ ভাজা মুগের পিটে প্রস্তুত করিয়া, তৈলে ভাজিয়া, তাহা চূর্ণ করিতে হইবে এবং সেই চূর্ণের সহিত ভাজা হিং, মরিচ, জীরা, আদা, যমানী ও নেবুর রস উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। পরে সেই চূর্ণের পূর দিয়া মুগের পিটে প্রস্তুত করিবে এবং ঘৃত বা তৈলে ভাজিয়া রসে ফেলিতে হইবে; তাহা হইলেই আর্দ্রবটক প্রস্তুত হইবে। ইহা গুরুপাক, মুখরোচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

আর্দ্রিকা।—আর্দ্রিকার সংস্কৃত নামান্তর আর্দ্রবালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট আদা বলা যায়। ইহা মধুর-তিক্তরস ও মূত্রকারক।

কাঁচা ধনেরও সংস্কৃত নাম 'আর্দ্রিকা।' কাঁচা ধনে কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রজনক এবং বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

আলুক।—An esculent root. (Arum campanulatum.) আলুকের বাঙ্গলা নাম আলু। আলু এক প্রকার কন্দ। এদেশে নানা

প্রকার আলু উৎপন্ন হয়। নামানুসারে সেই সেই আলুর গুণ পৃথক্ পৃথক্ লিখিত হইবে। সকল প্রকার আলুর সাধারণ গুণ,—মধুর রস, শীতবীর্য্য, (গোল আলু উষ্ণবীর্য্য), গুরুপাক, বিষ্টম্ভী (বহু বিলম্বে জীর্ণ হয়), রুক্ষ, মল-মূত্রনিঃসারক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, বায়ু ও কফের উপকারক।

আলুকী।—রক্তবর্ণ ও লম্বা আকারের আলুকে আলুকী কহে। চলিত কথায় ইহাই 'রাঙা আলু' নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে অরুই কহে। রাঙা আলু মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, স্নিগ্ধ, বলকারক, এবং হৃদয়স্থ শ্লেষ্মার নাশক।

আবর্ত্তকী।—আবর্ত্তকী এক প্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে সোনামুখী এবং কোকণ দেশে আহুলী, তগাড়বল্লী বা ভগতবল্লী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, রসায়নকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ, বাতরক্ত, শোথ ও প্রমেহ রোগের উপকারক।

আবিল মৎস্য।—আবিল মৎস্যের বর্ণ শুভ্র, পক্ষ ও পুচ্ছ তাম্রবর্ণ এবং স্থূলাকার। আবিল মৎস্য মধুর-রস, রুচিকারক, বলকর এবং বীর্য্য ও পুষ্টির বর্দ্ধক।

আশুধান্য।—আশুধান্যকে বাঙ্গালায় 'আউশ ধান' কহে। এই ধান বর্ষাকালে পাকে। শীঘ্র পাকে বলিয়া ইহার নাম আশু। আশুধান মধুর রস, পাকে অম্ল, গুরুপাক, মল-মূত্রকারক এবং ত্রিদোষের বিশেষতঃ পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

আশুমণ্ড।—আউশ-চাউলের ভাতের মণ্ডকে 'আশুমণ্ড' কহে। ইহা মধুর রস, মলরোধক, তৃপ্তিজনক, কফবর্দ্ধক, ক্ষয়দোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

আসব। যথানির্দ্দিষ্ট-দ্রব্য জলের সহিত কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে, যে মদ্যবৎ পদার্থ-উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আসব কহে। যে আসব যে সকল দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত হয়, সেই সকল দ্রব্যের গুণই সেই আসবে বর্ত্তমান থাকে।

আস্ফোতক। (Clitoria ternatea.) আস্ফোতক এক প্রকার লতার নাম। চলিত কথায় ইহাকে হাপরমালী কহে। তেলেগু ভাষায় ইহার নাম "অড়বিমল্লেতীগো"। ইহা কুষ্ঠরোগ ও বিষদোষের উপকারক।

আস্ফোটক। আস্ফোটক একপ্রকার গুল্ম। আস্ফোটক তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য ও কটুবিপাক এবং বিষ, কুষ্ঠ, খোস, চুলকণা ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

আস্ফোটকী। আস্ফোটকী, হাপরমালী নামক লতার শিকড় দ্বারা লেখনী তৈয়ার হয়।

আস্ফোট। আস্ফোটকে গুজরাটি ভাষায় শীসম বলে এবং হিন্দীতে আস্ফোট বলে।

আস্শ্যাওড়া। আস্শ্যাওড়া নামক গুল্মকে সংস্কৃত ভাষায় বদক্র বা আস্থশাখোট বলে। আস্শ্যাওড়া কষায়-তিক্তরস, বাতবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফের হিতকর এবং ক্রিমি, পাণ্ডু ও জ্বররোগের উপকারক।

আহলীব। আহলীব গুজরাট দেশে আসাল বীজ নামে প্রসিদ্ধ। আহলীব তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং ত্বগ্‌দোষ, বায়ুবিকার ও গুল্মরোগের উপকারক।

আহুল্য। আহল্য এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। হিন্দীতে ইহাকে ভুজ্ঞিত-খড়, কাশ্মীর দেশে তরবট্ট, মহারাষ্ট্রীয় দেশে তরবড়্ ও আবের কহে। ইহা তিক্তরস,শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর এবং পিত্ত, দাহ,মুখরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, শূল ও ব্রণরোগের হিতকর।

আক্ষিক শীধু। বহেড়া, গুড় ও ধাইফুল হইতে যে তীক্ষ্ণ মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকেই আক্ষীকশীধু কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, লঘুপাক, মল-রোধক,বলকারক,রক্তপরিষ্কারক এবং পিত্ত ও পাণ্ডুরোগের শান্তিকারক।

আক্ষিকী-সুরা। বহেড়া ও চাউল হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহার নাম আক্ষিকীসুরা। এই সুরা রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিরেচক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, পিত্ত, কফ ও কুষ্ঠরোগের উপ-কারক।

ইঙ্গুদী।—বাঙ্গলায় ইঙ্গুদীকে জিয়াপুতা বা ইঙ্গোট কহে। এই বৃক্ষের গন্ধ মদ্যগন্ধের ন্যায়। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রসায়ন-কারক এবং বায়ু, কফ, বিষদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, শূল ও ভূত-গ্রহের হিতকারক। ইঙ্গুদীর ফুল ও ফল তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার উপকারক। ইঙ্গুদীর বীজ হইতে এক প্রকার তৈল-বৎ পদার্থ পাওয়া যায়। সেই তৈল মধুর রস, স্নিগ্ধ, শীতল, কান্তিজনক, বলকারক, কেশের উপকারক, পিত্ত-নাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

ইন্দুরসা।—ইন্দুরসা এক-প্রকার পিষ্টক (পিটে) জাতীয় খাদ্য। বাঙ্গালায় ইহাকে 'আঁদলসা' বলা যায়। চাউলের গুড়া ১ ভাগ, চিনি ২ ভাগ, একত্র দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া এক দিন রাখিয়া দিবে. পরদিন তাহার বড়া প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই ইন্দুরসা প্রস্তুত হয়। ইহা অতিশীতল, রুচিকর এবং বল-পুষ্টি বর্দ্ধক।

ইন্দ্রযব।—(Seeds of Holar-rhena antidysenterica) কুটজ বা

কুড়চি গাছের ফলকে ইন্দ্রযব কহে। হিন্দী এবং উৎকল ভাষায়ও ইহার নাম ইন্দ্রযব। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে ইন্দ্রযব বা কুড্যাচেবী এবং কর্ণাট ভাষায় কোড়সিগেয় বীজ কহে। সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্রের যাবতীয় নামে ইন্দ্রযব বুঝায়। তদ্ভিন্ন কলিঙ্গ, বৎসক, ভদ্রযব ও শক্রবীজ প্রভৃতি শব্দ ইন্দ্রযবের পর্য্যায়। ইন্দ্রযব কটু-তিক্ত-রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, শূল, দাহ, অতিসার, রক্তার্শঃ,বমি, বীসর্প, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগের উপকারক।

ইন্দ্রবারুণী।—Cucumis Colocynthis. ইন্দ্রবারুণীকে বাঙ্গালায় রাখাল শশা বা রাখাল নাড়ু কহে। ইহার হিন্দী নাম ইন্দ্রারুণ, বড়ী ইন্দ্রফলা এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম ইন্দ্রবারুণী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিশালা, ইন্দ্রচির্ভিটী, গবাক্ষী, মৃগের্ব্বারু, গজচির্ভিটী, ঐন্দ্রী, চিত্রা ও চিত্রফলা। ইন্দ্রবারুণী কটু-তিক্তরস, শীতল, বিরেচক এবং গুল্ম, উদর, শ্লেষ্মা, পিত্ত,ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বররোগের হিতকর। ছোট বড় ভেদে ইন্দ্রবারুণী দুই প্রকার। ছোট ইন্দ্রবারুণী উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, পাকে কটুরস, এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, কামলা, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, গলগণ্ড, বিষদোষ ও মূঢ়গর্ভের উপকারক। বড় ইন্দ্রবারুণীর ঐ সকল গুণই কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

ইল্লিশ মৎস্য।—ইল্লিশ মৎস্যকে বাঙ্গালায় ইলিশ মাছ এবং হিন্দীতে হীলসা কহে। ইলিশ মাছ মধুর রস, স্নিগ্ধ,রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তকারক, বায়ুনাশক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ইক্ষু।—(Sugarcane.) Saccharum officinarum) ইক্ষুর বাঙ্গালা নাম 'আক্'। হিন্দী নাম গাণ্ডা বা 'উখ্'। তেলেগু ভাষায় চেরুকু এবং প্রাকৃত ভাষায় উস্ কহে। ইক্ষু নানা প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন ইক্ষুর গুণ অল্প ভিন্ন হইলেও, অধিকাংশ গুণই প্রায় একরূপ। ইক্ষু মাত্রই রসে ও পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মূত্রজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, পুষ্টিকারক, আনন্দপ্রদ. কান্তিজনক, তৃপ্তিকারক, ক্রিমিজনক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষের উপকারক। ইক্ষুর মূলভাগ ও মধ্যভাগ মধুর রস এবং অগ্রভাগ ও গাঁট ঈষৎ লবণযুক্ত মধুর রস। দন্তপীড়িত ইক্ষুরস এবং যন্ত্রপীড়িত

ইক্ষুরস,এই উভয়ের অন্যান্য গুণ সমান, কেবল যন্ত্রপীড়িত ইক্ষুরস অধিক গুরুপাক, বিদাহজনক ও বিষ্টম্ভী। ইক্ষুরস পর্য্যুষিত (বাসি) হইলে,তাহা অত্যন্ত গুরুপাক, কফ-পিত্তজনক, শোষরোগকারক, মলভেদক, মূত্র-বর্দ্ধক এবং সন্তাপনাশক হয়। পক্ক ইক্ষুরস অত্যধিক গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অপরিপাক ও বিদাহকারক।

ইক্ষুদর্ভা।—ইক্ষুদর্ভার বাঙ্গালা নাম 'নটা।' ইহা এক প্রকার তৃণ। ইক্ষুর সহিত ইহার আকৃতিগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে এবং আস্বাদেও ইহা কিঞ্চিৎ মধুর রস। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে আখালু কহে। ইক্ষু-দর্ভা মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক এবং কফ-পিত্ত-নাশক।

ইক্ষুরস-শুক্ত।—ইক্ষুরস, তৈল, মূলা প্রভৃতি কন্দ বা কোন ফল এই সকল দ্রব্যের একপ্রকার আচার (চাট্‌নি) প্রস্তুত হয়, তাহাকেই ইক্ষু-রস-শুক্ত কহে। ইহা অম্ল মধুররস, গুরুপাক ও পিত্ত-শ্লেষ্ম বর্দ্ধক।

ইক্ষ্বাকু।—(Wild variety of lagenaria vulgaris) ইক্ষ্বাকুর অপর সংস্কৃত নাম কটুতুম্বী। বাঙ্গালায় ইহাকে তিতলাউ এবং হিন্দীতে কড়ুটুম্ভিয়া, তুম্বী, তিৎলৌকী, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় কড়ুভোঁপলা, কড়ুতুম্বী, কহিসোরে ও তেলেগু ভাষায় চেতি আনব কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, শীতল, লঘুপাক, বমনকারক, হৃদয়শোধক এবং পাণ্ডু, ক্রিমি, কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস, শোথ, ব্রণ, বিষদোষ, শূল ও পিত্তজ্বরের হিতকর। ইহার পাতা পাকে মধুর, মূত্রশোধক ও পিত্তের শান্তিকারক।

ঈশাবস।—অতিশয় শুভ্রবর্ণ কর্পূরকে ঈশাবস কহে। এই কর্পূর মলভেদক,রতিশক্তিবর্দ্ধক এবং মত্ততা, উন্মাদ,তৃষ্ণা, শ্রান্তি, কাস, ক্রিমি,ক্ষয়-রোগ,ঘর্ম্ম ও দাহ রোগের শান্তিকারক।

উশর্ব্বল।—উথর্ব্বল এক প্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উথল, ভূরিপত্র, সুতৃণ ও তৃণোত্তম। হিন্দীতে ইহাকে উথল্ ও উথ্ কহে। ইহা রুচিকর, বল-কারক এবং পশুদিগের হিতকর।

উড়িকা।—উড়িধান নামক তৃণধান্যকে সংস্কৃত ভাষায় উড়ী বা উড়িকা কহে। এই ধান্য বলকারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

উৎকটা। উৎকটার বাঙ্গালা নাম বন পিপুল, এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম

রাণপিপলি বা উট্‌কটারা। সংস্কৃত ভাষায় সিংহলী পিপ্পলী নামেও ইহা পরিচিত। উৎকটা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকারক, কোষ্ঠশোধক, শুক্রবৰ্দ্ধক এবং ক্রিমি, কফ, শ্বাস, বায়ুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, হৃদ্রোগ, তৃষ্ণা, বিস্ফোট ও বাতপিত্তের উপকারক। ইহার বীজ মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রবৰ্দ্ধক ও তৃপ্তিকারক।

উৎক্রোশ।—উৎক্রোশ এক প্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে 'মাছরাঙ্গা' কহে। ইহারা অধিকাংশ সময়ে নদী প্রভৃতির জলের উপর উড়িয়া বেড়ায় এবং জল হইতে মৎস্য ধরিয়া আহার করে। মাছরাঙ্গার মাংস রসে ও পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবৰ্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক এবং বায়ুবৰ্দ্ধক।

উত্তর বায়ু।—উত্তর দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা শীতল, স্নিগ্ধ, মৃদু, বলবৰ্দ্ধক, কষায়যুক্ত মধুর রসের উৎপাদক এবং ক্ষত, ক্ষীণ ও বিষদোষের উপকারক।

উত্তরিণী।—উত্তরিণী একপ্রকার গণিয়ারীর নাম। ইহা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য স্নিগ্ধ, লঘু, মলভেদক এবং বায়ু, পিত্ত, কাস, শ্বাস, জ্বর, প্রমেহ, প্রলাপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, দদ্রু, তন্দ্রা, ক্ষয়, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ ও যোনিরোগের হিতকর। প্রসবের কষ্টনিবারণ বিষয়েও ইহা বিশেষ উপযোগী। ইহার পাতা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও অর্শোরোগের উপকারক। ইহার ফল কটু-তিক্ত-লবণ রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, পিত্তপ্রকোপক এবং বিষনাশক।

উৎপল।—উৎপলকে বাঙ্গালায় শুঁদীফুল বা হেলাফুল এবং হিন্দী ভাষায় কোঙ্গি ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উৎপল কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্রম, বমি, ভ্রম ও ক্রিমিরোগের শান্তিকারক।

উৎপলিনী।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদিফুলের গাছ বা ঝাড়কে উৎপলিনী কহে। হিন্দী ভাষায় ইহার নাম কোঙ্গি ছোটী। ইহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য এবং রক্ত, পিত্ত, কফ, কাস, তৃষ্ণা, শ্রম, বমি ও সন্তাপের শান্তিকারক।

উৎপলবীজ।—উৎপল অর্থাৎ শুঁদীফুলের বীজ মধুর-কষায়-তিক্ত রস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ ও গুরুপাক।

উদুম্বর।—Glomerous fig tree. (Ficus glomerata.) উদুম্বরকে

বাঙ্গলায় যজ্ঞডুমুর, হিন্দীতে গুলার, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উম্বরাচে ঝাড়, এবং উৎকল ভাষায় উদুম্বর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষীরবৃক্ষ, হেমদুগ্ধ, সদাফল, কালস্কন্ধ, যজ্ঞযোগ্য, যজ্ঞীয়, সুপ্রতিষ্ঠিত, শীতবল্ক, যজ্ঞসার, জন্তুফল, পুষ্পশূন্য, পবিত্রক, সৌম্য ও শীতফল। যজ্ঞডুমুরের গাছের ছাল কষায়-রস, শীতবীর্য্য, ব্রণনিবারক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং গর্ভরক্ষাকারক। কচি ফল কষায়-রস, মলমূত্রাদির স্তম্ভনকারক এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, রক্ত ও বেদনার হিতকর। অপক্ক ফল মধুর-কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, এবং কফ, পিত্ত, রক্তস্রাব, বমি, ও ব্রণ-রোগের উপকারক। পক্ক ফল মধুররস, শীতল, ক্রিমিজনক এবং রক্ত, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা ও ক্ষয়রোগের শান্তিকারক। বীজ মূত্রাতিসারনাশক এবং রক্তস্রাবনিবারক।

উদ্বর্ত্তন।—দ্রব্যবিশেষ দ্বারা অঙ্গ ঘর্ষণের নাম উদ্বর্ত্তন, ইহার সংস্কৃত নামান্তর উৎসাদন। উদ্বর্ত্তন করিলে ত্বকের প্রসন্নতা, শরীরের দৃঢ়তা এবং কফ, বায়ু ও মেদোদোষের নিবারণ হয়। হরিদ্রার উদ্বর্ত্তনে শরীরের বিবর্ণতা, রুক্ষতা ও কণ্ডূ বিনষ্ট হয়। তিলের উদ্বর্ত্তনে ত্বগ্‌দোষ, রুক্ষতা ও কণ্ডুর নিবারণ হইয়া থাকে।

উন্দীরমারী।—সংস্কৃত ভাষায় উন্দীরমারীকে মূষিকারি, বাঙ্গালায় ইন্দুরমারী এবং কোঙ্কণ দেশে উন্দিরমারী কহে। ইহা একপ্রকার গুল্ম। কোঙ্কণ দেশে এই গুল্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা কটুরস, ইন্দুরের বিষনাশক এবং ব্রণদোষ ও নেত্ররোগের উপকারক।

উপকুঞ্চিকা।—উপকুঞ্চিকাকে বাঙ্গালায় ছোট জীরা, কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক, পাকাশয়শোধক এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, আমদোষ, শূল, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, আধ্মান ও বাতগুল্মের নিবারক।

উপানহ্।—উপানহের সংস্কৃত নামান্তর পাদুকা। বঙ্গালায় ইহাকে জুতা এবং হিন্দীতে জুত্তি ও জোড়া কহে। জুতা পায়ে দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, চক্ষুর উপকার, পাদরোগের নাশ এবং বিচরণে সুখ হইয়া থাকে।

উপোদিকা।—(A poth-orb. Basella rubra or lucida.) উপোদিকার বাঙ্গালা নাম পুঁই শাক, এবং মহারাষ্ট্রীয় নাম রাজগিরা, মাঢ়বী রুদবেলী, ময়ালা বা খণ্ডপালকী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উপোদকী, পুতিকা, মদশাক, পিচ্ছিলচ্ছদা ও

বলিপোদকী। ইহা কটু-কষায়-মধুর রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, পিচ্ছিল, গুরু-পাক, মলভেদক, মদনাশক, আলস্য-জনক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রকারক, নিদ্রাবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও শ্লেষ্ম-কারক পুঁইশাক তিন প্রকার, সাধারণ, বনজ ও ক্ষুদ্রপত্র। তন্মধ্যে সাধারণ ও ক্ষুদ্রপত্র পুঁইশাকের গুণ একরূপ। বনজ পুঁইশাক কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য্য।

উম্পাশালি।— উম্পাশালি এক প্রকার শালিধান্য। দেশভেদে উম্পা নামেই ইহা পরিচিত। এই ধান্য মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, সুগন্ধ-বিশিষ্ট এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার শান্তিকারক।

উম্বিকা।—অর্দ্ধ-পক্ব যব বা গোম তৃণের অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, তাহাকে উম্বিকা বা উম্বী কহে। ইহা লঘুপাক, বলকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

উরুমাল।— উরুমাল এক প্রকার ফলের নাম, ইহার সংস্কৃত নামান্তর স্নিগ্ধফল। পশ্চিম দেশে ইহাকে "নাবীফল কহে। ইহা মধুর-রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভকারক এবং কফ ও শুক্রের বৃদ্ধিকার।

উলূক।—উলূক এক প্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পেচক বা পেঁচা কহে। পেচকের মাংস উষ্ণ-বীর্য্য, বাতপ্রকোপক, পিত্তবর্দ্ধক এবং শোষ, উন্মাদ, শুক্রক্ষয় ও ভ্রান্তি-কারক।

উশীর।—The root of a fragrant grass. (Andropogon muricatum.) বাঙ্গালায় উশীরকে বেণামূল, হিন্দীতে খস্‌খস্‌, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বালা এবং তেলেগু ভাষায় বট্টিবেল্লু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অভয়, নলদ, সেব্য, অমৃণাল, জলাশয়, লামজ্জক, লঘুময়, অবদাহ, ইষ্টকাপথ, উশীব, মৃণাল, লঘু, লয়, অবদান, ইষ্ট, কাপথ অবদাহেষ্টকাপথ, ইন্দ্রগুপ্ত, জল-বাস, হরিপ্রিয়, বীর, বীরণ, সমগন্ধিক, রণপ্রিয়, বীরতরু, শিশির, শীতমূলক, বিতানমূলক, জলামোদ, সুগন্ধিক, সুগন্ধিমূলক ও কন্তু। বেণামূল সুগন্ধ-বিশিষ্ট, তিক্ত-মধুররস, শীতল, পাচক, স্তম্ভনকারক, মূত্রকারক, এবং স্বেদ, দুর্গন্ধ, দাহ, শ্রম, পিত্তজ্বর, বমন, উন্মাদ, তৃষ্ণা, বিষদোষ, বীসর্প, ব্রণ, কফ, পিত্ত ও রক্তদোষের শান্তি-কারক।

উশীরী।—উশীরীর বাঙ্গালা নাম ছোট কেশে। ইহার সংস্কৃত

পর্য্যায় লঘুকাশ, মিষি, গুড়া, অখাল, নীরুজ ও শর। ইহা মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত, দাহ ও ক্ষয়রোগের হিত-কর।

উষ্ট্র।—উষ্ট্র একপ্রকার প্রসিদ্ধ পশু। বাঙ্গালায় ইহাকে উট্ এবং হিন্দীতে উঁট্ কহে। উটের মাংস মধুর-কটু রস, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বল-বীর্য্যবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং শোথ, ক্রিমি, বিষদোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদর রোগের উপকারক।

উষ্ট্রকাণ্ডিকা। উষ্ট্রকাণ্ডিকা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে উঁটাটী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উট্-কটারা বা উটাঁটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তপুষ্পী, বর্ণপুষ্পী, রক্তা ও করভকাণ্ডিকা। ইহা তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকারক ও হৃদ্রোগনাশক। ইহার বীজ মধুররস, শীতবীর্য্য, তৃপ্তি-কারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

উষ্ট্র-ঘৃত।—উষ্ট্র-দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হয়, তাহা মধুররস, পাকে কটু, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, কফ, শোথ, ক্রিমি কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও বিষদোষের উপকারক।

উষ্ট্র-দধি।—উষ্ট্র-দুগ্ধ হইতে যেদধি উৎপন্ন হয়, তাহা মধুররস, পাকে কটু, এবং অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শূল, ও উদর রোগের হিতকর।

উষ্ট্র-দুগ্ধ।—উষ্ট্র-দুগ্ধ মধুর-লবণরস, পাকে কটু, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, বায়ু, অর্শঃ, শোথ, আনাহ, আটোপ, ক্রিমি, গুল্ম, উদর ও কুষ্ঠরোগের উপকারক।

উষ্ট্র-নবনীত।—উষ্ট্র দুগ্ধের মাখন মধুররস, শীতল, লঘু, এবং কফ, ক্রিমি, কাস, ব্রণ, বায়ু, ও বিষদোষের শান্তিকারক।

উষ্ট্রমূত্র। উষ্ট্রের মূত্র কটু-তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক, বলকারক এবং উদর-রোগের হিতকর।

উষ্ণজল। উষ্ণ অর্থাৎ গরম জল সকল অবস্থাতেই পথ্য, কেবল পিত্ত প্রকোপে অনুপকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বস্তিশোধক এবং কাস, জ্বর, কফ, বায়ু, অজীর্ণ ও মলমূত্রাদির বিবন্ধ অবস্থায় উপকারক। ঋতুভেদে গরম জলও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত করিতে হয়। শরৎকালে আটভাগের একভাগ, হেমন্ত ও শীতকালে চারিভাগের এক-ভাগ এবং বসন্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অর্দ্ধভাগ জল মারিয়া ফেলিতে হয়।

উষ্ণীষ। উষ্ণীষ অর্থাৎ পাগড়ী

মাথায় দিলে, আয়ুর বৃদ্ধি, কেশের উপকার, শীতাতপের নিবারণ ও চক্ষুর উপকার হইয়া থাকে।

উষর তৃণ। উষরতৃণ এক প্রকার ঘাস। এই ঘাস বলকারক, রুচিজনক এবং পশুদিগের হিতকর।

উষক্ষার। বাঙ্গালায় উষক্ষারকে ক্ষারমৃত্তিকা বা লোণামাটী কহে: এইক্ষার লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, ক্লেদজনক ও বলনাশক।

ঊষাপান। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে খালিপেটে জল পান করাকে ঊষাপান কহে। এইরূপ জল-পান অভ্যাস করিলে, বাত পিত্ত-কফ জনিত যাবতীয় পীড়া, বিশেষতঃ অর্শঃ, শোথ, গ্রহণী, জীর্ণজ্বর, উদর, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, মূত্রাঘাত, কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কটিশূল এবং জরা নিবারিত হয়। উষাকালে নাসিকাদ্বারা জল পান করিলে, অধিকতর উপকার হইয়া থাকে।

ঋদ্ধি।—ঋদ্ধি একপ্রকার লতার মূল। এই মূলের উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ লোমের ন্যায় পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং বহু ছিদ্র বিশিষ্ট। ঋদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায় সিদ্ধি, লক্ষ্মী, প্রাণদা, বৃষ্যা, যোগ্যা, চেতনীয়া, জীবশ্রেষ্ঠা, যশস্যা, মঙ্গল্যা, লোককান্তা ও রথাঙ্গী। ইহা মধুর-তিক্ত রস, স্নিগ্ধ, শীতল, রুচিকর, মেধাজনক, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক এবং মূর্চ্ছা কুষ্ঠ, ক্রিমি ও রক্তপিত্তরোগের উপকারক। এদেশে এখন ঋদ্ধি পাওয়া যায় না, এইজন্য শাস্ত্রকারগণ ইহার অভাবে বারাহী বা বেড়েলা ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন।

ঋষভক।—(One of the eight medicaments, carpopogon prariens.) ঋষভক রসুনের ন্যায় একপ্রকার কন্দ, ইহার আকৃতি বৃষের শৃঙ্গের ন্যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃষ, বীর, পৃথিবীপতি, গোপতি, ধীর, বিষাণী, দুর্দ্ধর, ককুদ্মান, পুঙ্গব, বোঢ়া, শৃঙ্গী, বৃষভ, ধূর্য্য, ভূপতি, কামী, রুক্ষপ্রিয়, উক্ষা, লাঙ্গুলী, গোঃ, বন্ধুর, গোরক্ষ ও বনবাসী। ঋষভক মধুররস, শীতবীর্য্য, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও রক্তের স্রাব নিবারক এবং দাহ, ক্ষয় ও জ্বররোগের উপকারক। ইহার অভাবে ভূমি কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ঋষভক পাওয়া যায় না।

ঋষ্য।—ঋষ্য একপ্রকার হরিণের নাম, ইহার নামান্তর রুরু। এই মৃগের মাংস মধুর-কষায় রস, তীক্ষ্ণ, রুচিজনক, বস্তিশোধক এবং বায়ু ও পিত্তের উপকারক।

ঋক্ষ।—ঋক্ষের নামান্তর ভল্লুক। ভল্লুকের মাংস মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ু নাশক।

—০—

একবীর।—একবীর এক প্রকার বৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাবীর, সক্রুবীর ও সবীরক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততাজনক, বাতজনিত সূচীবেধবৎ বেদনার নাশক এবং গৃধ্রসীবাত, কটিশূল ও আঘাত জন্য বেদনার নিবারক।

একবীরা।—একবীরার নামান্তর বন্ধ্যাকর্কোটী। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং পক্ষাঘাত, কটিশূল ও পৃষ্ঠশূলের শান্তিকারক।

একশফ দুগ্ধ।—যে সকল পশুর খুর যোড়া, তাহাদিগকে একশফ কহে। একশফ পশুর দুগ্ধ ঈষৎ অম্ল-লবণ-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বলকারক, হস্ত-পদাদির বায়ুনাশক এবং শরীরের জড়তাকারক।

একাঙ্গী।—একাঙ্গীর অপর নাম মুরামাংসী। ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। একাঙ্গী কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘু এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও ভূত গ্রহাদির আবেশের হিতকর।

এড়ক।—বাঙ্গালা ভাষায় এড়ককে দুম্ব-ভেড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পৃথুশৃঙ্গ ও মেদপুচ্ছ। এই ভেড়ার পুচ্ছে অতিরিক্ত মাংস জন্মে। দুম্বের মাংস ভেড়ার মাংসের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছের মাংস রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, পিত্ত-শ্লেষ্ম কারক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুনাশক।

এণমৃগ।—বাঙ্গালায় এণমৃগকে কৃষ্ণসার হরিণ এবং হিন্দীতে করীসাইল হরিণ কহে। ইহার মাংস মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, জ্বরের বিশেষ উপকারক এবং ক্ষত, ক্ষয়, অর্শঃ, পাণ্ডু, অরুচি, কাস ও শ্বাস রোগে হিতকর।

এরকা।—এরকাকে বাঙ্গালায় হোগলা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় মোথীতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়

গুঞ্জমূলা, শিম্বী, গুঞ্জা ও শরী। ইহা শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুর প্রকোপক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্ত দোষের হিতকর।

এরঙ্গ মৎস্য।—এরঙ্গ মৎস্যকে বাঙ্গালায় অরঙ্গামাছ, এলেং মাছ বা রায়কড়া এবং হিন্দীতে অরঙ্গা কহে। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভ জনক।

এরণ্ড।—Castor oil plant. (Ricinus Communis.) এরণ্ডকে বাঙ্গালায় ভেরেণ্ডা, হিন্দীতে এরণ্ড ও রেড়ি এবং তেলেগু ভাষায় আমিদ-পুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ত্রিপুটীফল, রুবূক, উরুবুক, ব্যাঘ্র-পুচ্ছ, গন্ধর্ব্বহস্ত, পঞ্চাঙ্গুল, চঞ্চু, মণ্ড, বর্দ্ধমান, ব্যড়ম্বক, আমণ্ড, দীর্ঘ-দণ্ডক, কান্ত, তরুণ, অমঙ্গল, তুচ্ছদ্রু, শূলশত্রু, ব্রণহ ও বাতারি। এরণ্ড বৃক্ষের সাধারণ গুণ,—ইহা মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং শূল, কটিশূল, বস্তিশূল, শিরঃশূল, শোথ, উদর, জ্বর, ব্রধ্ন, শ্বাস, কাস, কফ, আনাহ, কুষ্ঠ, আমদোষ ও বায়ুবিকারের শান্তি-কারক। এরণ্ডের কোমল পত্র কফ, বায়ু, ক্রিমি, গুল্ম, কোষবৃদ্ধি ও বস্তি-শূলের উপকারক। এরণ্ডের মজ্জা অর্থাৎ গাছের মধ্যদেশস্থ কোমল পদার্থ মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও উদর রোগের হিতকর। এরণ্ডের মূল অগ্নি-বর্দ্ধক, শুক্রজনক, পিত্তপ্রকোপক এবং বায়ু, কফ, আমবাত ও শূল-রোগের শান্তিকারক। এই সাধারণ এরণ্ড ব্যতীত শ্বেত এরণ্ড ও রক্ত এরণ্ড নামক আরও দুই প্রকার এরণ্ড আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ শ্বেত এরণ্ড ও রক্ত এরণ্ডশব্দে বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

এরণ্ডতৈল।—(castor oil) এরণ্ডবীজ হইতে যে তৈল জন্মে, তাহাকে এরণ্ড তৈল, ভেরেণ্ডার তৈল বা রেড়ির তৈল কহে। এরণ্ড তৈল ঈষৎ কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বেদনানাশক, বায়ুনিবারক এবং কফ, উদর, কোষবৃদ্ধি, গুল্ম, বিষমজ্বর, কটিপ্রভৃতি স্থানের শোথ ও বেদনা, আনাহ, ক্রিমিদোষ ও কুষ্ঠরোগের হিতকর।

এরণ্ড তৈল মূর্চ্ছা করিতে হইলে, তিল তৈলের ন্যায় তৈল অগ্নিতাপে নিষ্ফেন হইলে তাহাতে মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া,) জয়ন্তী পাতা, বালা, বন-খেজুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, নলিকা, কেয়ার নামাল, দধি

ও কাঁজি, যথাবিধি নিক্ষেপ করিতে হয়।

এর্ব্বারু বা এর্ব্বারুক।—বাঙ্গালায় এর্ব্বারুকে কাঁকুড় বা ফুটী কহে। হিন্দী ভাষায় ইহার নাম ফুট এবং তেলেগু ভাষায় ইহা নক্ক দোস নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ব্যালপত্রা, লোমশা, স্থূলা, তোষফলা, হস্তিদন্ত ফলা ও কর্কটী। ফুটী মধুর রস, শীতল, রুচিকারক, মূত্রদোষনাশক, সন্তাপ ও মূর্চ্ছারোগের উপকারক এবং অতিরিক্ত সেবন করিলে বায়ুর প্রকোপকারক। কাঁচা কাঁকুড় রুচিকারক ও পিত্তনাশক। কচি কাঁকুড় মধুর-তিক্তরস (এক জাতীয় কাঁকুড় কেবল মধুর রস দেখিতে পাওয়া যায়), লঘু, শীতল, রুক্ষ, অতিশয় মূত্রকারক এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তদোষের নিবারক। পরিপুষ্ট কাঁকুড় ঘরে রাখিয়া পাকাইয়া লইলে, তাহা উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক হয়।

ছোট বড় ভেদে কাঁকুড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে বড় কাঁকুড় পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট। ছোট কাঁকুড় মধুর রস, শীতল, রুচিকারক, পাচক, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক, আধ্মান-বায়ুর শান্তিকারক এবং কাস ও পীনসরোগজনক।

এর্ব্বারুতৈল।—কাঁকুড়ের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা বহেড়া বীজের তৈলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং শীতল, গুরু, কেশের হিতকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বায়ু-পিত্ত-নাশক।

এলঙ্গ মৎস্য।—বাঙ্গালায় এলঙ্গ মৎস্যকে রায় খাঁড়া বা এলঙ্গা কহে। এই মৎস্য মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, মলবোধক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক ও কফ-বায়ুনাশক।

এলবালুক।—Name of a perfume, a red powder sold under those names, seed of some plant. এলবালুক বাঙ্গালাতে এলবালুক নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দীতে ইহাকে এলবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলংগডলে এবং তেলেগু ভাষায় কুতুরবড়মচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বালু, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, বালুক, হরিবালুক, ঐলবালুক, এলবালু, আলুক, এলবালুক, কপিত্থত্বক্, গন্ধত্বক্, কপিত্থগন্ধাত্বক্ ও কুষ্ঠগন্ধি। ইহা কষায় রস, পাকে কটু, শীতল, লঘু, অতিশয় উগ্র, রুচিকারক, কফ-পিত্ত-বায়ুনাশক এবং তৃষ্ণা, বমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, রক্তমূত্র, মূর্চ্ছা,

জ্বর, দাহ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের হিতকর।

এলা।— Cardamom, the seed of Elettaria cardamomum.) এলার বাঙ্গালা নাম এলাইচ, হিন্দীতে ইহাকে এলাচী পুরবী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এলচী এবং তেলেগু ভাষায় যবড়ুলক্কি ও এলুকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নিস্কুটী, চর্ম্ম-সম্ভবা, দিবোদ্ভবা, বহুলগন্ধা, ঐন্দ্রী, দ্রাবিড়ী, কপোতপর্ণী, বালা, বলবতী, হিমা, চন্দ্রিকা, সাগরগামিনী, গন্ধালী-গর্ভ, এলীকা ও কায়স্থা। এলাইচ দুই প্রকার, ছোট এলাইচ ও বড় এলাইচ। ছোট এলাইচকে গুজ-রাটী এলাইচও কহে। এলাইচ সাধারণতঃ ঈষত্তিক্ত রস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক, হৃদ্রোগ-কারক ও বমননিবারক। তন্মধ্যে ছোট এলাইচ মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, শ্বাস, কাস ও অর্শরোগের উপকারক। বড় এলাইচ রসে ও পাকে কটু, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা,বমিবেগ, বমি, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, কাস ও বিষদোষের শান্তিকারক।

এলান।—এলানকে বাঙ্গালায় নারেঙ্গা লেবু, এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় হিরবে কল কহে। কাঁচা নারেঙ্গা লেবু অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য গুরুপাক ও মলভেদক। পাকা নারেঙ্গা মধুর-অম্লরস,শীতল,বলকারক ও বাত-পিত্ত-নাশক।

ঐরাবতী।—ঐরাবতী এক প্রকার নারেঙ্গা জাতীয় লেবুর নাম। ইহা রসে ও পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য সুগন্ধি এবং বায়ু ও বাতজনিত কাস-শ্বাসরোগের হিতকর।

ঐক্ষবী সুরা।—ইক্ষুরস হইতে যে মদ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐক্ষবী সুরা কহে। এই সুরা শীতল ও অতিশয় মত্ততাকারক।

ওকুল।—গোধূমকৃত খাদ্য-বিশেষের নাম ওকুল। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও মদবিবর্দ্ধক।

ওড়ীধান্য।— ওড়ী এক প্রকার তৃণধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে উড়ী ধান কহে। উড়ী ধান রুক্ষ, শোষণকারক, কফ-বায়ু বর্দ্ধক এবং পিত্তনাশক।

ওল।—Amorphophallus companulatus. Syn. Arum companulatum. ওলের সংস্কৃত

নাম শূরণ, ওল্ল, চিত্রদণ্ডক, শূরণীকন্দ ও অর্শোঘ্ন। হিন্দীতে ইহাকে জমিন-কন্দ বা ওল, তেলেগুভাষায় মুঞ্চকন্দ, বোম্বাই প্রদেশে জংলিশূরণ, তামেলীতে স্থরণ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট-দেশে-শূরণ্ বা শূরণা কহে। ওল একপ্রকার কন্দ। ইহা কটুরস, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, অর্শোরোগের বিশেষ উপ-কারক এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, বমি, শূল, গুল্ম, প্লীহা ও গ্রহণী রোগের হিতকর। ইহা প্রায় সকল রোগেরই পথ্য, কেবল দদ্রু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তরোগের উপকারী নহে। শ্বেত, রক্ত ও বন্য ভেদে ওল তিন প্রকার। বন্যওল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। রক্ত ওলের বিশেষ গুণ,—ইহা উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিষ্টম্ভী এবং পিত্তবর্দ্ধক।

ঔদ্দালক।—উদ্দালক নামক একপ্রকার উই পোকা আছে, তাহারা বল্মীক (উইঢিপি) প্রস্তুত করে। সেই উই পোকায় একপ্রকার মধুও সঞ্চয় করিয়া থাকে। সেই মধুর নাম ঔদ্দালক মধু। বাঙ্গালায় তাহাকে উই মধু কহে। উই মধু স্বর্ণবর্ণ, কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, স্বর-বিশোধক, পিত্তকারক এবং কুষ্ঠ রোগের ও বিষদোষের হিতকর।

ঔদ্ভিদজল।—প্রস্তরভূমি হইতে আপনা আপনি যে জল নিঃসৃত হয়, তাহাকে ঔদ্ভিদ জল কহে। এই জল মধুররস, শীতল, লঘু, অবিদাহী, পিত্তনাশক, অল্প বায়ুজনক, তৃপ্তি-কারক ও বলবর্দ্ধক।

ঔদ্ভিদ লবণ।—ঔদ্ভিদ লব-ণের অপর নাম পাংশুলবণ। ইহা খনিতে জন্মে। এই লবণ কটু-তিক্ত যুক্ত লবণ রস, তীক্ষ্ণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, ক্ষারবিশিষ্ট, বায়ুনাশক, রক্তবর্দ্ধক, বমনকারক এবং কোষ্ঠ-বদ্ধতা, আনাহ ও শূলরোগের উপ-কারক।

ঔষর।—উষর স্থান অর্থাৎ ক্ষারমৃত্তিকা হইতে যে লবণ জন্মে, তাহাকে ঔষর লবণ কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম খারীনুন্ এবং সংস্কৃত পর্য্যায় সার্ব্বগুণ, সর্ব্বরস, সর্ব্বসংসর্গ-লবণ, উষরজ, উষরক, সাম্বর, বহুলবণ, মেলকলবণ ও মিশ্রক; ইহা তিক্ত-লবণরস, ক্ষারযুক্ত, মলরোধক, মূত্র-শোষক, বিদাহকারক, বাত-কফ-নাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

ককুন্দর।—ককুন্দর এক-প্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণতা কারক এবং জ্বর, রক্ত,

বেদনা, দাহ ও তৃষ্ণা রোগের শান্তিকারক। ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখদোষ নষ্ট হয়।

কক্কোল।—(Possibly the fruit of cocculus Indicus) কক্কোল একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। ইহা সুগন্ধি ও তৈলাক্ত। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকলা এবং হিন্দীতে শীতল চিনি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোশফল, কোরক, কাকোল, গন্ধব্যাকুল, তৈলসাধন, কৃতফল, কটুকফল, দ্বেষা, স্থূলমরিচ, কাল ও মাধবোচিত। কক্কোল কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক, এবং মুখের জড়তা বা দুর্গন্ধ, কফরোগ, বায়ুরোগ, হৃদ্রোগ ও দৃষ্টিহীনতার উপকারক।

কক্খট পত্রক।—(Corchorus olitorius) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পট্ট, রাজশণ, শাণি ও চিমি। বাঙ্গালায় কক্খট পত্রককে পাটগাছ বা কোষ্টা কহে। ইহার পাতা বা শাক মধুররস, গুরুপাক, দুর্জর এবং দোষজনক।

কঙ্ক পক্ষী।—বাঙ্গালায় কঙ্ক পক্ষীকে কাঁক বা কাড়গেলা পাখী কহে। কাড়গেলার মাংস বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফনাশক।

কঙ্কতিকা।—কঙ্কতিকার বাঙ্গালা নাম কাঁকুই বা চিরুণী। ইহা চুল পরিষ্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়। চিরুণী দ্বারা চুল পরিষ্কার করিলে, চুলের ময়লা, উকুন, খুস্কি ও চুলকানি বিনষ্ট হয়, কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং শিরোরোগের উপকার হইয়া থাকে।

কঙ্কুষ্ঠ মৃত্তিকা।—হিমালয় পর্ব্বতে হরিতালের ন্যায় এক প্রকার মৃত্তিকা পাওয়া যায়, তাহাকেই কঙ্কুষ্ঠ মৃত্তিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। কঙ্কুষ্ঠ মৃত্তিকা দুই প্রকার; একপ্রকার সাদাটে রঙ্গের, তাহাকে তারপ্রভ অর্থাৎ রৌপ্যতুল্য, এবং অন্য প্রকার পীতবর্ণের, তাহাকে স্বর্ণ-প্রভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। তন্মধ্যে স্বর্ণপ্রভ কঙ্কুষ্ঠই শ্রেষ্ঠ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, কফ-বায়ুনাশক এবং ব্রণ ও শূল রোগের হিতকর। কঙ্কুষ্ঠ শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। সাত দিন বা তিন দিন জাম্বীরের রসে ভিজাইয়া গরম জলে ধৌত করিয়া লইলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

কঙ্কোলকী।—কঙ্কোলকী একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহা পশ্চিম

দেশে কঙ্কুণী ও কঙ্কোলী নামে পরিচিত। কঙ্কোলকী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্তকারক এবং কফ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও ক্রিমিরোগের হিতকারক।

কঙ্গুধান্য।—(Panicum Italicum.) কঙ্গুধান্যের অপর নাম প্রিয়ঙ্গু ধান্য। বাঙ্গালায় কাংনি ধান বা কাংনিদানা এবং তেলেগু ভাষায় প্রেঙ্কণ্যুচেট্টু বা কোড্রলু কহে। কঙ্গু এক প্রকার তৃণ ধান্য। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, রুচিকারক, গুরু, পুষ্টিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন স্থানের সংযোগকারক, ধাতুশোধক ও দাহরোগের উপকারক।

শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণভেদে এই ধান্য চারি প্রকার। তন্মধ্যে পীত বর্ণ ধান্যই অধিক গুণবিশিষ্ট।

কচ্বী।—কচ্বী একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে কচু এবং হিন্দীতে অরুই কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বিতণ্ডা। কচু মধুরকটুরস, পিচ্ছিল, গুরুপাক, মলভেদক, এবং বায়ু পিত্ত ও আমদোষের বৃদ্ধিকারক।

কচ্ছপ।—কচ্ছপ একপ্রকার জলজন্তু। বাঙ্গালায় ইহাকে কাছিম, গুন্দি, কাঠা ও বারকোল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাঁসব কহে। কাছিমের মাংস মধুর রস, রুক্ষ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধা ও স্মৃতিশক্তিজনক এবং চক্ষুরোগের হিতকর। কাছিমের চামড়া পিত্তনাশক এবং পায়ের মাংস কফনাশক। কাছিমের ডিম মধুর রস ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

কঞ্চট।—কঞ্চটের সংস্কৃত পর্য্যায় জলতণ্ডুলীয়, জলভূ, লাঙ্গুলী, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী ও শকুলাদনী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়াদাম এবং হিন্দীতে চবড়াইভেদ কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, লঘু, মলরোধক, কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত রক্ত ও বায়ুর নাশক।

কঞ্চুক শাক।—কঞ্চুক এক প্রকার শাকজাতীয় তৃণ। ইহা মলরোধক, ক্ষুধাকারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তের শান্তিকারক।

কটভী।—কটভীর সংস্কৃত পর্য্যায় নাভিকা, শৌণ্ডী, পাটলী, মধুরেণু, স্বাদুপুষ্পা, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈডর্য্য, শ্যামলা ও কিনিহী। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে দুই প্রকার। কৃষ্ণ কটভী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং গুল্ম, শূল, আধ্মান, অজীর্ণ, বিষদোষ ও কফবায়ুর উপকারক। শ্বেত কটভী ছোট

ও বড় দুই প্রকার। তন্মধ্যে বড় শ্বেত কটভী কটু-তিক্ত-কষায় রস এবং নাড়ীব্রণ, রক্তদোষ, বিষদোষ, প্রমেহ, ক্রিমি, শ্বেতকুষ্ঠ, কফ, ব্রণ, শিরোরোগ, অজীর্ণ ও ত্রিদোষের হিতকর। ছোট শ্বেত কটভী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মেদোরোগনাশক এবং বড় কটভীর ন্যায় সেই সেই রোগ-নাশক। কটভীর ফল কষায় রস, ধাতুবর্দ্ধক ও কফজনক। কটভীর নির্য্যাস (আটা) গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

কটুকন্দরী।—কোঙ্কণ দেশে কটুকন্দরী গোবিন্দী নামে প্রসিদ্ধ। প্রাকৃত ভাষায় ইহাকে বাগেঙ্কী কহে। কটুকন্দরী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-কফনাশক এবং বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের উপকারক।

কটুকরস।—কটুকরসকে বাঙ্গালায় ঝাল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তিখট্ কহে। কটুরস আস্বাদন মাত্রেই মুখ, নাসিকা ও চক্ষুতে জ্বালা উৎপন্ন হয় এবং নাসিকা ও চক্ষু হইতে জল-স্রাব হইয়া থাকে। কটুরস বিপাকেও কটু, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, রুক্ষ, রুচিজনক, মুখের শুদ্ধিকারক, বায়ু বর্দ্ধক, পাচক, কফনাশক এবং ক্রিমি, কণ্ঠদোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও শ্বিত্ররোগের উপকারক, ইহা অতি সেবিত হইলে, ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ ও তালুদেশের শুষ্কতা উপস্থিত হয়।

কটুকবল্লী।—কটুকবল্লী এক প্রকার লতা; ইহার অপর নাম কটী। তেলেগু ভাষায় ইহাকে রেমট্ কহে। কটুবল্লী কটুরস, শীতল, রুচিকারক এবং বিবিধ জ্বর, কফ, শ্বাস ও রাজযক্ষ্ম-রোগের শান্তিকারক।

কটুকী।—Picrorrhiza Kurroa কটুকীকে বাঙ্গালায় কট্কী, হিন্দীতে কুটকী, তেলেগুভাষায় নল্ল-কোলকর ও দাক্ষিণাত্যদেশে কেদার কটুকী কহে। কট্কী কটু-তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলভেদক, অগ্নি-বর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

কটুতুণ্ডী।—বাঙ্গালায় কটু-তুণ্ডীকে কটুতরাই, তিৎপলতা বা তেতকুন্দুরুকী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কড়ুতোণ্ডলী, কহিতোড়ে, তিতকুন্দরু বা বনটিণ্ডুরা কড়ুয়া কহে। ইহা কটু তিক্তরস, রুচিকারক এবং কফ, বমন, রক্তপিত্ত ও বিষদোষের হিতকর।

কটুতৈল।—সর্ষপ তৈলকে সংস্কৃত ভাষায় কটুতৈল, হিন্দীতে কড়ুয়া তেল এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শির-

শেল কহে। সর্ষপ তৈল কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, দাহকারক, এবং কফ, বায়ু ক্রিমি, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মেদোরোগ, অর্শ ও ব্রণের হিতকর। সর্ষপতৈল বস্তি কার্য্যে প্রশস্ত নহে।

সর্ষপতৈলের মূর্চ্ছাপাক করিতে, অগ্নিতপ্ত নিষ্ফেন তৈলে প্রথমতঃ সজল মঞ্জিষ্ঠা ও সজল হরিদ্রা নিক্ষেপ করিয়া পরে আমলকা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, ও বহেড়া, দিতে হয়। চারিসের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা এবং জল ১৬ সের দেওয়া আবশ্যক। পাকবিধি তিলতৈল শব্দে বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

কটুপর্ণী।—কটুপর্ণীর অপর নাম ক্ষীরিণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমা ও পীতদুগ্ধা। ইহার মূলের নাম চোক্, কটুপর্ণী তিক্তরস, বিরেচক, বমনবেগকারক এবং ক্রিমি, কণ্ডু, আনাহ, বিষদোষ, কফ, পিত্ত, রক্ত ও কুষ্ঠরোগের হিতকর।

কটুবিপাক।— যে সকল দ্রব্য পরিপাককালে কটুরসে পরিণত হয়, তাহাকেই কটুবিপাক দ্রব্য কহে। কটু, তিক্ত ও কষায়রস বিশিষ্ট প্রায় সকল দ্রব্যই পাকে কটু হইয়া থাকে। কটুবিপাক দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক, শুক্রনাশক এবং কফপিত্তনাশক।

কটুবীরা।—(Capcici.) (Capcicum.) কটুবীরার অপর সংস্কৃত নাম কুমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ, গাছমরিচ বা ঝাল মরিচ এবং হিন্দীতে লাল মরিচ কহে। লঙ্কামরিচ অগ্নিবর্দ্ধক, দাহজনক, সন্নিপাতদোষে জড়ীভূত বা বিকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উপকারক এবং কফ, অজীর্ণ, ওলাউঠা, ব্রণ, ক্লেদ, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, স্বরভঙ্গ ও অরুচিরোগের শান্তিকারক।

কট্‌ফল।—(Myrica sapida.) কট্‌ফলকে বাঙ্গালায় কট্‌ফল বা কট্‌ছাল, হিন্দীতে কায়ফর, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট দেশে কায়ফল ও কিরুসিবল্লি এবং তেলেগু ভাষায় পাপরবুড়ম কহে। কট্‌ফল কটু-তিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, অর্শঃ, প্রমেহ, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগের উপকারক।

কণগুগ্‌গুলু।— কণগুগ্‌গুলু এক প্রকার গুগ্‌গুলু। বাঙ্গালাতেও ইহা কণগুগ্‌গুল্ নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, রসা-

য়ন এবং বায়ু, কফ, শূল, গুল্ম, উদর ও আগ্মানরোগের হিতকর।

কণ্টকারী।—(Solanum xanthocarpum. Syn. Solanum Jaquinii.) কণ্টকারী একপ্রকার কণ্টকযুক্ত লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে কণ্টিকারী, হিন্দীতে কণ্টেলী, রিঙ্গিণী ভটকটৈয়া ও নেলগুল্লু, তেলেগুভাষায় ব্রাকুড়িচেট্টু এবং উৎকলভাষায় কণ্ট-মারিষ কহে। কণ্টকারী কটু-তিক্ত-রস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, ভেদক, এবং কফ, বায়ু, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, পীনস, পার্শ্ববেদনা, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ, নাশক।

শ্বেত কণ্টকারী নামক আর এক-প্রকার কণ্টকারী আছে, তাহার ফুল শ্বেতবর্ণ। শ্বেত কণ্টকারীর বিশেষ-গুণ,—তাহা নেত্ররোগের হিতকর এবং জরায়ুদোষনাশক অর্থাৎ গর্ভোৎ-পাদনে উপকারক।

কণ্টকারীর ফল কটু-তিক্ত রস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, শুক্রস্রাবকারক, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, ক্রিমি, জ্বর, শ্বাস ও মেদো-রোগের হিতকর।

কণ্টকী।—কণ্টকীকে বাঙ্গালায় কাঁটাবেগুণ কহে। কাঁটাবেগুণ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তবর্দ্ধক এবং কণ্ডু ও কচ্ছুরোগের উপকারক।

কণ্টপুঙ্খা।—কণ্টকযুক্ত শর-পুঙ্খাকে কণ্টপুঙ্খা বা কণ্টপুঙ্খিকা কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং ক্রিমি ও শূলরোগের হিতকর।

কতক।—(Strychnos potatorum. The clearing nut plant.) কতকের বাঙ্গলা নাম নির্ম্মলী-ফল। মহারাষ্ট্রীয় এবং কর্ণাটভাষায় ইহাকে চীলু ও চিল্লিকায়ি কহে। নির্ম্মলীফলের গাছ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, চক্ষুর হিতকর এবং শূল ও ক্রিমিদোষের হিতকর। নির্ম্মলীফলের বীজ জল পরিষ্কারক, মধুর-কষায় রস, গুরু, শীতবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক ও চক্ষুর হিতকর।

কতৃণ।—(Andropogon schoenanthus.) বাঙ্গালায় কতৃণকে গন্ধতৃণ ও রামকর্প্পূর, হিন্দীতে রোহিস ও সোধিয়া, তেলেগু ভাষায় কামঞ্চি গড্ডি ও তুটিকুর এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট-ভাষায় লাহানুরোহিস্থ, কিক্ক-গঞ্জনি, বাটুরোহিস্থ, হয়িয় গঞ্জিনি কহে। গন্ধতৃণ ছোটবড় ভেদে দুই প্রকার। ছোট গন্ধতৃণ কটু-তিক্ত কষায় রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য,

এবং কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, জ্বর, শ্বাস, কাশি, শূল, রক্তদোষ, কণ্ঠরোগ ও হৃদ্রোগের উপকারক। দীর্ঘ পুত্র কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ব্রণ, ক্ষতব্রণ ও ভূতগ্রহাবেশের হিতকর।

কথিকা।—কথিকা এক প্রকার খাদ্য দ্রব্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কঢ়ী কহে। প্রস্তুত প্রণালী—ছোলার বেসম লবণ ও মরিচ চূর্ণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে তাহা তপ্ত ঘৃতে বা তপ্ত তৈলে সন্তলন করিয়া, তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ, হিং ও আরও কিছু ঘোল দিয়া, মুখে ঢাকা দিয়া পাক করিবে, বুদ্বুদ্ উঠিলে, তাহার পাক শেষ হইবে। ইহাকেই কথিকা নামক খাদ্য কহে। কথিকা অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকারক, লঘু, কিঞ্চিৎ পিত্ত-প্রকোপক এবং কফ ও বায়ুর বিবন্ধ-নিবারক।

কদম্ব।—(Anthocephalus kadamba. *Syn.* Nauclea kadamba.) কদম্বকে বাঙ্গালায় কদম, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কলম্ব, কর্ণাট-ভাষায় কড়েবু এবং তেলেগুভাষায় কড়িমি-চেট্টু কহে।

কদম্ব মধুর-কষায়-লবণরস, শীত-বীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তম্ভজনক, এবং বায়ু ও কফের বর্দ্ধক। কদম্ব বহুবিধ, তন্মধ্যে নীপকদম্ব, মহা-কদম্ব ও ধারাকদম্ব নামক তিন প্রকার কদম্ব অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন প্রকার কদম্বের গুণের বিশেষ পার্থক্য নাই।

কদলী।—(Musa sapientum) কদলীকে বাঙ্গালায় কলা, হিন্দীতে কেরা, সবেজ্ ও কেলা, এবং তেলেগুভাষায় অরটিচেট্টু, বুরুগচেট্টু ও দোঁড়তোগে কহে। কলাগাছ মধুর-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং রক্তবিকার, পিত্তবিকার, যোনি-দোষ, অশ্মরী ও রক্তপিত্ত-রোগের হিতকর। কলার মূল (এঁটে) মধুররস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নি-বর্দ্ধক, কেশের উপকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং অম্লপিত্ত ও দাহরোগের শান্তি-কারক। কলাগাছের ছাল (পেটো) কটু-তিক্তরস, লঘু ও বায়ুনাশক। কলার থোড় মধুর-কষায়রস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং প্রদর ও যোনিদোষের উপকারক। কলার ফল (মোচা) মধুর-কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের হিতকর। কাঁচা কলা কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভকারক, ও বলবর্দ্ধক। পাকা কলা মধুর-কষায়-

রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিজনক, তৃপ্তিকারক, কফবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, ক্রিমি, রক্ত ও পিত্তের শান্তিকারক।

কন্থারী।—কন্থারীকে বাঙ্গালায় ফণিমনসা, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটভাষায় কন্থারী ও কান্তরু, এবং কোঙ্কণদেশে ফণী নিবডুঙ্গ কহে। এই গাছের আকৃতি উপরে উপরে সজ্জিত কতকগুলি সাপের ফণার ন্যায় এবং তাহার গাত্রে তীক্ষ্ণ কণ্টক ব্যাপ্ত। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং জ্বর, রক্তগ্রন্থি, শোথ ও বাত-কফের উপকারক।

কন্দগুডূচী।— কন্দগুডূচী একপ্রকার গুলঞ্চলতার নাম। এই গুলঞ্চ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং জ্বর, সন্নিপাতদোষ, বিষদোষ, ভূতাদির আবেশ ও বলী-পলিতের হিতকর।

কন্দবিষ।—যে সকল গাছের মূল বিষের ন্যায় গুণযুক্ত, তাহাদিগকে কন্দবিষ কহে। কন্দবিষ ১৩ প্রকার যথা—কালকূট, বৎসনাভ, সর্ষপ, পালক, কর্দ্দম, বৈরাটক, মুস্তক, শৃঙ্গী, পুণ্ডরীক, মূলক, হলাহল, মহাবিষ ও কর্কটক।

কন্দবিষ সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, সূক্ষ্ম, লঘু, অপরিপাকী, সহসা সর্ব্বশরীরে প্রসরণশীল। বিশেষতঃ কালকূট নামক কন্দবিষ উদরস্থ হইলে স্পর্শজ্ঞান নষ্ট হয় এবং শরীরে কম্প ও স্তব্ধতা উপস্থিত হয়। বৎসনাভ বিষে গ্রীবাস্তম্ভ এবং মল, মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণতা প্রকাশ পায়। সর্ষপ বিষে বায়ুর বিগুণতা, আনাহ ও শরীরে গ্রন্থি জন্মে। পালক বিষে গ্রীবাদেশের দুর্ব্বলতা ও বাক্‌রোধ হয়। কর্দ্দম বিষে নাক মুখ দিয়া জলস্রাব, চক্ষুর্দ্বয় পীতবর্ণ ও মলভেদ হয়। বৈরাটক বিষে সর্ব্বাঙ্গে ও মস্তকে বেদনা উপস্থিত হয়। মুস্তক বিষে শরীরের স্তব্ধতা ও কম্প জন্মে। শৃঙ্গীবিষে অঙ্গের অবসন্নতা, দাহ ও উদরে শোথ প্রকাশ পায়। পুণ্ডরীক বিষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ হয় এবং পেট ফোলে। মূলক বিষে অঙ্গের বিবর্ণতা, বমন, হিক্কা, শোথ ও মোহ দেখা যায়। হলাহল বিষে বিলম্বে নিশ্বাস পড়ে এবং রোগী শ্যাববর্ণ হইয়া উঠে। মহাবিষে বক্ষঃস্থলে বেদনা ও গ্রন্থি জন্মে। কর্কটক বিষে রোগী উন্মত্তের ন্যায় কখন লাফায়, কখন হাসে এবং দন্তদ্বারা নিজের অধর দংশন করে। এই সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণানুসারে

রোগীর শরীরে কোন্ বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করিতে হয়।

কপর্দ্দ।—কপর্দ্দের সংস্কৃত নামান্তর কপর্দ্দক ও বরাটিক। বাঙ্গালায় ইহাকে কড়ী কহে। কপর্দ্দক সমুদ্রজাত একপ্রকার জীবের দেহ। এই জীব শাঁক, শামুক প্রভৃতির শ্রেণীতে পরিগণিত। কপর্দ্দক কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বায়ু, কফ, গ্রহণী, শূল গুল্ম, ব্রণ, কর্ণশূল, নেত্ররোগ ও ক্ষয়রোগের হিতকর। কপর্দ্দক ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ জামীরের রসে ভিজাইয়া গরম জলে ধৌত করিয়া শোধন করিতে হয়, পরে আগুনে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া লইতে হয়।

কপর্দ্দক বহু প্রকার, তন্মধ্যে কয়েক প্রকারের নাম নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—স্বর্ণবর্ণের কড়ীর নাম সিংহী, ধূম্রবর্ণের নাম ব্যাঘ্রী, উপরিভাগ পীতবর্ণ ও নিম্নদেশ শ্বেতবর্ণের নাম মৃগী, শ্বেতবর্ণের নাম হংসী এবং খর্ব্বাকৃতি কড়ীর নাম বিদন্তা।

কপিঞ্জল পক্ষী।—(A bird the francoline partridge.) কপিঞ্জল পাখীর সংস্কৃত নামান্তর গৌরতিত্তিরি। বাঙ্গালায় ইহাকে পাছ্যাড়া কহে। এই পাখীর মাংস মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত, রক্তবিকৃতি, শ্লেষ্মবিকার ও যে সকল রোগে বায়ুর আধিক্য না থাকে তাহাতে হিতকর। কেহ কেহ চাতক পাখীকেও কপিঞ্জল কহিয়া থাকেন।

কপিত্থ।—(Feronia elephantum.) কপিত্থকে বাঙ্গালায় কয়েৎবেল, হিন্দীতে কোইথ, মহারাষ্ট্রীয় দেশে কংবিট্, কর্ণাট ভাষায় বেললু এবং তেলেগু ভাষায় বেলগচেট্টু কহে। পাকা কয়েৎ বেল মধুর-অম্ল রস, রুক্ষ, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, মলরোধক, কফনাশক, বাতবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ব্রণ, শ্বাস, কাস, হিক্কা, হৃদ্রোগ, বমি, শ্রান্তি, ক্লান্তি ও বিষদোষের উপকারক। কাঁচা কয়েৎবেল কষায়-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, জিহ্বার জড়তাকারক ও ত্রিদোষ বর্দ্ধক।

কপিত্থ তৈল।—কয়েৎবেলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল জন্মে। ঐ তৈল মধুর-কষায় রস, এবং ইন্দুরের বিষনাশক।

কপিত্থপর্ণী।—কপিত্থপর্ণীকে বাঙ্গালায় গন্ধবিরজার গাছ কহে। মহারাষ্ট্রীয় দেশে এই গাছ কপিত্থালী

ও কম্বট পত্রী নামে পরিচিত। ইহা তিক্তরস, পাকে কটু-কষায় রস, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, এবং ক্রিমি, কফ, মেহ, মেদোরোগ, বিষদোষ ও স্নায়ু রোগের উপকারক।

কপিলদ্রাক্ষা।—কপিল-দ্রাক্ষার বাঙ্গালা নাম আঙ্গুর। আঙ্গুর মধুর রস, শীতল, রুচিকারক, হর্ষজনক, ঈষৎ মত্ততা কারক এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও বমনবেগের শান্তি-কারক।

কপিল শিংশপা।—(Tawny-leaved Sisu) Dalbergia Sisu, যে শিশুগাছের পাতা কপিলবর্ণ, তাহাকে কপিল শিংশপা কহে। মহা-রাষ্ট্র এবং কর্ণাটদেশে ইহার নাম পিবলাশিশব ও হোম্বদবীউ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভ-পাত কারক এবং বাত পিত্তজ্বর শান্তি, বমি, হিক্কা, শোথ, মেদোরোগ,, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, ক্রিমি, ব্রণ,দাহ, বস্তিবেদনা, কফ ও রক্তের উপকারক।

কপোত পক্ষী।—কপোতের সংস্কৃত নামান্তর পারাবত ও গৃহকপোত। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়রা ও কইতর, হিন্দীতে কবুতর,তেলেগু ভাষায় পারু-বাপিট্ট ও মহারাষ্ট্রদেশে পরেবা কহে। পায়রার মাংস মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলরোধক, বল-বীর্য্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও রক্তপিত্ত রোগের হিতকর। পাণ্ডুরোগে পায়-রার মাংস অনিষ্ট কারক।

কমল।—(Nelumbium speciosum or Nymphaea and nelumbo) কমলের অপর নাম পদ্ম। বাঙ্গালাতেও ইহা পদ্মনামে পরিচিত। তেলেগুভাষায় ইহাকে তামর কহে। পদ্ম শ্বেত-রক্ত-নীলভেদে তিনপ্রকার। বর্ণের ভেদানুসারে গুণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। শ্বেতাদি নামানু-সারে সেই সেই শব্দে সে সমস্ত গুণের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে। পদ্মের সাধারণ গুণ—ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, বর্ণকারক, কফ-পিত্ত নাশক এবং ব্রণ, দাহ, রক্ত, বিস্ফোট, বিসর্প ও বিষদোষের উপ-কারক।

পদ্মের গাছ, মধুর-লবণ রস, শীতল, রুক্ষ, গুরু এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, বায়ু ও বিষ্টম্ভের হিতকর। পাতা মধুর কষায় রস, পাকে কটু-তিক্ত, লঘু, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফপিত্তনাশক। মূল অর্থাৎ শালুক মধুর-কটু-তিক্ত রস, শীতল, গুরু, রুক্ষ, দুর্জর, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক

এবং নেত্ররোগ, রক্ত-পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, বাত-পিত্ত, কফ, গুল্ম, কাস, ক্রিমি, মুখরোগ, রক্তদোষ ও পিত্তের শান্তি-কারক। নালের গুণ মৃণাল শব্দে লিখিত হইবে। পদ্মের কেশর কটু-কষায়-মধুর রস, শীতল, রুক্ষ মল-রোধক, রুচিকারক ও গর্ভের স্থিরতা-কারক। পদ্মের বীজকোষ কষায়-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, লঘু, মুখ পরি-ষ্কারক এবং তৃষ্ণা ও রক্তদোষের শান্তিকারক। পদ্মের বীজ কটু-কষায়-মধুর-তিক্তরস, শীতল, পাচক, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ, মলরোধক, বাত-বর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-কারক, পিত্তনাশক, গর্ভের স্থিতি-কারক এবং রক্তদোষ, বমি ও দাহ-রোগের উপকারক।

কমলালেবু।—কমলালেবু নাগ-রঙ্গ জাতীয়। পাকা কমলা সুগন্ধি, মধুর-অম্ল রস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য রুচিকারক, শ্রান্তিনাশক, বলবর্দ্ধক এবং আম, বায়ু, ক্রিমি ও শূলরোগের উপকারক।

করকাজল।—শিলাবর্ষণে যে শিলা পতিত হয়, তাহাকেই করকা কহে। করকাজল শীতল, ঘন, রুক্ষ, গুরু, পিত্তনাশক ও কফ-বায়ুকারক।

করঙ্কশালি।—এক জাতীয় ইক্ষুকে করঙ্কশালি বা করঙ্ক-ইক্ষু কহে। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহার নাম রসদালি এবং কর্ণাটভাষার নাম রসাল উংস। ইহা মধুর রস, শীতল, মৃদু, রুচিকারক, শুক্র, তেজ ও বলের বর্দ্ধক এবং পিত্ত দাহরোগের উপকারক।

করঞ্জ।—(Pangamia glabra. Syn. Galedupa Indica.) করঞ্জকে বাঙ্গালায় করম্চা, হিন্দীতে করঁজুবা, করোদা ও কণ্টকবেজী এবং তেলেগু ভাষায় কানুগচেট্টু কহে। করঞ্জ ৬ প্রকার; যথা ডহর করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, কাঁটা বা গেঁটে করঞ্জ, মাকড়া করঞ্জ, বিষকরঞ্জ ও অম্লকরঞ্জ। ডহরকরঞ্জের সংস্কৃত নাম চিরবিল্ব, নক্তমাল, করজ ও করঞ্জ। নাটাকরঞ্জের সংস্কৃত নাম প্রকীর্য্য, পূতিকরঞ্জ, পূতিক ও কলিকারক, কাঁটা বা গেঁটেকরঞ্জের নাম করঞ্জিকা ও ষড়্‌-গ্রন্থ। মাকড়াকরঞ্জের নাম মর্কটী, বিষকরঞ্জের নাম অঙ্গারবল্লরী এবং অম্ল-করঞ্জের সংস্কৃত নাম করমর্দ্দ, বনে-ক্ষুদ্রা, করাম্ল ও করমর্দ্দক।

নামভেদানুসারে প্রত্যেক করঞ্জেরই গুণভেদ আছে। তন্মধ্যে করঞ্জ শব্দে যে ডহরকরঞ্জ বুঝায়, তাহারই গুণ এখানে লিখিত হইতেছে। নামানু-সারে সেই সেই শব্দে অন্যান্য করঞ্জের

গুণাদি লিখিত হইবে। ডহরকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কফ-বায়ুনাশক এবং কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ ও ক্রিমিরোগের হিতকর। ইহার পত্র পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক ও ভেদকারক। ডহরকরঞ্জের ফুল উষ্ণবীর্য্য ও বায়ু-পিত্ত-কফনাশক। ইহার ফল কফ-বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথরোগের উপকারক। ডহরকরঞ্জের অঙ্কুর রসে ও পাকে কটু, পাচক এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ ও বিষদোষের উপকারক। করঞ্জের ফল হইতে এক প্রকার তৈল বাহির করা যায়, তাহা তিক্তরস, অল্প উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, এবং বায়ুরোগ, নেত্ররোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিচর্চ্চিকা রোগের শান্তিকারক। এই তৈল মর্দ্দন করিলে নানা প্রকার চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়।

করঞ্জিকা।—করঞ্জিকা এক প্রকার করঞ্জ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাকরঞ্জ বলে। কাঁটাকরঞ্জ কষায়-তিক্ত রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং মেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও বায়ুর হিতকর। ইহার ফুল তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও বাত-কফনাশক।

করঞ্জী।—করঞ্জী ডহরকরঞ্জ জাতীয় এক প্রকার করঞ্জ, ইহাকে মহাকরঞ্জ কহে। ইহার হিন্দী নাম অরারি। মহাকরঞ্জ কষায়-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্ত, অর্শঃ, বমি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও মেহরোগের হিতকর।

করমর্দ্দ।—করমর্দ্দের অপর নাম অম্লকরঞ্জ। হিন্দীতে ইহাকে করৌঁদা এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় করবন্দে ও করিজিগে কহে। অম্লকরঞ্জ ছোট বড় ভেদে দুই প্রকার। উভয় করঞ্জেরই কাঁচা ফল অম্ল-তিক্তরস, গুরু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, মলরোধক, রুচিজনক, রক্তপিত্ত ও কফের বর্দ্ধক এবং পিপাসানাশক। পক্ক ফল অম্ল-মধুররস, লঘু, শীতল, রুচিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, পিপাসানাশক এবং বায়ু ও বিষদোষের উপকারক। শুষ্ক পক্কফলও পক্কফলের সমান গুণবিশিষ্ট।

করবীর।—(Nerium odorum) Sweet-scented oleander. করবীরকে বাঙ্গালায় করবী, হিন্দীতে কনৈলী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কণৈর ও কহ্লের, কর্ণাটভাষায় কাফণলিঙ্গে ও তেলেগু ভাষায় গন্নেরু কহে। করবীর শ্বেত-রক্ত-পীত-কৃষ্ণ ও পাটলবর্ণের পুষ্পভেদে পাঁচপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত-

পীত ও কৃষ্ণ করবীর কটুরস, তীক্ষ্ণ, অশ্বদিগের বৃদ্ধিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোট রোগের উপকারক। রক্ত করবীর কটুরস, পাকে তিক্ত, মলাদির শোধক এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠাদির নাশক। পাটল করবীর শিরোবেদনা, কফ ও বায়ুর শান্তি-কারক।

করবীরণী।—করবীরণীকে কোঙ্কণদেশে করবীরুণী, ককরথিরুণী কহে। ইহা এক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ। গ্রীষ্মকালে এই গাছ জন্মে এবং রক্ত-বর্ণের ফুল হয়। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, বিষদোষ, আধ্মান, বমন, উর্দ্ধশ্বাস ও ক্রিমি-রোগের উপকারক।

করীর।—করীরের সাধারণ নাম বাঁশের কোড়্। বাঁশের অঙ্কুর অর্থাৎ প্রথম উদ্গত কোমল বাঁশকে বাঁশের কোঁড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-অম্ল রস, শীতল, রুচিকারক এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের হিতকর।

(Capparisaphylla.) মরু-ভূমিতে করীর নামক যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার সাধারণ নাম করীল বা কচড়া। মহারাষ্ট্রদেশে তাহাকে নেপতী, কর্ণাট-দেশে নিষ্পতিগে এবং তেলেগুভাষায় এনুগদন্তমুষোদতু কহে। উষ্ট্রেরা এই গাছ খাইতে বড় ভালবাসে। ইহা কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, দাহকারক, শ্লেষ্মজনক এবং বায়ু, শ্বাস, অরুচি, শূল, হৃদ্রোগ, খাজ্ ও ব্রণরোগের উপকারক।

করুণ।—(Citrus Decumana.) করুণ এক প্রকার লেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে করুণালেবু কহে। ইহা পিত্তপ্রকোপক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও মেদোরোগের উপ-কারক।

কর্কট।—(The Numidian crane.) কর্কট একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কর্কটি পাখী কহে। ইহার মাংস বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

কাঁকরোল নামক লতারও সংস্কৃত নাম কর্কট। ইহার ফল অর্থাৎ কাঁক-রোল কষায় রস, লঘু, শীতল, রুক্ষ, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক ও নেত্ররোগের হিত-কর।

কর্কটক।—কর্কটকের বাঙ্গালা নাম কাঁকড়া, কাঁকড়া জলাশয়ে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। ছোট বড় ভেদে কাঁকড়া অনেক প্রকার। ন্যূনাধিক্য ব্যতীত তাহাদের

অন্য কোন গুণভেদ নাই। সাধারণতঃ সকল কাঁকড়াই বাত-পিত্তনাশক, মল-মূত্রের নির্গমকারক, রক্তবর্দ্ধক ও বলকারক।

কর্কটশৃঙ্গী।—(Rhus succedanea, Syn. Acuminata) কর্কটশৃঙ্গীর বাঙ্গালা নাম কাঁকড়াশৃঙ্গী। হিন্দীতে ইহাকে ককড়াশৃঙ্গী ও ককরশিং, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাকড়াসিঙ্গী এবং কর্ণাট ও তেলেগু ভাষায় কর্কাটশৃঙ্গী কহে। ইহার আকৃতি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত। ইহা কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বায়ু-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং হিক্কা, অতিসার, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, বমি, জ্বর, ক্ষয়-কাস ও ঊর্দ্ধ-বায়ুর উপকারক।

কর্কটি।—(A kind of cucumber. Cucumi-utilatissimus Rox.) কর্কটির বাঙ্গালা নাম কাঁকুর। হিন্দীতে ইহাকে কাঁকৃড়ি, উৎকলদেশে ফুটীকাঁকড়ী এবং তেলেগু ভাষায় নক্কদোষ কহে। ছোট বড়ভেদে কাঁকুড় দুই প্রকার। ছোট কাঁকুড় মধুর রস, শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণ-কারক। পাকা কাঁকুড় (ফুটী) দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও ক্লান্তির শান্তিকারক। বড় কাঁকুড় মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মূত্রকারক, কফজনক এবং দাহ, বমি, পিত্ত, ভ্রম, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাশ্মরীর উপকারক। কাঁকুড়ের খোলা কটু-তিক্তরস, অগ্নি-বর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক এবং মূত্র-দোষ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বমি, দাহ ও শ্রান্তির হিতকর। পাকা কাঁকুড়ের খোলা উষ্ণবীর্য্য, বলকারক ও রক্ত-দোষ জনক।

কর্কন্ধু।—(Zizyphus jujuba.) কর্কন্ধুকে বাঙ্গালায় ছোট কুল কহে। ছোটকুল অম্ল-মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

কর্কারু।— (Beninkasa cerifera.) এক প্রকার অতি ছোট ছোট কুষ্মাণ্ড বা কুমড়াকে কর্কারু কহে। তাহার হিন্দী নাম কোহড়ী ও কোহণ্ডী এবং তেলেগু ভাষায় নাম গুল্লডিতোগে। এই কুষ্মাণ্ড শীতল, গুরুপাক, মলরোধক ও রক্ত-পিত্ত নাশক। পাকা কর্কারু তিক্ত-রস, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-বায়ু-নাশক।

কর্কোটকী।—একজাতীয় গোলাকার কুষ্মাণ্ডের নাম কর্কোটকী। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাহাকে কোহলে কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মল-

মূত্রের স্তম্ভকারক এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত, কফ ও বিষদোষের হিতকর।

কর্চূর।—কর্চূরের অপর নাম একাঙ্গী। হিন্দীতে ইহাকে কচূরা, তেলেগু ভাষায় ঔকানোকচেট্টা এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় কচোরা কহে। ইহা সুগন্ধি, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখ পরিষ্কারক এবং কফ, কাস, গলগণ্ড, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, শ্বাস, গুল্ম ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

কর্ণস্ফোটা।—বাঙ্গালায় ইহাকে কাণছিড়া বা কাণফোটা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাণফোড়ী কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, বিষনাশক, গ্রহদোষ নিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, আনাহ, কফশূল, বাত-গুল্ম, উদর, প্লীহা ও কর্ণব্রণরোগের হিতকর।

কর্ণিকার।—(A sort of cassia. Cassia fistula.) বাঙ্গালায় ইহাকে 'ছোট সোন্দাল গাছ' কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম লঘুবাহবা এবং তেলেগু ভাষার নাম কিরুগক্কে। ছোট সোন্দাল কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-শূল, উদর, ক্রিমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মরোগের হিতকর।

'ওলট কম্বল' নামক গাছেরও সংস্কৃত নাম কর্ণিকার। হিন্দীতে ইহাকে কনিআর বা কনিআর, তেলেগু ভাষায় রেল্লচেট্টু, কোঁড়গোগুচেট্টু বা গোগুচেট্টু কহে। ওলট কম্বল কষায়-কটু-তিক্তরস, লঘু, রজোদোষনাশক এবং শোথ, শ্লেষ্মা, রক্ত, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগের উপকারক।

কর্দ্দম।—জলসিক্ত মৃত্তিকার নাম কর্দ্দম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাদা কহে। কর্দ্দম শীতল এবং দাহ, পিত্ত ও শোথের নিবারক।

কার্পাস ফল।—কার্পাসের ফল অর্থাৎ কাপাসের বীজ কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

কর্পূর।—(Cinamomum, camphora.) Camphor. কর্পূর একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। হিন্দীতে ইহাকে কাপূর এবং তেলেগু ভাষায় কর্পূরমু কহে। কর্পূর সুগন্ধি, কটু-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং শ্লেষ্মা, রক্ত, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, কণ্ঠদোষ, মুখশোষ ও মুখের বিরসতার শান্তিকারক।

কর্পূরের হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ বাহির করা যায়, তাহাকে কর্পূর তৈল কহে। ইহা কটুরস,

উষ্ণবীর্য্য, বায়ুরোগনাশক, দন্তের দৃঢ়তাকারক এবং কফ, আমদোষ ও পিত্তের নিবারক।

কর্পূরমণি।—কর্পূরমণি এক প্রকার প্রস্তর। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ব্রণ, ত্বগ্‌দোষ ও বাতাদি দোষের হিতকর।

কর্পূর হরিদ্রা।—কর্পূর হরিদ্রাকে বাঙ্গালায় আম আদা ও হিন্দীতে কর্পূর হল্‌দী কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্ত-নাশক এবং সর্ব্ববিধ কণ্ডুর শান্তি-কারক।

কর্বুদার।—কর্বুদারের অপর নাম শ্বেত কাঞ্চন। ইহা কষায়-মধুর রস, রুক্ষ, মলরোধক, রুচিকারক এবং: শ্বাস, কাস, পিত্তবিকার, রক্ত-বিকৃতি, ক্ষত ও প্রদররোগের শান্তি-কারক।

কর্ম্মরঙ্গ।—(Averrhoa arambola) কর্ম্মরঙ্গকে বাঙ্গালায় কামরাঙ্গা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর্ম্মরার্চে ঝাড় কহে। কাঁচা কামরাঙ্গা ফল অম্লরস, শীতবীর্য্য, মলরোধক বায়ু-নাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক। পাকা কামরাঙ্গা অম্ল-মধুর রস, রুচিকারক, বল ও পুষ্টির বর্দ্ধক এবং বাত-শ্লেষ্ম-জনক।

কলঞ্জ।—কলঞ্জের অপর সংস্কৃত নাম তাম্রকূট। বাঙ্গালায় ইহাকে তামাক এবং হিন্দীতে তামাকু কহে। দোক্তা তামাক দ্বারা যে চুরোট প্রস্তুত করা যায়, তাহার ধূম কফ-নাশক, অপকজ্বর নিবারক, দন্তশুদ্ধি-কারক ও মুখরোগনাশক। দোক্তা তামাক গুড় ও নানাপ্রকার মশলার সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়ুক তামাক প্রস্তুত করা হয়, বাঙ্গালা দেশে তাহারই ধূমপান অধিক প্রচলিত। এই ধূমপানের বিশেষ গুণ কিছু লক্ষিত হয় না। শারীরিক কৃশতা, ফুস্‌ফুসের বলহানি,প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্টই ইহাদ্বারা ঘটিয়া থাকে।

কলম ধান্য।—কলম ধান্য একপ্রকার শালিধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কলমাধান এবং কাশ্মীরদেশে মহাতণ্ডুল কহে। এই ধান্যের চাউল মধুররস, মধুরবিপাক, শ্লেষ্ম-পিত্ত-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষের শান্তি-কারক।

কলম্বী।—(Convovulus repens) কলম্বী একপ্রকার জলজাত শাক। বাঙ্গালায় ইহাকে কলমী শাক এবং হিন্দীতে করেঁবু ও তেলেগু ভাষায় তোমেবচ্চলিচেট্টু কহে। ইহা

মধুর-কষায়রস, গুরুপাক, এবং শুক্র-স্তন্য, শুক্র ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধক।

কলায়।—(Pisum sativum.) Name of various leguminous seeds. কলায় এক প্রকার শিম্বীধান্য। ইহার বাঙ্গালা নাম মটর। হিন্দীতে ইহাকে কেশরি কহে। মটর কষায়রস, শীতবীর্য্য, অতিশয় বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক, এবং আমদোষকারক।

কলায়ক।—কলায়ক এক প্রকার কলমধান্য জাতীয় শালি ধান্য। ইহার আকৃতি মুগের ন্যায়। এই ধান্য কিঞ্চিৎ কষায়রসযুক্ত-মধুররস, বলকারক এবং বাত-পিত্ত-রক্তের উপকারক।

কলায় শাক।—কলায়-শাক অর্থাৎ মটরের শাককে হিন্দীতে কেরাউশাক কহে। ইহা তিক্ত-কষায় রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, মলভেদক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক।

কলায়সূপ।—কলায় অর্থাৎ মটরের ডাইলের যূষ লঘুপাক, শীতবীর্য্য, মলরোধক, রুচিজনক, এবং রক্তদোষ, পিত্তবিকৃতি ও কফরোগের উপকারক।

কলিঙ্গ।—কলিঙ্গকে চলিত কথায় তরমুজ কহে। ইহা মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, তৃপ্তিজনক, বীর্য্যকারক ও পিত্ত-দাহনাশক।

কলিঙ্গ শুণ্ঠী।—কলিঙ্গদেশজাত আদা হইতে যে শুঁঠ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কলিঙ্গ শুণ্ঠী কহে। ইহা তিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, অজীর্ণনাশক এবং বালকের অতিসার-নিবারক। এই শুঁঠের কাথ যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, গর্ভিণী দিগের বমন নিবারিত হয়।

কবয়ী মৎস্য।—(Coius coboius.) কবয়ী মৎস্যকে বাঙ্গালায় কই মাছ এবং হিন্দীতে কবই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কবিকা, কবচী ও ক্রকচপৃষ্ঠী। কই মাছ মধুর-কষায়-রস, স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক।

কষায় রস।—যে রস মুখ পরিষ্কার করে, জিহ্বা শুদ্ধ করে, কণ্ঠ আবদ্ধ করে, হৃদয়ে আকর্ষণের ন্যায় পীড়া উপস্থিত করে, তাহাই কষায় রস। কষায় রস শীতল, গুরু, রুক্ষ, মলমূত্রাদির স্তম্ভনকারক, কফ-পিত্ত-নাশক, শোষক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক। ইহা অতি সেবিত হইলে শারীরিক শিথিলতা, পাণ্ডু, শূল,

আধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপ উৎপাদন করে।

কসেরু।—(Scirpus kysoor.) কসেরুর বাঙ্গালা নাম কেশুর। মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় ইহাকে কসেরুবা, সেকিনগড়ে ও তুঙ্গগড়ু এবং তেলেগু ভাষায় ইট্টি ও কোত্তি কহে। ছোট বড় ভেদে কেশুর দুই প্রকার। মুতার ন্যায় ছোট ছোট কেশুরের সংস্কৃত নাম চিঞ্চোড় এবং বড় বড় কেশুরকে রাজ কসেরুক কহে। এই দুই প্রকার কেশুরই কষায়-মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক এবং রক্ত-পিত্ত, দাহ, শ্রান্তি ও নেত্র-রোগের উপকারক। কেশুরের ফুল গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, শীতল এবং কামলা ও পিত্তের শান্তিকারক।

কস্তুরী।—কস্তুরীর অপর নাম মৃগনাভি। হিন্দিতে ইহাকে কস্তূরী এবং তেলেগু ভাষায় কস্তূরী-পিল্লি কহে। এক প্রকার মৃগের নাভিদেশ হইতে কস্তুরী উৎপন্ন হয়। কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিন দেশ হইতে কস্তুরী পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কামরূপ দেশীয় কস্তুরী উৎকৃষ্ট, নেপাল দেশীয় মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশীয় নিকৃষ্ট। কামরূপের কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ এবং নেপালের কস্তুরী নীলবর্ণ হইয়া থাকে। কস্তুরী কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, শীত-নাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুজনিত শোথ, বমন, দৌর্গন্ধ্য, মুখদোষ, কুষ্ঠ, কিলাস, রক্ত, পিত্ত ও কফের উপ-কারক।

কহ্লার।—(Nymphaea lotus,) কহ্লারের অপর সংস্কৃত নাম উৎপল ও কুমুদ পুষ্প। বাঙ্গালায় ইহাকে হেলাফুল ও শুন্দি ফুল কহে। শুন্দিফুল তিনপ্রকার—লাল, নীল ও সাদা। ইহা কষায়-মধুর-রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক, গুরু-পাক, এবং রক্ত, পিত্ত ও কফের উপ-শম কারক।

কাংস্য।—(White copper or brass, Queen's metal.) কাংস্যের চলিত নাম কাঁসা। কাঁসা এক প্রকার উপধাতু বা মিশ্রধাতু। রাং ও তামা এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা উৎপন্ন হয়। কাঁসা কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুক্ষ, কফ-পিত্তনাশক ও নেত্র রোগের হিতকর। কাঁসা যথা-বিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

কাঁসার পাতলা পাত করিয়া, তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং

সেই তপ্ত পাত ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকটিতে তিনবার করিয়া ডুবাইবে। তাহা হইলেই কাঁসার শোধন হইয়া থাকে। তৎপরে ঐ কাঁসার সমপরিমিত গন্ধক ও আকন্দের আটা একত্র মাড়িয়া, ঐ কাঁসার পাতে তাহা লেপন করিতে হইবে। শুষ্ক হইলে দুইখানি কটোরার মধ্যে করিয়া গজপুটে পোড়াইবে। এইরূপ দুই তিন পুটেই কাঁসার ভস্ম হইয়া থাকে।

কাকমাংস।—কাকপক্ষীর মাংস লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক, এবং ক্ষত, ক্ষয় ও নেত্ররোগের উপকারক। কৃষ্ণ কাকের (দাঁড়কাকের) মাংসও কাকমাংসের সমান গুণবিশিষ্ট।

কাকজঙ্ঘা।—(Leea hirta.) বাঙ্গলায় কাকজঙ্ঘাকে কেউয়াঠেঙ্গা ও কাঁটা শুড় কাঁউলী এবং পাশ্চাত্যদেশে মসী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক এবং ক্রিমি, ব্রণ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণ ও বিষম জ্বর, কণ্ডু ও বিষদোষের হিতকারক। একাহিক (তৃতীয়ক) জ্বরে কাকজঙ্ঘার মূল লালসূতা দ্বারা মাথায় বাঁধিলে ঐ জ্বর নিবারিত হয়। ঐরূপ ব্যবহারে নিদ্রাও হইয়া থাকে।

কাকজম্বু।—(Ardisia solanacea.) কাকজম্বুকে বাঙ্গালায় বনজাম, ভুঁইজাম বা ছোটজাম কহে। ইহার মহারাষ্ট্রীয় নাম নদীতীরজাম্বু এবং কর্ণাট দেশীয় নাম তোরেনেরিলু। কাকজম্বু অম্ল-কষায় রস, পাকে মধুর, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং দাহ, শ্রম ও অতিসার রোগের উপকারক।

কাকতিন্দুক।—(Diospyros tomentosa.) কাকতিন্দুকের বাঙ্গালা নাম মাকড়াগাব। ইহার ফল কষায়-অম্ল-মধুর রস, গুরুপাক, বায়ুবিকার নাশক, বমি-নিবারক, পিত্তনাশক ও অল্প কফবর্দ্ধক।

কাকনাসা।—(Solanum indicum.) কাকনাসাকে বাঙ্গলায় বড় শ্বেত শুড় কাঁউলী, হিন্দীতে কেউয়াঠুঁটা বা কেউয়া ঢোঁড়ী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বড়িলি কহুড়লি বা হিড়িয়া কাগে দোড়ে এবং তেলেগুভাষায় বেলুমসন্ধি চেট্টু, পুসগুলি বিন্দচেট্টু ও কাকিদোণ্ড চেট্টু কহে। কাকনাসা মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, রসায়ন, শরীরের দৃঢ়তাকারক ও পালিত্যনাশক।

কাকমাচিকা।—কাকমাচিকাকে বাঙ্গলায় কাকমাচী ও কেউয়াঙ্গুটা কহে। ইহার হিন্দী নাম কবৈয়া, আর্বই এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশীয় নাম কবয়া। শ্বেত ও রক্ত পুষ্পভেদে কাকমাচী দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত কাকমাচী কষায়-কটু-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং অর্শঃ, শোথ, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, জ্বর, হিক্কা, বমন, হৃদ্রোগ, শ্বিত্র, বলি ও পালিত্যের শান্তিকারক। রক্ত কাকমাচী বাত-কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও রসায়ন।

কাকলী দ্রাক্ষা।—কাকলী দ্রাক্ষা একপ্রকার দ্রাক্ষা। ইহা অম্ল-মধুর রস, রুচিকারক এবং শ্বাস ও বমনবেগের নিবারক।

কাকাদনী।—(Ardisia solanacea.) কাকাদনীকে বাঙ্গালায় কুঁচ, উৎকলদেশে কাউথোণ্টিয়া, এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে সাঙ্গীকহুলনি বা কিরিয়কাগেদোড়ে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বায়ুনাশক, শোথনাশক, বিষদোষনিবারক, রসায়ন ও পালিত্যনবারক।

কাকোড়ুম্বর।—(Ficus hispida, opposite-leaved figtree, syn. Ficus oppositifolia:) কাকোড়ুম্বরকে বাঙ্গালায় কাকডুমুর ও খোষকা ডুমুর কহে। ইহার হিন্দীনাম তটমিলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম কালাউঁব এবং তেলেগু ভাষার নাম ব্রহ্মমেড়িচেট্টু। কাকডুমুরের সাধারণ গুণ যজ্ঞডুমুরের সহিত সমান। (উড়ুম্বর দেখ।) ইহার পাকা ফল অম্ল-কটুরস, শীতল, ত্বগ্‌দোষনাশক ও রক্তপিত্তনাশক। ইহার বল্কল কষায়-তিক্তরস, শীতল, অতিসারনাশক, ব্রণনাশক, স্তন্যবর্দ্ধক, গর্ভের স্থিতিকারক এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলার উপকারক।

কাকোলী।—(Berry of the calculus indicus. It is brought from Napal & moruug. Tizyphus napeca.) কাকোলীকে বাঙ্গালায় কাঁকলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কট্টবতিগে ও কাউলী; তেলেগুভাষায় তেলুমনিচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কাকোলী কহে। ইহা একপ্রকার কন্দ, দুগ্ধের ন্যায় ইহাতে একপ্রকার মিষ্ট গন্ধ আছে। কাকোলী মধুর রস, কফকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষয়, পিত্ত, বায়ু,

রক্ত, দাহ ও জ্বর রোগের উপকারক।

কাকোলী অষ্টবর্গের অন্তর্গত। বহুকাল হইতে কাকোলী এদেশে দুর্লভ, এইজন্য ইহার পরিবর্তে অশ্বগন্ধা দিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঙ্গুক ধান্য।—কাঙ্গুক এক প্রকার মেটে ধান। ইহার চলিত নাম কাংনী ধান। এই ধান রসে ও পাকে মধুর, বাতপিত্তনাশক এবং শালিধান্যের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কাচ।—কাচ একপ্রকার কৃত্রিম মৃত্তিকা। ইহা ক্ষার ও বালুকা প্রভৃতি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাতে ক্ষার পদার্থের ভাগ অধিক। কাচ উষ্ণবীর্য্য এবং কাচের অঞ্জন ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কাচলবণ।—(Black salt.) কাচলবণের বাঙ্গালা নাম কালালবণ মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাচলবণই কহে। কাচলবণ ঈষৎ ক্ষার, রুচিজনক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, গুল্ম ও শূলরোগের উপকারক।

কাজূত।—কাজূত মহারাষ্ট্র দেশীয় একপ্রকার গুল্ম। ইহার অপর নাম জাম্বীক্ষুপ। কাজূত কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, ধাতুবর্দ্ধক এবং বায়ু, কফ, গুল্ম, উদর, জ্বর, কৃমি, ব্রণ, অগ্নিমান্দ্য, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, অর্শঃ ও সংগ্রহগ্রহণীর হিতকর।

কাঞ্চন।—(Bauhinia variegata. Mountain ebony) কাঞ্চনকে বাঙ্গালায় কাঞ্চন, হিন্দীতে কচনার, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাটভাষায় কাঞ্চন বা কোচানে এবং তেলেগুভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। শ্বেত, পীত ও রক্ত বর্ণের পুষ্পভেদে কাঞ্চন তিনপ্রকার; তন্মধ্যে শ্বেত কাঞ্চনের নাম কর্বুদার, পীত কাঞ্চনের নাম কোবিদার এবং রক্ত কাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। সকল প্রকার কাঞ্চনই মলরোধক এবং রক্তপিত্তের উপকারক। অন্যান্য বিশেষ গুণ কর্বুদারাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে দ্রষ্টব্য।

কাঞ্চনার।—Bauhinia variegata &c. Mountain ebony.) রক্ত কাঞ্চনের নাম কাঞ্চনার। ইহা কষায় রস, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ব্রণরোপক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ ও গণ্ডমালা রোগের উপকারক। রক্তকাঞ্চনের ফুল রুক্ষ, লঘু, মলরোধক এবং রক্ত, পিত্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগের হিতকর।

কাঞ্জিক।— (Sourgruel, the water boiled rice in a state of spontaneous fermentation,) কাঞ্জিকের বাঙ্গালা নাম কাঁজি বা আমানি এবং মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট-ভাষার নাম কাঞ্জী। আউশধান্যের অন্ন ও কচিমূলা কুট্টিত করিয়া কোনও আবৃত পাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে; পচিয়া অম্লরস, হইলে, তাহাকেই কাঁজি কহে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ অনুসারে কাঁজিও নানাবিধ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। সাধারণ কাঁজি মল-ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুচি-কর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্তশোধক, বস্তিশোধক, স্পর্শশীতল, শ্রান্তির ও ক্লান্তির নিবারক এবং দাহজ্বর, বমন, শূল, বস্তিশূল, আধ্মান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, বাতজনিত শোথ ও অজীর্ণরোগের উপকারক। পুরা-তন কাঁজি অগ্নিবর্দ্ধক, এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগের শান্তি-কারক। শোষ, মূর্চ্ছা, শ্রম, মদ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত রোগে কাঁজি অনুপকারক।

কাঞ্জিক বটক।—কাঞ্জিক বটক একপ্রকার খাদ্য দ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁজিবড়া বলা যায়। একটি নূতন হাঁড়ীতে সরিসার তৈল মাখাইয়া, তাহাতে জল, ভাজা-বড়া এবং রাই, জীরা, লবণ, হিং, হরিদ্রা ও শুঁঠের গুড়া উপযুক্ত পরি-মাণে রাখিয়া, ৩ দিন পর্য্যন্ত ঐ হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। তিন দিন পরে ঐ সকল বড়া অম্ল হইয়া উঠিলে, তাহাকেই কাঁজিবড়া কহে। ঐ কাঁজি-বড়া রুচিকর, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

কাণ্ডবল্লী।—কাণ্ডবল্লীর বাঙ্গালা নাম করেলা বা উচ্ছে। হিন্দীতে ইহাকে কাণ্ডবেল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাণ্ডবেলি ও মনিগুড়বল্লী কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, গুল্ম, প্লীহা, উদর, শূল, অগ্নিমান্দ্য, দুষ্টব্রণ ও লতাবিষের শান্তিকারক।

কাতলমৎস্য।—(Cyprinus catla.) কাতলের বাঙ্গালা নাম কাতলা-মাছ। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক এবং ত্রিদোষের উপকারক।

কাদম্ব।—কাদম্বের অপর সংস্কৃত নাম কলহংস। বাঙ্গলায় ইহাকে বাল্‌হাঁস এবং হিন্দীতে করচা কহে। কাদম্ব প্লব অর্থাৎ জলচর জাতীয় পক্ষী। ইহার মাংস শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের শান্তিকারক।

কাদম্বরী।—বহুবিধ-দ্রব্য সমষ্টি দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষকে কাদম্বরী কহে। এই মদ্য মধুররস এবং শ্রান্তির ও পিত্তের বিনাশক।

কান্তপাষাণ।—(Load stone.) কান্তপাষাণের অপর নাম চুম্বক প্রস্তর। বাঙ্গালায় ইহাকে 'চুম্বক পাথর' কহে। ইহা শীতল, দোষাদির নির্হারক এবং বিষদোষ, মেদ, পাণ্ডু, ক্ষয়, কণ্ডু, মোহ ও মূর্চ্ছার শান্তি-কারক। ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য কান্তপাষাণ শোধন করিতে হয়। প্রথমতঃ ইহা চূর্ণ করিয়া দোলাযন্ত্রে একবার মহিষদুগ্ধ ও একবার গব্যঘৃতে পাক করিতে হয়, পাকের পর লবণ, ক্ষার ও শজিনামূলের রসে একবার ভিজাইয়া পরে অম্লবর্গের (আমরুল, জামীর, ছোলঙ্গলেবু, টাবালেবু, চুকা-পালং, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জের) রসে একদিন ভাবনা দিলে চুম্বক শোধিত হইয়া থাকে।

কান্তলৌহ।—সাধারণ লৌহ অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত লৌহ-বিশেষকে কান্তলৌহ কহে। শাস্ত্রে কান্তলৌহের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—যে লৌহপাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে, তৈল চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় না, যে লৌহপাত্র উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে হিং নিক্ষেপ করিলে হিঙ্গের গন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, যে লৌহপাত্রে নিম্বকল্ক রাখিলে নিম্বের তিক্ততা নষ্ট হয়, যাহাতে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ অত্যন্ত উচ্চ (শিখরাকার) হইয়া উৎলাইয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না, এবং যে লৌহপাত্রে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, সেই লৌহকে কান্ত লৌহ কহে। কান্তলৌহ বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অগ্নিদীপক এবং গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, আম-বাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ উপকারক।

কান্তারেক্ষু।—কান্তারেক্ষুকে বাঙ্গালায় কাজলী ইক্ষু, হিন্দীতে কাতারে এবং তেলেগুভাষায় গোপ্-পয়ড়বি কহে। এই ইক্ষু কৃষ্ণবর্ণ, অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা ইহাতে রস (জলীয় ভাগ) কম থাকে এবং অপেক্ষাকৃত ইহা শক্ত। কাজলী ইক্ষু মধুর-কষায় রস, লঘু, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলপরিষ্কারক এবং কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

কামজা।—কর্ণাটদেশে এক প্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষ 'কামজা'

নামে প্রসিদ্ধ। এই গুল্ম মধুর রস, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক এবং কামবর্দ্ধক। ইহার বীজেও ঐ সমস্ত গুণ বর্ত্তমান আছে।

কাম্পিল্য।—(Malotus philippensis.) A perfume called Gundarochani. syn, Rottlera tinctoria. কাম্পিল্যের অপর নাম গুণ্ডারোচনী। বাঙ্গালায় ইহাকে কমলা গুঁড়ী, হিন্দীতে কবীলা এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর্মীলা ও কপীলা কহে। ইহা কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক এবং কফ, কাস, ব্রণ, কৃমি, পিত্তদোষ, রক্তদোষ, দাহ, নেত্ররোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ, আনাহ, গুল্ম, উদর ও বিষদোষের উপকারক। কমলাগুঁড়ার তৈল কটুরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, বিরেচক এবং বায়ু, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের হিতকর।

কারবল্লী।—(Momordica, charantia.) কারবল্লীকে বাঙ্গালায় উচ্ছে বা ছোট করেলা, হিন্দীতে ছোটী করেলী এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লঘু-কারলী কহে। ইহা তিক্ত রস, উষ্ণ-বীর্য্য, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, অরোচক-নাশক, শুক্রক্ষয়কারক এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, কামলা, পাণ্ডু, মেহ ও কৃমি রোগের উপকারক।

কারবারি।—কারবারির অপর নাম করকাজল। বাঙ্গালায় ইহাকে 'শিলের জল' কহে। এই জল অধিক শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, ঘন, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুর বর্দ্ধক।

কারবেল্ল।—(Momordica charantia. syn. M. Muricata.) বাঙ্গালায় কারবেল্লকে বড় করেলা, হিন্দীতে করেলী, তেলেগুভাষায় কাকরচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় শলরা কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, ক্রিমি, পাণ্ডু, রক্তদোষ ও কুষ্ঠ রোগের হিতকর। এই করেলার ফুল মল-রোধক এবং রক্ত-পিত্তের উপকারক।

কারস্কর।—কারস্করের সংস্কৃত নামান্তর কুপীলু ও বিষতিন্দুক। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁচিলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাজ্‌রা এবং কর্ণাট ভাষায় কাঞ্জিবার, মকরতেন্দুয়া ও মাকড়াকেন্দ্ কহে। কুঁচিলা কটু-তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, গুরুপাক, বেদনা-নাশক, মত্ততা-কারক এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, পিত্ত, আমদোষ, অর্শঃ ও ব্রণ রোগের

উপকারক। কুঁচিলার কাঁচা ফল কষায় রস, শীতবীর্য্য, লঘু ও বায়ু-বর্দ্ধক।

কুঁচিলা শোধন না করিয়া প্রয়োগ করা উচিত নহে। তিন দিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিলে কুঁচিলা শোধিত হয়। অল্প ঘৃতের সহিত পোড়া পোড়া মত ভাজিয়া লইয়াও কুঁচিলা প্রয়োগ করা যায়।

কারী।—কারী এক প্রকার গুল্ম গাছ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে করীকারে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কারিকা, কার্য্যা, গিরিজা ও কটুপত্রিকা। ইহা কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, মলরোধক, অগ্নি-বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, রুচিকারক ও স্বরের শুদ্ধিকারক। ইহার ফল অম্ল-কষায়-লবণ রস ও ত্রিদোষের উপকারক।

কারীর।—কারীরকে দেশ-ভেদে টাঁট কহে। ইহা এক প্রকার ফল। এই ফল কটু-কষায় রস, উষ্ণ-বীর্য্য, মলরোধক, রুচিকারক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। ইহার ফুল কটু-কষায় রস, মলভেদক, রুচিজনক, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক।

কার্পাস।—কার্পাসকে বাঙ্গালায় কাপাস গাছ কহে। ইহা মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক ও বায়ুনাশক। কাপাসের পাতা বায়ুনাশক, রক্ত-কারক, মূত্রবর্দ্ধক এবং কর্ণপিণ্ডিকা, কর্ণনাদ, কর্ণ হইতে পূযস্রাব প্রভৃতির উপকারক। কাপাসের বীজ গুরুপাক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

কার্পাসী।—(Gossypium, hirsutum, herbaceum. Cotton plant.) কার্পাসীর নামান্তর রক্ত-কার্পাস। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত-কাপাস, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রক্তকাপুসী, কর্ণাট ভাষায় হত্তি ও তেলেগুভাষায় পত্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, পটদ, বাদরা, সূত্রপুষ্পা, বদরী, কার্পাসিকা, কর্পাসী, কর্পাস, সারিণী, চব্যা তুলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর। রক্তকাপাস কষায়-মধুর রস, নাতি-শীতোষ্ণবীর্য্য, লঘু, বল-কারক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি, বমন ও মূর্চ্ছা-রোগের হিতকর। ইহার ফল মূত্র-বর্দ্ধক এবং কর্ণপিটিকা, কর্ণনাদ ও কর্ণপূযস্রাবাদির উপকারক।

কালশাক।—(A sort of potherb) কালশাকের অপর নাম চুক্রুশাক ও নাড়িক। হিন্দীতে ইহাকে নরিচা ও তেলেগুভাষায় করিবেপচেট্টু

কহে। ইহা কটু-তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক, মলভেদক, রুচিকারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, শোথ, অর্শঃ ও বিষদোষের হিতকারক।

কালাঞ্জনী।—কৃষ্ণবর্ণ কাপাসকে কালাঞ্জনী কহে। বাঙ্গালায় ইহা কালকাপাস নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অঞ্জনী, রেচনী, শিলাঞ্জনী, নীলাঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী ও কৃষ্ণাঞ্জনী। কালাঞ্জনী কটু-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য এবং আমদোষ, ক্রিমি, অপান-বায়ুর উদাবর্ত্ত, উদররোগ, হৃদ্রোগ ও অর্শোরোগের হিতকর।

কালিঙ্গ।—(Cucumis utilatissimus) Water melon) কালিঙ্গের অপর সংস্কৃত নাম কালিন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে তরমুজ, হিন্দীতে তরবুজ ও উৎকল ভাষায় তরপুজ কহে। কাঁচা তরমুজ রসে ও পাকে মধুর, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা ফল উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। তরমুজের পাতা তিক্তরস ও রক্তের স্থিতিকারক।

কাশ।—(A species of grass. (Saccharum spontaneum.) কাশের বাঙ্গলা নাম কেশে-ঘাস অথবা কশাড়; হিন্দীতে ইহাকে কাস, মহারাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় কাউংস্থ ও কাজলু, তেলেগু-ভাষায় রেলু ও কোঙ্কণ ভাষায় কশাড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইক্ষুগন্ধা, পোটগল, কাস, কর্ম্মমূল, ইক্ষুবালিকা, ইষীকা, অশ্ববাল, চামরপুষ্প, কাশী, কাশা, বায়সেক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, অমরপুষ্প, বনহাসক, ইক্ষারি, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ইক্ষুকাণ্ড, শারদ, সিতপুষ্প, নাদেয়, দর্ভপত্র, লেখন, কাণ্ডকাণ্ডক ও কচ্ছলকারক। ইহা মধুর-তিক্তরস, পাকে মধুর, শীতল, মলভেদক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, বলকারক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয়রোগ, পিত্তবিকৃতি, শোথ, কফ ও শ্রান্তির নিবারক।

কাশীশ।—(Green sulphate of iron) কাশীশ একপ্রকার উপধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে হিরাকস এবং হিন্দীতে মাঙ্গফুল ও কৌশীশ কহে। কাশীশ দুই প্রকার; ধাতুকাশীশ ও পুষ্পকাশীশ। ধাতুকাশীশের বর্ণ ভস্মের স্থায়; ইহা অম্ল-লবণরস এবং পুষ্পকাশীশ কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ ও কষায় রস। উভয় কাশীশই শীতল, স্নিগ্ধ, কান্তিকারক, চক্ষু ও কেশের হিতকর এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডু, বিষ-

দোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বিত্র, পিত্তজ-নেত্ররোগ ও পিত্তজ অপস্মার রোগের শান্তিকারক। হিরাকস শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। ভৃঙ্গরাজরসের সহিত দোলাযন্ত্রে এক-বার পাক করিয়া লইলেই হিরাকস শোধিত হইয়া থাকে।

কাশ্মর্য্য।—গাম্ভারীর ফলের নাম কাশ্মর্য্য। পাকা গাম্ভারী ফল রুচিকারক, কেশের উপকারক, রসা-য়ন এবং মূত্রের বিবন্ধ, পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর শান্তিকারক।

কাষ্ঠকদলী।— Wild plantain, (Musa Sapientum.) কাষ্ঠ-কদলীকে বাঙ্গালায় বুনোকলা ও মহারাষ্ট্রদেশে কাষ্ঠকেলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা, শিলারম্ভা, দারুকদলী, ফলাঢ্যা, বনমোচা ও অশ্মকদলী। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচি-কারক, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যকারক এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, বিস্ফোট ও অস্থিরোগের উপকারক।

কাষ্ঠকুট্টক।—A sort of woodpecker, (Picus Bengalensis.) কাষ্ঠকুট্টক এক প্রকার পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শতচ্ছদ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঠ্-ঠোক্রা পাখী কহে। কাঠ্‌ঠোক্রার মাংস শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসের ক্ষীণতা-কারক, বায়ুনাশক ও অশ্মরী রোগের উপকারক।

কাষ্ঠ-ধাত্রীফল।—The fruit of the plant: (Emblica officinalis.) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক জাতীয় আমলকীর নাম কাষ্ঠধাত্রী ফল। এই আমলকী কষায়-কটুরস, শীতল ও রক্ত-পিত্তনাশক।

কাষ্ঠাগুরু।—পীতবর্ণ অগু-রুকে কাষ্ঠাগুরু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং বাহ্যপ্রয়োগে রুক্ষ ও কফনাশক।

কাসন্দী।—কাসন্দী এক প্রকার আচার বা চাট্‌নীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাসন্দী কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিজনক, বায়ু ও দোষের অনুলোমকারক এবং বাত-শ্লেষ্মনাশক। তৈল, লবণ ও সর্ষপ-চূর্ণের সহিত কাঁচা আমের খণ্ড মিশ্রিত করিয়া কিছুদিন রৌদ্রতাপে রাখিয়া কাসন্দী প্রস্তুত করিতে হয়।

কাসমর্দ্দ।—(Cassia or senna-esculenta. Cassia sophora) কাসমর্দ্দকে বাঙ্গালায় কালকাসন্দা, হিন্দীতে কসোন্দী ও কাসিন্দা, মহা-

রাষ্ট্রীয় ও কর্ণাট ভাষায় কাসবিন্দা এবং তেলেগুভাষায় কসিবিন্দ চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কর্কশ, কালঙ্কত, বিমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি, কাসমর্দ্দক, কাল, কনক, জরণ, দীপন ও কাশমর্দ্দ। কালকাসন্দা তিক্ত মধুর-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক, কফ-বায়ুনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক, কণ্ঠশোধক এবং অজীর্ণ ও কাস-রোগের শান্তিকারক। কালকাসন্দার পাতা তিক্তরস, পাকে কটু লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং শ্বাস, কাস ও অরুচির নাশক কালকাসন্দার ফুল শ্বাস, কাস ও উর্দ্ধবায়ুর নিবারক।

কাসালু।—(An esculent root, a sort of yam.) কাসালুকে চলিত কথায় খাম্‌আলু কহে। কোঙ্কণ দেশে ইহা 'খম্বরে' এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাংসালু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কাসকন্দ, কন্দালু, বিশালপত্র ও পত্রালু। কাসালু মধুররস অগ্নিবর্দ্ধক, স্রোতঃসমূহের উপকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, অরুচি, কণ্ডু ও বিষ-দোষের হিতকর।

কিঙ্কিরাত।—(Barleria prionites) Lin, A species of Amaranth.) কিঙ্কিরাতের বাঙ্গালা নাম পীতঝাঁটী বা কাঁটাঝাটী। গৌড়-দেশে ইহাকে বাণপুষ্প, হিন্দীতে কটু-সরৈয়া, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পীবলা গোরটা, কর্ণাটভাষায় হোবণদ গোরটে এবং তৈলঙ্গদেশে কোঁড়গোগু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক, পীতাম্লান, বিপ্রলোভী ও ষট্‌পদানন্দবর্দ্ধন। ইহা কষায়-তিক্ত-রস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, শোথ, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ, রক্তদোষ, বমি ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

কিঞ্জল্ক।—কিঞ্জল্কের চলিত নাম পদ্মকেশর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মকরন্দ, কেশর, পদ্মকেশর, কিঞ্জ, পীতপরাগ, তুঙ্গ ও চাম্পেয়ক। ইহা মধুর-কটু-কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, মুখব্রণনাশক এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তার্শঃ, শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

কিরাততিক্ত।—The plant Agathotes chirayta.) কিরাত তিক্তের বাঙ্গালা নাম চিরাতা, হিন্দীতে ইহাকে চিরহিতা ও তেলেগুভাষায় নেলবেমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূনিম্ব, অনার্য্যতিক্ত, কিরাতক, চির-তিক্ত, চিরাতিক্ত, তিক্তক, সুতিক্তক, চিরাটীকা, রামসেনক, কিরাত, কৈরাত, হৈম ও কাণ্ডতিক্ত। চিরাতা

তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, ব্রণ-রোপক, স্রোতঃসংশোধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, সন্নিপাত, শ্বাস, কাস, রক্ত, দাহ, শোথ, তৃষ্ণা, কুষ্ঠ ও ক্রিমি-রোগের শান্তিকারক।

কিলাট।— Inspissated milk. কিলাটের বাঙ্গালা নাম ছানা। দেশভেদে ইহাকে গিজরি কহে। সংস্কৃতভাষায় জাল দেওয়া দুগ্ধের ছানাকে কিলাট এবং কাঁচাদুগ্ধের ছানাকে ক্ষীরশাক বলে। কিলাট মধুররস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক ও নিদ্রাকারক। ক্ষীরশাকও কিলাটের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

কুক্কুট।—কুক্কুটের অপর সংস্কৃত নাম তাম্রচূড় ও অগ্নিচূড়। বাঙ্গালায় ইহাকে কুক্‌ড়ো ও মুর্গি, হিন্দীতে মুর্গা এবং তেলেগুভাষায় কোডি ও কুক্ক কহে। বন্য ও গ্রাম্য-ভেদে কুক্কুট দুই প্রকার। তন্মধ্যে গ্রাম্য কুক্কুটের মাংস কষায় মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও কফবর্দ্ধক। বন্য কুক্কুট কষায়-মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, তৃপ্তিকারক এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়রোগ, বমি ও বিষমজ্বরের হিতকর।

কুক্কুটপাদী।—কুক্কুটপাদীর নামান্তর দেবসর্ষপ। ইহা একপ্রকার সর্ষপবিশেষ। এই সর্ষপ উগ্রগন্ধ, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকারক এবং কফ, বায়ু, সন্নিপাত, ক্রিমিদোষ ও মুখরোগের শান্তিকারক।

কুক্কুরদ্রু।—কুক্কুরদ্রুগাছকে বাঙ্গালায় কুকুরশোঁকা বা কুক্‌সিমা কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস এবং জ্বর, কফ ও রক্তদোষের উপকারক। ইহার কাঁচা মূল মুখে ধারণ করিলে, মুখ-শোষের নিবারণ হয়।

কুঙ্কুম।—Saffron. (Crocus sativus.) কুঙ্কুম একপ্রকার ফুলের কেশর। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঙ্কুম ও কেশর, পারসীকে জাফরাণ, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় কুঙ্কুমকেশর এবং তেলেগু-ভাষায় কুঙ্কুম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুসুমাত্মক, শোণিতাহ্বয়, পীতক, যস্র, রক্তসংজ্ঞ, সঙ্কোচপিশুন, হরিচন্দন, খল, বজ, দীপক, লোহিত, সৌরভ, চন্দন, কাশ্মীরজন্ম, অগ্নিশিখ, বর, বাহ্লীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ, পিশুন, বীর, চারু, রুচির, শঠ, ঘুসৃণ, বরেণ্য, অরুণ, জাগুড়, কান্ত, গৌর ও কেশর। কুঙ্কুম তিন প্রকার, কাশ্মীর দেশজাত, বাহ্লীক দেশজাত এবং পারস্য-দেশজাত। তন্মধ্যে কাশ্মীরদেশজাত কুঙ্কুম শ্রেষ্ঠ। ইহা

সূক্ষ্মকেশর, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি। বাহ্লীকদেশজ কুঙ্কুম মধ্যম; ইহা পাণ্ডুবর্ণ ও কেতকীগন্ধ। পারস্যদেশজাত কুঙ্কুম নিকৃষ্ট; ইহা স্থূলকেশর, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ ও মধুগন্ধ। কুঙ্কুম সুগন্ধি, কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বিরেচক, বর্ণকারক, কান্তিজনক, বলবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং শিরোরোগ, ব্রণ, কৃমি, বমি, ব্যঙ্গ, কাস, কফ, বায়ু, কণ্ঠরোগ ও ত্রিদোষের উপকারক।

কুঙ্কুমশালি।—কুঙ্কুমশালি একপ্রকার শালিধান্য। দেশভেদে ইহা কুঙ্কুমশালি নামেই প্রসিদ্ধ। এই ধান্য মধুররস, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও অতিসারের হিতকর।

কুঙ্কুমাগুরু।—পীত-রক্তবর্ণ চন্দন বিশেষের নাম কুঙ্কুমাগুরু। ইহা নিতান্ত দুর্লভ। ইহা তিক্তরস, শীতল এবং পিত্ত, শ্রান্তি, শোষ ও সন্তাপের নিবারক।

কুটজ।—(Wrightia anti-dysenterica) Holarrhena antidysenterica. (Echites antidysenterica.) কুটজ একপ্রকার বৃক্ষের নাম; বাঙ্গলায় ইহাকে কুড়চি, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কটৈয়া ও কুডা, কর্ণাট ভাষায় কোড়সিগেয়মবমু, তেলেগু ভাষায় অঙ্কুড়ুচেট্টু, অগিশচেট্টু ও তুম্মিকচেট্টু এবং উৎকল ভাষায় কুড়িয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শুক্র, বৎসক, গিরিমল্লিকা, পাণ্ডুর, কটুক, কুটক, শক্রাশন, কৌটজ, তিক্তক, রক্তনাশক, বৃক্ষক, শক্রাহ্বয়, শক্রপর্য্যায়, কুটজ, কাহী, কালিঙ্গ, মল্লিকাপুষ্প, প্রাবৃষ্য, শক্রপাদপ, বরতিক্ত, যবফল, সংগ্রাহী, পাণ্ডুরদ্রুম, প্রাবৃষেণ্য, মহাগন্ধ ও ইন্দ্রক্র। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে কুটজ দুই প্রকার। কৃষ্ণ কুটজ পিত্ত, ত্বগ্‌দোষ ও অর্শোরোগের উপকারক। শ্বেত কুটজ কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অতিসার, রক্তাতিসার, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক। কুটজের ফুল কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক এবং পিত্তাতিসার, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কৃমি ও কুষ্ঠের উপকারক।

কুটিঞ্জর।—কুটিঞ্জরের অপর নাম বনবাস্তুক। ইহা একপ্রকার পত্রশাক। এই শাক মধুররস, পাকে মধুর, ক্ষারগুণযুক্ত, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলস্তম্ভকারক এবং দোষজনক।

কুটুম্বিনী।—কুটুম্বিনী একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পয়স্যা, ক্ষীরিণী,

জলকামুকা, বক্রশল্যা, দুরাধর্ষা, ক্রূরকর্ম্মা, সিরিন্টিকা, শীতা, প্রহর, কুটবী, শীতলা ও জলেরুহা। ইহা মধুররস, মলরোধক, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত, ব্রণ, কণ্ডু ও রক্তদোষের উপকারক।

কুড়িশমৎস্য।—(Cyprinus curchius.) কুড়িশমৎস্যকে বাঙ্গলায় কুড়চি মাছ ও বাটামাছ কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, লঘু, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, কোষ্ঠবদ্ধকারক এবং বায়ুবিকারে পথ্য।

কুড়ুহুঞ্চি।—এক প্রকার ক্ষুদ্র করেলার নাম কুড়ুহুঞ্চি। বাঙ্গালায় ইহা ছোট উচ্ছে নামেই পরিচিত। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বাত-রক্তজনক। ইহার মূল মলপরিষ্কারক এবং অর্শঃ ও যোনি-দোষের শান্তিকারক।

কুণঞ্জ।—(A kind of chenopodium.) কুণঞ্জ একপ্রকার বন বাস্তুকের নাম। ইহার অপর নাম কুণঞ্জর ও কুণঞ্জা। বাঙ্গলায় ইহাকে বনবেতুয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কুণজরু ও গোরজে কহে। ইহা মধুররস, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও পরিপাচক। ইহার শাক ঈষৎ কষায়-যুক্ত মধুর রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলরোধক ও ত্রিদোষ-নাশক।

কুণ্ডজল।—কুণ্ডের সাধারণ নাম "চৌবাচ্চা।" চৌবাচ্চার জল মধুররস, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-জনক।

কুণ্ডলিনী।—চলিত কথায় কুণ্ডলিনীকে "জিলেবি" কহে। গমের সুজী দুগ্ধের সহিত একদিন ভিজাইয়া অম্ল হইলে সেই সুজী কোন সছিদ্র পাত্র দ্বারা গরম ঘৃতে কুণ্ডলাকারে ফেলিবে এবং ভাজা ভাজা হইলে তুলিয়া চিনির রসে ডুবাইয়া লইবে; তাহা হইলেই জিলেবি প্রস্তুত হয়। জিলেবী মধুররস, তৃপ্তিকর, শুক্র-বর্দ্ধক এবং পুষ্টি, কান্তি ও বলের উপ-চয়কারক।

কুধান্য।—কুধান্যের অপর নাম ক্ষুদ্রধান্য বা তৃণধান্য। কোরদুষ, শ্যামা, নীবার, শান্তনু, তুবর, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু, মধুলিকা, নন্দীমুখ, কুরুবিন্দ, গবেধুক, বরুক, উদপর্ণী, মুকুন্দ ও বেণুযব প্রভৃতি ধান্য তৃণধান্যজাতীয়। সকল তৃণধান্যই মধুর-কষায় রস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মনাশক, স্রাবরোধক এবং বায়ু ও পিত্তের প্রকোপকারক।

কুন্দ।—(Jasminum Mal-

tiflorum.) কুন্দ একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে কুন্দ, হিন্দীতে কুন্দে, কর্ণাট ভাষায় মুরগি ও তেলেগু ভাষায় মোল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মাঘ্য, শুক্লপুষ্প,দলকোষ, বরট, বোয়ট, মকরন্দ, মহামোদ, মনোহর, মুক্তাপুষ্প, তারপুষ্প, অট্টপুষ্পক, দমন, বনহাস ও মনোজ্ঞ। কুন্দফুলের গাছ মধুর-কষায় রস, শীতল, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাচক ও কফ-পিত্ত-নাশক। কুন্দ ফুল শীতল, লঘু, শ্লেষ্মজনক এবং শিরোবেদনা, বিষ-দোষ ও পিত্তের শান্তিকারক।

কুন্দর। কুন্দর একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে কুন্দরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কণ্ডুর, দীর্ঘপত্র, খরচ্ছদ, রসাল, ক্ষেত্র-সম্ভূত, সুতৃণ ও মৃগবল্লভ। ইহার মূল শীতল, পিত্তাতিসারনাশক, মলাদির শোধক এবং বল ও পুষ্টির বর্দ্ধক।

কুন্দুরু।—The resin of the plant. (Boswellia thurifera.) কুন্দুরুর সাধারণ নাম কুন্দুরুখোটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পালঙ্ক্যা, পালকী, মুকুন্দ, কুন্দ, মুকুন্দু, কুন্দু, কুন্দুর, তীক্ষ্ণগন্ধ, বলী, সৌরাষ্ট্র, শিখরী, কুন্দক, তীক্ষ্ণ, গোপুরক, বহুগন্ধ, পালিন্দ ও ভীষণ। ইহা শল্লকী বৃক্ষের নির্য্যাস এবং গন্ধ-দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কুন্দুরু মধুর-তিক্তরস, পানে ও বাহ্য প্রয়োগে শীতল এবং কফ, পিত্ত, দাহ, প্রদর, জ্বর, স্বেদ, গ্রহদোষ, মুখরোগ, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

কুব্জক।— An aquatic plant, (Trapa bispinosa.) কুব্জক কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ এক প্রকার পুষ্প বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতগোলাপ হিন্দীতে কুব্জা ও মহারাষ্ট্রদেশে কাঁটে-শেবতী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বারিকণ্টক, ভদ্রতরুণী, বৃত্তপুষ্প, অতি-কেশর, মহাসহ, কণ্টকাঢ্য ও খর্ব্ব। কুব্জক মধুর-কষায় রস, শীতল, সুরভি, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীত-নাশক এবং রক্ত-পিত্ত, দাহ ও পিত্তের উপকারক।

কুমারিকা।—কুমারিকাকে বঙ্গালায় ঘৃতকুমারী ও ঘিকাঞ্চন কহে। ঘৃতকুমারীর হিন্দী নাম ঘিটুকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশীয় নাম কুবারি, নোরিসর ও ঘিকুবার, তেলেগুভাষায় নাম পিন্নগোরিণ্টকলবন্দ, বিরজাজি-তোগে। ঘৃতকুমারী তিক্ত-মধুর রস, শীতল, মলভেদক, পুষ্টিকারক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, বিস্ফোট, অগ্নিদগ্ধ,

ক্ষত, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, বিষদোষ ও বায়ুবিকারের হিতকর।

কুমুদ।—(Nymphaca Esculenta.) Nymphaca Lo'us. কুমুদের বাঙ্গালা নাম হেলাফুল ও নাল ফুল। হিন্দীতে ইহাকে কোই, মহারাষ্ট্রভাষায় পাঁঢ়রে উৎপল এবং কর্ণাট ভাষায় বিলিয়নে ইদিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৈরব, কন্দোড়, কচ্ছ, কুব, গন্ধসোম, চন্দ্রকান্ত, গর্দ্দভ, কহ্লার, শীতলক, ইন্দুকমল ও চন্দ্রিকাম্বুজ। কুমুদ ফুল মধুর রস, পাকে তিক্ত, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কফনাশক, রক্তদোষনিবারক এবং দাহ, শ্রম ও পিত্তের উপকারক। কুমুদফুলের ঝাড়ের গুণ পদ্মফুলের ঝাড়ের ন্যায়। বীজ মধুর রস, শীতল, রুক্ষ ও গুরুপাক।

কুম্ভতুম্বী।—বড় তুম্বীলাউকে সংস্কৃতভাষায় কুম্ভতুম্বী কহে। চলিত কথায় ইহা গোল লাউ নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুম্ভালাবু, গোরক্ষতুম্বী, নাগালাবু ও ঘটালাব। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলকারক, পিত্তনাশক, গর্ভপোষক এবং শীতপিত্ত, শ্বাস, কফ, রক্ত, জ্বর ও কাসরোগের উপকারক।

কুম্ভশালি। কুম্ভশালি এক প্রকার স্বনামখ্যাত শালিধান্য। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্তের হিতকর।

কুম্ভী।— কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষকে কুম্ভী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রোমালুবিটপী, রোমশ ও পপটক্রম। ইহা কটুকষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, যোনিদোষ ও বিষদোষের উপকারক।

কুম্ভীর।—(The crocodile of ganges.) কুম্ভীর একপ্রকার জলজন্তু। চলিত কথায় ইহাকে কুমীর কহে। কুম্ভীরের মাংস মধুর পাক, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ুনাশক, পিত্তবিকৃতির উপকারক, বলবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মকারক।

কুরঙ্গ-মাংস।—কুরঙ্গনামক মৃগবিশেষের মাংস মধুর রস, মাংসবর্দ্ধক, কফ-পিত্তের হিতকর এবং রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকারক।

কুরণ্ডিকা।—কুরণ্ডিকানামক বৃক্ষ কটু-তিক্তরস, পাকে মধুর, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, ক্ষার, বিরেচক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বাত-পিত্তকারক, কফনাশক এবং রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের নিবারক।

কুরর।—(An osprey.) কুরর একপ্রকার জলচর পক্ষী, ইহার অপর নাম উৎক্রোশ পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে কুরল বা কর্কটিয়া পাখী কহে। ইহার মাংস মধুর রস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত-নাশক।

কুরী।—যমুনা তীরে কুরী নামক একপ্রকার তৃণধান্য জন্মে, ইহা বলকারক, পুষ্টিজনক এবং রতিশক্তি-বর্দ্ধক।

কুলঞ্জন।—An aromatic plant. (Alpinia Galanga.) কুলঞ্জনের সাধারণ নাম মহাভরী বচ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুর্ণজ, গন্ধমূল, ও কুলঞ্জ। ইহা কটু-তিক্তরস,উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং মুখদোষ, স্বরবিকৃতি, কণ্ঠরোগ, কাস ও কফের উপকারক।

কুলত্থ।—A sort of pulse. (Dolichos biflorus,Syn. Dolichos uniflorus.) কুলত্থের বাঙ্গালা নাম কুর্ত্তিকলায়। হিন্দীতে ইহাকে কুলথী, এবং তেলেগু ভাষায় ওলবলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালবৃন্ত, তাম্র-বৃন্ত, তাম্রবীজ ও সিতেতর। শ্বেত-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণভেদে কুলত্থ কলায় তিন প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সকল প্রকার কুলত্থকলায়ই কষায়-রস, পাকে অম্ল, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রক্তপিত্ত-কারক এবং বায়ু, কফ, পীনস, কাস, প্রতিশ্যায়, মলবদ্ধতা, গুল্ম, হিক্কা, অশ্মরী, অর্শঃ, মেদ, শুক্র ও বলের হানিকারক।

কুলত্থযূষ।—কাঁচা কুলত্থ-কলায়ের যূষকে কুলত্থযূষ কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুর অনুলোমকারক এবং তূণী, প্রতিতূণী, মেহ, মেদো-দোষ, অশ্মরী ও বাত-কফের শান্তি-কারক।

কুলত্থসূপ।—ভাজা কুলত্থ-কলায়ের যূষকে কুলত্থসূপ কহে। ইহা কষায় রস, পাকে কটু, পিত্তকারক, কফের অবিরোধী এবং শুক্রাশ্মরীর উপকারক।

কুলত্থা।—বন্য কুলত্থকলায়ের নাম কুলত্থা। বাঙ্গালায় ইহাকে বন কুলত্থ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় রানকুলিত্থা এবং কর্ণাট ভাষায় কাড়হুলীগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দৃক্প্রসাদা, অরণ্যকুলত্থিকা,কুলালী, কুম্ভকারিকা, কুল্মাষ ও কুরুবিল্বক। ইহা কটু-তিক্ত রস, চক্ষুর হিতকর, ক্ষতনিবারক এবং অর্শঃ, শূল, মলবদ্ধতা ও আধ্মান রোগের উপকারক।

কুলথান্ন।—কুলথকলায়সিদ্ধ অন্ন অর্থাৎ খিচুড়ীবিশেষকে কুলথান্ন কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও শ্বাসরোগের হিতকর।

কুলিঙ্গ-পক্ষী।—Fork-tailed shrike.) কুলীঙ্গের বাঙ্গালা নাম ফিঙ্গা পাখী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কলিঙ্গ, ধূম্যাট, ফিঙ্গক ও ভৃঙ্গ। হিন্দীতে ইহাকে গরগৈয়া কহে। ফিঙ্গা পাখীর মাংস মধুর-রস, স্নিগ্ধ এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধক।

কুলীরক।—কুলীরকের বাঙ্গালা নাম কাঁকড়া। কাঁকড়ার মাংস স্বাদু, শীতল, ধাতুবর্দ্ধক, বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক, স্ত্রীদিগের রক্তস্রাবের আশুরোধক, মলমূত্রকারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, অতিশয় বলকারক এবং পাণ্ডু, ক্ষয়, শোথ ও গ্রহণীরোগের হিতকর।

কুল্মাষ।— অর্দ্ধসিদ্ধ যব, গোম, ছোলা প্রভৃতি পদার্থকে কুল্মাষ কহে। এ দেশের ঘুংনিদানা অনেকটা কুল্মাষজাতীয়। কুল্মাষ গুরুপাক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক এবং মলভেদক।

কুশ।—Sacrificial grass. (Poa cynosuroides,) কুশ একপ্রকার তৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে কুশ ও হিন্দীতে দভ্ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দর্ভ, কুথ, পবিত্র, যাজ্ঞিক, হ্রস্বগর্ভ, বর্হি ও কুতৃপ। ছোট বড় ভেদে কুশ দুই প্রকার। যে কুশের পাতা লম্বা তাহাকে অর্থাৎ বড় কুশকে সিতদর্ভ কহে। উভয় কুশেরই প্রায় সমান গুণ, তন্মধ্যে ছোট কুশ অপেক্ষা বড় কুশের গুণ কিছু অধিক। উভয় কুশই মধুর-কষায় রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বস্তিবেদনা ও রক্তপ্রদরের শান্তিকারক। কুশের মূল মধুর রস, শীতল, রুচিকারক, পিত্তনাশক, মূত্রপরিষ্কারক এবং রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগের উপকারক।

কুশিম্বী।—কুশিম্বী একপ্রকার শিম। ইহা মধুর রস, মধুরবিপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক।

কুষ্ঠ।—(Sausurea auriculata. syn. Aplotaxis auriculata.) কুষ্ঠের বাঙ্গালা নাম কুড়। হিন্দীতে ইহাকে কূড় ও তেলেগুভাষায় চেঙ্গলি কোষ্ঠু কহে। কুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায় রুদাখ্য, দুষ্ট, ব্যাধি, পরিভাব্য, ব্যাপ্য, বাপ্য, উৎপল আপ্য, জরণ, গদাখ্য, কৌবের, ভাস্বর, কাকল,

নীরুজ, কুঠিক, পারিভদ্রক, বাণীরজ, পাবন, কুৎসিত, পাকল ও পদ্মক। ইহা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। কুড়, মধুর-কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শুক্র-বর্দ্ধক, কান্তিজনক এবং বায়ু, কফ, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কাস, বিসর্প, কণ্ডু, দদ্রু ও বিষদোষের হিতকর।

কুষ্ঠবৈরী।—কুষ্ঠবৈরীর সংস্কৃত নামান্তর শৈলরোহী, বৈবস্বতদ্রুম ও মহাগদ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে চাউল মুগরা কহে। চাউল মুগরা বল-কারক, রসায়ন এবং পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, সিধ্ম, দদ্রু, বিপাদিকা, আমবাত ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

কুষ্মাণ্ড।—(A kind of pumpkin gourd.) (Benincasa cerifera.) কুষ্মাণ্ডকে চলিত কথায় কুমড়া, হিন্দীতে কুংহড়া, তেলেগু-ভাষায় গুম্মড়ি এবং উৎকল ভাষায় কখাড়ু ও পানী কখাড়ু কহে। কুষ্মাণ্ডের সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পাবাস, তিমিষ, গ্রাম্যকর্কটী, পুষ্পফল, কর্কাক, শিখিবর্দ্ধক, কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডী, কুষ্মাণ্ডী, বৃহৎফলা, সুফলা, কুষ্কফলা, নাগপুষ্প-ফলা ও শুনী। কুষ্মাণ্ড মধুর রস, শীতল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু-পাক, শ্লেষ্মজনক এবং পিত্ত, রক্ত ও বায়ুর উপকারক। কচি কুমড়া শীতল ও পিত্তনাশক। মধ্যম অর্থাৎ পরিপুষ্ট অথচ অপক্ক কুমড়া গুরু-পাক ও কফবর্দ্ধক। বৃদ্ধ অর্থাৎ পাকা কুমড়া মধুর রস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, নাতিশীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তনাশক, বস্তিশোধক ও চিত্ত-বিকারের উপকারক। কুমড়ার লতা ও শাক ক্ষারগুণযুক্ত, মধুর রস, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকারক এবং বায়ু, কফ, অশ্মরী ও শর্করা রোগের হিতকর। লতামধ্যস্থ মজ্জা মধুর রস, মল-মূত্রনির্হা-রক, রুচিকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র-বর্দ্ধক, তৃষ্ণানিবারক, বলকারক, পিত্তনাশক এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ ও অশ্মরী রোগের হিত-কারক। কুমড়ার বীজের তৈল শীতল, গুরু, বাতপিত্তনাশক ও কফ-বর্দ্ধক।

কুষ্মাণ্ডবটক।— কুষ্মাণ্ড-বটককে বাঙ্গালায় কুমড়ার বড়ী কহে। মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত কুমড়া এবং অন্যান্য মশলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এই বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা রুচি-কারক নাতি-গুরুপাক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তের উপকারক।

কুষ্মাণ্ডশালি।—কুষ্মাণ্ডশালি একপ্রকার পীতবর্ণ শালিধান্য। ইহার

অম্ল সুগন্ধি; মোটা, দুর্জ্জর, মধুর রস ও কোমল।

কুষ্মাণ্ডসুরা।—কুষ্মাণ্ড দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কুষ্মাণ্ড-সুরা কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম কুমড়ার মদ্। এই সুরা গুরুপাক, ধাতুবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিমান্দ্য-কারক ও দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক।

কুসুম্ভ।—(Safflower; carthamus tinctorius.) কুসুম্ভকে বাঙ্গালায় কুসুম ফুল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর্ডুঈচে ঝাড় এবং তেলেগু ভাষায় লন্তুক, লক্ক ও বঙ্গারমু কহে। কুসুম্ভের সংস্কৃত পর্য্যায় গ্রাম্যকুঙ্কুম, কমলোত্তম, বহ্নিশিখ, মহারজন, কুক্কুট-শিখ, পাবক, পীত, পদ্মোত্তর, রক্ত, লোহিত, বস্ত্ররঞ্জন ও অগ্নিশিখ। কুসুম-ফুলের গাছ কটুরস, রুক্ষ, বিদাহী, বাতবর্দ্ধক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও রক্তপিত্তের নিবারক। কুসুম ফুল মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, বিরেচক, কফ-পিত্তনাশক ও কেশ-রঞ্জক। কুসুমফুলের পাতা মধুর কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, নেত্ররোগের উপকারক এবং মল-মূত্র-মেদোনাশক। কুসুমফুলের বীজ মধুর-কষায় রস, পাকে কটু, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, এবং বায়ু কফ ও রক্তপিত্তের হিত-কর। হিন্দীতে কুসুম ফুলের বীজকে বরৈ কহে। কুসুমবীজের তৈল অম্ল-রস, উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, গুরুপাক, ত্রিদোষকারক, ক্রিমিনাশক, চক্ষুর অহিতকর এবং বল ও পুষ্টির হানি-কারক।

কুস্তুম্বুরু।—(A pungent seed used in condiment. The plant coriander.) কাঁচা ধ'নের সংস্কৃত নাম কুস্তুম্বুরু। ইহা স্বাদু ও হৃদ্য। শুষ্ক হইলে কটু-তিক্ত রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, দোষনাশক, স্রোতঃ-শোধক এবং পিপাসা ও দাহের উপকারক।

কূটশাল্মলি।—(A species of Simul silk cotton tree.) কূটশাল্মলির অপর নাম কৃষ্ণশাল্মলি। বাঙ্গালায় ইহাকে কাশিমাল্লা কহে। কূটশাল্মলীর সংস্কৃত পর্য্যায় কুৎসিত-শাল্মলি ও রোচন। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক এবং বায়ু, কফ, যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, বিষদোষ, গ্রহাবেশ, মলস্তম্ভ, শূল, মেদোদোষ ও রক্তদোষের হিত-কর।

কূপজল।—পাতকূয়া বা ইন্দারার জল সক্ষার, লবণ রস, শীতে উষ্ণ

ও গ্রীষ্মে শীতল, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং বাত-কফনাশক।

কূলেচর।—যে সকল পশু জলাশয়ের কূলে বাস করে, তাহাদিগকে কূলেচর কহে। হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, চমরী, গবয় প্রভৃতি পশু কূলেচরজাতীয়। কূলেচর পশুর মাংস মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক এবং শুক্রজনক।

কৃকর পক্ষী।—(Perdix sylvatica.) কৃকর পক্ষীর বাঙ্গালা নাম কর্কটে পাখী। হিন্দীতে ইহাকে কুবার ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করঢৌক কহে। এই পক্ষীর মাংস লঘু ও অগ্নিবর্দ্ধক।

কৃমিকোষ।—কৃমিকোষের বাঙ্গালা নাম মাজুফল। মাজুফলের সংস্কৃত পর্য্যায় সংগ্রাহী, পূগফল, পত্রফল, কষায়ী ও অস্ররোধক। ইহা তিক্তরস, মলরোধক, রক্তরোধক এবং জ্বর, অর্শঃ, অতিসার, প্রদর ও কণ্ঠরোগের শান্তিকারক।

কৃশরা।—কৃশরাকে বাঙ্গালায় খিচুড়ি কহে। চাউল ও দাইল একত্র সিদ্ধ করিয়া তাহাতে অন্যান্য মশলা দিয়া সাধারণ খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রকৃত কৃশরা প্রস্তুত করিতে হইলে, চাউল, মাষকলায় ও তিল একত্র সিদ্ধ করিতে হয়। খিচুড়ি গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মল-মূত্রকারক, পিত্ত-কফজনক এবং বুদ্ধি ও বিষ্টম্ভরোগের উৎপাদক।

কৃষ্ণকদলী।—মহারাষ্ট্রীয় দেশে কৃষ্ণকদলী নামক একপ্রকার কদলী পাওয়া যায়। এই কলা কষায়-মধুর রস, লঘু, রুচিজনক, ধাতুবর্দ্ধক এবং মেহ, পিত্ত ও তৃষ্ণার নিবারক।

কৃষ্ণ কুলত্থ।—কাল কুলত্থকলায় কষায় রস, পাকে কটু, মলরোধক, রক্তপিত্তকারক, কফনাশক এবং বায়ু, শুক্র, অশ্মরী, গুল্ম, পীনস, শ্বাস, কাস, আনাহ, অর্শঃ ও মেদোধাতুর হানিকারক।

কৃষ্ণ গোকর্ণী।— Black kind of mu´rva´. (Sansovieria Zeylanica.) কৃষ্ণ গোকর্ণীকে বাঙ্গালায় কালমূর্ব্বা কহে। ইহার হিন্দী নাম কালা মুরহরা ও মহারাষ্ট্রীয় নাম মুপণী। কাল মূর্ব্বার ফুল কাল রঙ্গের হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক এবং বাতপিত্ত, জ্বর, দাহ, শ্রান্তি, ভূতাবেশ, উন্মাদ, মত্ততা, রক্তাতিসার, শ্বাস, কাস, কফ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগের হিতকর।

কৃষ্ণ চণক।—কৃষ্ণচণককে বাঙ্গালায় কাল ছোলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিয়াচণা ও কর্ণাট ভাষায় করিয়াকড়লে কহে। কাল ছোলা মধুর রস, বাত-পিত্তনাশক, বলকারক, রসায়ন এবং পিত্তাতিসার ও কাস-রোগের উপকারক।

কৃষ্ণ জীরক।—(Nigella sativa or Indica) কৃষ্ণ জীরকের বাঙ্গালা নাম কৃষ্ণজীরা বা কালজীরা। হিন্দীতে ইহাকে মঙ্গরইল, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালজীরে এবং তেলেগু ভাষায় নল্লজীর কহে। কৃষ্ণজীরার সংস্কৃত পর্য্যায় কারবী, সুষবী, পৃথ্বী, পৃথু, কালা, উপকুঞ্চিকা, কুঞ্চিকা, পতিম্বরা, সুশবী, সুসবী, কুঞ্চিকা, পৃথুকা, পৃথিবী, ভেষজ, কৃষ্ণা, জারণা, শালী ও বহুগন্ধা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, সুগন্ধি, রুচিকারক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর উপকারক এবং জীর্ণজ্বর, কফ, শোথ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠরোগের হিতকর।

কৃষ্ণ তাম্বূলবল্লী।—যে পানের ডাঁটা কাল রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণ-তাম্বূলবল্লী কহে। এই পান কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলস্তম্ভ-কারক, দাহজনক এবং মুখের জড়তা-কারক।

কৃষ্ণ তুলসী।—কৃষ্ণ তুলসীকে চলিত কথায় কাল তুলসী বা রাম তুলসী কহে। ইহার পত্র কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণ তুলসী বায়ু, ক্রিমি, বমি, কাস ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

কৃষ্ণ ত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল কাল রঙ্গের, তাহাকে কৃষ্ণত্রিবৃৎ বা কাল তেউড়ী কহে। ইহার হিন্দী নাম শ্যামপনিলর ও কালানিশিওর। কাল তেউড়ী সাদা তেউড়ী অপেক্ষা কিছু গুণহীন। ইহা তীব্র বিরেচক, সুতরাং ইহার অযথাপ্রয়োগে মূর্চ্ছা, দাহ, মত্তত্তা, ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

কৃষ্ণ ধুস্তূরক।—(Datura fastuosa.) যে ধুতুরার ফুল ও ডাঁটা কাল রঙ্গের, তাহাকে কৃষ্ণ ধুস্তূরক কহে। ইহার চলতি নাম কাল ধুতুরা ও কনক ধুতুরা। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে কালাধত্তূর এবং কর্ণাট দেশে করিয় মদ কুনিকে কহে। কৃষ্ণ ধুতুরার সংস্কৃত পর্য্যায় সিদ্ধ, কনক, সচিব, শিব, কৃষ্ণপুষ্প, বিষারাতি ও ক্রূরধূর্ত্ত। এই ধুতুরা সাদা ধুতুরা অপেক্ষা অধিক গুণশালী। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, ভ্রান্তিজনক, কান্তি-বর্দ্ধক এবং ব্রণ, বেদনা, কণ্ডু, ত্বগ্-দোষও জ্বরের উপকারক।

কৃষ্ণমাষ।—কৃষ্ণবর্ণ মাষকলায়কে চলিত কথায় কালকলায় কহে। ইহা ত্রিদোষনাশক, বলবৰ্দ্ধক ও রুচিকারক।

কৃষ্ণ মুদ্গ।—(Phaseolus max.) কৃষ্ণমুদ্গকে বাঙ্গালায় কালমুগ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় করিয়া মূঙ্গ এবং কর্ণাট ভাষায় করিয়হেসক কহে। কৃষ্ণমুদ্গের সংস্কৃত পর্য্যায় বাসন্ত, মাধব ও সুরাষ্ট্রজ। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বায়ুনাশক, স্রোতঃশোধক এবং বল বীর্য্য ও পুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

কৃষ্ণমুষ্ক।—কৃষ্ণমুষ্কের বাঙ্গালা নাম কাল ঘণ্টাপারুল। ইহা অম্ল-কটু রস, পাচক, রুচিকারক এবং যকৃৎ, গুল্ম ও উদররোগের উপকারক।

কৃষ্ণমৃত্তিকা।—সুগন্ধি কাল মাটীবিশেষের নাম কৃষ্ণমৃত্তিকা। ইহাকে হিন্দীতে করিয়া মাটী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কালীমাতী কহে। ইহা রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষত, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ ও পিত্তের শান্তিকারক।

কৃষ্ণবনালুক।—বনজ কৃষ্ণবর্ণ আলু অর্থাৎ বুনো কাল আলু রুচিকারক ও মুখের জড়তানাশক।

কৃষ্ণবোল।—কাল গন্ধবোলের নাম কৃষ্ণবোল। ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য, মলভেদক এবং শূল, আধ্মান, কফ, বায়ু, কৃমি ও গুল্মরোগের হিতকর।

কৃষ্ণশালি।—কৃষ্ণবর্ণ একপ্রকার হৈমন্ত ধান্য হইয়া থাকে, তাহাকে কৃষ্ণশালি কহে। কৃষ্ণশালির বাঙ্গালা নাম কাল ধান বা কেলে ধান। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্যামশালি, কালশালি ও সিতেতর। ইহা মধুর রস, ত্রিদোষনাশক, বলকারক, পুষ্টিবৰ্দ্ধক, কান্তিজনক এবং বর্ণের উৎকর্ষ সাধক।

কৃষ্ণশিংশপা।—কাল শিশুগাছ কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবৰ্দ্ধক- অজীর্ণনাশক, কফ, বায়ু, শোথ, আতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, মেদোরোগ, ক্রিমি, বমি, অতিসার, প্রমেহ, বস্তিরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ ও পীনস রোগের হিতকর। ইহা গর্ভের হানিকারক।

কৃষ্ণসার মাংস।—কৃষ্ণসার নামক মৃগের মাংস রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, জ্বরঘ্ন ও রক্তপিত্তের উপকারক।

কৃষ্ণ সারিবা।—কৃষ্ণ সারিবার অপর নাম শ্যামালতা। হিন্দীতে ইহাকে কারিয়া সাম্বা, মহারাষ্ট্রীয়

ভাষায় কালী উপলসরী এবং উৎকল ভাষায় শোঁয়াল কহে। শ্যামালতা দেখিতে প্রায়ই অনন্তমূলের ন্যায়, তবে অনন্তমূলের পাতায় যেরূপ সাদা সাদা দাগ থাকে, ইহার পাতায় সেরূপ দাগ থাকে না। ইহা মধুর রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও কফনাশক। অনন্তমূলের ন্যায় অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণসূক্ষ্মফলা।—ইহাও এক-প্রকার অনন্তমূল। এই অনন্তমূল মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্র-বর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমবিষ, রক্ত-দোষ, প্রদর, জ্বর ও অতিসার রোগের হিতকর।

কৃষ্ণাগুরু।—কৃষ্ণবর্ণ অগুরু কাষ্ঠের নাম কৃষ্ণাগুরু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অগুরু, কাকতুণ্ড, শৃঙ্গার, বিশ্বরূপক, শীর্ষ, কালাগুরু, কেশ্য, বন্থক, কৃষ্ণকাষ্ঠ, ধূপার্হ, বল্লর, মিশ্র-বর্ণ ও গন্ধ। কৃষ্ণাগুরু কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বাহ্যপ্রয়োগে শীতল, পিত্তনাশক, ত্রিদোষের হিতকর এবং মুখরোগ, বমি ও বায়ুর উপকারক।

কৃষ্ণাঢ়কী।—যে অড়হরের ফুল কাল রঙ্গের হয়, তাহাকে কৃষ্ণা-ঢকী কহে। এই অড়হর কষায় রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং পিত্ত ও দাহের উপশমকারক।

কৃষ্ণানদী-জল।—কৃষ্ণানামক নদীর জল স্বচ্ছ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও রুচিকর।

কৃষ্ণালু।—কাল রঙ্গের এক প্রকার আলু হয়, তাহা মধুর রস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তির নিবারণকারক।

কৃষ্ণেক্ষু।—কৃষ্ণেক্ষুকে চলিত কথায় কাজলি আখ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাল্লাউঁস ও কর্ণাট ভাষায় করিয়কব্ কহে। কৃষ্ণেক্ষুর সংস্কৃত পর্য্যায় কাম্বারক, শ্যামেক্ষু, কোকিলেক্ষু ও কোকিলাক্ষ। ইহা মধুর-কটুরস, ঈষৎ ক্ষার-গুণযুক্ত, দাহনিবারক, ত্রিদোষনাশক, বলকারক ও বীর্য্য-বর্দ্ধক। এই ইক্ষুরসের মিছরি বল-কারক, শ্রান্তিনাশক, আয়ুর্বর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

কেতকী।—(Pandanus odoratissimus.) কেতকী এক প্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কেয়া, হিন্দীতে কেবড়া, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেতকী, তেলেগু-ভাষায় মোগলিচেট্টু ও কর্ণাটভাষায় কেদগে কহে। কেতকীর সংস্কৃত

পর্য্যায় সূচীপুষ্প, হলীন, জম্বুল, চামর-পুষ্প, কেতক, জম্বুক, ক্রকচচ্ছদ, তীক্ষ্ণপুষ্পা, বিফলা, ধুলিপুষ্পিকা, মেধ্যা, কণ্টদলা, শিবদ্বিষ্টা, নৃপপ্রিয়া, ক্রকচা, দীর্ঘপত্রা, স্থিরগন্ধা, গন্ধপুষ্পা, ইন্দুকলিকা, দলপুষ্পা ও পাংশুলা। শ্বেতবর্ণ পুষ্প ও স্বর্ণবর্ণ পুষ্পভেদে কেতকী দুইপ্রকার। শ্বেত কেতকীর গাছ কটু-তিক্ত-মধুররস, লঘু ও কফনাশক। শ্বেত-কেতকীর ফুল সুগন্ধি, বর্ণের উৎকর্ষসাধক এবং কেশের দুর্গন্ধনাশক। স্বর্ণ কেতকীর গাছ কটু-তিক্ত মধুর-রস, লঘু, কফ-নাশক, বিষরোগ-নিবারক ও চক্ষুর হিতকর। স্বর্ণ-কেতকীপুষ্প সুগন্ধি, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, কামোদ্দীপক, পুষ্টিকারক ও চক্ষুর হিতকর। কেতকীর স্তন কটুরস, অতি শীতল, দেহের দৃঢ়তাকারক, বর্ণের উৎকর্ষ-সাধক, রসায়ন ও পিত্ত-কফনাশক। কেতকীর ফল মধুর রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য এবং মেহ, বায়ু ও কফের শান্তিকারক।

কেদার জল।—ধান্যাদির জমীতে যে জল আবদ্ধ থাকে, তাহাকে কেদার জল কহে। এই জল মধুর রস, গুরুপাক এবং ত্রিদোষজনক।

কেদার শালি।—উন্নতভূমি-জাত শালিধান্যকে কেদারশালি কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, গুরুপাক, অল্প মলকারক, কফনাশক ও পিত্তনাশক।

কেমুক।—কেমুকের অপর নাম কেবুক। চলিত কথায় ইহাকে কেঁউ এবং হিন্দীতে কোবী ও কেমুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পেচুক, পেচুনী, পেচু, পেচিকা, দলসারিণী, ও কেচুক। ইহা মধুর-তিক্ত রস, পাকে কটু, শীতবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, কুষ্ঠ, কাস, রক্তদোষ, ভ্রম ও পিপাসার উপ-শমকারক।

কেবা বা কেবিকা।—কেবা একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। কোঙ্কণ-দেশে ইহাকে কেবার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কেবী, ভৃঙ্গার, নৃপ-বল্লভা, ভৃঙ্গমারী, মহাগন্ধা, রাজকন্যা ও অলিবাহিনী। ইহা মধুর রস, শীতল এবং দাহ, পিত্ত, শ্রান্তি, বাতশ্লেষ্মা ও বমনের শান্তিকারক।

কেশরাজ।—কেশরাজের বাঙ্গালা নাম কেশুরে, হিন্দীনাম ভেগরিয়া এবং উৎকল দেশীয় নাম কলাকেশচুয়া। কেশুরের সংস্কৃত পর্য্যায় ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর,

মার্ক, মার্কব, নাগমার, পতঙ্গ, ভৃঙ্গসোদর, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, কররঞ্জক, ভৃঙ্গরজঃ, ভৃঙ্গার, অজাগর, মর্কর, ভৃঙ্গাহ্ব ও পিতৃপ্রিয়। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, কেশবর্দ্ধক এবং কফ, আমদোষ, শোথ, শ্বিত্র, পাণ্ডু ও নেত্ররোগের হিতকারক।

কৈটর্য্য।—কৈটর্য্য একপ্রকার মহানিম্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোড়ানিম্বী, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ফলিত মহানিম্ব ও গোরানিম্ব এবং কর্ণাট দেশে কয়াহেব্বেউ কহে। ইহা কটুতিক্ত-কষায় রস, শীতল, লঘু, সন্তাপনিবারক এবং দাহ, অর্শঃ, ক্রিমি, শূল, শোষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশের উপকারক।

কৈরাত চন্দন।— কৈরাত চন্দনকে বাঙ্গালায় শবর চন্দন কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, কান্তিজনক এবং বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, দদ্রু, দাহ, জ্বর, পিত্ত, পিপাসা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, ব্যঙ্গ ও বিষদোষের হিতকর।

কৈবর্ত্ত মুস্তক।—(Cyperus rotundus) A kind of fragrant grass.) কৈবর্ত্ত মুস্তকের বাঙ্গালা নাম কেওট্‌মুতা বা কেশুর মুতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, বন্য, সিতপুষ্প, কৈবর্ত্তী, কৈবর্ত্তিকা, কুটনূট, দশপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ, দাশপুর, পরিপেল, কৈবর্ত্তিমুস্তক, বনসম্ভব, ধান্য, শীতপুষ্প ও জীর্ণবুধ্নক। ইহা জলে জন্মে। কৈবর্ত্ত মুস্তক কটু-কষায় রস, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং শ্বাস, কাস, শূল, দাহ, ব্রণ, রক্তদোষ ও অগ্নিমান্দ্যের উপকারক।

কোকড় মাংস।—ধূম্রবর্ণ ও লোমশ-পুচ্ছবিশিষ্ট বিলেশয়জাতীয় মৃগবিশেষের নাম কোকড় বা কোকবাচ। ইহার মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, দাহ-পিত্তকারক এবং শ্বাস, কাস ও বায়ুর হিতকর।

কোকনদ।—(Nelumbium speciosum.) রক্তবর্ণ পদ্মের নাম কোকনদ। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, সন্তর্পণ, বর্ণের উৎকর্ষ-সাধক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিসর্প, বিষদোষ, দাহ ও সন্তাপের শান্তিকারক।

কোকিল।—(Cuculus Indicus.) কোকিল প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কোকিল এবং হিন্দীতে কোইলা কহে।

কোকিলের মাংস শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক।

কোকিলাক্ষ।—Hygrophila spinosa. Syn. Ruellia longifolia.) কোকিলাক্ষকে বাঙ্গালায় কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা ও শূলমর্দ্দন; হিন্দীতে কোলিলাবিখর্ ও কৈলয়া এবং তাহার বীজকে তালমাখ্না; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কোলিসা, কর্ণাট ভাষায় কুলুগোলিকে, তেলেগু ভাষায় গোলিমিড়িচেট্টু ও গোব্বিচেট্টু এবং উৎকল দেশে কুইলিরখা ও মাগুরেণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগালী, শূকর, শৃগালঘণ্টী, বজ্রাস্থি, শৃঙ্খলী, বজ্রকণ্টক, বজ্র, ইক্ষুরক, শৃঙ্খলীকা, পিকেক্ষণা ও পিচ্ছিলা। ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, বলকারক, রুচিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তর্পণ, কফঘ্ন এবং আমবাত, বাতরক্ত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, পিত্তাতিসার, পাণ্ডু ও কামলারোগের উপকারক। কোকিলাক্ষের বীজ অর্থাৎ তালমাখনা মধুর-কষায়-তিক্তরস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভের স্থিতিকারক।

কোদ্রব।—(Paspalum scrobiculatum.) কোদ্রব একপ্রকার ধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কোদো ধান, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কোদ্রব এবং কর্ণাট ভাষায় হারক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কোরদূষ, কুদ্রব, কোরদূষক, কোদ্দাল, কুদ্দাল ও মদনাগ্রহ। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অত্যন্ত মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফ-পিত্তনাশক, মত্ততাজনক, রক্তপিত্তশোধক এবং প্রমেহ, মূত্রদোষ, তৃষ্ণা, বমি, আমদোষ ও দাহের হিতকর।

কোল।—কোল একপ্রকার অম্লফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কুল এবং হিন্দীতে বরৈ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুবল, ফেনিল, সৌবীর, বদর, ঘোণ্টা ও বদরীফল। কাঁচা কুল অম্লরস, শীতল, কফজনক ও বায়ুনাশক। পাকাকুল অম্ল-মধুররস, স্নিগ্ধ, সারক ও বাত-পিত্তনাশক। শুষ্ক কুল কফ-বায়ুনাশক, পিত্তের অবিরোধী; লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও শ্রান্তি-তৃষ্ণা নিবারক।

কোলকন্দ।—কোলকন্দ একপ্রকার আলু। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ার আলু, কাশ্মীর-দেশে পুটালু এবং মহারাষ্ট্র-দেশে পুটগেড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্রিমিঘ্ন, পঙ্কল, বস্ত্রপঙ্কল, পুটালু, সুপুট ও পুটকন্দ।

ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি, বমি ও বিষদোষের উপকারক।

কোলমজ্জা।—কোলমজ্জা অর্থাৎ কুলআঁটির শাঁস মধুর-কষায় রস, বাত-পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, বমি ও শ্বাসরোগের হিতকর।

কোলশিম্বী।—কোলশিম্বী একপ্রকার শিম। বাঙ্গালায় ইহাকে শুয়ুরে শিম বা কটারা শিম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃতফলা, খট্বা, শূকরপাদিকা, কাকাণ্ডোলা দগ্ধিপুষ্পী, কাকাণ্ডা ও পর্য্যঙ্কপাদিকা। ইহা উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বলকারক, রুচিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও অগ্নিমান্দ্যকারক।

কোবিদার।—(Bauhinia variegata.) A species of ebony. কোবিদার একপ্রকার রক্তকাঞ্চনের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে কাঞ্চন ও কোচালে এবং তেলেগুভাষায় দেবকাঞ্চন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চমরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদ্দার, রক্তকাঞ্চন, চম্প, বিদল, কাঞ্চনার, কনকারক, কান্তপুষ্প, করক, কান্তার ও যমলচ্ছদ। ইহা কষায়-মধুর রস, শীতল, ধারক, রুচিকর, ব্রণরোপক, ত্রিদোষনাশক এবং রক্তপিত্ত, শোষ, কফ, দাহ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারক। ইহার ফুলের গুণ রক্তকাঞ্চন-ফুলের ন্যায় এবং ইহার বীজের তৈলের গুণ বহেড়াবীজের তৈলের ন্যায়।

কোশস্থ মাংস।—শঙ্খ, শুক্তি, শম্বুকাদি যে সকল জীবের মাংস কোশমধ্যে থাকে, তাহাদের মাংস মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্দ্ধক, বলকারক, বাত-পিত্তনাশক ও মলবর্দ্ধক।

কোশাতকী।—(Luffa pentandra or amara, and L. Acutangula. কোশাতকীকে বাঙ্গালায় ঝিঙ্গা, হিন্দীতে নোরুই, ঝিমনী, তরুই ও ঘিতরুই এবং উৎকল দেশে জনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃতচ্ছিদ্রা, জালিনী, কৃতবেধনা, ক্ষেড়া, সুতিক্তা, ঘণ্টালী, মৃদঙ্গফলিনী ও কর্কশচ্ছদা। ইহা কটু-কষায়-মধুর রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং মল-রোধ ও আধ্মানের শান্তিকারক।

কোশাম্র।—কোশাম্রের বাঙ্গালা নাম জলপাই ও কেওড়া। হিন্দীতে ইহাকে কোশম্ভ, মহারাষ্ট্র-দেশে ঝাড়ী আঁম্বা এবং কর্ণাটদেশে জুরমাচু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়

কোষাম্র, কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘন-স্কন্ধ, বনাম্র; জন্তুপাদপ, ক্ষুদ্রাম্র, রক্তাম্র, লাক্ষাবৃক্ষ ও সুরক্তক। জল-পাইয়ের গাছ, কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফের উপকারক। ইহার কাঁচা ফল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, পিত্তকারক, মলরোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক ও কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক। কিঞ্চিৎ পক্ক ফল অম্লরস, রুচিকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। পক্ক ফল অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচি-কারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফ-বাতনাশক। আঁটির শস্য মধুরবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু ও পিত্তের শান্তি-কারক। বীজের তৈল তিক্ত-অম্ল-মধুর-রস, পাচক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, সারক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণরোগের উপকারক।

কোষকার।—কোষকার এক প্রকার ইক্ষুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে কুষারি, কুশিয়া ও কুসিয়ার এবং তেলেগুভাষায় "কোব্বরিচেট্টু" কহে। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, এবং রক্তপিত্ত ও ক্ষয়রোগের হিত-কারক।

কোসুম্ভীশালি।—কোসুম্ভী-শালি একপ্রকার হৈমন্তিক ধান্যের নাম, ইহার অপর নাম "কোসুম্ভ-গুণ্ডিক"। এই ধান্যের অন্ন মধুররস, লঘুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

কোহল।—যবের ছাতুদ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে কোহল কহে। ইহা মুখপ্রিয়, শুক্রবৃদ্ধিক ও ত্রিদোষনাশক।

ক্রকর পক্ষী।—(Perdix sylvatica.) বাঙ্গালায় ইহাকে কর্কটে পাখী, হিন্দীতে কয়ার ও মহারাষ্ট্র দেশে করটৌক কহে। ইহার মাংস মধুর রস, লঘু, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধাবর্দ্ধক, অগ্নির উদ্দী-পক এবং বাত-পিত্তনাশক।

ক্রৌঞ্চপক্ষী।—(A kind of heron.) Ardea jaculator.) ক্রৌঞ্চের চলিত নাম কোঁচ বক। ইহা একপ্রকার জলচর পক্ষী। ক্রৌঞ্চের মাংস মধুর রস, অতিপ্রিয় রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, এবং জ্বর, কাস, শোথ, অরুচি, মূর্চ্ছা ও অশ্মরীরোগের উপকারক।

ক্লীতক।—A kind of plant with poisonous root. (Glycyrrhiza Glabra.) জলজ যষ্টি-মধুর নাম ক্লীতক। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকর এবং ব্রণ ও রক্ত-পিত্তের হিতকারক।

কথিত জল।—কথিতজলের অপর নাম উষ্ণজল। চলিত কথায় ইহাকে গরম জল কহে। গরম জল তিনপ্রকার ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পাদাবশেষ, অর্দ্ধাবশেষ ও ত্রিভাগাবশেষ। জলে জ্বাল দিয়া এক চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিলে তাঁহাকে পাদাবশেষ, অর্দ্ধ অবশেষ রাখিলে অর্দ্ধাবশেষ এবং তিনভাগ অবশেষ রাখিলে তাহাকে ত্রিভাগাবশেষ কহে। পাদাবশেষ জল লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফনাশক। অর্দ্ধাবশেষ পিত্তনাশক এবং ত্রিভাগাবশেষ বায়ুনাশক। এই তিন প্রকার জলের মধ্যে পাদাবশেষ বসন্তকালে, অর্দ্ধাবশেষ শরৎ ও গ্রীষ্মকালে এবং ত্রিভাগাবশেষ হেমন্ত ও শীতকালে পানকরা উচিত। বর্ষাকালের জন্য অষ্টভাগাবশেষ জল ব্যবস্থেয়।

খঞ্জনপক্ষী।— A species of wagtail. (Montacilla alba.) খঞ্জনপক্ষীর চলিত নাম পোঁদনাচা। ইহার মাংস লঘুপাক, রুক্ষ, মলবদ্ধতানাশক এবং শ্লেষ্ম-পিত্তের উপকারক।

খটিকা।—(Chalk.) খটিকার বাঙ্গালা নাম খড়ী। কোমল ও কঠিনভেদে খড়ী দুই প্রকার। তন্মধ্যে কোমল খড়ীকে চাখড়ী ও ফুলখড়ী এবং কঠিন খড়ীকে কাট্‌খড়ী কহে। খড়ীর হিন্দী নাম খরী ও গোরখরী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় খটিনী, ধবলমৃত্তিকা, শ্বেতধাতু, পাণ্ডুমৃত্তিকা, সিতধাতু, পাণ্ডুমৃৎ, কক্‌খটী, বর্ণলেখা, বর্ণরেখা, পাকশুক্লা, অনিলাধাতু, খড়ী, কঠিনী, কঠিনিকা ধাতুপল ও বর্ণিকা। উভয় খড়ীই মধুর-তিক্তরস, অম্লপিত্তনিবারক, রক্তরোধক এবং মৃত্তিকার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। বাহ্যপ্রয়োগে ইহা শীতল এবং কফ, পিত্ত, দাহ, ব্রণ, নেত্ররোগ ও বিষ-শোথের শান্তিকারক।

খট্টাশী।— The civet or zebet cat. (Viverra zibetha.) খট্টাশীকে বাঙ্গলায় গন্ধগোকুল ও খটাশ কহে। খটাশের সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধোতু, বনবাসন, খট্টাশ, খট্টাস, গন্ধমার্জ্জার, বনখা, শালি, পূষ্যলক, মৃগচেটক, মারজাতক, সুগন্ধী, পূতিক ও মূত্রপাতন। ইহার অণ্ডের কাথ তৈলাদিতে প্রযুক্ত হয়। ঐ অণ্ডকে খটাশী কহে। খটাশী শোধিত করিয়া প্রয়োগ করা উচিত। খাটাশীতে প্রথমতঃ আপাং ও সীজের ক্ষার লেপন করিয়া বাষ্পস্বেদদ্বারা লোম উঠাইয়া ফেলিবে, পরে আম, জাম, কয়েৎবেল, বেল ও ছোলঙ্গ লেবুর পল্লবের কাথে দোলা-

যন্ত্রে পাক করিয়া তাহার স্নেহভাগ বাহির করিবে, তৎপরে ছাগমূত্র অথবা সজিনামূলের কাথদ্বারা বারংবার ভাবনা দিবে। তাহা হইলেই খাটাশী শুদ্ধ হইয়া থাকে। শুদ্ধ খাটাশী মৃগনাভির ন্যায় গুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ ইহা সুগন্ধি, স্বেদাদির গন্ধনিবারক, চক্ষুর হিতকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক এবং কণ্ডু ও কোঠরোগের উপকারক।

খড়যূষ।—ঘোল ৮ তোলা, জল ২৪ তোলা এবং কয়েৎবেল, অগ্নি-মন্থশাক, মরিচ, জীরা ও চিতামূল সমুদায়ে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যের সহিত মুগের যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে খড়যূষ কহে। অথবা ধনে, জীরা ও ঘোলের সহিত মুগের যূষ প্রস্তুত করিলেও তাহা খড়যূষ হইয়া থাকে। খড়যূষ আমদোষনিবারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও অতিসারনাশক।

খড়্গী।—খড়্গীর অপর সংস্কৃত নাম গণ্ডক। বাঙ্গালায় ইহাকে গণ্ডার কহে। গণ্ডারের মাংস কষায় রস, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, আয়ুর্বর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক ও বদ্ধমূত্র-নিবারক।

খণ্ড।—খণ্ডের বাঙ্গালা নাম খাঁড়গুড়। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপ্রিয়, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বমননিবারক, বাতপিত্তনাশক, রুক্ষবর্দ্ধক এবং চক্ষুর উপকারক।

খণ্ডকর্ণ।—(Sweet potatoes.) খণ্ডকর্ণকে বাঙ্গালায় সকরকন্দ আলু ও রাঙ্গা আলু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বজ্রকন্দ। এই আলু মধুর রস, পাকে কটু এবং কফপিত্তের হিতকারক।

খণ্ডিক।—খণ্ডিক একপ্রকার কলায়। বাঙ্গালায় ইহাকে খেঁসারি কহে। খণ্ডিকের সংস্কৃত নামান্তর ত্রিপুট। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার হিতকর। বাহ্যপ্রয়োগেও ইহা দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মার উপকার হইয়া থাকে।

খদির।—(Acacia catechu. Syn. Mimosa catechu.) খদিরের চলিত নাম খয়ের। উৎকল দেশে ইহাকে খৈর ও তৈলেঙ্গ ভাষায় চংড়চেট্টু কহে। খদির একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। ঐ বৃক্ষের সংস্কৃত পর্য্যায় গায়ত্রী, বালতনয়, দন্তধাবন, পথিক্রম, তিক্তসার, কণ্টকীদ্রুম, প্রসখ, যূপদ্রু, বালপুত্র, রক্তসার, কর্কটী, জিহ্মশল্য, কুষ্ঠহৃৎ, বালপত্র, খদাপত্রী, ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, বক্রকণ্টক, বজ্রাঙ্গ, জিহ্বাশল্য, কণ্টী, সারদ্রুম, বহুসার ও মেধ্য। খদির কষায়-

তিক্ত-রস, শীতল, পাচক, পিত্ত-কফ-নাশক, দন্তের উপকারক এবং কুষ্ঠ, বিসর্প, কাস, রক্তস্রাব, শোথ, কণ্ডু, ব্রণ, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর, শ্বিত্র, আমদোষ ও পাণ্ডুরোগের হিতকর।

খদিরের সার অর্থাৎ নির্য্যাস কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফ-বাতনাশক এবং ব্রণ, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগের উপকারক।

খরাশ্বা।—খারাশ্বার অপর নাম ক্ষেত্রযমানী। বাঙ্গালায় ইহাকে বনযমানি কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, কফ-বাতনাশক এবং বস্তিবেদনার নিবারণকারক।

খর্জ্জূর।—খর্জ্জূরের বাঙ্গালা নাম খেজুর। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সিন্ধী ও কর্ণাটভাষায় ইচলু কহে। খেজুরগাছের সংস্কৃত পর্য্যায় খরস্কন্ধা, দুষ্প্রধর্ষা, দুরারুহা, নিঃশ্রেণী, কষায়ী, যবনেষ্টা, ও হরিপ্রিয়া। মধুখর্জ্জুর, ভূমিখর্জ্জুর, পিণ্ডখর্জ্জূর ও রাজ-খর্জ্জূর নামভেদে খর্জ্জুর চারিপ্রকার। সকল খর্জ্জুরেরই অপক্ক ফল কষায়রস। পক্ক ফল মধুররস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভজনক এবং রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠগত বায়ু, বমন, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, মদ, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, দাহ ও বাত-পিত্ত-কফজনিত অন্যান্য বিকারের হিতকর। খেজুরগাছের মাতি (মাথার মধ্যস্থ কোমল পত্র) তিক্ত-কষায়-মধুর রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বমননিবারক, ক্রিমিনাশক ও মূত্ররোগ-নিবারক। খেজুরগাছের রস মধুর-রস, শীতল, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, মূত্রকারক, মত্ততাজনক ও বাতশ্লেষ্মনাশক।

খর্পর।—খর্পর একপ্রকার উপধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে খাপর, হিন্দীতে খাপরিয়া ও মহারাষ্ট্র দেশে কলখাপরী কহে। খর্পরের শোধন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। গোমূত্রের সহিত দোলা-যন্ত্রে ৭ দিন পাক করিলেই খর্পর শুদ্ধ হয়। পরে তাহা অগ্নিজ্বালে লৌহপাত্রে গলাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে সৈন্ধব চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া পলাশ দণ্ডদ্বারা নাড়িতে হয়, এইরূপে খর্পরের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। জারিত খর্পর কটু-কষায় রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, শীতল, ভেদক, বমনকারক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্তপিত্ত, বিষ-দোষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুর উপকারক।

খর্পরী তুত্থক। (A sort of collyrium.) খর্পরী তুত্থক এক-প্রকার কৃত্রিম রসাঞ্জন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় খর্পরী, খর্পরিকা, রসক, চাক্ষুষ্য, অমৃতোৎপন্ন ও তুত্থ। ইহা কটু-তিক্তরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন, বল-কারক, পুষ্টিজনক, ত্বগ্‌দোষনাশক এবং অঞ্জনরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুর বিশেষ উপকার করে।

খর্ব্বুজ।—খর্ব্বুজকে বাঙ্গালায় খরমুজ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দর্শাঙ্গুল। খরমুজ মধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মল-মূত্রকারক এবং বাত-পিত্তনাশক। যে সকল খরমুজ অম্ল-মধুর রস ও ক্ষারগুণযুক্ত, তাহা রক্তপিত্ত ও মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগের উৎপাদক।

খলিশ মৎস্য।—(Tricopodus colisa) চলিত কথায় ইহাকে খল্‌শে মাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কঙ্কত্রোট, খলেশয়, খলেশ ও খশেট। এই মাছের আকৃতি অনেকটা কই মাছের মত। ইহা মধুর-কষায়-রস, লঘু, রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুপ্রকোপক, শূলনাশক এবং আমদোষের কিছু উপকারকারক।

খসতিল।—খসতিলের সংস্কৃত নামান্তর খসবীজ, খাখস, সুবীজ, সূক্ষ্মবীজ ও সূক্ষ্মতণ্ডুল। ইহার বাঙ্গালা নাম পোস্ত। পোস্তঢেঁড়ী কষায়-তিক্ত-রস, লঘু, শীতল, মলরোধক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, মত্ততাকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও রক্তের হানিকারক, ধাতুসমূহের শোষক এবং পুংস্ত্বনাশক। পোস্ত-দানাকে হিন্দী ভাষায় খাখসদানা কহে। পোস্তদানা কষায়-তিক্তরস, গুরুপাক, বলকারক, কান্তিজনক, কফবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

খার্জ্জুর সুরা।—খেজুররস দ্বারা যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম খার্জ্জুর সুরা। এই সুরা কষায়-মধুররস, রুচিকারক, লঘু, কফনাশক, কর্ষণকারক, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিজনক ও সুগন্ধি।

খুরাসানি যমানী।—মহা-রাষ্ট্রদেশে ইহা খুরমাণ নামে প্রসিদ্ধ। এই যমানী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, গুরুপাক, মলরোধক, মত্ততাজনক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। যমানীর অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

গঙ্গাজল।—হিমালয় পর্ব্বত হইতে গঙ্গানদীর উৎপত্তি। গঙ্গা-নদীর জল পবিত্র, স্বচ্ছ, শীতল, স্বাদু, রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রজ্ঞা-কারক ও কফবর্দ্ধক।

গঙ্গাপত্রী।—গঙ্গাপত্রী একপ্রকার শাকের নাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে গঙ্গাবতী এবং কর্ণাট ভাষায় বট্টগাংধারী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পত্রী, সুগন্ধা ও গন্ধপত্রিকা। এই পত্র শুষ্ক হইলে "পচা পাতা" নামে পরিচিত হইয়া থাকে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও ব্রণরোপক।

গজকর্ণী।—গজকর্ণী একপ্রকার কন্দ, ইহার পাতার আকার হস্তিকর্ণের ন্যায়। হিন্দিতে ইহাকে হস্তিকর্ণা এবং মহারাষ্ট্রদেশে বহস্তীকন্দ কহে। ইহা তিক্তরস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বাত-কফনাশক এবং শীতজ্বর, পাণ্ডু, শোথ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, আনাহ, উদর, গ্রহণী ও অর্শোরোগের হিতকর।

গজপিপ্পলী।—(Scindapsus officiualis.) Syn. Pothos officinalis. গজপিপ্পলীকে বাঙ্গালায় গজপিপুল ও তেলেগুভাষায় গজপিপলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় করিপিপ্পলী, ইভকণা, কপিবল্লী, কপিল্লিকা, শ্রেয়সী, বসির, গজাহ্বা, কোলবল্লী, ইভোষণা, কুঞ্জরপিপ্পলী, বসির, গজোষণা, চব্যাফল, চব্যকা, ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী, বর্ত্তুলী ও স্থূলবৈদেহী। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক, রসশোধক ও স্তন্যবর্দ্ধক। গজপিপ্পলীর পাতার নাম চই; চব্য শব্দে তাহার গুণাদি লিখিত হইবে।

গড়লবণ।—গড়লবণের অপর নাম সাম্ভর লবণ। ইহা শম্বর দেশে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে গড়লবণ ও সাম্ভারী লবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শুভ্র, পৃথ্বীজ, গড়দেশজ, গড়োত্থ, মহারস্ত, সাম্বর ও সম্বরোদ্ভব। গড়লবণ ঈষৎ অম্লযুক্ত লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, কোষ্ঠশোধক এবং কফ, বায়ু ও অর্শোরোগের উপকারক।

গড়িশ।—গড়িশ একপ্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য মধুররস, গুরুপাক, মলরোধক, বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গণিকারিকা।—(Premna seratifolia. Syn. P. Spinosa.) গণিকারিকার অপর নাম ক্ষুদ্রাগ্নিমন্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট গণিরি এবং তেলেগুভাষায় চিরুনেল্লিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্রীপর্ণ, অগ্নিমন্থ, কর্ণিকা, জয়া, তেজোমন্থ, হবির্মন্থ, জ্যোতিষ্ক, পাবক, অরণি, বহ্নিমন্থ, মথন, জয়, গিরিকর্ণিকা, পাবকারণি,

অগ্নিমথন, তর্করী, বৈজয়ন্তিকা, অরণী-কেতু, শ্রীপর্ণী, কর্ণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া, অনন্তা ও নদীজা। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কফ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, মলবিষ্টম্ভ ও শ্রান্তির নিবারণকারক।

গণিকারী।— কোঙ্কণদেশে গণিকারী নামক একপ্রকার ফুল আছে। বাঙ্গালায় তাহাকে বাসন্তী ফুল এবং মহারাষ্ট্রদেশে গণেরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কাঞ্চনিকা, কাঞ্চনপুষ্পী, গন্ধকুসুমা, অলিমোদা, বসন্তদূতী, বাসন্তী ও মদনমাদিনী। এই ফুল অতি সুরভি, কামোদ্দীপক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ ও শোষ-রোগের উপকারক।

গণ্ডগাত্র।—Annona Squamosa.) গণ্ডগাত্রের অপর নাম আতাপিফল। বাঙ্গালায় ইহাকে আতা, হিন্দীতে সরিফা এবং মহারাষ্ট্র দেশে শীতাফল কহে। ইহা মধুররস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিপাসানাশক এবং বমন ও বমন-বেগের নিবারক।

গণ্ডদূর্ব্বা।—গণ্ডদূর্ব্বাকে বাঙ্গালায় গেঁটেদূর্ব্বা, হিন্দীতে গাণ্ডরি দুবিপাচ, মহারাষ্ট্র দেশে গণ্ডরদূর্ব্বা ও গাঠী হরিয়ালী এবং কর্ণাটদেশে গীন-গন্তে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গণ্ডালী, অতিতীব্রা, মৎস্যাক্ষী, গ্রন্থিলা, গ্রন্থিপর্ণী, বারুণী, মীননেত্রা, শ্যাম-গ্রন্থি, সূচিপত্রা, শ্যামকাণ্ডা, জলস্থা, শকুলাক্ষী, কলায়া ও চিত্রা। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, কটুবিপাক, শীতল, লঘু, মলরোধক, লোহদ্রাবক, এবং বাত-পিত্ত জ্বর, দ্বন্দ্বদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, শ্রম, দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্ত ও কুষ্ঠ রোগের উপকারক।

গন্ধক।—(Sulphur.) গন্ধক একপ্রকার উপধাতু। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে গন্ধকই কহে। পার্শি নাম গোগির্দ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধাশ্ম, সৌগন্ধিক, গন্ধিক, সুগন্ধিক, গন্ধপাষাণ, পামাঘ্ন, শুল্বারি, গন্ধী, গন্ধমোদন, পূতিগন্ধ, বর, সুগন্ধ, দিব্যগন্ধ, গন্ধ, রসগন্ধক, কুষ্ঠারি, ক্রূরগন্ধ, কীটঘ্ন ও শরভূমিজ। রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে গন্ধক চারি প্রকার। তন্মধ্যে ঔষধে পীত, রস-প্রয়োগে শ্বেত ও কৃষ্ণ এবং স্বর্ণাদির ভস্ম করিতে রক্তগন্ধক শ্রেষ্ঠ। সকল গন্ধকই কটু-কষায় রস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, রসায়ন এবং কণ্ডু, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুর হিতকর। অশোধিত গন্ধক অত্যন্ত অনিষ্টকারক; তাহা

সেবন করিলে কুষ্ঠ ও সন্তাপ জন্মে এবং শরীরের রূপ, কান্তি, তেজঃ, বল, শুক্র ও পুষ্টি বিনষ্ট হয়। সুতরাং গন্ধক শোধন না করিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। লৌহপাত্রে গন্ধক ও ঘৃত সমভাগে গলাইয়া জলমিশ্রিত দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে, পরে ধৌত ও শুষ্ক করিয়া লইলেই গন্ধক শুদ্ধ হইয়া থাকে। শুদ্ধ গন্ধক জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগের নিবারক, অগ্নিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও অতিশয় উষ্ণবীর্য্য।

গন্ধকোলিকা।—গন্ধকোলিকা গন্ধমালতীর ন্যায় একপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য। ইহা সুগন্ধি, তিক্ত-রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও কফনাশক।

গন্ধখেড়ুক।—গন্ধখেড়কের অপর নাম গন্ধবীরণ। বাঙ্গলায় ইহাকে গন্ধ বেণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধবীরণ, ভূতৃণ, রোহিষ, গোময়প্রিয়, গন্ধতৃণ, সুগন্ধ ভূতৃণ, সুরস, সুরভি, সুগন্ধি ও মুখবাস। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির শান্তি-কারক।

গন্ধতৃণ।—(Andropogon Schoenanthus.) গন্ধতৃণ একপ্রকার সুগন্ধি তৃণ। ধানগাছের মত ইহার গাছ। বাঙ্গলায় ইহাকে গন্ধতৃণই কহে। ইহা সুগন্ধি, ঈষৎ তিক্ত-মধুর রস, শীতবীর্য্য, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

গন্ধনাকুলী।—(Ophioxylon Serpentinum.) গন্ধনাকুলী এক-প্রকার কন্দ। বাঙ্গলায় ইহাকে সুগন্ধ নাকুলী ও গন্ধ রাম্না এবং হিন্দীতে নাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাসুগন্ধা, সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহন্ত্রী, নকুলাঢ্যা, অহিভুক্, বিষমর্দ্দনিকা, অহিমর্দ্দনী, বিষমর্দ্দনী, মহাহিগন্ধা ও অহিলতা। গন্ধনাকুলী কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষ-নাশক, ক্রিমিনিবারক, ব্রণনাশক, জ্বরঘ্ন এবং সর্প, বৃশ্চিক, ইন্দুর, মাক-ড়সা প্রভৃতির বিষনিবারক।

গন্ধপত্র।—সুগন্ধি পত্রবিশে-ষকে গন্ধপত্র কহে। বাঙ্গলায় ইহার নাম পচাপাতা। ইহা শীতল, অগ্নি-বর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

গন্ধপলাশী।—(Curcuma amhaldi zerumbet.) গন্ধপলাশী কাশ্মীর-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার গন্ধ-দ্রব্য। বাঙ্গলায় ইহাকে গন্ধশটী ও আম আদা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কাপূর কাচরী ও আঁবেহলদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্থূলাংশা, তিক্তকন্দিকা, বনজা, শটিকা, বন্ধ্যা, তবক্ষীরী, এক-

পত্রিকা, গন্ধপীতা, পলাশাম্বা, গন্ধাঢ্যা, গন্ধপত্রিকা, দীর্ঘপত্রা, গন্ধনিশা, বেদমুখ্যা ও সুপাবিনী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, অনুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, লঘু, মলরোধক, মুখ-পরিষ্কারক, বাত-কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং শোথ, কাস, বমি, শ্বাস, ব্রণ, শূল, হিক্কা ও গ্রহাবেশের উপকারক।

গন্ধপ্রিয়ঙ্গু।—গন্ধপ্রিয়ঙ্গু এক প্রকার প্রিয়ঙ্গুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে ফুলপ্রিয়ঙ্গু এবং মহারাষ্ট্র দেশে গহুলা কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশের উপকারক, এবং বায়ু, বমন, ভ্রম, দাহ, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, মোহ, স্বেদ, কুষ্ঠ, তৃষ্ণা, গুল্ম, মেহ, মেদোরোগ, মুখের জড়তা ও বিষদোষের হিতকর।

গন্ধমাংসী।—A kind of Indian spikenard. গন্ধমাংসী একপ্রকার জটামাংসীর নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে বচলগন্ধ জটামাংসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কেশী, ভূতজটা, পিশাচী, পিশাচিকা, পূতনা, ভূতকেশী, লোমশা, জটালা ও লঘুমাংসী। ইহা তিক্তরস, শীতল, বর্ণবর্দ্ধক, কফনাশক এবং রক্তপিত্ত, কণ্ঠরোগ, ভূতজ্বর ও বিষদোষের উপকারক।

গন্ধশালি।—গন্ধশালি এক-প্রকার সুগন্ধি শালিধান্য; বাঙ্গলায় ইহাকে কলমাশালি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কলমায, গন্ধালু, কলমোত্তম, সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধতণ্ডুল ও সুগন্ধিশালি। ইহা মধুররস, ঈষৎ বাত-কফবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, পুষ্টিকারক, গর্ভস্থাপক এবং পিত্ত, দাহ, অরুচি, শ্রম ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

গরঘ্নী মৎস্য।—গরঘ্নী মৎস্যকে বাঙ্গালায় গরইমাছ কহে। ইহা মধুর-কষায়রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বীর্য্যজনক এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক।

গরবিষ।—নির্বিষ পদার্থ অথবা অল্পবীর্য্য বিষ পদার্থের সংমিশ্রণে যে সংযোগজ কৃত্রিম বিষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে গরবিষ কহে। গরবিষ সেবিত হইলে, রোগী পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ, অল্পাগ্নি এবং কাস, শ্বাস ও জ্বর প্রভৃতি নানবিধ উপদ্রবাক্রান্ত হয়।

গরুড়শালি।—গরুড় শালি একপ্রকার শালিধান্য। চলিত কথায় ইহাকে পক্ষিরাজ ধান কহে। ইহা গন্ধকারী, লঘুপাক, কফ-পিত্তনাশক

এবং শ্বাস, শূল, গ্রহণী, গুল্ম ও কুষ্ঠরোগের হিতকারক।

গর্গর মৎস্য।—(A kind of fish. (Pimelodus gagora.) গর্গর মৎস্যকে বাঙ্গালায় গাগর মাছ কহে। এই মাছ পীতবর্ণ, পৃষ্ঠের উপরে বহু রেখাযুক্ত, পিচ্ছিলাঙ্গ ও আঁইসযুক্ত। ইহা মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক ও কফবর্দ্ধক।

গর্জ্জর।—(A carrot.) গর্জ্জরের বাঙ্গালা নাম গাজর, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে বাটুলামুলা ও বট্ট মুলঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পিণ্ডমূল, পীতকন্দ, সুমূলক, স্বাদুমূল, সুপীত, নারঙ্গ ও পীতমূলক। গাজর একপ্রকার কন্দ। ইহা ঈষৎ কটুযুক্ত মধুর রস, রুচিকারক, কফ-পিত্তনাশক এবং আধ্মান, ক্রিমি শূল, দাহ ও তৃষ্ণার উপকারক।

গর্দ্দভ।—গর্দ্দভ একপ্রকার পশু, বাঙ্গালায় ইহাকে গাধা কহে। গাধার মাংস কিঞ্চিৎ গুরুপাক ও বলকারক। বন্য গর্দ্দভের মাংস রুচিকারক, শৈত্যজনক, বলকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। গর্দ্দভের মূত্র কটু-তিক্তরস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, মহাবাত, ভূতাবেশ, কম্পন, উন্মাদ, ক্রিমি ও গ্রহণীরোগের শান্তিকারক। গর্দ্দভের দুগ্ধ মধুরাম্ল রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু ও শ্বাসের হিতকর। গর্দ্দভদুগ্ধের দধি মধুরাম্ল রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকারক ও বায়ুনাশক। গর্দ্দভদুগ্ধের নবনীত কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলজনক ও বাত-কফনাশক। গর্দ্দভদুগ্ধের ঘৃত কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কফনাশক ও মূত্রদোষনিবারক।

গর্ভদাত্রী।—গর্ভদাত্রীর অপর নাম পুষ্পদাত্রী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুত্রদা, প্রজাদা, অপত্যদা, সৃষ্টিপ্রদা, প্রাণিমাতা, তাপসক্রমসন্নিভা এবং প্রাণদাত্রী। ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। গর্ভদাত্রী মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গর্ভজনক এবং স্ত্রীদিগের রজোদোষ, দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

গর্ম্মুটিকা।— গর্ম্মুটিকাকে বাঙ্গালায় মাড়ুয়া ঘাস বা মাড়ুয়া ধান, হিন্দীতে করাড়ি ও মহারাষ্ট্রভাষায় গোড়ালবণ তৃণ কহে। ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, রুচিকারক, পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক এবং দাহ ও রক্তদোষের নিবারক।

গবয়।—গরুর ন্যায় আকৃতি-

বিশিষ্ট একপ্রকার কৃশেচর পশুকে গবয় কহে। ইহার মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বলজনক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কাসনাশক কফ-পিত্তজনক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

গবাচী।—(Macrognathus panculus.) গবাচীর অপর নাম পঙ্কাল মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে পাঁকাল মাছ কহে। ইহা গুরুপাক, অজীর্ণকারক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

গবেধুকা।—(Coixbarbata) গবেধুকাকে বাঙ্গালায় দেধান ও হিন্দীতে গরহেড়ুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গবেড়ু, গবেড়ুকা, গবেধু, কুস্ত, ক্ষুদ্রা, গোজিহ্বা, গুন্দ্র ও গুল্ম। ইহা মধুর-কটু রস, কফনাশক ও শরীরের কৃশতাকারক।

গাম্ভারী।—গাম্ভারীকে বাঙ্গালায় গামার গাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সর্ব্বতোভদ্রা, কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা. শ্রীপর্ণী, ভদ্রপর্ণী, কম্ভারিকা, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা, কুমুদা, সদাভদ্রা, কৃষ্ণফলা, কটুফলা, কৃষ্ণবৃন্তিকা, কৃষ্ণবৃন্তা, হীরা, স্নিগ্ধপর্ণী, সুভদা, কম্ভারী, ক্ষীরিণী, বিদারিণী, মহাভদ্রা, মধুভদ্রা, স্বরুভদ্রা, কৃষ্ণা, অশ্বেতা, রোহিণী, গৃষ্টি, স্থূলত্বচা, মধুমতী,সুফলা,মোদিনী, মহাকুমুদা ও সুদৃঢ়ত্বচা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক এবং ভ্রম, শোষ, তৃষ্ণা, আমশূল, জ্বর, অর্শঃ, দাহ ও বিষদোষের উপকারক। গাম্ভারীর পক্ক ফল মধুর-তিক্তরস, গুরুপাক, মলরোধক, শীতল, স্নিগ্ধ, রসায়ন, কেশের উপকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবৰ্দ্ধক, এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, ক্ষত, ক্ষয় ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগের হিতকারক। গাম্ভারীর মূল অতিশয় উষ্ণ এবং চিত্তবিকারের উপকারক।

গিরিকদলী।—পর্ব্বতজাত কদলীকে পাহাড়ে কলা বা দয়াকলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গিরিরম্ভা পর্ব্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা, বনরম্ভা, গিরিজা ও গজবল্লভা এই কলা মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, দুর্জ্জর, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রুচিজনক এবং তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও শোষরোগের হিতকারক।

গিরিকর্ণী।—কাল অপরাজিতার নাম গিরিকর্ণী। ইহার অপর নাম কৃষ্ণাপরাজিতা। ইহা তিক্তরস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, পিত্তজনিত উপদ্রবনিবারক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষদোষনাশক।

গুগ্‌গুলু।—(Burseracene Balsamodendron mukul.) গুগ্‌গুলুকে বাঙ্গালায় গুগ্‌গুল ও তেলেগু ভাষায় গুগ্‌গিলমুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুম্ভ, উলুখলক, কৌশিক, পুর, কুম্ভোলু, কুম্ভোলুখলক, গুগ্‌গুল, জটায়ু, কালনির্য্যাস, দেবধূপ, সর্ব্বসহ, মহিষাক্ষ, পলঙ্কষা, উষ, উদূখলক, কুম্ভী, কুম্বী, উর্দ্দীপ্র, যবনদ্বিষ্ট, ভবাভীষ্ট, নিশাটক, জটাল, পুট, ভূতহর, শিব, শাম্ভব, দুর্গ, বাতুঘ্ন, মহিষাক্ষক, দেবেষ্ট, মরুদ্বিষ্ট, রক্ষোহা, রক্ষগন্ধক ও দিব্য। গুগ্‌গুলু এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। সাধারণ গুগ্‌গুলু, কণগুগ্‌গুলু ও ভূমিজ গুগ্‌গুলুভেদে গুগ্‌গুলু তিন প্রকার। মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য নামভেদেও গুগ্‌গুলু পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে ভ্রমরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট গুগ্‌গুলু মহিষাক্ষ, অত্যন্ত নীলবর্ণ গুগ্‌গুলু মহানীল, কুমুদের ন্যায় বর্ণযুক্ত গুগ্‌গুলু কুমুদ, মাণিক্যের ন্যায় বর্ণযুক্ত পদ্ম এবং স্বর্ণবর্ণ গুগ্‌গুলু হিরণ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গুগ্‌গুলু শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয় দশমূলের কাথের সহিত দোলাযন্ত্রে সিদ্ধ করিয়া, ছাঁকিয়া ঘৃতমিশ্রিত ও শুষ্ক করিয়া লইলেই গুগ্‌গুলু শুদ্ধ হয়। গুগ্‌গুলু কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, পিচ্ছিল, পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন এবং কফ, বায়ু, কাস, ক্রিমি, বাতোদর, প্লীহা, শোথ ও অর্শোরোগের শান্তিকারক। গুগ্‌গুলু নূতনই শ্রেষ্ঠ। পুরাতন হইলে বীর্য্যহীন ও বমনকারক হয়।

গুচ্ছকন্দ।— গুচ্ছকন্দের চলিত নাম তৈলসারু। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে কুলীহালু ও কর্ণাটদেশে মুক্কুলিয়াগড্ডে কহে। গুচ্ছকন্দ এক প্রকার খাদ্য কন্দ। ইহা মধুররস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও দাহনাশক।

গুচ্ছকরঞ্জ।—গুচ্ছকরঞ্জ এক প্রকার করঞ্জের ভেদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্নিগ্ধদল, গুচ্ছপুষ্পক, নন্দী, গুচ্ছী, স্নিগ্ধপত্রক, সানন্দ ও দন্তধাবন। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ ও বিষদোষের উপকারক।

গুঞ্জা।—(Abrus precatorius.) গুঞ্জাকে চলিত কথায় কুঁচ, হিন্দীতে শোণকাইচ ও চিরমিতি, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে গুলুগুঞ্জে ও এরড়ু এবং উৎকল ভাষায় কঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গুঞ্জিকা, কাকচিঞ্চী, কৃষ্ণলা, শাঙ্গুষ্ঠা, রক্তিকা, কাকণন্তিকা,

কাকাদনী, কাকতিক্তা, কাকজঙ্ঘা, শিখণ্ডিনী, কাকতুণ্ডিকা, কক্ষা, কনীচি, কাকা, কাকিনী, কাকজিহ্বা, কৃষ্ণলক, কাকিণী, কাক্ষী, চূড়ামণি, সৌম্যা, শিখণ্ডী, অরুণা, তাম্রিকা, শীতপাকী, উচ্চটা, কৃষ্ণচূড়িকা, রক্তা, কাম্বোজী, ভীলভূষণা, বন্যা, শ্যামলচূড়া ও কাকচিঞ্চিকা। শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে গুঞ্জা দুই প্রকার। উভয় গুঞ্জাফলই তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কেশের উপকারক, রুচিজনক এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মদ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক,) নেত্ররোগ ও শিরোরোগের হিতকর। গুঞ্জামূল উপবিষজাতীয় বিষাক্ত পদার্থ, ইহা সেবনে বমন হইয়া থাকে। গুঞ্জালতার পত্র শূল ও বিষদোষের নিবারক।

গুড়।—ইক্ষুরস অগ্নিজ্বালে ঘনীভূত হইলে, তাহাকে গুড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইক্ষুসার, মধুর, রসপাকজ, খণ্ডজ, দ্রবজ, স্নিগ্ধ, মোদক, অমৃতসারজ, শিশুপ্রিয়, সিতাদি, অরুণ, রসজ, ইক্ষুরসক্বাথ, গণ্ডোল, মধুবীজক, গুল, সাড়খণ্ড ও স্বাদু। গুড় মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, ক্রিমিজনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক। অপরিষ্কৃত গুড় সেবন করিলে, মেদ, মাংস, ক্রিমি ও শ্লেষ্মার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। নূতন গুড় অপেক্ষা পুরাতন গুড় অধিক গুণবিশিষ্ট। পুরাতন গুড় লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বলজনক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক এবং গুল্ম, অর্শঃ অরোচক, প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, পাণ্ডু ও বায়ুরোগে হিতকর। ইহা শ্লেষ্মবর্দ্ধক নহে।

গুড়ত্বক্।—গুড়ত্বকের বাঙ্গালা নাম দারুচিনি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুতকট, ভৃঙ্গ, ত্বক্পত্র, বরাঙ্গক, শুচ, চোল, ত্বচা, পত্র, হৃদ্য, সুরভিবল্কল, উৎকট, চোচ, গুড়ত্বচ, ত্বক্ ও পত্র। ইহা একপ্রকার গাছের ছাল। দারুচিনি মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক, শুক্রনাশক এবং অরুচি, কণ্ডু, বস্তিদোষ, অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস, আমবাত, কফ ও বায়ুর উপশমকারক।

গুড়ূচী।—(Tinospora cordifolia. Syn. Menispermum cordifolium.) গুড়ূচী একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে গুলঞ্চ, হিন্দীতে গুড়চ ও ঘড়ঞ্চ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলবেলি, কর্ণাটদেশে অমরদবেলি, তেলেগুভাষায় তিপ্পতোগে, কাণ্য-

কুঙ্কে গুরুঞ্চী এবং গুর্জ্জরদেশে গলো কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৎসাদনী, ছিন্নরুহা, তন্ত্রিকা, অমৃতা, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, গুড়ূচী, বাতরক্তারি, পামরোদ্ধরা, পিত্তঘ্নী, উদ্ধারা, তন্ত্রী, নির্জ্জরা, গুড়ুচী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণা, অমৃতবল্লী, বরা, জ্বরারি, শ্যামা, সুরকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোদ্ভবা, অমৃতলতা, রসায়নী, ছিন্না, সোমলতিকা, ভিষক্‌প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়স্থা, নাগকুমারিকা, ছন্নিকা, চন্দ্রহাসা ও অমৃতসম্ভবা। গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রসায়ন, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, আমদোষ, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডু, কাস, কামলা, কুষ্ঠ, মেদোদোষ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, শ্বাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃদ্রোগের উপশমকারক। গুলঞ্চের পাতা কটু-তিক্ত-কষায় রস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, জ্বরনাশক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক মলরোধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ, কামলা, পাণ্ডু ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

গুণ্ড।—(Scirpus kysoor.) গুণ্ডের নামান্তর কসেরুতৃণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কাণ্ডগুণ্ড, দীর্ঘকাণ্ড, ত্রিকোণক ছত্রগুচ্ছ, অসিপত্র, নীলপত্র ও ত্রিধারক। এই তৃণের কন্দ বা মূলের নাম কসেরু, বাঙ্গালায় তাহা কেশুর, মহারাষ্ট্রদেশে বলহাতীনি, কর্ণাটদেশে গুরুগেরু এবং দেশান্তরে চলিত কথায় কেউটি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ছোট বড় ও গোলাকার ভেদে কেশুর তিনপ্রকার। সকল প্রকার কেশুরই মধুররস, শীতল এবং কফ, পিত্ত, অতিসার, দাহ ও রক্তদোষের হিতকর। যে কেশুরের মধ্যদেশ মোটা, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী।

গুণ্ডালা।—গুণ্ডালা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয় গাছ। ইহাকে গুড়ালা ও গোঁড়াল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জলোদ্ভবা, গুচ্ছবধ্রা বা জলাশয়া। গুণ্ডালা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, শোথনাশক ও ব্রণনিবারক।

গুণ্ডাসিনী।—গুণ্ডাসিনীও একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গুণ্ডালা, গুড়ালা, গুচ্ছমূলিকা, চিপটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা ও বিষ্টরা। এই তৃণ কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, পশুদিগের প্রাণনাশক এবং দাহ, পিত্ত, শ্রান্তি, শোথ ও ব্রণদোষের নিবারণকারক।

গুন্দ্র।—গুন্দ্রের অপর নাম

শর। দেশভেদে ইহাকে গোঁদপটের কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পটরক, অচ্ছ ও শৃঙ্গবেরাহ্বমূলক। গুন্দ্র- একপ্রকার শর গাছ। ইহা মধুর- কষায় রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্র- শোধক, রজোদোষনাশক, এবং রক্ত- পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

গুবাক।—(Areca catechu) (Arecanut), The betel-nut tree.) গুবাককে বাঙ্গালা ভাষায় সুপারি, হিন্দীভাষায় সুপারি ও গুয়া, মহা- রাষ্ট্র দেশে পোকর্ণ এবং উৎকল- ভাষায় গুয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘোণ্টা,, পূগ, ক্রমুক, খপুর, গুবাক, কপীতন, ক্রমু, ক্রমুকী, পূগ- বৃক্ষ, দীর্ঘপাদপ, দৃঢ়বল্কল, বল্কতরু, চিক্কণ, পূগী, অকোট,তন্তুসার, সুরঞ্জন, গোপদল, রাজতাল, ছটাফল, করমট্ট, চিক্কণী, চিক্কা, চিক্কণ, শ্লক্ষ্ণক, উদ্বেগ ও পূগীফল। সুপারি-ফল কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, অগ্নি- বর্দ্ধক, মত্ততাজনক, মুখের বিরসতা- নাশক, ক্রিমিনিবারক, সঙ্কোচক, ও কফ-পিত্তনাশক। ভিজাসুপারি গুরুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, অগ্নিনাশক ও দৃষ্টিশক্তির হানিকারক। সিদ্ধসুপারি ত্রিদোষনাশক। কাঁচা সুপারি কষায় রস, বিরেচক, মুখ-কণ্ঠের শোধক, উদরের আধ্মানজনক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত ও আমদোষের উপশম- কারক। শুষ্ক সুপারি বিরেচক, পাচক, রুচিকারক ও কণ্ঠশোধক। সুপারির ফুল মধুর-কষায় রস ও গুরু- পাক। সুপারির মাতি (মাথার মধ্য- স্থিত কোমল পল্লব) মধুর-তিক্ত-কষায় রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্ররোগ- নাশক মলভেদক ও মত্ততাকারক। সুপারির নির্য্যাস অম্লরস, ক্ষারগুণ- বিশিষ্ট, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততা জনক, বায়ুনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক।

গুহাশয়।—সিংহ, ব্যাঘ্র- প্রভৃতি যে সকল জীব গুহায় বাস করে, তাহাদিগকে গুহাশয় কহে। গুহাশয় জীবের মাংস মধুর রস, উষ্ণ- বীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, ক্ষয় ও নেত্র- রোগের হিতকারক।

গৈরিক।—গৈরিকের বাঙ্গালা নাম গিরিমাটী। হিন্দীতে ইহাকে গেরু ও স্বর্ণ গেরু কহে। গৈরিক ও স্বর্ণগৈরিক ভেদে গিরিমাটী দুই- প্রকার। গৈরিকের সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তধাতু, গিরিধাতু, গবেধুক, ধাতু, সুরঙ্গধাতু, গিরিমৃদ্ভব, বনালক্ত, গবেরুক, প্রত্যগ্ন, গিরিমৃৎ, লোহিত- মৃত্তিকা ও গিরিজ। স্বর্ণগৈরিকের

সংস্কৃত পর্য্যায় সুবর্ণ গৈরিক, স্বর্ণধাতু, শিলাধাতু, সুরক্তক, সন্ধ্যাভ্র ও বভ্রুধাতু। উভয়ের মধ্যে স্বর্ণগৈরিক কিঞ্চিৎ পীতাভ, তাহা অপেক্ষা গৈরিক অধিক রক্তবর্ণ। দুইপ্রকার গিরিমাটীই মধুর-কষায় রস, শীতল, স্নিগ্ধ, দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধক এবং দাহ, পিত্ত, কফ, হিক্কা, রক্তস্রাব ও বিষদোষের নিবারক। গিরিমাটী শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ জাম্বীরের রসে ৭ দিন ভিজাইয়া, পরে গরম জলে ধুইয়া লইলেই গিরিমাটী শুদ্ধ হইয়া থাকে।

গোকর্ণ।—গোকর্ণ একপ্রকার কুলেচর মৃগ। চলিত কথায় ইহাকে গোহরিণ কহে। ইহার মাংস কোমল, মধুর রস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, কফনাশক ও রক্তপিত্তনিবারক।

গোকর্ণিকা।—গোকর্ণিকা একপ্রকার কাল অপরাজিতার নাম। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, বিরেচক, বুদ্ধিজনক, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষ, শিরঃশূল, শূল, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ, পিত্ত, ক্রিমি, কফ, ব্রণ ও বিষদোষের উপশমকারক।

গোজিহ্বা।—(Elephantopus scaber) গোজিহ্বা একপ্রকার শাকের নাম। ইহার অপর নাম দাড়িশাক। হিন্দীতে ইহাকে পাথরী, গোভী, দাড়িশাক ও গোজিয়ালতা এবং তেলেগুভাষায় যেট্টু নালুক চেট্টু ও ভবিলিকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দার্ব্বিকা, দর্ব্বিকা, কুরলা, দার্ব্বিপত্রিকা, দর্ব্বী, গোজিহ্বিকা, খরপত্রী, বাতোনা, অধোমুখা, অধঃপুষ্পী ও অনড়ুর্জ্জিহ্বা। গোজিহ্বা কটুরস, তীক্ষ্ণ, শীতল, লঘু, মলরোধক, বাতবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনিবারক এবং প্রমেহ, কাস, রক্ত, ব্রণ, জ্বর ও দন্তবিষের শান্তিকারক। গোজিহ্বার কোমলপত্র মধুর-কষায়-তিক্তরস ও মধুরবিপাক।

গোদাবরী জল।—গোদাবরী বিন্ধ্যপর্ব্বতজাত একটি নদী। এই নদীর জল পথ্য, বাতজ ও পিত্তজনিত রোগের নিবারক, রক্তদোষনাশক, অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক এবং কুষ্ঠাদি দুষ্ট রোগের উপশমকারক।

গোদুগ্ধ।—গাভীর দুগ্ধের নাম গোদুগ্ধ। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, পথ্য; কান্তিজনক, বল পুষ্টি ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন, মেধাবুদ্ধিবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্ত, রক্তদোষ, ত্রিদোষ, হৃদ্রোগ ও বিষদোষের নিবারক। যে সকল গাভীর বাছুর গাভীর সহিত সমানবর্ণ, অথবা

যে সকল গাভীর বর্ণ সাদা বা কাল, এবং যাহাদের শিং উন্নত, তাহাদের দুগ্ধ উৎকৃষ্ট। যে গাভীর বৎস মরিয়া যায়, অথবা যাহাদের বাছুর অতি শিশু, তাহাদের দুগ্ধ নিকৃষ্ট। অতি প্রত্যূষে দুগ্ধ দোহন করিলে, সে দুগ্ধ অতিশয় গুরুপাক, দুর্জ্জর ও বিষ্টম্ভী হয়; এই জন্য সূর্য্যোদয়ের পর অথবা এক প্রহর বেলার পর দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ পান করা উচিত।

গোদুগ্ধজাত দধি অম্ল-মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, গুরুপাক, অরুচিনাশক, বায়ুরোগনিবারক এবং মেদঃ, শুক্র, শ্লেষ্মা, রক্ত, পিত্ত, অগ্নি ও শোথের বৃদ্ধিকারক। গোদুগ্ধের নবনীত সর্ব্বদোষনাশক, বলবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক। গব্যঘৃত মধুরবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক, দেহের স্থিরতাকারক, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং বল, মেধা, বুদ্ধি, কান্তি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক। গোদুগ্ধজাত তক্র (ঘোল) মধুর-অম্লরস, ত্রিদোষনাশক, উত্তম পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং গ্রহণীরোগ, অর্শঃ ও উদররোগের বিশেষ উপকারক।

গোধা।—গোধা একপ্রকার সরীসৃপজাতীয় জীব। বাঙ্গালায় ইহাকে গোসাপ এবং হিন্দীতে গোহী কহে। গোসাপ জলজ ও স্থলজভেদে দুই প্রকার। উভয় গোসাপের মাংস মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, বলকারক, রক্তজনক এবং বাতকাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও অর্শোরোগের হিতকারক।

গোধাপদী।—(Vitis pedata. Syn. Cissus pedatus) গোধাপদীর অপর নাম হংসপদী। বাঙ্গালায় ইহাকে গোয়ালেলতা কহে। গোধাপদীর সংস্কৃত পর্য্যায় সুবহা, হংসপদী, গোধাঙ্ঘ্রি, ত্রিকলা, ত্রিপদী, মধুস্রবা, হংসপাদী, গোধাপদিকা, ত্রিফলা, হংসবতী, চিত্রপদা, কীটমাতা, হংসপদিকা, হংসাঙ্ঘ্রি, রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমণ্ডলিকা, বিশ্বগ্রন্থি, ত্রিপদিকা, ত্রিপাদী, কীটমারী, কর্ণাটী, তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী, পদাঙ্গী, শীতাঙ্গী, সূতপাদিকা, সঞ্চারিণী, পদিকা, প্রহ্লাদা, কীটপাদিকা, ধার্ত্তরাষ্ট্রপদা ও গোধাপাদিকা। ইহা কটুরস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন এবং বিষদোষ, ভূতাবেশ, ভ্রান্তি, অপস্মার, বিসর্প, দাহ, অতিসার ও অগ্নিরোহিণী রোগের উপকারক। ইহার

পাতা ঘায়ের উপর বাঁধিয়া রাখিলে ঘা নিবারিত হয়।

গোধূম।—(Triticum vulgare.) Common wheat.) গোধূম একপ্রকার শস্য, ইহা শূকধান্যজাতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে গম, হিন্দীতে গেঁহু এবং তেলেগু ভাষায় গোধুমলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুমন, গোধুম, বহুদুগ্ধ, অপূপ, ম্লেচ্ছভোজন, নিস্তুষ-ক্ষীর, রসাল ও সুমনাঃ। গোধূম তিন প্রকার—মহাগোধূম, মধুলী ও নন্দীমুখ বা নিঃশূক গোধূম। সকল গোধূমই ঈষৎ কষায়যুক্ত-মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বিরেচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, দেহের স্থিরতাকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক, এবং ভগ্নস্থানের সংযোজক। নূতন গোধূম আম ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

গোধূমের কাঁজি রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শূলনাশক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক এবং আমদোষ, দাহ ও শ্রান্তির নিবারক।

গোধূমক্ষীরিকা।—গোধূমের পায়স অর্থাৎ সুজির পায়সকে গোধূমক্ষীরিকা কহে। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তনাশক এবং বাত-কফবর্দ্ধক।

গোপাল কর্কটী।—গোপাল কর্কটীকে বাঙ্গালায় কুন্দরুকী ও কেঁছড়া এবং হিন্দীতে গোরুভবা ও গোয়াল কাঁকড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বন্ধ্যা, গোপকর্কটিকা, ক্ষুদ্রের্ব্বারু, ক্ষুদ্রফলা, গোপালী ও ক্ষুদ্রচির্ভিটা। ইহা মধুর রস, শীতল, পিত্তনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, মেহ, দাহ ও শোষরোগের উপকারক।

গোমাংস।—গোমাংস অত্যন্ত গুরুপাক, তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির ভোজনের যোগ্য, শ্রান্তিনাশক, বায়ুনিবারক এবং বিষমজ্বর, পীনস, শুষ্ক কাস, মাংসক্ষয়, শ্বাস ও প্রতিশ্যায় রোগের হিতকর।

গোমূত্র।—চলিত কথায় গোমূত্রকে চোনা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোজল, গোহস্ত, গোনিষ্যন্দ ও গোদ্রব। গোমূত্র, ব্যবহার করিতে হইলে, গাভীর মূত্র গ্রহণ করিতে হয়। গোমূত্র কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণযুক্ত, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাস, কুষ্ঠ, শ্বাস, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অতিসার, মূত্ররোধ, ক্রিমি, প্লীহা, মলরোধ ও ত্বগ্‌দোষের নিবারক। গোমূত্র, কর্ণ-

মধ্যে পূরণ করিলে কর্ণশূলের শান্তি হইয়া থাকে।

গোমূত্রিকা।—গোমূত্রিকা একপ্রকার তৃণের নাম। পশ্চিম দেশে ইহা ভাঁবড় ও গোঢ়বি নামে প্রসিদ্ধ। ইহা রক্তবর্ণ, মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক এবং গাভীদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক।

গোমেদ।—গোমেদ এক প্রকার রক্তবর্ণ মণি। ইহা উপরত্ন-জাতীয়। বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইহা গোমেদ নামেই পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতরত্ন, রাহুরত্ন তমোমণি, স্বর্ভানব ও পিঙ্গস্ফটিক। গোমেদ অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বাতপ্রকোপনাশক এবং ধারণে পাপনাশক। শোধন ও মারণ ক্রিয়া না করিয়া ইহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে নাই। গোরোচনার সহিত অথবা জয়ন্তীপাতার রসের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিলে ইহা শুদ্ধ হয় এবং তৎপরে গজপুটে পোড়াইয়া লইলেই ইহা মারিত হইয়া থাকে।

গোরক্ষতুম্বী।—গোরক্ষ তুম্বীর বাঙ্গালা নাম গোললাউ। দেশ-ভেদে ইহাকে গোরবতুম্বী ও গোরথ-তুম্বিকে কহে। এই লাউ মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, সন্তর্পণ এবং বীর্য্য পুষ্টি ও বলের বৃদ্ধিকারক।

গোরক্ষদুগ্ধী।—গোরক্ষদুগ্ধী ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয় একপ্রকার গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোরক্ষী, তাম্র-দুগ্ধা, রসায়নী, বহুপত্রী, অমৃতা, জীবা ও অমৃতসঞ্জীবনী। ইহা মধুর রস, শীতল ও শুক্রবর্দ্ধক।

গোরক্ষী।—গোরক্ষী মালব-দেশে প্রসিদ্ধ একপ্রকার বড় গুল্ম জাতীয় গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সর্পদণ্ডী, দীর্ঘদণ্ডী, সুদণ্ডিকা, চিত্রলা, গন্ধবহুলা, গোপালী ও পঞ্চপর্ণিকা। ইহা মধুর-তিক্ত রস, শীতল, পিত্ত-নাশক এবং দাহ, বিস্ফোট, বমন, জ্বর ও অতিসার রোগের হিতকর।

গোরোচনা।—কোন কোন গরুর মস্তক মধ্যে একপ্রকার শুষ্ক পিত্ত জমিয়া থাকে, তাহাকেই গোরোচনা কহে। কেহ কেহ বলেন গোরোচনা গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বন্দনীয়া বন্দ্যা, রোচনা, রুচি, শোভা, রুচিরা, শোভনা, শুভা, গৌরী, রোচনী, পিঙ্গা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, শিবা, পীতা, গৌতমী, গব্যা, চন্দনীয়া, কাঞ্চনী, মেধ্যা, মনোরমা, শ্যামা ও রমা। গোরোচনা, তিক্তরস, শীতল, পাচক, রুচিকারক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ভূতগ্রহ, গ্রহোন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তস্রাবের নিবারক।

গোলোমিকা।—(Corydalis govaniana.) গোলোমিকাকে বাঙ্গালায় গন্ধল এবং হিন্দীতে পাথরী ও হট্টগিরে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোধূমী, গোজা, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, গোলোমী, গোসম্ভবা, প্রস্তরিণী ও গোলোমী। গোলোমী একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র গাছ। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক এবং আমদোষের নিবারক।

গোক্ষুর।—(Zygophylleæ. Tribulus terostris. Syn. T. Lanuginosus.) গোক্ষুরকে বাঙ্গালায় গোক্ষুর এবং গোখ্রী, হিন্দীতে গোক্ষুরশূল ও উৎকল ভাষায় গোখুরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ত্রিকণ্ট, স্থলশৃঙ্গাট, গোকণ্ট, ত্রিকণ্টক, ত্রিপুট, কণ্টকফল, ক্ষুর, গোক্ষুরক, পলঙ্কষা, ইক্ষুগন্ধা, শ্বদংষ্ট্রা, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, বনশৃঙ্গাট, গোখুরি, বিকণ্টক, গোখুর, ত্রিকট, ইক্ষুর, ক্ষুবক, ষড়ঙ্গ, ও কণ্টী। গোক্ষুর একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মজাতীয় গাছ, ফল গোরুর খুরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং তিনটী কাঁটাযুক্ত। গোক্ষুর মধুররস, শীতল, বলকারক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, অগ্নিবর্দ্ধক, বস্তিশোধক, শুক্রবর্দ্ধক এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, বিদাহ ও বায়ুরোগের শান্তিকারক। গোক্ষুরের বীজ শীতল, মূত্রকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং শুক্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোণিতরোগের নিবারক। গোক্ষুরের পাতা তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক ও স্রোতঃশোধক। গোক্ষুরের ক্কাথ মধুর রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও স্রোতোবিশোধক।

গৌড়সীধু।—গুড়কৃত তীক্ষ্ণ মদ্যবিশেষকে গৌড়সীধু কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

গৌড়াসব।—গুড়কৃত আসবকে গৌড়াসব কহে। গুড় ও ধাইফুল একত্র পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। গৌড়াসব অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক এবং মূত্রবিরেচক।

গৌড়ী।—গুড়ের মদ্যকে গৌড়ী কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বাব্দলী। ইহা মধুর-অম্ল-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, মলভেদক এবং শূল, অজীর্ণ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও শ্বাসরোগের উপকারক।

গৌরচণক।—গৌরচণককে বাঙ্গালায় সাদা ছোলা বা কাব্‌লিবুট, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় শ্বেতচণা ও কর্ণাট

দেশে বিলিয়কড়লে কহে। সাদা-ছোলা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকারক, বলবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও পিত্তনাশক।

গৌরজীরক।—গৌর জীরকের অপর নাম শ্বেতজীরক। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদাজীরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অজাজী, শ্বেতজীরক, কণাহ্বা, কণজীর, কণা, সিতদীপ্য, দীর্ঘকণা, সিতাজাজী ও গৌরাজাজী। ইহা মধুর-কটুরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, চক্ষুর হিতকর এবং ক্রিমি, আগ্মান ও বিষদোষের হিতকর।

গৌরযষ্টিক।—শ্বেতবর্ণ ষেটে ধানকে গৌরষষ্টিক কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, দোষনাশক এবং বল ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক।

গৌরসর্ষপ।—(Brassica juncea. Syn. Sinapis romana.) গৌরসর্ষপ অর্থাৎ শ্বেত সর্ষপকে বাঙ্গালায় শ্বেতসরিষা ও রাই, হিন্দীতে রাই এবং তেলেগুভাষায় তেল্লাবালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গৌর, অনর্থ, সিদ্ধার্থ, ভূতনাশন, কটুস্নেহ, গ্রহঘ্ন, কণ্ডুঘ্ন, রাজিকাফল, শুকঘ্ন, তীক্ষ্ণক, ধুরাধর্ষ, রক্ষোঘ্ন, কুষ্ঠনাশন, সিদ্ধপ্রয়োজন, সিদ্ধসাধন ও সিত-সর্ষপ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, রক্তপিত্ত-কারক এবং কফ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, বাতরক্ত, গ্রহদোষ, ত্বগ্‌দোষ, বিষদোষ ও ব্রণরোগের উপকারক। রাই সরিষার বাহ্যপ্রয়োগে ফোস্কা হয় এবং তাহাদ্বারা যকৃৎ, প্লীহা ও বাত-বেদনাদির শান্তি হইয়া থাকে।

গৌর সুবর্ণশাক।—ইহা একপ্রকার নটেশাক। চিত্রকূটদেশে এই শাক প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্ণ, সুগন্ধিক, ভূমিজ, বারিজ, হ্রস্ব, গন্ধশাক, কটুশৃঙ্গাল ও চূর্ণ-শাকাঙ্ক। ইহা শীতল এবং কফ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, অরুচি, ভ্রান্তি, রক্ত-দোষ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

গ্রন্থিপর্ণ।—গ্রন্থিপর্ণকে বাঙ্গালায় গেঁটেলা ও হিন্দিতে গঠিবন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শুক, বর্হিপুষ্প, স্থৌনেয়, কুক্কুর, বর্হিপুষ্প, বর্হীপুষ্প, বর্হ, শুকবর্হ, স্থৌনেয়ক, কুশপুষ্প, শুল্পক, বর্হিকুসুম, বিশীর্ণাখ্য, স্বারামগুচ্ছক, বর্হি, শুকপুচ্ছ ও শুক-চ্ছদ। গেঁটেলা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণ-বীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, কণ্ডু, শ্বাস, বায়ু ও বিষদোষের উপকারক। যে গেঁটেলা ছোট ছোট এবং পাণ্ডুবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই

উৎকৃষ্ট। বড় গেঁটেলা নিকৃষ্ট। গেঁটেলা গোমূত্রে ভিজাইয়া শুদ্ধ করিতে হয় এবং শুদ্ধ করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করা উচিত।

গ্রাম্যকুক্কুট।—যে সকল কুক্কুট লোকালয়ে বাস করে, তাহাকে গ্রাম্য কুক্কুট কহে। ইহার মাংস মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও বলবীর্য্যাদিকারক।

গ্রাম্যমৃগ।—গো-ছাগ-মেষ-মহিষাদি যে সকল পশু লোকালয়ে থাকে, তাহাদিগকে গ্রাম্যমৃগ কহে। গ্রাম্য পশুর মাংস মধুররস, মধুর-বিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও বায়ুরোধক।

গ্রাম্যবরাহ।—গ্রাম্য অর্থাৎ পালিত বরাহের মাংস বনবরাহের অপেক্ষা অধিক গুরুপাক এবং বল, বীর্য্য ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক।

গ্রীষ্মকাল।—যে সময়ে সূর্য্য মেষ ও বৃষ রাশিতে গমন করেন, তাহার নাম গ্রীষ্ম ঋতু। আয়ুর্ব্বেদে গ্রীষ্ম ঋতুকে আদানকাল কহে। গ্রীষ্মকাল, কটুরসের উৎপাদক, রুক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক। গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আহার-বিহারাদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে করা উচিত। আহারের জন্য ঘৃত, দুগ্ধ, শালিধান্যের অন্ন, জাঙ্গল পশুপক্ষীর মাংসরস প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্য এবং মধুর রসযুক্ত নানাপ্রকার শীতল দ্রব দ্রব্য উপ-যোগী। দিবসে শীতল গৃহে এবং রাত্রে প্রবাত স্থানে শয়ন, দিবসে গাত্রে চন্দনাদি শীতল অনুলেপন প্রভৃতি এইকালে হিতকর। লবণ-অম্ল-কটু-রসযুক্ত, এবং উষ্ণবীর্য্য দ্রব্যের ভোজ-নাদি, মদ্যপান, স্ত্রীসহবাস ও ব্যায়াম গ্রীষ্মকালে নিতান্ত অনিষ্টকারক।

ঘণ্ট।—শাক, মোচা, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যের একপ্রকার ঘণ্ট নামক ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহা রুচিকর, বল-কারক ও বায়ুনাশক।

ঘণ্টক।—ঘণ্টক বাঙ্গালায় ঘেঁটু, ঘেটুকুল ও ঘেঁটুকোল নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘণ্টকণ ও ঘণ্ট-কণ্টক। ঘেঁটুর মূল কটুবিপাক, কফ-নাশক ও পিত্তকারক।

ঘর্ঘর।—ঘর্ঘর একটি নদের নাম। এই নদের জল শীতল, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকারক, পথ্য, বলবর্দ্ধক এবং ক্ষীণাঙ্গের পুষ্টিকারক।

ঘৃত।—ঘৃতের বাঙ্গালা নাম ঘি, হিন্দীতে ইহাকে ঘিউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় আজ্য, হবিঃ, সর্পিঃ, পুরোডাশ, তোয়দ, বহ্নিভোগ্য পীথ, পবিত্র, নবনীতক, অমৃত, অভিঘার,

হোমা,আয়ুঃ ও তৈজস। দুগ্ধের সারভাগ নবনীত, তাহাই অগ্নিজ্বালে জলশূন্য করিয়া লইলে ঘৃতনামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। সকল দুগ্ধ হইতেই ঘৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীবভেদানুসারে সেই সেই ঘৃতের গুণ পৃথক পৃথক্ ভাবে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল ঘৃতই আয়ুর বৃদ্ধিকারক, দেহের দৃঢ়তাবর্দ্ধক, শীতনাশক, অত্যন্ত বলকারক, পথ্য এবং কান্তি, সৌকুমার্য্য, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। নূতন ঘৃত বলক্ষয়ে, সন্তর্পণভোজনে, শ্রান্তিতে, রক্তপিত্তে, নেত্ররোগে, পাণ্ডু-কামলা রোগে ও ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারক। কিন্তু জ্বর, মলবদ্ধতা, বিসূচিকা, অরোচক, অগ্নিমান্দ্য ও মদাত্যয়রোগে নূতন ঘৃত অপকারী। পুরাতন ঘৃত অর্থাৎ এক বৎসরের অধিককালের ঘৃত মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, উন্মাদ, কর্ণশূল, অক্ষিশূল, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও যোনিদোষ প্রভৃতি পীড়ায় যথেষ্ট হিতকর।

ঘৃতকরঞ্জ।—ঘৃতকরঞ্জ এক-প্রকার করঞ্জের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘি করমচা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় প্রকীর্য্যা, ঘৃতপর্ণক, স্নিগ্ধপত্র, তপস্বী, বিষারি, স্নিগ্ধশাক, ও বিরোচন। ঘৃতকরঞ্জ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, ব্রণ, ত্বগ্দোষ ও বিষের উপকারক।

ঘৃতকুমারী।—এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম ঘৃতকুমারী। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘৃতকুমারী ও ঘিকাঞ্চন, হিন্দীতে ঘিউকুমারী, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে কুমারী, নোয়িসর ও ঘিকুমার এবং তেলেগুভাষায় পিন্নগোরিণ্ট কলবন্দ ও বিরজাজিতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুমারী, তরণী, সহা, অফলা, বহুপত্রী, অমরা, অজরা, কণ্টকপ্রাবৃতা, বিপুলস্রবা, ব্রহ্মঘ্নী, বীরা, ভৃঙ্গেষ্টা, তরুণী, রামা, কপিলা, অম্বুধিস্রবা, সুকণ্টকা, স্থূলদলা ও গৃহকন্যা। ঘৃতকুমারী মধুর-তিক্তরস, শীতল, পুষ্টিকারক, বলকর, বায়ুনাশক, শুক্রবৃদ্ধিক, মলভেদক, রসায়ন, নেত্ররোগের হিতকর এবং গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, গ্রন্থি, ত্বগ্রোগ, রক্ত ও পিত্তের শান্তিকারক।

ঘৃতপূরক।—ঘিয়োড় নামক খাদ্যবিশেষকে সংস্কৃত ভাষায় ঘৃতপূরক কহে। ময়দায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া অর্থাৎ ময়ান দিয়া দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে মাখিবে, পরে তপ্তঘৃতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এরূপভাবে ফেলিয়া ভাজিয়া লইবে এবং চিনির রসে ডুবাইবে। এইরূপে

ঘৃতপূরক বা ঘিয়োড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঘিয়োড় মধুররস, গুরুপাক, রুচিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, ধাতুপোষক, বাত-পিত্ত-নাশক এবং কফ রক্ত ও মাংসের বৃদ্ধিকারক।

ঘৃতমণ্ড।—ঘৃতমণ্ড মধুররস, কোষ্ঠপরিষ্কারক, এবং চক্ষু, কর্ণ, মস্তক ও যোনিদেশের শূল-নিবারক। বস্তিকার্য্যে (পিচকারিতে) ও নস্য ক্রিয়ায় ইহা যথেষ্ট প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ঘৃতাভ্যঙ্গ।—গাত্রে ঘৃত মর্দ্দন করাকে ঘৃতাভ্যঙ্গ কহে। বায়ু, পিত্ত, কফ, রক্ত, সান্নিপাত, মদ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, সন্তত জ্বর ও পথশ্রান্তি প্রভৃতিতে এবং কৃশাঙ্গ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃতাভ্যঙ্গ উপকারী। কিন্তু গুল্ম, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, কামলা, অতিসার, শ্বাস, কাস, উদর, বমন, পাণ্ডু, সর্ব্বাঙ্গশোথ, বিদ্রধি, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, অর্ব্বুদ, শীতজ্বর ও প্রমেহ রোগে ঘৃতাভ্যঙ্গ উপকারী নহে।

ঘোটিকা।—ঘোটিকাকে বাঙ্গালায় বড় লুনিশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কর্কটী, চুরঙ্গী ও চতুরঙ্গা। ঘোটিকা মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, ব্রণ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও শোথরোগের উপকারক।

ঘোণ্টা।—(Zizyphus jujubu.) ঘোণ্টার বাঙ্গালা নাম শেয়াকুল। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে ঘোণ্টী ও গোইথা এবং লক্ষ্ণৌ প্রদেশে মড়ৈয়া কহে। ইহা মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও শোথ রোগের হিতকর।

ঘোলি।—ঘোলি একপ্রকার পত্রশাক। হিন্দীতে ইহাকে ঘোলী; তোঁড়ঘোলী ও কিরূর্গোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘোলিকা, কলম্ব ও কুবকালুকা। ক্ষেত্রজ ও উপবনজাত ভেদে ঘোলী দুই প্রকার। ক্ষেত্রজ ঘোলিশাক অম্ল-লবণরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও কফের শান্তিকারক। উপবনজাত ঘোলিশাক অম্লরস, রুক্ষ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং জীর্ণজ্বরনিবারক।

ঘোষক।—তিক্ত রস বিশিষ্ট লতাফল বিশেষের নাম ঘোষক। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘোষাফল, হিন্দীতে কয়ুই, তরই, ত্রৈলঙ্গবীর ও উত্তরেণী এবং মহারাষ্ট্র দেশে কড়ুদোড়কী ও কাহোরে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধামার্গব, ঘোষ, ঘোষকাকৃতি, আদালী; দেবদালী ও তুরঙ্গক। শ্বেত ও পীতবর্ণ ভেদে ঘোষা দুই প্রকার; তন্মধ্যে পীতঘোষার সংস্কৃত পর্য্যায় ধামার্গব, পীতঘোষা, রাজঘোষাতকী, কর্কোটকী,

মহাজালী, ক্ষেড়, কোষফলা ও কোশাতকী। ঘোষাফল তিক্তরস, বমনকারক, সঞ্চিত কফের নির্হারণকারক এবং অর্শঃ, গুল্ম, উদর, কাস, কণ্ঠরোগ ও বায়ুজনিত বা শ্লেষ্মজনিত রোগের উপশমকারক।

ঘ্রাণোদকপান।—প্রত্যূষে নাসারন্ধ্র দ্বারা জল পান করাকে ঘ্রাণোদক পান কহে। এইরূপ জলপান করিলে, শিরোরোগ ও বলি পলিতাদির নিবারণ হয় এবং দৃষ্টিশক্তি, বল ও বুদ্ধি প্রভৃতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

চকোর মাংস।—ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষের নাম চকোর, এই পক্ষীতে জ্যোৎস্না পান করে বলিয়া প্রবাদ আছে। চকোর পাখীর মাংস মধুর রস, শীতল, রুচিকর, বল-পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

চক্রমর্দ্দ।—(Cassiatora.) একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্মের নাম চক্রমর্দ্দ। চক্রমর্দ্দকে বাঙ্গালায় চাকন্দা, চাটুকাটা ও এড়াঞ্চী; হিন্দীতে চক্‌বড়, মহারাষ্ট্রদেশে তরবটা এবং কর্ণাটদেশে চগচে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তর্কিণ. তর্কিল, প্রপন্নড়, মেষাক্ষি কুসুম, প্রপুন্নাল, এডগজ, অড়গজ, গজাখ্যা, মেষাহ্বয়, এড়হস্তী, ব্যাবর্ত্তক, চক্রগজ, চক্রী, পুন্নাট, পুন্নাড়, বিমর্দ্দক, দদ্রুঘ্ন, তর্ব্বট, চক্রাহ্ব, শুক্রনাশন, দৃঢ়বীজ, প্রপুন্নাড়, খর্জ্জুঘ্ন, প্রপুন্নাট, পদ্মাট, উরণাক্ষ, উরণাখ্য, প্রপুন্নাড় ও চক্রপদ্মাট। চক্রমর্দ্দ মধুর-কটুরস, তীব্র, লঘুপাক, রুক্ষ, শীতল, বাতপিত্তনাশক এবং ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, দদ্রু, পামা, কফ, শ্বাস ও ক্রিমি রোগের শান্তিকারক। চক্রমর্দ্দের পত্র অম্লরস, বাত-কফনাশক এবং দদ্রু, কণ্ডু, কাস, শ্বাস, কৃমি ও কুষ্ঠরোগের উপকারক। চক্রমর্দ্দের ফল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য বায়ুনাশক এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, কাস, শ্বাস গুল্ম, কৃমি ও বিষদোষের হিতকর।

চক্রবাক।—(Anas casarca.) Rudygoose. চক্রবাক একপ্রকার পক্ষী। ইহাকে বাঙ্গালায় চকা বা রামচকা কহে। ইহারা নদীতীরে চরে, দেখিতে শঙ্খচিলের ন্যায়। চক্রবাকের মাংস মধুর-কটুরস, কটু-বিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক বলকারক, বায়ুনাশক ও সর্ব্বশূলনিবারক।

চঙ্‌ক্রমণ।—চঙ্‌ক্রমণের বাঙ্গালা নাম পুনঃপুনঃ ভ্রমণ। যেরূপ চঙ্‌ক্রমণে শরীর পরিশ্রান্ত না হয়, সেইরূপে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রীতিকর প্রবাত স্থানে ভ্রমণ করিলে, আয়ু বল মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয় সকল

প্রসন্ন হয় এবং কফ ও মেদোধাতুর উপশম হইয়া থাকে। অধিক ভ্রমণ করিলে অথবা খালিপায়ে ভ্রমণ করিলে, শরীর অসুস্থ হয়, কান্তি সৌকুমার্য্য নষ্ট হয়, আয়ু ও বলের হানি হয় এবং দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হইয়া থাকে।

চটক।—(Sparrow.) চটককে বাঙ্গালায় চড়াই পাখী, হিন্দীতে চবুড়ৈয়া ও মহারাষ্ট্রদেশে চিমণা কহে। গৃহচটক ও বনচটকভেদে চটক দুই প্রকার। উভয় চটকের মাংস স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, পথ্য, বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। চটকের ডিম্ব হংসডিম্বের ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

চণক।—(Cicerariatinum.) Gram or chick pea. চণকের বাঙ্গালা নাম বুট ও ছোলা। হিন্দীতে ইহাকে চণা বা চানা, মহারাষ্ট্রদেশে চণা এবং কর্ণাটদেশে কড়লে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরিমন্থক, হরিমন্থজ, সুগন্ধ, কৃষ্ণচঞ্চুক, বালভোজ্য, বাজিভক্ষ্য, কঞ্চুকী ও বালভৈষজ্য। ছোলা মধুররস, রুক্ষ, রুচিকারক, কান্তি বর্ণ ও বলের বৃদ্ধিকারক, বাত-পিত্তকারক, আধ্মানজনক এবং রক্ত, কফ, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, কণ্ঠরোগ, পীনস, প্রতিশ্যায়, কৃমি ও মেহরোগের হিতকর। ছোলার ডা'লের যূষ মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, বায়ুবিকারজনক এবং কফ, শ্বাস, কাস, পীনস ও রক্তপিত্তরোগের হিতকর। কাঁচা ছোলা, অতিকোমল, শীতল, রুচিকারক এবং পিত্ত ও শুক্রের হানিকারক। কাঁচা ছোলা ভাজা রুচিকারক, গুরুপাক ও বলবর্দ্ধক। শুষ্ক ছোলা ভাজা রুক্ষ এবং বায়ু ও কুষ্ঠের প্রকোপকারক। ভিজা ছোলা কফ-পিত্তনাশক ও রক্তদোষের উপকারক। ছোলার শাক অম্লরস, দুর্জর, রুচিকারক, কফ-বাতজনক, পিত্তনাশক, বিষ্টম্ভকারক ও দন্তশোথনিবারক। ছোলাভিজার বাসি জল শীতল, পিত্তনাশক, সন্তর্পণ ও পুষ্টিকারক।

চণকরোটিকা।— ছোলার বেসনের রুটীকে চণকরোটিকা কহে। ইহা গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত ও রক্তের হানিকারক।

চণকাম্লক।—ছোলার শাক বা গাছছোলার নাম চণকাম্লক। হিন্দীতে ইহাকে চণকখোণী কহে। ইহা লবণযুক্ত অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, এবং অজীর্ণ, শূল ও মল-মূত্রাদির বিবন্ধের উপকারক।

চণিকা।—চণিকা একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোহৃষ্কদা, সুনালা, ক্ষেত্রজা ও হিমা।

চলিত কথায় ইহাকে চোণার শাক কহে। ইহা মধুররস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পশুদিগের বিশেষ উপকারক।

চণ্ডালকন্দ।—চণ্ডালকন্দ এক প্রকার কন্দের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে চণ্ডালকন্দ এবং কর্ণাটদেশে মাদগে গড্ডে কহে। একটি হইতে পাঁচটি পর্য্যন্ত দলযুক্ত পাতার ভেদানুসারে ইহা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। সকল চণ্ডালকন্দই মধুররস, রসায়ন এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিষদোষ ও ভূতাবেশের উপকারক।

চন্দন।—Sandal. (Sirium myrtifolium.) চন্দন একপ্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, একাঙ্গ, পটীর, বর্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ, যামা, সর্পেষ্ট, পীতসার, শ্রীখণ্ড, মহার্হ, শ্বেতচন্দন, গোশীর্ষ, তিলপর্ণ, মঙ্গল্য, মলয়োদ্ভব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সর্পাবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগিবল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈলপর্ণিক, চন্দ্রদ্যুতি, সর্পাষ্ট, ভদ্রপ্রিয় ও হিম। শ্রীখণ্ড, শবর, পীত, রক্ত, বর্ব্বর, হরিগন্ধ প্রভৃতি নাম ও রূপভেদে চন্দন বহুবিধ। প্রত্যেক চন্দনের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ঐ সকল নামানুসারে লিখিত হইবে। সাধারণতঃ সকল চন্দনই তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, প্রীতিকর, বলকারক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও বিষদোষের উপশমকারক।

চন্দ্রকমৎস্য।—চন্দ্রক মৎস্যের বাঙ্গালা নাম চাঁদা মাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চলৎপুপিকা, চঞ্চলা ও চন্দ্রিকা। ইহা মধুর-রস, বলকারক এবং নাতিশ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চন্দ্রকান্তমণি।—চন্দ্রকান্তমণি ঈষৎ পীতবর্ণ, স্বচ্ছ, এবং চন্দ্রোদয়ে ইহা হইতে জল নিঃসৃত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চন্দ্রমণি, চান্দ্র, চন্দ্রোপল, ইন্দুকান্ত, চন্দ্রাশ্মা, সংপ্লবোপল, শীতাশ্মা, চন্দ্রিকাদ্রাব ও শশিকান্ত। এই মণি শীতল, স্নিগ্ধ, প্রীতিকর, মঙ্গলপ্রদ এবং সন্তাপ, রক্তপিত্ত, গ্রহদোষ ও অলক্ষ্মীর নিবারক। চন্দ্রকান্তমণিনিঃসৃত জল গঙ্গাজলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ নির্ম্মল, লঘু এবং মূর্চ্ছা, দাহ, রক্তপিত্ত, কাস ও মদাত্যয় রোগের শান্তিকারক।

চন্দ্রভাগাজল।— চন্দ্রভাগা নামক নদীর জল সুশীতল, পিত্ত-দাহনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক।

চন্দ্রশূর।—চন্দ্রশূরকে বাঙ্গালায় হালিম ও চাঁদশূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশু-

মোহনকারিকা, নন্দিনী, কারনী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা। ইহা বলকারক, পুষ্টিজনক এবং বাতশ্লেষ্মা, অতিসার, হিক্কা ও রক্তদোষের হিতকর।

চমরী।—চমরী গোজাতীয় একপ্রকার পশুর নাম। ইহার পুচ্ছের লোম হইতে চামর প্রস্তুত হয়। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে চবরীগায় ও কর্ণাটভাষায় হংহি কহে। ইহার মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ এবং বায়ু পিত্ত ও কাসরোগের উপকারক।

চম্পক।—(Micholia champaca.) চম্পককে বাঙ্গালায় চাঁপা ফুল, হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় চম্পা এবং কর্ণাটদেশে সম্পগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চাম্পেয়, হেমপুষ্পক, কটু, উগ্রগন্ধ, কুসুমাধিপ, নাগপুষ্প, কুসুমাধিরাট্, পুণ্যগন্ধ, স্বর্ণপুষ্প, শীতলচ্ছদ, সুভগ, ভৃঙ্গমোহী, শীতল, ভ্রমরাতিথি, সুরভি, দীপপুষ্প, স্থিরগন্ধ, অতিগন্ধক, স্থিরপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প, হেমাহ্ব, সুকুমার ও বনদীপ। চাঁপাফুলের গাছ কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, দাহ, কৃমি, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বাতরক্ত ও পিত্তের হিতকর। চাঁপার ফুল সুগন্ধি, নাতিশীতোষ্ণ বীর্য্য, কফনাশক ও রক্তপিত্তনিবারক।

চম্পক কদলী।—চম্পককদলীকে বাঙ্গালায় চাঁপা কলা কহে। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক কফজনক ও বাতপিত্তনাশক।

চম্পাকুন্দ মৎস্য।—বাঙ্গালায় ইহাকে চাপলা মাছ বা চাঁদকড়া মাছ কহে। এই মাছ মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

চবিকা।—(Piper chaba. Syn. Chavica. officinarum.) চবিকা একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে চই এবং তেলেঙ্গুভাষায় সেবামু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর চব্য, চব্যা, চবিক, চবী, চবি, পুরন্দর, তেজোবতী, কোলা, নাকুলী, উষণা, বশির, গন্ধনাকুলী, বল্লী, করিকণাবল্লী, কুকর ও কুটিলসপ্তক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলভেদক, কফনাশক এবং শ্বাস, কাস ও শূলরোগের উপকারক।

চাঙ্গেরী।—Wood sorrel, (Oxalis monadelpha.) চাঙ্গেরীকে বাঙ্গালায় আমরুলশাক, হিন্দীতে চৌপতিয়া, মহারাষ্ট্রদেশে আম্বর্তী এবং কর্ণাট-ভাষায় পুলুমুণিসে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অম্ললোণিকা,

চুক্রিকা, দন্তশঠা ও অম্বষ্ঠা। আমরুল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং কফ, বায়ু, অতিসার, গ্রহণী ও অর্শোরোগের শান্তিকারক। আমরুলের রস আমাশয়রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

চাণক্য মূলক।—চাণক্য মূলকের অপর নাম চণকমূলী। ইহা মূলার ন্যায় একপ্রকার কন্দ। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে পোরমূলা এবং কর্ণাটদেশে দোড়মূলঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বানেয়, বিষ্ণুগুপ্তক, স্থূলমূল, মহাকন্দ, কৌটিল্য, মরুসম্ভব, শালাককটুক ও মিশ্র। চাণক্য মূলক কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক এবং কফ, বায়ু, ক্রিমি ও গুল্মরোগের উপকারক।

চাতক পক্ষী।—চাতক পক্ষীকে বাঙ্গালায় চাতক এবং হিন্দীতে তোক্লা কহে। ইহার মাংস লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তিকারক।

চাতুর্জাতক।—বড় এলাচ, তেজপত্র, দারুচিনি ও নাগেশ্বর, সমপরিমিত এই চারিটী দ্রব্যের মিলিত পারিভাষিক নাম চাতুর্জাতক। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণকারক ও বিষদোষের নিবারক।

চারক।—চারকের নামান্তর পিয়াল। ইহার বীজকে বাঙ্গালায় চারদানা ও পেয়াল বীজ মহারাষ্ট্র-দেশে চারলী এবং কর্ণাটদেশে চার-বীজ কহে। পিয়ালের পক্ক ফল গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। বীজ মধুর-রস, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্ত-দাহনাশক।

চারুক।—শরের বীজের নাম চারুক। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘু, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুপ্রকোপক এবং রক্তপিত্ত ও কফের উপকারক।

চিঙ্গট ও চিঙ্গটী মৎস্য।—চিঙ্গটকে বাঙ্গালায় মোচা চিংড়ী বা গল্দাচিংড়ী এবং চিঙ্গটীকে ছোটচিংড়ী বা গুষোচিংড়ী কহে। চিঙ্গটের সংস্কৃত পর্য্যায় মহাশল্ক, বৃহচ্ছল্ক, জলবৃশ্চিক ও চিঙ্গড়। মোচাচিংড়ী মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক এবং মেদঃ, পিত্ত ও রক্তের উপকারক। ছোটচিংড়ী মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, বায়ুনাশক ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চিচিণ্ডা।—(Trichosanthes anguinae) চিচিণ্ডা একপ্রকার লতা-ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে চিচিঙ্গা বা চিচিণ্ডা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়

শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকুলক। ইহা রুচিকর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং শোষরোগে পথ্য।

চিঞ্চাতৈল।—তেঁতুলের সংস্কৃত নামান্তর চিঞ্চা; তেঁতুলের বীজ হইতে যে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাকে চিঞ্চাতৈল কহে। সেই তৈল কষায়রস, কটুবিপাক, অনতিশীতল, বমনকারক, রুচিকর এবং কফবায়ুনাশক।

চিঞ্চোটক।—(Marsilea dentata.) মুতা বা কেশুরের ন্যায় এক প্রকার ক্ষুদ্র কন্দের নাম চিঞ্চোটক। বাঙ্গালায় ইহাকে চেঁচড়া কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অঙ্কোলোড্য। চিঞ্চোটকের গুণ কেশুরের ন্যায়, বিশেষতঃ ইহা শীতল, গুরুপাক ও অজীর্ণকারক।

চিত্রক।—(Plumbago Zeylanica.) চিত্রক এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্রদেশে চিত্রকু এবং তেলেগুভাষায় চিত্রমূলমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণবর্ণা, জাতবেদা, বৈশ্বানর, শিখাবান্, শুচি, শুষ্মা, সপ্তার্চ্চি, হিমারাতি, হিরণ্যরেতা, অগ্নি, শার্দ্দূল, চিত্র, পাঠীকুট, কৃশানু, দহন, ব্যাল, জ্যোতিষ্ক, পালক, অনল, দারুণ, বহ্নি, পাবক, শম্বর, পাঠী, দ্বীপী, চিত্রাঙ্গ, দাহক ও শূর। শ্বেত ও রক্তভেদে চিতা দুই প্রকার। তন্মধ্যে রক্তচিতাই উৎকৃষ্ট। চিতামূল কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মা, শ্লেষ্মপিত্ত কৃমি, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, কাস, গ্রহণী ও শোষরোগের উপকারক। চিতামূল বাহ্যপ্রয়োগে ফোস্কাকারক।

চিত্রফল মৎস্য।—(Mystus chitala.) চিত্রফল মৎস্যের অপর নাম চিত্তল মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে চিতল মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বলকারক।

চিত্রাঙ্গ।—চিত্রাঙ্গ এক প্রকার হরিণের নাম। এই হরিণের মাংস দুর্জ্জর, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ুনাশক ও মেদোবৃদ্ধিকারক।

চিপিটক।—চিপিটকের সংস্কৃত নামান্তর পৃথুক, চিপীটক, চিপুট, চিবিট ও ধান্যচমস। বাঙ্গালায় ইহাকে চিড়া এবং হিন্দীতে চুড়া কহে। প্রথমতঃ ধান সিদ্ধ করিয়া পরে সেই সিদ্ধ ধান অল্প ভাজিয়া ঢেঁকিতে কুট্টিত করিলে চিড়া প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও কফবর্দ্ধক।

চির্ভটী।—চির্ভটী এক প্রকার কাঁকুড়ের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁকুর ও গোমুক, হিন্দীতে ভুকুর এবং মহারাষ্ট্রদেশে বেলসেন্ধাকং অরমেকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুচিত্রা, চিত্রফলা, ক্ষেত্রচির্ভিটী পাণ্ডুফলা, পথ্যা, রোচনফলা, চির্ভিটা ও কর্ক চির্ভিটা। ইহা মধুররস, রুক্ষ, গুরু-পাক, মলরোধক, বিষ্টম্ভকারক এবং পিত্ত-কফনাশক। কচি চির্ভটী ঈষৎ অম্লযুক্ত তিক্তরস। শুষ্ক চির্ভটী রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, অরুচি ও জড়তার নিবারক। পক্ব চির্ভটী উষ্ণবীর্য্য ও পিত্তবর্দ্ধক। চির্ভটীর ফুল ত্রিদোষবর্দ্ধক।

চিলিচিম্ মৎস্য।—চিলিচিম মৎস্য রুই মাছের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট, কিন্তু গাত্রে রক্তবর্ণ দাগ থাকে, অনেক সময়ে ইহারা ডাঙ্গাতেও চরিয়া বেড়ায়। এই মাছ মধুররস, গুরু-পাক ও অত্যন্ত কফবর্দ্ধক।

কেহ কেহ "ননাচেলা মাছ" ও চ্যাং মাছকে চিলচিম বলেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। ননাচেলা মাছ ও চ্যাংমাছ উভয়ই লঘু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-নাশক।

চিল্লিকা।—চিল্লিকা বেতো শাকের ন্যায় এক প্রকার শাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চিল্লী, তুনী, অগ্র-লোহিতা, মৃদুপত্রী, ক্ষারদলা, ক্ষারপত্রা, মহদ্দলা, বাস্তুকী ও গৌড়বাস্তুকী। হিন্দীতে ইহাকে চিলারী কহে। সাদা, লাল ও শুনক চিল্লিকা নাম-ভেদে এই শাক তিন প্রকার। শ্বেত-চিল্লী মধুররস, শীতল, পথ্য, ত্রিদোষ-নাশক ও অরঘ্ন। রক্তচিল্লী ঈষৎ লবণমিশ্রিত মধুররস, রুচিকর, পথ্য, শ্লেষ্ম-পিত্ত নাশক এবং প্রমেহ ও মূত্র-কৃচ্ছ্রের উপকারক। শুনকচিল্লী কটু-রস, তীক্ষ্ণ এবং কণ্ডু ও ব্রণের উপশম-কারক। যে চিল্লীশাকের পাতা ছোট ছোট, তাহার গুণ বেতোশাকের ন্যায়

চিবিল্লিকা।—চিবিল্লিকা এক প্রকার শাকের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে ইহাকে চিবিলী ও কিরুং-গোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তদলা, ক্ষুদ্রঘোলী ও মধুমাল-পত্রিকা। ইহা কটু-কষায়রস, রসায়ন এবং জ্বর ও অতিসার রোগের হিত-কারক।

চিহ্লক।—চিহ্লক একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চিহ্লা ও হিন্দীতে চিহ্ল কহে। ইহা অগ্নি-বর্দ্ধক, ধাতুপোষক এবং বাতশ্লেষ্ম-নাশক। ইহার ফল বিষাক্ত ও মৎস্য-নাশক।

চীড়া।—পঞ্জাবদেশীয় এক প্রকার দেবদারুর নাম চীড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দারুগন্ধা, গন্ধবধূ, গন্ধমাদনী, তরুণী, তারা, ভূতমারী, মঙ্গল্যা, কপটিনী ও গ্রহভীতিজিৎ। এই দেবদারু অতিশয় সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক ও কাসনাশক। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তদোষ, ভ্রম ও শ্রান্তির নিবারণ হয়।

চীনকধান্য।—চীনক ধান্যকে বাঙ্গালায় কাংনী ধান কহে। ইহা রুক্ষ, শোষক, বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

চীনকর্পূর।—চীনকর্পূর এক প্রকার কর্পূরের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চীনের কর্পূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চীনক, কৃত্রিম, ধবল, কটু, মেঘসার, তুষার, দীপক ও কর্পূরজ। ইহা কটু-তিক্তরস, ঈষৎ শীতল, পাচক এবং কফ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্রিমি, কণ্ঠরোগ ও বমনরোগের শান্তিকারক।

চীনাকর্কটী।—চিত্রকূটদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার কাঁকুড়ের নাম চীনা কর্কটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রাজ কর্কটী, সুদীর্ঘ, রাজিফলা, বালা, ও কুলককটী। চীনাকর্কটী মধুররস, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিজনক এবং পিত্ত, দাহ ও শোষ রোগের উপশমকারক।

চীরুক।—চীরুক একপ্রকার ফলের নাম। ইহাকে চলিত কথায় চেঁউর কহে। চেঁউর অম্লরস, রুচিকারক, কফবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং দাহজনক।

চুক্র।—(Distilled vinegar.) চুক্র একপ্রকার কাঁজির নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সহস্রবেধ, রসাম্ল, চুক্রবেধক, শাকাম্লভেদন, চক্র, অম্লসার ও চুক্রিকা। এই কাঁজি অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলভেদক, শ্লেষ্মনাশক এবং মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, গুল্ম, শূল, আমবাত, বমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য ও মুখের বিরসতার শান্তিকারক।

ইহা ভিন্ন একপ্রকার মদ্য বিশেষের নামও চুক্র আছে। দধির মাত, কাঁজি, মধু ও গুড় প্রভৃতি পদার্থ একত্র পচাইয়া লইলে, চুক্র নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা তিক্ত-অম্ল-মধুর রস, কফপিত্তনাশক এবং নাসারোগ, শিরোরোগ ও দুর্গন্ধের নিবারক।

চুক্রশাক।—চুক্র নামক অম্লরসযুক্ত দুই প্রকার শাক আছে। এক প্রকারকে বাঙ্গালায় চুকাবেতো, মহারাষ্ট্রদেশে চুকাবড়িলি এবং কর্ণাট

প্রভৃতি প্রদেশে আম্ববতী ও ছুলিকক্কোত কহে। অপর একপ্রকারকে বাঙ্গালায় চুকাপালং কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চুক্রবাস্তুক, লিকুচ, অম্লবাস্তুক, ছলাম্ল, অম্লাদি, অম্লশাকাখ্য ও হিলমোচিকা। চুকাবোতাশাক অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং বাতগুল্মনাশক। চুকাপালং অম্ল-মধুর রস, লঘুপাক, রুচিকারক, গুরুপাক, দুর্জর, মলভেদক, বায়ুনাশক ও পিত্তকারক।

চুচ্চুশাক।—চুচ্চুশাকের অপর নাম সুনিষণ্ণক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুষুনিশাক কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল পিচ্ছিল, লঘুপাক, মলরোধক, নিদ্রাকারক এবং ক্রিমি ও ব্রণ রোগের উপকারক।

চুঞ্চুশাক।—(Marsilea dentata.) চুঞ্চুশাককে বাঙ্গালায় চেঁচকো, হিন্দীতে চেঞ্না এবং তেলেগু ভাষায় চিন্তচেট্টু কহে। ছোট বড় ভেদে এই শাক দুই প্রকার। বড় চুঞ্চু কটু-কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, মলশোধক, রসায়ন এবং গুল্ম, শূল, উদর, অর্শঃ ও বিষদোষের শান্তিকারক। ছোট চুঞ্চু কটু-কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং মলবিবন্ধ শূল, গুল্ম, অর্শঃ প্রভৃতির উপকারক।

চুম্বকলৌহ।—চুম্বকলৌহ কান্তলৌহের প্রকারভেদ। ইহা শীতল, বমনকারক এবং মেদোরোগ, বিষদোষ ও সংযোগজ বিষের উপশমকারক।

চূর্ণ।—চূর্ণের বাঙ্গালা নাম চুণ। শাঁক, শামুক, ঝিনুক, পাথর ও ঘুটিং প্রভৃতি পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল দ্রব্যের ভেদানুসারে প্রত্যেক চুণের গুণও কিছু ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ সকল চুণই কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং শূল, অম্লপিত্ত, ক্রিমি, ব্রণ ও মেদোরোগের উপশমকারক। চুণের জল অর্থাৎ চুণে অধিক পরিমাণে জল দিয়া তাহা বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে উপরে যে স্বচ্ছ জল জমে, সেই জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইলে, শিশুদিগের দুধতোলা রোগ এবং বয়স্কদিগের মধুমেহ, শূল ও অম্লপিত্ত রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

চুলিকা।—চুলিকার অপর নাম লোচিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে লুচি কহে। লুচি মধুররস, কিঞ্চিৎ অম্লপাকী, রুক্ষ, মলরোধক এবং বাত-

শ্লেষ্মা,আমদোষ, গ্রহণী ও কাসরোগের হিতকর।

চেলান।—চেলান একপ্রকার তরমুজ-জাতীয় লতাফলের নাম। দেশ-ভেদে ইহা চেলনা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অল্পপ্রমাণক, চিত্রফল, সুখাশ, রাজভিনিষ, লতা-পনস, নাটাম্র ও মেট। এই ফল মধুর রস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক এবং বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

চোরক।—চোরক একপ্রকার গ্রন্থিপর্ণ অর্থাৎ গেঁটেলা। নেপালদেশে ইহাকে ক্রটেউর, মহারাষ্ট্রাদি দেশে গাঠিবনা এবং পার্ব্বতীয় দেশে চোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চক্রুলীন, ক্রোধমূর্চ্ছিত, বিরোধ,কোরক, ধনহরী, চণ্ডা ক্ষেম, রাক্ষসী, গণহাসক, শঙ্কিত, খড়্গ,দুষ্পত্র, ক্ষেমক, রিপু, চপল, ধূর্ত্ত, কিতব, পটু, নীচ, নিশাচর, কোপনক, চোর, ফলচোরক, দুষ্কুল, গ্রন্থিল, সুগ্রন্থি, পর্ণচোরক ও গ্রন্থিদল। চোরক তীব্রগন্ধ বিশিষ্ট, তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-কফনাশক এবং অজীর্ণ, ক্রিমি, নাসারোগ ও মুখরোগের উপকারক।

ছাগলান্ত্রী।—ছাগলান্ত্রীর অপর নাম নীলবুহ্না। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলগাছ কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর রস, লঘুপাক, মলরোধক, বায়ু-বর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত ও কফের শান্তি-কারক।

ছত্রধারণগুণ।—ছাতা মাথায় দিয়া ভ্রমণ করিলে, বৃষ্টি আতপাদির নিবারণ হয় এবং বল, বর্ণ, ওজঃ ও দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছত্রিকা।—একপ্রকার উদ্ভিদের নাম ছত্রিকা। বাঙ্গলায় ইহাকে কোঁড়ক ছাতা, পাতালফোড় ও ভুঁইফোড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোময়-ছত্রিকা, দিলীর, শিলীন্ধ্র, বসারোহ, গোলাস, উধাঙ্গ ও উচ্ছিলিন্ধ। স্থান-ভেদে ইহা নানাপ্রকার হইয়া থাকে। অপরিষ্কৃত এবং কদর্য্য স্থানে যে সকল ছত্রিকা জন্মে, তাহা অত্যন্ত দোষ-জনক। খড়ের পোয়াল প্রভৃতি স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা রুক্ষ ও মধুরবিপাক। অন্যান্য স্থানজাত ছত্রিকা মধুর-কষায় রস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক এবং কফ, জ্বর, অতিসার ও বমন রোগের হিতকর।

ছাগদুগ্ধ।—ছাগলের দুধকে মহারাষ্ট্রীয় দেশে শেলীদুধ ও কর্ণাট-দেশে পুট্ট আড়িনহালু কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মল-রোধক, ত্রিদোষনাশক এবং পিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয় ও রক্তাতিসারের উপকারক। মোটা ছাগল অপেক্ষা

ক্ষীণ ছাগলের দুগ্ধ অধিক গুণশালী।

ছাগদুগ্ধের দধি অম্ল-মধুর-কষায় রস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তের প্রসন্নতাকারক, বাত-কফনাশক এবং শ্বাস, কাস ও অর্শো-রোগের হিতকারক। ছাগদুগ্ধের মাখন মধুর-কষায় রস, লঘু, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, ত্রিদোষনাশক ও চক্ষুর উপকারী। টাট্‌কা মাখন অতিশয় অগ্নিবর্দ্ধক, অধিক বলকারক এবং ক্ষয়, কাস, নেত্ররোগ ও কফের শান্তিকারক। ছাগদুগ্ধের ঘৃত অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর উপকারক এবং কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা ও কফ-রোগের হিতকর। ছাগদুগ্ধের ঘোল লঘুপাক, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক এবং গুল্ম, অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু ও শোথরোগের উপশমকারক।

ছাগমাংস।—ছাগ একপ্রকার গ্রাম্য পশু। ইহার মাংস মধুর রস, নাতিশীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, রুচি-কারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, ধাতু-সাম্যকারক, বাত-পিত্তনাশক ও নির্দ্দোষ। ছাগশিশুর মাংস শীতল, লঘু, বলকারক ও প্রমেহনাশক। বৃদ্ধ ছাগের (বুড় পাঁটার) মাংস গুরু-পাক, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক। কৃত নপুংসক ছাগের (খাসির) মাংস গুরু-পাক, কফবর্দ্ধক, বলকারক, মাংস-বর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক ও স্রোতঃ-শুদ্ধিকারক। নপুংসক ছাগের মাংস খাসির মাংসের প্রায় সমান গুণবিশিষ্ট। ছাগের অণ্ড রুচিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। ছাগীর মাংস কষায়-মধুর রস, লঘু, শীতল, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, জ্বর ও অতিসার রোগের হিতকর। প্রসূতা ছাগীর মাংস ইহা অপেক্ষা হীনগুণ।

ছাগলক মৎস্য।—ছাগলক মৎস্যকে বাঙ্গালায় আড়্‌মাছ কহে। ইহা মধুর রস, বলকারক, রুচিজনক ও কফবর্দ্ধক।

ছাত্রক মধু।—পীত ও পিঙ্গল বর্ণ মক্ষিকাবিশেষ ছত্রাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্র মধু। এই মধু কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, সন্তর্পণ, এবং ভ্রম মূর্চ্ছা ও বিষক্রিয়ার প্রকাশক।

ছায়া।—রৌদ্রশূন্যতাকে ছায়া কহে। ছায়া শীতল এবং দাহ ও শ্রান্তির নিবারক। বিশেষতঃ মেঘের ছায়া শ্রান্তি, ভ্রান্তি, মূর্চ্ছা ও সন্তা-পের উপশমকারক এবং বটবৃক্ষের

ছায়া বল ও বর্ণের উৎকর্ষসম্পাদক।

ছিক্কর।—ছিক্কর একপ্রকার আরণ্য জীব। ইহার মাংস মধুররস, লঘুপাক, পুষ্টিকর, দোষনাশক, জ্বররোগে হিতকর এবং হরিণমাংসের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ছিক্কিকা।—(Artemisia sternutatoria.) ছিক্কিকাকে বাঙ্গালায় হেঁচেতা এবং হিন্দিতে নাকছিক্নী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছিক্কনী, উগ্রা ও উগ্রগন্ধা। ছিক্কিকার গাছের বা ফলের আঘ্রাণ লইলে হাঁচি হইয়া থাকে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কৃমি, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক।

জগল।—ভাতের মদ অর্থাৎ পাঁচি মদকে সংস্কৃত ভাষায় জগল কহে। ইহা, রুক্ষ, পাচক, মলরোধক, মেদোবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভকারক এবং দোষপরিপাচক।

সুরাকল্ক অর্থাৎ মদের মেয়ারও নাম জগল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মেদক ও মদ্যপঙ্ক। সুরাকল্ক উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, মলরোধক এবং তৃষ্ণা, শোথ, কফ, প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শঃ, বায়ু ও শোষ রোগের উপকারক।

জঙ্গম বিষ।— সর্প-বৃশ্চিকাদি বিষাক্ত প্রাণীর বিষকে জঙ্গম বিষ কহে। দংশনাদি দ্বারা এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, লোমহর্ষ, অতিসার এবং দষ্ট স্থানে শোথ ও পাকাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। সর্পাদি তীক্ষ্ণ-বিষাক্ত প্রাণীর বিষে সহসা প্রাণ-বিনাশ ঘটিয়া থাকে।

জঙ্ঘালমৃগ।—এণ, হরিণ, প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মৃগবিশেষকে জঙ্ঘালমৃগ কহে। জঙ্ঘালমৃগের মাংস মধুর-কষায়রস, লঘু, তীক্ষ্ণ, বলকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং বস্তিশোধক।

জটামাংসী।—(Valeriana jatāmānsi) জটামাংসী একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে জটামাংসী এবং হিন্দীতে কন্নচর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নলদ, বহ্নিনী, পেষী, মাংসী, কৃষ্ণজটা, জটী, কিরাতিনী, জটিলা, লোমশা, তপস্বিনী, মিষিকা, ভূতজটা, ক্রব্যাদী, পিশিতা, পিশী, পেশী, পেশিনী, জটা, হিংস্রা, মাংসিনী, জটালা, নলদা, মেষী, তামসী, চক্রবর্ত্তিনী, মাতা, অমৃতজটা, জননী, জটাবতী, মৃগভক্ষা, জড়ামাংসী, মিংসি, মিসি, মিসী, মিষী ও

মিসিকা। জটামাংসীর আকার পিঙ্গলবর্ণ ছোট ছোট জটার ন্যায়। সাধারণ জটামাংসী, সুগন্ধ জটামাংসী ও সূক্ষ্ম জটামাংসী ভেদে জটামাংসী তিন প্রকার, তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণ সেই সেই নামানুসারে লিখিত হইবে। সাধারণতঃ সকল জটামাংসী কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, কান্তিজনক, বলকারক, কফ-পিত্ত-নাশক এবং রক্ত, দাহ, বিসর্প, কুষ্ঠ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক। জটামাংসী বাহ্য প্রয়োগে শরীরের রুক্ষতা ও জ্বর নাশ করে।

জন্তুকা।—জন্তুকা মালবদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার লতা। হিন্দীতে ইহাকে পাপড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জন্তুকা, জন্তুকারী, জননী, চক্রবর্ত্তিনী, তীর্য্যক্‌ফলা, নিশান্ধা, সুপত্রিকা, বহুপুষ্পী, রাজপুত্রা, জনেষ্টা, কপিকচ্ছুফলোপমা, রঞ্জনী, সূক্ষ্মবল্লী, ভ্রমরী, কৃষ্ণবল্লিকা, বিচ্ছুলিকা, কৃষ্ণ-কৃতা, গ্রন্থিপর্ণা, স্বর্ণচিকা, তক্রবল্লী ও দীর্ঘফলা। জন্তুকা তিক্তরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কারক এবং রক্ত-পিত্ত, কফ, দাহ, তৃষ্ণা ও বমন রোগের হিতকর।

জপাপুষ্প।—জপাপুষ্পের নামান্তর জবা, ওড্রাখ্যা, রক্তপুষ্পী, অর্কপ্রিয়া, রবিপুষ্পী, প্রতিকা, হরি-বল্লভা ও ওড্রপুষ্প। বাঙ্গালায় ইহাকে জবাফুল কহে। শ্বেত ও রক্তবর্ণ পুষ্প-ভেদে জবাফুল দুইপ্রকার। উভয় জবাফুলই কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ু-নাশক, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) রোগের নিবারক, কৃমিজনক ও বমনকারক।

জম্বীর।—(Citrus medica, Citrus acida.) জম্বীরকে বাঙ্গালায় জামীর ও গোঁড়ানেবু, হিন্দীতে জম্বীরী ও নিম্বু, মহারাষ্ট্র দেশে ইড়, কর্ণাট-দেশে কঞ্চিলে এবং তেলেঙ্গভাষায় নিম্মচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর, জন্তুক, জন্তুর, দন্তহর্ষণ, দন্তকর্ষণ, গম্ভীর, জম্ভির, জম্ভী, জম্ভল, রেবত, বক্ত্রশোধী, দন্ত-হর্ষক, রোচনক, মুখশোধী ও জাড্যারি। জামীর ছোট বড় ভেদে দুই প্রকার। বড় জামীর অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, গুরুভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মুখ-পরিষ্কারক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ক্রিমি, পার্শ্বশূল, বায়ু ও দুর্গন্ধের নাশকারক। ছোট জামীরের অপক্ব ফল অম্ল-মধুর রস, রুচিকারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলকারক, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রকোপক এবং তৃষ্ণা ও বমনের নিবারক। পক্ব ফল মধুররস, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, বর্ণ ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক,

কফনাশক এবং পিত্ত ও রক্তদোষের উপকারক।

জম্বু।—(Ugenia jambolana. Syn. Syzigium jambolanum.) জম্বু একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জাম, হিন্দীতে জাঁমু, মহারাষ্ট্রদেশে জাম্বুক, কর্ণাটদেশে নেরিলুনা এবং তেলেগু ভাষায় নেরড়ু চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জাম্বু, জম্বুল, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মোদমোদিনী। ছোট বড় ও বনজামভেদে জাম তিন-প্রকার। তন্মধ্যে ছোটজামের সংস্কৃত পর্য্যায় সূক্ষ্মকৃষ্ণফলা, দীর্ঘপত্রা ও মধ্যমা; বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষুদে জাম কহে। বড়জামের সংস্কৃত পর্য্যায় মহাজম্বু, মহাপত্রা, রাজজম্বু, বৃহৎফলা, ফলেন্দ্র, নন্দ, মহাফলা ও সুরভিপত্রা; বাঙ্গালায় ইহাকে ফলন্দা জাম কহে। বন জামের সংস্কৃত পর্য্যায় ভূমিজম্বু, কাকজম্বু, নাদেয়ী, শীতপল্লবা, সূক্ষ্মপত্রা ও জলজম্বুকা। জামের গাছ কষায়-মধুর রস, পাচক, বিষ্টম্ভকারক এবং কফ, কাস, ক্রিমি, শ্বাস, শ্রম, পিত্ত, দাহ, কণ্ঠশোষ ও অতিসার রোগের উপকারক। সাধারণতঃ পাকা জাম-ফল মধুর-অম্ল-কষায়রস, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ, রুচিকর ও বাত-কফ-নাশক। নামভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জামের গুণও কিছু পৃথক, নামানুসারে সেই সকল গুণ বিশেষরূপে লিখিত হইবে।

জয়ন্তী।—(Eachynomene sesban or sesbania aculeatia.) জয়ন্তী একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। ইহার ফুল শণফুলের ন্যায়। জয়ন্তীকে হিন্দীতে জৈৎ এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট-দেশে যোরেরি ও তোগরসে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জয়া, তর্কারী, নাদেয়ী, বৈজয়ন্তিকা, জৈত্রী, বলা, মোটা, হরিতা, বিজয়া, সূক্ষ্মমূলা, বিক্রান্তা ও অপরাজিতা। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর উপকারক এবং বায়ু, ভূতাবেশ ও সংযোগজ বিষের শান্তিকারক। বাহ্যপ্রয়োগে অর্থাৎ জয়ন্তীপাতার গরম প্রলেপে শোথ, কোষবৃদ্ধি ও গলগণ্ড প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকার হয়।

জয়পাল।—জয়পাল এক-প্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জৈপাল, সারক, রেচক, তিন্তিড়ী-ফল, দন্তীবীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ, ঘণ্টাবীজ, ঘণ্টিনীবীজ, নিকুম্ভাখ্য বীজ, শোধনী বীজ ও চক্রদন্তীবীজ। জয়পালের বীজ

ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে। জয়পাল-বীজ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অতিশয় উগ্র বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বমনবেগকারক এবং কৃমি, কফ, বায়ু ও উদরবেগের উপশমকারক। ইহা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। খোষাশূন্য বীজ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যস্থ পাতার ন্যায় পদার্থ ফেলিয়া দিবে এবং দোলা-যন্ত্রে দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। তাহা হইলেই জয়পাল শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরে তাহার তৈল বাহির করিয়া ফেলিবে এবং চূর্ণ করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিবে। জয়পাল বীজের তৈল অত্যন্ত উগ্র বিরেচক, ইহা মর্দ্দন করিলেও আনাহ, উদর, ধনুস্তম্ভ, সন্ন্যাস, শিরোরোগ, জ্বর, উন্মাদ, আমবাত, শোথ, পক্ষাঘাত ও কাসরোগের উপশম হয়।

জরড়ী।—জরড়ী একপ্রকার তৃণের নাম। হিন্দীতে ইহাকে জভড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গর্ম্মোটিকা, সুনালা ও জয়াশ্রয়া। এই তৃণ মধুর রস, শীতল, সারক, রুচিকর, পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক এবং রক্তদোষ ও দাহরোগের উপশমকারক।

জল।—জলের সাধারণ গুণ,—ইহা মধুর রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক, বল বুদ্ধি বীর্য্য তুষ্টি ও পুষ্টির বর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, আলস্য, শ্রান্তি, নিদ্রা, মোহ, ভ্রান্তি ও মুখশোষাদির নিবারণকারক। আধার-কালপ্রভৃতির বিভিন্নতা অনুসারে জলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। আধারভেদে যথা,—সমুদ্রের জল ত্রিদোষবর্দ্ধক। নদীর জল ঘন, রুক্ষ, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। দীর্ঘিকার জল মধুর-কষায় রস, কটুবিপাক ও বায়ুবর্দ্ধক। সরোবরের জল মধুর-কষায়রস, লঘু ও বলকারক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, অত্যন্ত কফবর্দ্ধক ও অম্লপাকারক। কূপের জল লবণাক্ত-মধুর রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফকারক। নির্ঝরের জল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও কফনাশক। কালভেদে যথা,—গ্রীষ্মকালের জল কফকারক নহে। বর্ষাকালের জল শীতল, বিদাহী, অগ্নিমান্দ্যকারক ও বায়ুপ্রকোপক। শরৎকালের জল লঘু এবং ইহা কফজনক নহে। হেমন্তকালের জল স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। শীতকালের জল হেমন্তকালের অপেক্ষা কিছু লঘু এবং বাত-কফনাশক। বসন্তের জল মধুর-কষায় রস, রুক্ষ ও বলকারক। শীতল জল মদ, মূর্চ্ছা, বমন, পিত্তজ্বর, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, মদাত্যয়, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও বিষদোষের

হিতকর; ইহা পরিপাক হইতে এক প্রহর সময়ের আবশ্যক। জল গরম করার পর শীতল হইলে সেই জল ত্রিদোষনাশক এবং নবজ্বর, প্রতিশ্যায়, বাত, পার্শ্বশূল, কণ্ঠরোগ, আধ্মান, অজীর্ণ, গ্রহণী, শ্বাস ও কাস প্রভৃতির উপকারক; সুতরাং সকল সময়ে সকল ব্যক্তিরই তাহা সুপথ্য। অর্দ্ধ প্রহর সময়ে এই জল পরিপাক পায়। সুগন্ধি জল অব্যক্তরস, সুশীতল, প্রীতিকর ও তৃষ্ণানিবারক। স্বচ্ছ জল অধিক গুণশালী, লঘু ও প্রীতিকর। আবিল (ঘোলা) জল বিবর্ণ, পিচ্ছিল, ঘন, বিরস, দুর্গন্ধ ও অহিতকারক। নির্ম্মলীফল, ফট্‌কিরি বা ফিল্টার দ্বারা ঘোলা জল পরিষ্কৃত করিয়া পানাদিতে ব্যবহার করা উচিত। অন্যান্য জলের গুণ সেই সেই নামানুসারে বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে। অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, প্রতিশ্যায়, শোথ, উদররোগ, নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ, মধুমেহ, ব্রণ, কুষ্ঠ, জ্বর ও মুখস্রাব থাকিলে, জল অল্প পান করা উচিত।

জলচর মাংস।—হংস বক প্রভৃতি যে সকল জীব জলে বিচরণ করে, তাহাদিগকে জলচর কহে। জলচর জীবের মাংস মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

জলপিপ্পলী।—জলপিপ্পলী এক প্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়াদাম এবং হিন্দীতে পানিসগা ও জলপিপরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহারাষ্ট্রী, শারদী, তোয়বল্লরী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা, লাঙ্গলী, শকুলাদনী, অগ্নিজ্বালা, চিত্রপত্রী, প্রাণদা, তৃণশীতা ও বহুশিখা। ইহা কটু-কষায় রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্ত, দাহ ও ব্রণাদির উপশমকারক।

জলমধূক।—জলজাত একপ্রকার মউলবৃক্ষকে জলমধূক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মঙ্গল্য, দীর্ঘপত্রক, মধুপুষ্প, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ, কীরেষ্ট ও গৈরিকাখ্য। জলমধূকের ফুল মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকারক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্তনাশক। জলমধূকের পক্ক ফল মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং রক্ত, দাহ, শ্বাস, ব্রণ, বমন, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের হিতকর।

জলবেতস।—জলজাত বেতসকে মহারাষ্ট্র দেশে বঞ্জালু ও কর্ণাট দেশে বৈসেয়মরণু কহে। ইহার সংস্কৃত

পর্য্যায় বানীর, নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী ও জলবেতস। ইহা কষায়-তিক্ত রস, শীতল, মলরোধক, ব্রণশোধক এবং কফ, রক্ত ও পিত্তের উপশমকারক।

জলশুক্তি।—জলশুক্তিকে বাঙ্গালায় ঝিনুক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বারিশুক্তি, কৃমিশুক্তি, পুষ্টিকা, তোয়শুক্তিকা, ক্ষুদ্রশুক্তিকা, শম্বুকা ও নরশুক্তি। দেশভেদে ইহা জলসিম্পি নামে পরিচিত। ইহা একপ্রকার জলচর জীব। জলশুক্তির মাংস কটু-রস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, বলকারক এবং গুল্ম, শূল ও বিষদোষের হিতকর।

জবনাল।—জবনাল একপ্রকার শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে জনার এবং হিন্দীতে ভুট্টা ও মকোয়া কহে। ইহার বীজ অপকাবস্থায় আগুনে পোড়াইয়া এবং পকাবস্থায় খই করিয়া অথবা তাহার ছাতু ও রুটী করিয়া আহারার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জনার বীজ মধুররস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্ত নাশক।

জবলী।—জবলী একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জওয়ার কহে। ইহার ফল কষায়-তিক্তরস, সুগন্ধি, রুচিকর ও কফ-পিত্তনাশক।

জবাদি।—জবাদি একপ্রকার খাটাশীর নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম গন্ধবাজ, কৃত্রিম মৃগঘর্ম্মজ, সমুহ-গন্ধ, গন্ধাঢ্য, স্নিগ্ধ, সাম্রাণিকর্দ্দম, সুগন্ধ-তৈলনির্য্যাস ও কটুমোদ। ইহা ঈষৎ পীতমিশ্রিত নীলবর্ণ, সুগন্ধি এবং রৌদ্রতাপে ইহার গন্ধ অধিক প্রকাশ পায়। জবাদি উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, সুখকর এবং বায়ুরোগের উপকারক।

জাতিপত্রী।—জাতীপত্রীর অপর সংস্কৃত নাম জাতীপত্রী, জাতী-কোষী, সুমনঃপত্রিকা, মালতীপত্রিকা, সৌমনসায়নী ও জাতিকোষ। বাঙ্গালায় ইহাকে জয়ত্রী, হিন্দীতে জাবত্রী ও কর্ণাটদেশে জাইপত্রী কহে। জয়ত্রী একপ্রকার ফুল, ইহার ফলকে জায়ফল কহে। জয়ত্রী কটু-তিক্ত-মধুররস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, বর্ণের উৎকর্ষকারক, কফ ও জড়তার নাশক, মুখপরিষ্কারক এবং কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষ-দোষের শান্তিকারক।

জাতী।—(Jasminum Grandiflorum.) জাতী একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গায় ইহাকে জাতী বা

চামেলী ফুল, হিন্দীতে চম্বেলী ও স্বর্ণজাতী, মহারাষ্ট্র দেশে জাই ও কর্ণাট দেশে জাজি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুরভিগন্ধা, সুমনাঃ, সুরপ্রিয়া, চেতকী, সুকুমারা, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা, রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী, তৈলভাবিনী, জনেষ্টা ও হৃদ্যাগন্ধা। জাতীফুলের গাছ তিক্তরস, শীতল, লঘু, কফঘ্ন, মুখপাকনাশক এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, দন্তবেদনা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিষদোষের উপশমকারক। জাতীফুলের পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত লাগাইলে মুখের ঘা সত্বর নিবারিত হয়। জাতীর কুঁড়ি ফুল ব্রণ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও নেত্র রোগের বিশেষ উপকারক।

জাতীফল।—জয়িত্রির ফলকে জাতীফল কহে। জাতীফলের বাঙ্গালা নাম জায়ফল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জাতীকোষ, জাতিকোষ, জাতী, ফল, জাতিফল, জাতিশস্য, রাজভোগ্য, শালূক, মালতীফল, মজ্জসার, জাতিসার, জাতীসার, পুট, সুমনঃ—ফল, কোষ, কোশক ও জাতীকোশ। যে জাতীফল দেখিতে স্নিগ্ধ, ভারি এবং নাড়িলে ভিতর হইতে "খট্ খট্" শব্দ হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহা দেখিতে রুক্ষাঙ্গ, পাতলা এবং শব্দহীন, তাহা নিকৃষ্ট। জায়ফল কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মলরোধক, স্বরপরিষ্কারক, উত্তেজক, বলকারক এবং জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত, তৃষ্ণা, মুখক্লেদ, মুখদুর্গন্ধ, মুখের বিরসতা, কৃমি, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস, হৃদ্রোগ, মেহ, কণ্ঠরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা ও দন্তবেষ্টগত ক্ষতের (দাঁতের গোড়ার ঘায়ের) শান্তিকারক।

জাতীফল-তৈল।—জায়ফলের স্নেহভাগকে জাতীফল-তৈল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক, বলকারক এবং জীর্ণাতিসার, আধ্মান, আক্ষেপ, শূল, আমবাত ও দন্তবেষ্টগত ব্রণের নিবারণকারক।

জালবর্ব্বুরক।—জালবর্ব্বুরক একপ্রকার বাবলার নাম। দেশভেদে ইহাকে পুলই ও জালি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছত্রাক, স্থূলকণ্টক, সূক্ষ্মশাখ, তনুচ্ছায় ও রন্ধ্রকণ্ট। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, দাহকারক, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও বায়ুরোগনিবারক।

জালি।—জালি একপ্রকার আচারের নাম। হিন্দীতে ইহাকে

জারি কহে। কাঁচা আম পিষিয়া, তাহার সহিত সরিসা বাঁটা, লবণ ও ভাজাহিং মিশ্রিত করিলে জারি প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-লবণ-কটুরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কণ্ঠশোধক এবং জিহ্বার কণ্ডুনিবারক।

জিঙ্গিনী।—জিঙ্গিনী একপ্রকার বৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে গুলছুলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গুড়মজ্জনিকা, জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী। ইহা মধুর-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, যোনিশোধক এবং বাতাতিসার, ব্রণ, হৃদ্রোগ, দাহ ও বিস্ফোট রোগের উপশমকারক। শাল তমালের অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

জিহ্বানির্লেখন।—জিহ্বানির্লেখনকে চলিত কথায় জিব্‌ছোলা কহে। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, প্রভৃতি ধাতুদ্বারা ইহা প্রস্তুত করিতে হয়, অভাবে বাঁশের অথবা দন্তকাষ্ঠ চিড়িয়া তাহাদ্বারাও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। জিব্‌ছোলা কোমল (নমনশীল), মসৃণ এবং দশ অঙ্গুলি দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। জিবছোলাদ্বারা জীব্ ছুলিলে, জিহ্বাশ্রিত মল নির্গত হইয়া যায়, সুতরাং মুখের বিরসতা প্রভৃতি নষ্ট হইয়া আহারে রুচি হয়।

জীরক।—(Cuminum cyminum.) Cumin seed. জীরককে বাঙ্গালায় জীরা বা জীরে, হিন্দীতে জীরা এবং তেলেগু ভাষায় জীলকরর্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জরণ, অজাজী, কণা, দীপ্যক, জীর্ণ, জীর, দীপ্য, জীরণ, অজাজিকা, বহ্নিসখ, মাগধ ও দীপক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, পাচক, রুচিকর, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গর্ভাশয়ের শুদ্ধিকারক এবং জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, কৃমি, গুল্ম ও আধ্মানরোগের উপকারক।

স্থূল, সূক্ষ্ম, শ্বেত, কৃষ্ণ ও বনজীরক ভেদে জীরক পাঁচ প্রকার। ইহাদের বিশেষ বিশেষ গুণ সেই সেই নামানুসারে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইবে।

জীরার তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং শূল ও আধ্মান রোগের উপকারক।

জীর্ণ দারু।—জীর্ণদারু একপ্রকার বৃদ্ধ দারকের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে কাল বীজতাড়ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জীর্ণভঞ্জী, সুপুষ্পিকা, অজরা ও সূক্ষ্মপর্ণা। ইহা পিচ্ছিল, বলকারক এবং কফ, বায়ু, কাস ও আমদোষের নিবারক।

জীবক।—(Pentaptera to-

mentosa.) A medicinal plant, commonly called ji´vaka. জীবক অষ্টবর্গের অন্তর্গত এক প্রকার বৃক্ষের কন্দ; ইহার আকৃতি কূর্চ্চক অর্থাৎ অলঙ্কারাদি পরিষ্কার করিবার কুঁচির মত এবং পেঁয়াজ রসুনের মত সারশূন্য কেবল ত্বক্‌সমষ্টি মাত্র। বাঙ্গলায় ও হিন্দীতে ইহাকে জীবক এবং তেলেগু ভাষায় বেগিসপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কূর্চ্চশীর্ষ, মধুরক, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ, চিরজীবক, জীবন, দীর্ঘায়ু, প্রাণদ, জীব্য, ভৃঙ্গাহ্ব, প্রিয়, চিরঞ্জীব, মধুর, মঙ্গল্য, বৃদ্ধিদ, আয়ুষ্মান্‌, জীবদ ও বলদ। জীবক মধুর রস, শীতল, বলকর, শুক্র ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, জ্বর, কৃশতা ও ক্ষয় রোগের শান্তিকারক। জীবক এখন পাওয়া যায় না, এই জন্য ঔষধাদিতে জীবকের পরিবর্ত্তে গুলঞ্চ অথবা ভূমিকুষ্মাণ্ড ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবনীয়গণ।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী এই অষ্টবর্গ এবং মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু, এই বারটি দ্রব্যকে জীবনীয়গণ কহে। ইহা শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, স্তন্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভকারক, কফজনক এবং জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, শোষ ও রক্তপিত্ত রোগের উপশমকারক।

জীবন্তী।—(Celtis orientalis.) জীবন্তী একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে জীবন্তী, জীবই ও জীয়াতী এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লাহানিহরিণবেলি ও কিরিয় হালে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, জীবনা, জীবনীয়া, জীবা, মধু, রক্তাঙ্গী, জীবনী, স্রবা, মধুস্রবা, মঙ্গল্যনামধেয়া, পয়স্বিনী, জীব্যা, জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা, জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা, যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা, কাঞ্জিকা, শশশিম্বিকা, সুপিঙ্গলা, পুত্রভদ্রা, মধুখাসা, জীবস্থা, সুখঙ্করী, মৃগরাটিকা, জীবপত্রী ও জীবপুষ্পা। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও স্বর্ণ বর্ণ ভেদে জীবন্তী তিন প্রকার। হ্রস্ব জীবন্তী মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু, রসায়ন, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, কফজনক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষনাশক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, দাহ ও জ্বরের উপকারক। দীর্ঘ জীবন্তী মধুর রস, শীতবীর্য্য, রসায়ন ও ভূতাবেশনিবারক। স্বর্ণবর্ণ জীবন্তী মধুর রস, শীতল, বর্ণবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, স্বরপরি-

কারক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শ্বাস, কাস ও ধাতুক্ষয়ের হিতকর।

জীবশাক।—জীবশাক মালব-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে খোস্‌নো বা খোষরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় খোসাহ্ব, প্রবাণক, জীবন্ত, রক্তনাল, তাম্রপত্র, প্রবালিক, শাকবীর, সুমধুর ও মেষক। জীবশাক মধুর রস, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বস্তিশোধক।

জ্যোতিষ্মতী।—(Cardiospermum halicacabum.) জ্যোতিষ্মতী করেলা বা উচ্ছের ন্যায় একপ্রকার লতাফল। ইহার বাঙ্গলা নাম লতাফট্‌কী। হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে মালকংগুনী ও কাকুমর্দ্দনিকা এবং তেলেগুভাষায় বেক্কুড়ুতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পারাবতাঙ্ঘ্রি, কটভী, পিণ্যা, জ্যোতিষ্কা, নিকলা, পারাবতপদী, লগণা, স্ফুটবন্ধনী, পূতিতৈলা, ইঙ্গুদী, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতিঃ, লতা, সুপিঙ্গলা, দীপ্তা, মেধ্যা, মতিদা, দুর্জ্জরা, সরস্বতী ও অমৃতা। ছোট বড়ভেদে জ্যোতিষ্মতী দুই প্রকার। উভয় জ্যোতিষ্মতীই কটু-তিক্ত রস, অতিশয় উষ্ণ, রুক্ষ, বিরেচক, বমনকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহকারক এবং বাত-কফনাশক। বিশেষতঃ বড় জ্যোতিষ্মতী তীক্ষ্ণ, ব্রণবিস্ফোটনাশক এবং বুদ্ধি ও স্মৃতির বৃদ্ধিকারক।

জ্যোতিষ্মতী-তৈল।—লতাফট্‌কীর ফল হইতে একপ্রকার স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে জ্যোতিষ্মতী-তৈল কহে। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-পিত্তনাশক এবং মেধা ও বুদ্ধির বৃদ্ধিকারক।

জ্যোৎস্না।—চন্দ্র কিরণের নাম জ্যোৎস্না। হিন্দীতে ইহাকে চাঁদনী কহে। জ্যোৎস্না মধুর-কটু রসের উৎপাদক এবং জ্যোৎস্না সেবনে দাহ, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তি হইয়া থাকে।

ঝিঙ্গাক।—ঝিঙ্গাক একপ্রকার ঝিঙ্গার নাম। পাশ্চাত্য দেশে ইহাকে খটর ও ঝিমনী কহে। ইহা ঈষৎ তিক্তযুক্ত মধুর রস, মন্দাগ্নিকারক ও আমবাতজনক।

ঝিঞ্ঝিরিণ্টা।—ঝিঞ্ঝিরিণ্টা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে ঝিঝিরীটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্ঝিরা, বৃত্তা ও রোমাশ্রয়ফলা। এই বৃক্ষ কটু-কষায় রস, সন্তর্পণ, বল-

কারক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তাতিসারনাশক এবং মহিষের দুগ্ধবর্দ্ধক।

ঝিণ্টী।—(Barlaria cristata, or B. Prionitis.) ঝিণ্টীকে বাঙ্গালায় ঝাঁটী বা কুলঝাঁটী এবং হিন্দীতে কটসরৈয়া কহে। ঝাঁটী কণ্টকযুক্ত গুল্মজাতীয় এক প্রকার ফুলগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৌরীয়ক, কণ্টকুরণ্ট সৈরেয়ক ও ঝিণ্টিকা। শ্বেত, নীল, পীত ও রক্তবর্ণের পুষ্পভেদে ঝাঁটী চারি প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত ঝাঁটী কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কেশরঞ্জক এবং বায়ু, কফ, কাস, শোষ, দন্তরোগ, শূল, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক। অন্যান্য ঝাঁটীর গুণ ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে লিখিত হইবে।

টঙ্ক।—নীলবর্ণ কপিত্থের নাম টঙ্ক। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, গুরুপাক ও বায়ুর বৃদ্ধিকারক।

টঙ্কারী।—টঙ্কারী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে টেকারী ও টীপুরী কহে। টঙ্কারী তিক্তরস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং শোথ, উদর, বীসর্প ও বেদনার নিবারণকারক।

টঙ্গণ।—Borax. টঙ্গণ একপ্রকার খনিজ ক্ষার পদার্থ। ইহা উপরসজতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে সোহাগা, এবং হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় টঙ্কণক্ষার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাচনক, মালতীতীরজ, লোহশ্লেষণ, রসশোধন, টঙ্ক, টঙ্কণক্ষার, রঙ্গ, ক্ষার, রঙ্গদ, রসাধিক, লোহদ্রাবী, রসঘ্ন, সুভগ, বর্ত্তুল, কনক, ক্ষার, মলিন, ধাতুবল্লভ, কনকক্ষার, টঙ্গন, দ্রাবক, লোহশুদ্ধিকারক, স্বর্ণপাচক ও টঙ্গ। সাধারণ টঙ্গণ বা পিণ্ড সোহাগা ও শ্বেত টঙ্গণ বা চৌকিয়া সোহাগা ভেদে সোহাগা দুইপ্রকার। সাধারণ টঙ্গণ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, বাতপিত্ত-কারক এবং কাস, শ্বাস, রজোরোধ ও স্থাবর বিষের উপকারক। শ্বেতটঙ্গণ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, মলভেদক, বলকারক, পাচক এবং বায়ু, কফ, কাস, ক্ষয়রোগ, আমদোষ ও বিষদোষের হিতকারী।

ঔষধাদিতে সোহাগা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধনের নিয়ম নানা প্রকার। তন্মধ্যে অগ্নিতাপে পোড়াইয়া (খই করিয়া) শোধন করাই এ দেশে প্রচলিত নিয়ম।

সোহাগার খই মধু মিশ্রিত করিয়া মুখের ঘায়ে লাগাইলে, শীঘ্রই ঘা নিবা-

রিত হয়। ছুলি, দাদ্ প্রভৃতি চর্ম্ম-রোগেও সোহাগার খই বিশেষ উপকার করে।

ডঙ্গারি।—ডঙ্গারি একপ্রকার লতা ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে চিচিঙ্গা বা হোঁপা; মহারাষ্ট্রদেশে ডাঙ্গর এবং কর্ণাটদেশে ডঙ্গর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ডাঙ্গরী, দীর্ঘের্ব্বারু, দণ্ডরী, নাগশুণ্ডী ও গজদন্তফলা। এই ফল কাঁকুড়বিশেষের ন্যায় লম্বা ও সরু, ফলের উপরিভাগ নীলবর্ণ এবং তাহাতে সাদা দাগ থাকে। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, তৃপ্তিজনক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ, শোষ, জড়তা ও মূত্ররোধের উপশমকারক। কচি ফল সুমধুর, শীতল, রুচিকারক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক এবং শ্রান্তি, ভ্রম, দাহ, তৃষ্ণা ও পিত্তবিকারের হিতকারক। পক্ক ফল গুরুপাক, রক্তবর্দ্ধক এবং দাহ-তৃষ্ণাকারক।

ডহুফল।—ডহু একপ্রকার অম্ল ফল; ইহার সংস্কৃত নামান্তর লকুচ ও লিকুচ। বাঙ্গালায় ইহাকে ডেলোমাদার এবং হিন্দীতে ডইহার কহে। ইহার ফল অম্লরস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভজনক, ত্রিদোষকারক এবং শুক্রদোষজনক।

ডিণ্ডিশ।—ডিণ্ডিশ একপ্রকার ফলশাক। ইহার চলিত বাঙ্গালা নাম ঢেঁড়শ। দেশভেদে ইহাকে রামপটোল হিন্দীতে ডিণ্ডিশ ও ঢেঁডশী এবং মহারাষ্ট্র দেশে ঢেড়শেফল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর টিণ্ডিশ, তিন্দিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত। ইহা শীতল, রুক্ষ, রুচিকর, মলভেদক, মূত্রকারক, অশ্মরীনাশক এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার উপকারক।

ডিম্ব।—ডিম্বের সংস্কৃত নামান্তর অণ্ড; বাঙ্গালায় ইহাকে ডিম এবং হিন্দীতে আণ্ডা কহে। মাছ, কাছিম, হাঁস, মুরগি প্রভৃতির ডিম আহারার্থে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রাণিভেদানুসারে প্রত্যেক ডিমের গুণও কিছু ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ সকল ডিমিই মধুররস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক।

ঢোড়ি।—ঢোড়ীর অপর নাম জীবন্তী। ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় গাছ। এই গাছ দুর্জ্জর, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও মলরোধকারক।

ঢোড়ীকা।—ঢোড়িকা একপ্রকার ফলশাক। হিন্দীতে ইহাকে করেরুক্ষা এবং মহারাষ্ট্র দেশে হরণদোড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়

বিষমুষ্টি ও ক্ষুমুষ্টিকা। ইহা রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, পুষ্টিকারক এবং পিত্ত, কফ, অর্শঃ, গুল্ম ও ক্রিমি রোগের হিতকারক।

তক্র।—তক্র একপ্রকার দুগ্ধ-বিকৃতি। ইহার বাঙ্গালা নাম ঘোল। তক্রের সংস্কৃত পর্য্যায় গোরসজ, ঘোল, কালসেয়, বিলোড়িত, দণ্ডহত, অরিষ্ট, অম্ল, উদশ্বিৎ, মথিত, দ্রব, প্রমথিত, কটুর, কট্টর, অম্বর ও কঙ্কর। ঘোল পাঁচপ্রকার মস্তু, মথিত, উদশ্বিৎ, তক্র ও ছবিকা। সরবিশিষ্ট নির্জল ঘোলের নাম মস্তু, সরশূন্য ও জলশূন্য ঘোল মথিত, অর্দ্ধভাগ জলমিশ্রিত ঘোল তক্র, চারিভাগের একভাগ জল-মিশ্রিত ঘোল উদশ্বিৎ এবং প্রচুর জল বিশিষ্ট সরশূন্য নির্ম্মল ঘোলকে ছবিকা কহে। এই সকল ঘোলের মধ্যে যে ঘোল স্নেহ যুক্ত অর্থাৎ সরবিশিষ্ট তাহা গুরুপাক, পুষ্টিকারক, কফবর্দ্ধক এবং নিদ্রা তন্দ্রা ও জড়তার উৎপাদক। যে ঘোলের স্নেহ ভাগ অল্প তুলিয়া লওয়া হয়, তাহাও গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং কফজনক। যে ঘোলের স্নেহ নিঃশেষরূপে তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা লঘুপাক ও সুপথ্য। সাধারণতঃ ঘোল ত্রিদোষনাশক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণের উৎকর্ষকারক এবং শ্রান্তি, ক্লান্তি, বমি, আমাতিসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, বাতজ্বর, পাণ্ডু, কামলা, প্রমেহ, গুল্ম, উদর, বাতশূল, ও কুষ্ঠাদিরোগে বিশেষ উপকারক। ক্ষতরোগে, দুর্ব্বলতায়, তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা-রোগে, রক্তপিত্তদোষে, সূতিকারোগে ও উষ্ণকালে ঘোল অনুপকারক। পীনস, শ্বাস, কাসপ্রভৃতি কফপ্রধান রোগে ঘোল সন্তলন করিয়া পানকরা উচিত, যেহেতু অপক ঘোল কোষ্ঠের কফ নষ্ট করিয়া কণ্ঠদেশে কফ সঞ্চিত করে।

ভিন্ন ভিন্ন দুগ্ধের গুণানুসারে ঘোলের গুণও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ দুগ্ধের নামানুসারে বিস্তৃত রূপে লিখিত হইয়াছে।

তক্রকূর্চ্চিকা।— তক্রকূর্চ্চিকা একপ্রকার ছানার নাম। ঘোলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া এই ছানা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক।

তক্রপিণ্ড।— তক্রপিণ্ডের বাঙ্গালা নাম ছানা। দধি বা তক্রের সংমিশ্রণে দুগ্ধ নষ্ট করিয়া অর্থাৎ ছানা-রূপে পরিণত করিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া জল-ভাগ ত্যাগ করিলে; তাহাকেই ছানা কহে। ছানা অম্ল-মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, নিদ্রাকারক, বায়ু-

নাশক, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

তক্রমাংস।— তক্রমাংসকে পারস্ত ভাষায় 'এসনি' কহে। ইহা যবনদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার ব্যঞ্জন। ছাগাদির খণ্ড খণ্ড মাংস হরিদ্রা ও হিঙ্গের সহিত ঘৃতে ভাজিয়া, উপযুক্ত জলে সিদ্ধ করিবে; পরে জীরা-লবণ প্রভৃতি মশলামিশ্রিত তক্রে নিঃক্ষেপ করিবে। ইহাকেই তক্রমাংস কহে। তক্রমাংস লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, বলকারক, বাত-কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

তক্রা।—তক্রা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র গাছ। ইহা কটুরস এবং ব্রণ ও ক্রিমি রোগের উপশম কারক।

তগরপাদিক।—(Tabernaemontana coronaria.) জলজ লতাবিশেষের নাম তগর পাদিক। ইহাকে বাঙ্গালায় তগরপাদুকা ও শিউলিছোপ, হিন্দীতে তগরচণ্ডী, তেলেগুভাষায় নন্দিবর্দ্ধনচেট্টু ও গন্ধিতগরপুচেট্টু এবং উৎকলদেশে পাণিকলরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালানুশারিবা, বক্র, কুটিল, শঠ, মহোরগ, নত, জিহ্ম, দীপন, তগর, বিনম্র, কুঞ্চিত, চক্র, নহুষাখ্য, দণ্ডহস্ত, বর্হিণ, পিণ্ডীতগরক, পার্থিব, রাজহর্ষণ, কালানুসারক, ক্ষত্র ও দীন। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘুপাক এবং ত্রিদোষ, অপস্মার, বিষদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগের হিতকর।

তড়াগ জল।—বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয়কে তড়াগ বা দীর্ঘিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পদ্মাকর, তড়াক, তটক ও তড়গ। তড়াগের জল মধুর-কষায় রস, পাকে কটু, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক এবং হেমন্তকালে পানাদি কার্য্যের জন্য প্রশস্ত।

তণ্ডুল।—(Oryza Sativa.) Rice. ধান্যবীজের নাম তণ্ডুল। ইহাকে বাঙ্গালায় চাল, হিন্দীতে চাউর, মহারাষ্ট্রদেশে তাণ্ডুল, তেলেগুভাষায় বিয়্যম, গুজরাটে চোখা, দাক্ষিণাত্যে চওয়ল এবং তামেলিভাষায় অবিশি কহে। ধান্যভেদে চাউলের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণতঃ সকল চাউলই মেহ ও ক্রিমিরোগের উপকারক। নূতন চাউল অতিশয় গুরুপাক এবং কফবর্দ্ধক। পুরাতন চাউল লঘুপাক ও সকল অবস্থাতেই উপকারক। ভাজা চাউল রুক্ষ, পিত্তকারক ও কফনাশক।

তণ্ডুলীয়ক।—(Amarantus (thus) spinosus or Amblogina

polygonoides.) Prickly Amaranth. তণ্ডুলীয়কের বাঙ্গালা নাম নটেশাক। কাঁটা নটে, গোয়ালে নটে, ও ক্ষুদেনটে প্রভৃতি সকল নোটেশাক-কেই সংস্কৃতভাষায় তণ্ডুলীয়ক কহে। তণ্ডুলীয়কের হিন্দী নাম অল্প মরুষা ও চবড়াই; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তান্দুলিজা, কর্ণাট ভাষায় কিরুকুশালে, দাক্ষিণাত্যে কাণ্টেমাট এবং তামেলি-ভাষায় মুল্লুক্কিরই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অল্প মারীষ, তণ্ডুলীক, তণ্ডুল, ভণ্ডীর, তণ্ডুলী, তণ্ডুলীয়ক, গ্রন্থিল, বহুবীর্য্য, মেঘনাদ, ঘনস্বন, সুশাক, পথ্যশাক, স্ফুর্জ্জথু, স্বনিতাহ্বয়, বীর, এবং তণ্ডুলের সমস্ত নাম। তণ্ডুলীয়ক মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মল-মূত্রের বিরেচক এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম, মদ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষের হিতকর। কাঁটানটের শাক মধুর রস, শীতল, রুচিকর এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, কাস, দাহ, শোথ ও বিষদোষের উপশমকারক। কাঁটানটের মূল উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক, রজোরোধক এবং রক্তপিত্ত, প্রদর ও শূলরোগের বিশেষ উপকারক।

তণ্ডুলোদক।—তণ্ডুলোদককে বাঙ্গালায় চেলুনির জল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তণ্ডুলাম্বু, তণ্ডুলোত্থ ও জ্যেষ্ঠাম্বু। আতপ চাউল চতুর্গুণ জলের সহিত প্রস্তর পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া লইলে, অথবা আতপচাউল কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ বা অষ্টগুণ জলে ধুইয়া লইলে চেলুনির জল প্রস্তুত হয়। ইহা কষায়-মধুর রস, লঘুপাক, মলরোধক, রক্তরোধক এবং তৃষ্ণা, বমি, দাহ ও বিষ দোষের হিতকর।

তমঃ।—অন্ধকারের নামান্তর তমঃ। আলোকশূন্যতাকে অন্ধকার কহে। অন্ধকার ভীতিজনক, মোহকারক, ক্লান্তিপ্রদ, কাসবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

তমাল।(Xanthochymus Pictorius.) তমাল একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে তমালু এবং কর্ণাট ভাষায় কদালউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালস্কন্ধ, তাপিঞ্ছ, তাপিঞ্জ, কৃষ্ণস্কন্ধ, তমঃ, তমা, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল, ও মহাবল। তমালের বল্কল কৃষ্ণবর্ণ। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, এবং কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা ও দাহ প্রভৃতির উপশম কারক।

তরটী।—তরটী একপ্রকার কণ্টক বৃক্ষ। ইহার বীজ রক্তবর্ণ।

শোলাপুর প্রভৃতি স্থানে এই গাছ অধিক জন্মে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে তরড়ি এবং কর্ণাটদেশে রেউঁড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তরদী, তারদী, তীব্রা, খর্জ্জুরা ও রক্তবীজকা। ইহা তিক্ত-মধুররস, গুরুপাক, বলকারক ও কফনাশক।

তরণী।—তরণী একপ্রকার ফুলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শেউতী গোলাপ, মহারাষ্ট্রদেশে তরণী এবং কর্ণাটদেশে চেঁবড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সেবতী, সহা, কুমারী, গন্ধাঢ্যা, চারুকেশরা, ভৃঙ্গেষ্টা, রামতরণী, সুদলা, বহুপত্রিকা ও ভৃঙ্গবল্লভা। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মুখপাকনিবারক এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা ও বমন রোগের উপকারক। রাজতরণী নামক আর একপ্রকার ফুল আছে, তাহা সুগন্ধি, কষায় রস, স্নিগ্ধ, কফজনক ও চক্ষুর হিতকর।

তর্ণকধান্য।—কেহ কেহ তর্ণককে তূর্ণক ধান্য বলেন। কাশ্মীরদেশে ইহা "আজব ধান" নামে প্রসিদ্ধ। ইহা একপ্রকার শালিধান্য। এই ধান্য মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্ম-পিত্তকারক, রক্তনাশক, ও চক্ষুর হিতকর।

তলিত মাংস।—তলিত মাংসের অপরনাম সন্তলিত মাংস। মাংস পাক করিয়া পুনর্ব্বার তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে, তাহাকে তলিত বা সন্তলিত মাংস কহে। সন্তলিত মাংস লঘুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, দৃঢ়তাকারক এবং বল, মাংস, ওজঃ, শুক্র, মেধা ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

তবরাজখণ্ড।—তবরাজখণ্ড দুরালভার চিনি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্ন। ইহাকে একপ্রকার মালপণ্ডী বলা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা খণ্ড-তবরাজ ও মেনার খাঁড় নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুধামোদকজ, খণ্ডোদ্ভবজ, সিদ্ধমোদক, সিদ্ধখণ্ড ও অমৃতসারজ। তবরাজখণ্ড মধুর রস, শীতল, ইন্দ্রিয়-সমূহের তৃপ্তিকারক এবং দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা, মোহ ও শ্বাস রোগের উপকারক।

তবক্ষীর।—তবক্ষীর এক প্রকার পিষ্টকের নাম। ইহা যব ও গবয় নামক পশুর দুগ্ধ দ্বারা প্রস্তুত হয়। হিন্দীতে ইহাকে তোবাক্ষীর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পয়ঃক্ষীর, যবজ ও যবজোদ্ভব। তোবাক্ষীর, মধুর রস, শীতল, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহ, ক্ষয়, কাস, শ্বাস ও রক্তদোষের হিতকর।

তাড়ি।—কচি তালের কাঁদি হইতে অথবা তালগাছ হইতে যে রস বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে তাড়ি কহে। তাড়ি অত্যন্ত মত্ততা-কারক, শীতল এবং মূত্রবর্দ্ধক। কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাড়ি যখন অম্লরসযুক্ত হয়, তখন তাহা বায়ুনাশক ও পিত্তবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

তাপসেক্ষু।—তাপসেক্ষু এক-প্রকার ইক্ষুর নাম। ইহা মৃদু, মধুর রস, রুচিকর, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক ও কফজনক। কান্তারেক্ষুর অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

তাপহারী।—তাপহারী এক-প্রকার ব্যঞ্জনের নাম। চলিত কথায় ইহাকে তাহড়ো ও তাতাহারী কহে। চাউল ও হরিদ্রামিশ্রিত মাষকলায়ের বড়ী ঘৃতে ভাজিয়া, তাহা লবণ, আদা, হিং প্রভৃতি মশালার সহিত যথানিয়মে পাক করিলে, এই ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিকর, পিত্ত-নাশক ও কফজনক।

তাম্বূল।—(Piper Betle. Syn. Chavica Betle.) তাম্বূলের অপর নাম নাগবল্লীপত্র, পর্ণ, তাম্বূলী, বর্ণলতা, সপ্তশিরা, সপ্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগলতা, ভক্ষপত্রা, তাম্বূলবল্লিকা, পর্ণবল্লী, গুহাশয়া ও মুখভূষণ। বাঙ্গা-লায় ইহাকে পান, হিন্দীতেও পান, তেলেগুভাষায় তামলপাকু, তামে-লিতে বেট্রিলি এবং বোম্বাই দেশে নাগবেল কহে। পান কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, মলভেদক, রক্তপিত্তকারক, বলবর্দ্ধক, মুখের শুদ্ধি ও সৌগন্ধ্যজনক, জিহ্বেন্দ্রিয়ের শুদ্ধি-কারক এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, শ্রান্তি ও মুখ-দৌর্গন্ধের শান্তিকারক। নূতন পান অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুপাক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক। পুরাতন পান অল্প কটুরস এবং অধিক গুণশালী। বঙ্গ-দেশের পান অধিক কটুরস, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক। সাদাপান (ছাঁচিপান) রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য এবং শ্লেষ্মবিকৃতি ও বায়ুবিকারের উপশমকারক। পানের শিরা শিথি-লতাকারক। শিরার রস রক্ত-নাশক। রুক্ষ ও দুর্ব্বল শরীরে এবং জ্বর, মুখশোষ, পিত্ত, রক্ত, মদ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত ও চক্ষুরোগে পান খাওয়া অনিষ্টকারক।

তাম্র।—(Cuprum.) Copper. তাম্র একপ্রকার খনিজ ধাতু। বাঙ্গা-লায় ইহাকে তামা, হিন্দীতে তাঁবা,

তেলেগু-ভাষায় রাগি এবং তামেলি-ভাষায় সেনবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তাম্রক, শুল্ব, ম্লেচ্ছমুখ, বরিষ্ট, উড়ুম্বর, কনীয়স, শুল্ল, দ্বিষ্ট, উদম্বর, ঔডুম্বর, ঔড়ুম্বর, উডুম্বর, রবিসংজ্ঞক, মুনিপিত্তল, সূর্য্যাহ্ব, লোহিতায়স, লোহিতায়ঃ, তপনেষ্ট, অম্বক, অরবিন্দ, রবিলোহ, রবিপ্রিয়, রক্ত, নৈপালিক ও রক্তধাতু। তাম্র মধুর-তিক্ত-কষায়-অম্ল রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, বমনকারক, বিরেচক, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক এবং পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলরোগের উপশমকারক।

তাম্রের ভস্ম করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ তাম্রের শোধন করিয়া পরে ভস্ম করিতে হয়। নতুবা অশোধিত তাম্র বিষের ন্যায় অপকার করে। তামার খণ্ড খণ্ড পাতলা পাত করিয়া, তাহা গোমূত্রের সহিত একপ্রহর অগ্নিজ্বালে পাক করিলে তাম্র শোধিত হয়। সেই শোধিত পাতগুলিতে জামীরের রস মিশ্রিত কজ্জলী লেপন করিয়া দুই খানি শরার মধ্যে গজপুটে পাক করিতে হইবে; এইরূপে তিনবার পুটপক্ক হইলেই তাম্রভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই ভস্ম পুনর্ব্বার জামীরের রসে মর্দ্দন করিয়া গুলিকা প্রস্তুত করিবে এবং সেই গুলিকা গুলি ওলের মধ্যে পুরিয়া তাহার উপর মৃত্তিকার লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে। ইহাকে তাম্রের অমৃতীকরণ কহে। অমৃতীকরণ না করিলে, সেই তাম্র সেবনে বমন, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

তাম্রবল্লী।—তাম্রবল্লী চিত্রকূট-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার লতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তাম্র, তালী, তমালী, তমালিকা, সূক্ষ্মবল্লী, সুলোমা, শোধনী ও তালিকা। ইহা কষায়রস, কফনাশক এবং মুখদোষ ও কণ্ঠদোষের শান্তিকারক।

তারমাক্ষিক।—(Iron pyrites.) তারমাক্ষিকের অপর নাম রূপ্যমাক্ষিক। বাঙ্গালায় ইহাকে রৌপ্যমাক্ষিক কহে। রৌপ্যমাক্ষিক একপ্রকার উপধাতু। ইহাতে কিঞ্চিৎ রৌপ্যের অংশ থাকায় ইহার গুণও অনেকটা রৌপ্যের ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা মধুর-তিক্তরস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, উদর, বিষদোষ, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়রোগ, কণ্ডু ও ত্রিদোষের উপশমকারক। তারমাক্ষিক শোধিত

করিয়া না লইলে, বিশেষ অনিষ্টকারক হয় ; এজন্ত প্রথমতঃ ইহা শোধিত করিয়া পরে ভস্ম করিবে এবং সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিবে। কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মেষশৃঙ্গীর কাথ এবং জামীরের রস, এই সকল দ্রব্যের এক একদিন ভাবনা দিয়া তীব্ররৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই রৌপ্যমাক্ষিক শোধিত হয়। পরে সেই শোধিত রৌপমাক্ষিক কুলথকলায়ের কাথ ও তৈলের সহিত অথবা ছাগমূত্র ও তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটদগ্ধ করিলে, ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তাল।—(Borassus flabelliformis.) The Palmyra tree. তাল একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তাল, হিন্দীতে তাল বা তাড়, উৎকলদেশেও তাড়, গুজরাটে তড়্, তামেলিতে পনম এবং অন্ধ্রপ্রদেশে খরতাল কহে। তালগাছের সংস্কৃত পর্য্যায় তল, ভূমিপিশাচ, দীর্ঘতরু, দ্রুমশ্রেষ্ঠ, দ্রুমেশ্বর, তালদ্রুম, দীর্ঘস্কন্ধ, ধ্বজদ্রুম, তৃণরাজ, মধুরস, মদাঢ্য, দীর্ঘপাদপ, চিরায়ু, তরুরাজ, দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রু, দীর্ঘদ্রু, করপত্রবান্ ও তন্তুনির্য্যাস। অপক্ক তালফল (তালশাঁস) মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বলকারক এবং বায়ু,পিত্ত,রক্ত,ক্ষত, দাহ ও ক্ষয়রোগের হিতকর। তালশাঁসের মধ্যস্থ জল গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, তন্দ্রাজনক ও পিত্তনাশক। পক্ক তালফল মধুরতিক্ত-কষায়রস, দুর্জ্জর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, তালের মজ্জা (মাতি) মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, কিঞ্চিৎ মত্ততাকারক, বিরেচক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক ও বাতপিত্তনাশক। তালের জটা (ফুল) রুক্ষ ও ক্ষতরোগনিবারক। তালগাছের অথবা কচি তালের কাঁদির রস অর্থাৎ তাড়ির গুণ তাড়িশব্দে লিখিত হইয়াছে।

তালমণ্ডিকা।—তালের রস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষকে তালমণ্ডিকা কহে। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুকারক, কফজনক এবং শুষ্ককাস ও বমনবেগের উপশমকারক।

তালমূলী।—(Curculigo orchioides or Hypoxis or chioides. Syn. curculigo orchi oides.) তালমূলী একপ্রকার কন্দ, ইহার অপর নাম মুষলীকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে তালমূলী ও তলুর, হিন্দীতে মুষ্‌লী এবং তেলেগু ভাষায় নিলপ্‌তলিগড্ডলু ও নেলতারি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তালিকা, তালমূলিকা,

অর্শোঘ্নী, মুষলী, তালী, খলনী, সুবহা, তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপুষ্পী, ভূতালী ও দীর্ঘকন্দিকা। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে তালমূলী দুই প্রকার। হিন্দী ভাষায় শ্বেত তালমূলীকে শফেদমুষ্‌লী এবং কাল তালমূলীকে কালীমুষ্‌লী বা সেয়ামুষ্‌লী কহে। কৃষ্ণতালমূলী অপেক্ষা শ্বেততালমূলীর গুণ অল্প। তালমূলী মধুর-তিক্তরস, শীতল, পিচ্ছিল, গুরুপাক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

তালীশ পত্র।—(Abies webbiana or Pinus webbiana or Flacourtia cataphracta.) তালীশপত্র ভুঁই-আমলার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে তালীশপত্র, হিন্দীতে তালিশপত্রী বা তালিশ পত্র, তেলেগু ও তামেলী ভাষায় তালিশপত্রি, দাক্ষিণাত্যে পনিঅন এবং বোম্বাই দেশে তাম্বঠ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তালীশ, পত্রাখ্য, শুকোদর, ধাত্রীপত্র, অর্কবেধ, করিপত্র, করিচ্ছদ, নীল, নীলাম্বর, তাল, তালীপত্র, তমাহ্বয় ও তালিশপত্রক। তালিশপত্র মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, কফ-বাতনাশক এবং হিক্কা, শ্বাস, ক্ষয়, কাস, বমন, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ ও অগ্নিমান্দ্য রোগের উপকারক। তালীশপত্রের অভাব হইলে ঔষধাদিতে কণ্টকারীর মূল লইবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

তিক্তরস।—তিক্তরসের বাঙ্গালা নাম তেঁতো। ইহাতে আকাশ ও বায়ু এই দুই ভূতের আধিক্য থাকে। তিক্তরস বিস্বাদ, মুখপরিষ্কারক, কণ্ঠশোষক, স্বয়ং রুচির অনুপযুক্ত হইয়াও অরুচিনাশক, শীতল, লঘু, রুক্ষ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুকারক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক এবং জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্লেদ, দাহ, রক্তদোষ ও বিষদোষের উপকারক। তিক্তরস অধিক সেবন করিলে, বল ও শুক্রের হানি হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, কম্প, শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ ও শ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তিত্তিরি।—তিত্তিরি এক প্রকার পক্ষীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে তিতির পাখী এবং তেলেগু ভাষায় তোতুকপিট্ট ও বসন্ত গৌর কহে। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে তিত্তিরি দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিত্তিরিকে তিত্তিরি ও গৌরতিত্তিরিকে কপিঞ্জল বলে। কৃষ্ণতিত্তিরি অপেক্ষা গৌরতিত্তিরির মাংসের গুণ অধিক। তিত্তিরির মাংস কষায়-মধুর রস, শীতল,

স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলরোধক, বর্ণের উৎকর্ষকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, অগ্নির দীপ্তি-কারক, ত্রিদোষনাশক এবং শ্বাস,কাস, জ্বর ও হিক্কারোগের হিতকারক।

তিনিশ।—(Lagerstrœmia flos Reginæ or Dalbergia oujeineisis.) তিনিশ এক প্রকার বৃক্ষের নাম ; বাঙ্গালায় ইহাকে জারুল গাছ ও সাদন গাছ কহে। তিনিশের হিন্দি নাম তিরিচ্ছ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহা স্যন্দন নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিনাশক, স্যন্দনদ্রুম, অক্ষক, চিত্রকর্ম্মা, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু, অতিমুক্তক, বঞ্জুল, চিত্রকৃৎ, চক্রী, শতাঙ্গ, শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ, মেষী, জলধর ও স্যন্দনি। তিনিশ গাছ কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, রক্তাতিসার, কফ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও প্রমেহ রোগের উপশমকারক ;

তিন্তিড়ি।—The tamarind tree or its fruit. (Tamarindus Indica.) তিন্তিড়ি এক প্রকার অম্লফলের নাম। ইহার বাঙ্গলা নাম তেঁতুল। হিন্দীতে ইহাকে আম্‌লী বা ইম্‌লী, মহারাষ্ট্র দেশে ইম্‌লি ও চিঞ্চা, কর্ণাটে নুনিসে, তেলেগু ভাষায় চিণ্ট, উৎকল দেশে কঁআ, তামেলিতে পুলি ও বোম্বাই প্রদেশে টিণ্টঞ্জ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চিঞ্চা, অম্লিকা, তিন্তিড়ীক, তিন্তিড়ীকা, অম্লীকা, আম্লিকা, আম্লীকা, তিন্তিলীকা, বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়, তিন্তিলী, তিন্তিড়িকা, আম্বিকা, চুক্র, চুক্রা, চুক্রিকা, অম্লা, অত্যম্লা, ভুক্রা, ভুক্রিকা, চারিত্রা, গুরুপত্রা, পিচ্ছিলা, যমদূতিকা, চরিত্রা, শাকচুক্রিকা, সুচুক্রিকা ও সুতিন্তিড়ী। তেঁতুলের কাঁচা ফল কষায়-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বায়ুনাশক এবং পিত্ত, রক্ত ও কফের বৃদ্ধিকারক। পক্ক ফল অম্ল-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুনাশক এবং পিত্ত, দাহ, রক্ত ও কফের প্রকোপকারক। শুষ্ক তেঁতুল লঘুপাক, রুচিকর এবং শ্রান্তি ভ্রান্তি ও তৃষ্ণার উপশমকারক। পাকা-তেঁতুলের রস বাহ্য প্রয়োগে শোথের পাচন কারক এবং ব্রণদোষনাশক। তেঁতুলের পাতা শোথ, রক্তদোষ ও বেদনার নিবারক। চারা গাছের পাতার কাথ রক্তামাশয়ের বিশেষ উপকারক। শুক্‌না তেঁতুল ছালের ক্ষার অগ্নিমান্দ্য ও শূলরোগের শান্তি-কারক।

তিন্দুক।—(Diospyros glutinosa or D. Cordifolia or D. Embryoptoris.) তিন্দুকের বাঙ্গালা নাম গাব। ইহা এক প্রকার ফলবান্ বৃক্ষ। দেশভেদে ইহাকে তেঁদ ও মাকড়াকেঁন্দু, হিন্দীতে তেঁদ, মাকড়াকেঁদ ও গাব, মহারাষ্ট্রদেশে টেম্বরূরনি, কর্ণাটে রুম্বুরু, তেলেগু ভাষায় তুমিক, তামেলিতে তুম্বিক এবং বোম্বাই প্রদেশে তিম্বোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ, শিতিসারক, স্ফূর্জ্জক, কেন্দু, তিন্দু, তিন্দুল, তিন্দুকি, তিন্দুকী, নীলসার, অতিমুক্তক, স্বর্য্যক, রামণ, স্ফূর্জ্জন, স্পন্দনাহ্বয় ও কালসার। গাবগাছের ছাল কষায়রস ও মুখক্ষতনিবারক। গাবের কাঁচা ফল কষায়রস, শীতল, লঘু, মলরোধক ও বায়ুবর্দ্ধক। পাকা ফল মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

তিমিমৎস্য।—তিমি সমুদ্রজাত একপ্রকার মৎস্য। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও শ্লেষ্মজনক।

তিল।—(Sesamum Indicum.) তিল একপ্রকার শস্যের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে তিল, হিন্দীতে মিঠাতিল, মহারাষ্ট্রদেশে তিল, কর্ণাটে এলু, তেলেগুভাষায় নুব্বুলু ও নক্কিনুনে নুব্বুলু, তামেলিতে বাল্লেমের, পারস্যভাষায় কুঞ্জদ্ এবং দাক্ষিণাত্যে বারিকতিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হোমধান্য, পবিত্র, পিতৃতর্পণ, পাপঘ্ন, পূতধান্য, স্নেহফল ও স্নেহপূর ফল। শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত ও বন্যতিলভেদে তিল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাদাতিল মধ্যম এবং অন্যান্য তিল নিকৃষ্ট। সাধারণতঃ তিল কষায়-তিক্ত-মধুররস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, পিত্তকারক, ব্রণের উপকারক, মূত্রের হানিকর এবং অগ্নি, বল, বর্ণ ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক। খোসাশূন্য কৃষ্ণতিল ২ তোলা পরিমাণে প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে অর্শোরোগের উপশম হইয়া থাকে। তিলের শাক অর্থাৎ পত্র কটু-তিক্ত-অম্লরস, পিচ্ছিল ও বায়ুবর্দ্ধক। তিলগাছের ছাল কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রনাশক এবং দন্তদোষ, ক্রিমি, শোথ, ব্রণ ও রক্তদোষের শান্তিকারক।

তিলতৈল।—তিলের তৈল অর্থাৎ স্নেহভাগ কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, প্রসরণশীল,

কান্তিকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, মল-রোধক, চক্ষুর হিতকর, কেশের উপকারক, স্রোতঃশোধক, শ্রান্তি-নাশক, ধাতুপুষ্টিকারক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং ক্রিমি, কণ্ডূ ও ব্রণরোগের নিবারক।

তিলপর্ণী।—তিলপর্ণী এক-প্রকার শাকের নাম, চলিত কথায় ইহাকে 'তিলোনি' কহে। তিলোনি লঘুপাক এবং কফ ও শোথরোগের উপশমকারক।

তিলপিষ্টক।—কুট্টিত তিল-দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টককে তিলপিষ্টক কহে। বাঙ্গালায় ইহার নাম 'তিলকুটো' বা 'তিলে সন্দেশ'। তিলপিষ্টক মধুর-কষায়রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলবর্দ্ধক, মূত্রনিবারক, বল-কারক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক।

তিলবাসিনী।—তিলবাসিনী একপ্রকার শালি (হৈমন্তিক) ধান্যের নাম। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, শীঘ্র পরিপাকী, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং কাস, শ্বাস, পাণ্ডু, শূল ও আমবাত রোগের উপ-কারক।

তীক্ষ্ণ লৌহ।—চীনদেশজাত লৌহবিশেষের নাম তীক্ষ্ণ লৌহ। ইহার অপর নাম রুক্ষ লৌহ। বাঙ্গালায় ইহাকে তীখা ইস্পাত এবং দেশভেদে বিদরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লোহ, শস্ত্রায়স, শস্ত্র, পিণ্ড, পিণ্ডায়স, শঠ, আয়স, নিশিত, তীব্র, খড়্গ, মুণ্ডিত, অয়ঃ, চিত্রায়স ও চীনজ। মণ্ডুর অপেক্ষা এই লৌহ অধিক গুণ-বিশিষ্ট। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শূলরোগের হিতকর।

তুঙ্গভদ্রা।—দক্ষিণদেশস্থ একটি নদীর নাম তুঙ্গভদ্রা। এই নদীর জল নির্ম্মল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, গুরুপাক, মেধাজনক এবং পিত্ত ও কণ্ডূ রোগের উৎপাদক।

তুত্থক।—Sulphate of Copper. তুত্থক তাম্রধাতুর উপধাতু। বাঙ্গালায় ইহাকে তুঁতে বা তুঁতিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলাঞ্জন, হরিতাশ্ম, তুত্থ, ময়ূরগ্রীবক, তাম্রগর্ভ, অমৃতোদ্ভব, ময়ূরতুত্থ, শিখি-কণ্ঠ, নীল, তুত্থাঞ্জন, শিখিগ্রীব, বিতু-ন্নক, ময়ূরক, ভূতক, মূষাতুত্থ, মৃতা-মদ ও হেমসার। ময়ূরতুত্থক ও খর্পরীতুত্থক ভেদে তুঁতে দুই প্রকার। ময়ূরতুত্থক কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক এবং শ্বিত্র, নেত্ররোগ, দন্তরোগ ও সকল প্রকার বিষদোষের উপকারক। খর্পরীতুত্থক কটু-তিক্ত

রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং ত্বগ্দোষ-নাশক।

তুঁতে শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করা হয়। শোধনের নিয়ম নানা প্রকার। অর্দ্ধ ভাগ গন্ধকের সহিত অর্দ্ধ প্রহর অগ্নিজ্বালে পাক করিলে তুঁতে শোধিত হয়। অথবা বিড়ালের বিষ্ঠা ও পায়রার বিষ্ঠার সহিত তুঁতে মর্দ্দন করিয়া দশ ভাগ সোহাগার সহিত লঘুপুটে পাক করিবে, তৎপরে একবার দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে এবং আর একবার মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। এইরূপেও তুঁতের শোধন হইয়া থাকে। দাঁতের গোড়ার ফুলা ও দূষিত ক্ষতনিবারণের জন্য তুঁতে কেবল অগ্নিতে পোড়াইয়া ব্যবহার করিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

তুম্বুরু।—(Xanthoxylon alatum, Syn. Z. hostile.) তুম্বুরুর-বাঙ্গালা নাম নেপালি ধনে, বা তাম্বুল ফল। হিন্দীতে ইহাকে তেজবল ও তুম্রু, মহারাষ্ট্রদেশে তেন্দু ও কর্ণাটে তুম্বুরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শৃঙ্গম, সৌরভ্য, সৌর, বনজ, সানুজ, দ্বিজ, তীক্ষ্ণকন্দ, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র, মহামুনি, স্ফুটল, সুগন্ধি, সৌরভ ও অন্ধক। তুম্বুরুফল দেখিতে গোলমরিচের ন্যায়। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, কটুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং শূল, গুল্ম, উদর, আধ্মান, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা, মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ ও ওষ্ঠ রোগের উপকারক।

তুরুষ্ক।—তুরুষ্ক একপ্রকার গন্ধদ্রব্য, অনেকে ইহাকে একপ্রকার কৃত্রিম নির্য্যাস বলিয়া থাকেন। ইহার বাঙ্গালা নাম শিলারস এবং সংস্কৃত পর্য্যায় সিহ্লক, যবন, ধূম্র, ধূম্রবর্ণ, সুগন্ধিক, সিহ্লসার, পীতসার, কপি, পিণ্যাক, কপিজ, কপিতৈল, কল্ক, পিণ্ডিত, পিণ্ডিতৈলক, করেবর, কৃত্রিমক, লেপন, শল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপর্ণী, বৃকধূপ, কল্কধূপ, কপিশ, সিহ্ল, কপিচঞ্চল, যাবন, তৈলাখ্য, পিণ্ডক, যাব, যাবত ও জাব। শিলারস সুগন্ধি, কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বর, দাহ, স্বেদ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগের উপশমকারক।

তুলসী।—(Ocimum sanc-

tum.) Holy basil. তুলসী এক প্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহাকে বাঙ্গালায় তুলসী, হিন্দীতে বরগুা ও তুলসী, মহারাষ্ট্র দেশে তুলসীচে ঝাড়, তেলেগু ভাষায় কৃষ্ণ, গগ্‌গেরচেট্টু, ইয়ুলসী ও তুলসীচেট্টু, তামেলীতে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুল্‌সী এবং বোম্বাই প্রদেশে তুলস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কয়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভি, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেতরাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী, পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, শ্বেতরাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী ও দেবদুন্দুভি। তুলসী ছয় প্রকার,—ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, গন্ধতুলসী, কৃষ্ণতুলসী, বিষগন্ধ বা বিশ্বগন্ধ তুলসী, শ্বেততুলসী, ও বর্ব্বরী তুলসী। এই সকল তুলসীর ভিন্ন ভিন্ন গুণ নামানুসারে লিখিত হইবে। সাধারণতঃ সকল তুলসীই কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, সুরভি, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহপিত্তকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং কাস, ক্রিমি, বমি, কুষ্ঠ, রক্তস্রাব, জীর্ণজ্বর, পার্শ্ববেদনা ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

তুবর যাবনাল।—তুবর যাবনাল একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্ত-কৃষ্ণজনার, মহারাষ্ট্র দেশে তুরেজোন্ধালে ও কর্ণাট দেশে ওঙ্গরজাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তুবর, কষায় যাবনাল, রক্ত যাবনাল ও লোহিত কুস্তম্বুরু। ইহা কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বিদাহী, বায়ুনাশক, শোথনিবারক এবং শোষজনক।

তুবরী।—(Cajanus Indicus.) তুবরী একপ্রকার অরহর। বাঙ্গালায় ইহাকে টোঙ্গোর কলায়, হিন্দীতে তোরী এবং দেশভেদে তোরিসা কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, বমি, তৃষ্ণা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কৃমি ও বিষদোষের হিতকারক।

তুষোদক।—সতুষ যবের কাঁজিকে তুষোদক কহে। কাঁচা যব কুট্টিত করিয়া তুষের সহিত তাহা জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে তাহাতে অম্লরস উৎপন্ন হইলে তাহাকেই তুষোদক কহে। ইহা অম্লরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, মলভেদক, পিত্ত-রক্তবর্দ্ধক

এবং পাণ্ডু, ক্রিমি বস্তিশূল, গ্রহণী, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও পার্শ্ববেদনার উপকারক।

তুণী বৃক্ষ।—Cedrela Toona. কোঙ্কণ দেশে 'নন্দী বৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধ বৃক্ষ-বিশেষের নাম তুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে তুণীগাছ, হিন্দীতে তূণী ও মহানিম, উৎকলদেশে মহালিম্বু এবং পঞ্জাবে ত্রবী কহে। ইহা পীতবর্ণ, সুগন্ধি, কটু-তিক্তরস, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, দাহ, শিরোবেদনা ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগের উপকারক।

তুদ বৃক্ষ।—Morus Indica or morus Nigra.) অশ্বত্থ বৃক্ষের ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষের নাম তুদ। বাঙ্গালায় ইহাকে তুৎ ও পলাশপিপুল, হিন্দীতে তূৎরী ও মাহত, মহারাষ্ট্রদেশে পারিস পিঁপলু ও বঙ্গরলি, তেলেগুভাষায় কম্বলিচেট্টু এবং তামেলিতে মমুকট্টইচেড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তূল,ব্রহ্মকাষ্ঠ,ব্রাহ্মণেষ্ট, পূষক, ব্রহ্মদারু, সুপুষ্প, সুরূপ, নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ, মদসার, ও পূণ। ইহার অপক্ব ফল অম্ল-মধুর-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক, দাহনিবারক এবং রক্তপিত্তকারক পক্ব ফল মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক এবং বায়ু ও পিত্তের হিতকর।

তৃণকুঙ্কুম।—কাশ্মীর দেশে প্রসিদ্ধ এক প্রকার সুগন্ধি তৃণের নাম তৃণকুঙ্কুম। চলিত কথায় ইহাকে কুঙ্কুম ঘাস এবং মহারাষ্ট্র দেশে তৃণকেশর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তৃণাসৃক্, গন্ধি, তৃণশোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর ও লোহিত। তৃণকুঙ্কুম কটুরস,উষ্ণবীর্য্য,দীপ্তিকারক এবং বায়ু, কফ, শোথ, কণ্ডু, পামা, কুষ্ঠ ও আমদোষের শান্তিকারক।

তৃণদ্রুম।—তাল, খর্জ্জুর, নারিকেল, সুপারি, হিন্তাল, কেতকী ও তাড়ীদ্রুম (তেড়েৎ গাছ) প্রভৃতিকে তৃণদ্রুম কহে। ইহাদের মজ্জা ও নির্য্যাস শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মোহজনক, রুচিকর, বলকারক এবং তৃষ্ণা ও সন্তাপের নিবারণকারক।

তৃণপঞ্চমূল।—সুশ্রুতমতে কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলুখড়) এই পঞ্চপদার্থের মূল এবং চরকের মতে কাশ, শর, ইক্ষু, দর্ভ (উলুখড়) ও শালিধান্য এই পাঁচটির মূল তৃণপঞ্চমূল নামে পরিগণিত। তৃণপঞ্চমূল বস্তিশোধক এবং তৃষ্ণা, দাহ, পিত্ত, রক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

তেজঃফল।—হিমালয় প্রদেশের এক প্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম তেজঃফল। বাঙ্গালায় ইহাকে তেজবল্ ও তেজফল কহে। মহারাষ্ট্র দেশে ইহার নাম কাইফল এবং কর্ণাটে গাবটে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বহুফল, শাল্মলীফল, স্তবকফল, স্তেয়ফল গন্ধফল ও কণ্টবৃক্ষ। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ, সুগন্ধি, অগ্নিবর্দ্ধক, শিশুদিগের রক্ষোভয়ের নিবারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও অরুচিরোগের উপশমকারক।

তেজপত্র।—(The leaf of Laurus cassia.) তেজপত্রকে বাঙ্গালায় তেজপাত, হিন্দীতে তজ এবং দেশভেদে ঝালপাত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পত্র, পত্রক, গন্ধজাত ও পাকরঞ্জন। তেজপাত মধুর রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখশোধক এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, বমনবেগ, অরুচি, পীনস, বস্তিশূল ও বিষদোষের হিতকর।

তেজবতী।— তেজবতীকে তেজবল বা তেজবল্কল কহে। ইহা এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তেজস্বিনী, তেজোবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী। তেজবল কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাস ও মুখরোগের উপশমকারক।

তেজোমন্থ।—তেজোমন্থ অগ্নিমন্থের প্রকারভেদ অর্থাৎ ইহা একপ্রকার ছোট গণিয়ারী। ইহার গুণও অগ্নিমন্থের ন্যায়। বিশেষতঃ ইহা বাতজশোথের বিশেষ উপকারক।

তেরণ।—তেরণ একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে তেরড়া, মহারাষ্ট্রদেশে তেরণা এবং কর্ণাটে কেবত্তিগে কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল ও ব্রণনাশক। ইহা হইতে একপ্রকার লাল রং প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তৈল।—স্থাবর স্নেহমাত্রই তৈল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্যায় ম্রক্ষণ, স্নেহ ও অভ্যঞ্জন। যাবতীয় স্নিগ্ধ পদার্থ হইতেই তৈল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে পদার্থ হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই তৈলের গুণ সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন। তবে তৈলের কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সকল তৈলই আগ্নেয় পদার্থ, কটু-তিক্তকষায়যুক্ত মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, বিসৃতিশীল, সূক্ষ্ম, গুরুপাক, মলভেদক, মূত্ররোধক, প্রীতিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-বর্ণজনক, স্থিরতা-

সম্পাদক, ত্বকের প্রসন্নতাকারক, মৃদুতাজনক, ক্রিমিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, শীত-পিত্তকারক, গর্ভাশয়-শোধক এবং আনাহ, অষ্ঠীলা, বাতরক্ত, প্লীহা, শূল, উদাবর্ত্ত, যোনিরোগ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও যাবতীয় বায়ুরোগের বিশেষ উপকারক। এই সকল উপকারের জন্য তৈল অধিকাংশ স্থলেই গাত্রে মর্দ্দন করিতে হয়। যেহেতু তৈল পান করিলে, উপকার অপেক্ষা উদরাময়াদি অপকারই অধিক হইয়া থাকে। কিন্তু রোগের অবস্থা বিশেষে সেই সেই রোগের উপশমকারক পদার্থ দ্বারা তৈল সংস্কৃত করিয়া পান করাইবারও ব্যবস্থা আছে। মস্তকে তৈল মর্দ্দন করিলে, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা ও অগ্নির বিশুদ্ধি হয় এবং শিরঃশূল, খালিত্য (টাক) ও পালিত্য (পাকিয়া যাওয়া) প্রভৃতি উপদ্রব নিবারিত হইয়া, কেশ স্থির, দৃঢ়, দীর্ঘ ও ঘন হইয়া থাকে। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে, মন্যাগ্রহ, হনুগ্রহ, বধিরতা প্রভৃতি কর্ণগত বায়ুরোগসকল উপস্থিত হইতে পারে না। পদতলে তৈল মর্দ্দন করিলে, পদদ্বয়ের কর্কশতা, শুষ্কতা, রুক্ষতা ও স্পর্শানভিজ্ঞত্ব প্রভৃতি দোষ নিবারিত হইয়া, স্থৈর্য্য, বলবৃদ্ধি, সুকুমারতা ও দৃষ্টির প্রসন্নতা হয় এবং পদস্ফুটন (পা ফাটা), গৃধ্রসী-বাত ও স্নায়ুসঙ্কোচ প্রভৃতির নিবারণ হইয়া থাকে। সর্ব্ব শরীরে তৈল মর্দ্দন করিলে, শরীর দৃঢ়, পুষ্ট, ক্লেশসহ, সুখস্পর্শ ও সুন্দর ত্বক্-যুক্ত হয় এবং জরা, শ্রান্তি, গাত্রদাহ, অনিদ্রা ও বায়ুবিকৃতি প্রভৃতি নিবারিত হইয়া আয়ুরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ক ও অপক্ক সকল তৈলই বহুদিন পর্য্যন্ত গুণহীন হয় না।

তৈলকন্দ।—তৈলকন্দ এক-প্রকার বড় কন্দ। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট-দেশে ইহাকে সুজিমূর্দ্দিগড্ডে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্রাবককন্দ, তিলাঙ্কিত দল, করবীরকন্দ-সংজ্ঞ ও তিলচিত্রপত্রক। এই কন্দের উপরে তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ থাকে এবং ইহার পাতা করবীর পাতার ন্যায়। তৈলকন্দ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু-রোগ, অপস্মার ও শোথের হিতকর।

তৈলকিট্ট।—তৈলের মলপদার্থের নাম তৈলকিট্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে খৈল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পিণ্যাক, খলি ও তৈলকল্ক। তিল, সরিষা, মসিনা প্রভৃতি যেসকল দ্রব্যের তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণানুসারে সেই সকল খৈলের গুণও

ভিন্ন ভিন্ন; তবে সাধারণতঃ সকল খৈলই কটুরস, পিচ্ছিল এবং কফ, বায়ু ও প্রমেহ রোগের হিতকর।

ত্রপুষতৈল।—শসার বীজ হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহা মধুররস, গুরুপাক, শীতল, কান্তিজনক, কেশের উপকারক এবং কফপিত্তনাশক।

ত্রপুসা।—(Cucumis sativus. Syn. C. Hardwickii.) The cucumber. ত্রপুসা একপ্রকার লতাফল। ইহার বাঙ্গালা নাম শসা। হিন্দীতে ইহাকে খীরা, লঘুখীরা ও বালমখীরা, মহারাষ্ট্র দেশে তৌসী কর্কটী, কর্ণাটে তর্সৈয়কারি, তেঁলেগুতে দোজকইন, উৎকলদেশে কণ্টআরি কাকুড়ি এবং তামেলীতে মহেবেহরি কোঙ্কণে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতপুষ্পা, কাণ্ডালু, কাণ্টালু ত্রপুকর্কটী, বহুফলা, কণ্টকিলতা, কোষফলা, তুন্দিলফলা, সুধাবাস। ত্রপুষী ও ত্রপুষ। শসা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, বলনাশক, মূত্রকারক এবং ভ্রম, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, ক্লান্তি, রক্তপিত্ত ও বমন রোগের উপকারক। শ্বেত ও নীলবর্ণ ভেদে শসা দুই প্রকার। নীলশসা অপেক্ষা সাদা শসা অধিক কফকারক। পক্ক শসা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। শসার বীজ শীতল, রুক্ষ, মূত্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, রক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপশমকারক।

ত্রায়মাণা।—ত্রায়মাণাকে বাঙ্গালায় বলাডুমুর, বলালতা, বহুলা ও বনভাদুলিয়া এবং হিন্দীতে ত্রায়মাণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বার্ষিক, ত্রায়ন্তী, বলভদ্রিকা, বলদেবা, সুভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃতত্রা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, সুকামা, বার্ষিকা, গিরিজা, অনুজা, মঙ্গল্যার্হা, দেববলা, পালিনী, ভয়নাশিনী, অবনী, রক্ষণী ও ত্রাণা। ত্রায়মাণা একপ্রকার গুল্মজাতীয় বৃক্ষ। হিমালয় প্রদেশে এই গাছ জন্মে। ইহা কষায় তিক্ত-মধুররস, শীতল এবং কফ, রক্ত, গুল্ম, জ্বর, ভ্রম, তৃষ্ণা, ক্ষয়, বমন ও বিষদোষের শান্তিকারক।

ত্রিকটু।—শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, মিলিত এই তিন পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিকটু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ত্র্যূষণ, ব্যোষ, কটুত্রয় ও কটুত্রিকা। ত্রিকটু অগ্নিবর্দ্ধক এবং শ্বাস, কাস, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, মেহ, কফ, স্থূলতা, শ্লীপদ, পীনস ও মেদোদোষের উপকারক।

ত্রিকণ্ট মৎস্য।—ত্রিকণ্ট মৎ-

ন্তের বাঙ্গলা নাম ট্যাংরা মাছ ও গাগর মাছ। উভয়ই মধুররস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ত্রিজাতক।—সমপরিমিত এলাচ দারুচিনি ও তেজপত্র, এই তিনটি পদার্থের নাম ত্রিজাতক। ইহার সহিত নাগকেশর সংযোগ করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক কহে। ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, বর্ণবর্দ্ধক, এবং মুখের দুর্গন্ধ, কফ, বায়ু ও বিষদোষের শান্তিকারক।

ত্রিপর্ণিকা।—ত্রিপর্ণিকা একপ্রকার কন্দ। কোঙ্কণ ও অনূপদেশে ইহা মূরেঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃহৎ পত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু, কন্দবহুলা, অম্লবল্লী, বিনারুহা ও ত্রিপর্ণী। ত্রিপর্ণী মধুর রস, শীতল, পিত্তনাশক এবং শ্বাস, কাস, ব্রণ ও বিষদোষের উপকারক। ইহার শাক মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলভেদক এবং বিষ্টম্ভী অর্থাৎ বহুক্ষণ স্তব্ধীভূত থাকিয়া পরে জীর্ণ হয়।

ত্রিপুট।—ত্রিপুট একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে খেসারি কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সণ্ডিক। খেসারি মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, অত্যন্ত রুক্ষ, রুচিকর, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক, শোষণকারক এবং বায়ুর অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া খঞ্জ, পাঙ্গুলা, শূল, ভ্রম, দাহ অর্শঃ, শোথ ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি পীড়ার উৎপাদক। খেসারির যূষ মধুর রস, বায়ুবর্দ্ধক, আধ্মান ও শূলের উৎপত্তিকারক এবং পিত্ত, রক্ত অরুচি ও বমনরোগের শান্তিকারক।

ত্রিফলা।—(Three myrobalans.) বিশেষ বিশেষ তিনটি সমবেত ফলের পারিভাষিক নাম ত্রিফলা। ত্রিফলা চারিপ্রকার;—মহা ত্রিফলা, হ্রস্ব ত্রিফলা, সুগন্ধ ত্রিফলা ও মধুর ত্রিফলা। তন্মধ্যে আমলকী হরীতকী ও বহেড়া সমপরিমিত এই তিনটি ফলকে মহা ত্রিফলা কহে। সাধারণতঃ ইহাই ত্রিফলা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ফলত্রিক, ফলত্রয়, ত্রিফলী ও ফল। এই ত্রিফলা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলশোধক, পিত্ত-কফনাশক, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক এবং মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বরাদি রোগের উপকারক।

গাম্ভারীফল, কিস্‌মিস ও ফলসাফল, এই তিনটি ফল হ্রস্ব ত্রিফলা;

জাতীফল লবঙ্গ ও সুপারি, এই তিনটি ফল সুগন্ধ ত্রিফলা এবং দ্রাক্ষা, দাড়িম ও খর্জ্জুর, এই তিনটি ফল মধুর ত্রিফলা নামে পরিগণিত। প্রত্যেক দ্রব্যের গুণানুসারে এই সকল ত্রিফলার গুণ অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ত্রিমধু।—মধু, ঘৃত ও চিনি, এই তিনটি পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিমধু। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিকারক এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও বিষদোষের হিতকারক।

ত্রিবৃৎ।—*Ipomœa turpethum*. Syn. Convolvulus turpethum.) Turpeth Root. ত্রিবৃৎ এক প্রকার লতা। ইহার বাঙ্গালা নাম তেউড়ী। হিন্দীতে ইহাকে তরবদ, নিশোত, নকৃপতর ও পিথোরী; মহারাষ্ট্র দেশে তিয়ড়, কর্ণাটে তিগড়ে, তেলেগু ভাষায় আলতেগড়, তামেলীতে শিবদই এবং বোম্বাই প্রদেশে কুট্‌কুরী ও নিশোওর কহে। তেউড়ীর সাধারণতঃ সংস্কৃত পর্য্যায় সর্ব্বানুভূতি, সুবহা, ত্রিপুটা, ত্রিবৃতা, ত্রিভণ্ডী, রেচনী, সরহা, সরণা, সরসা, মালবিকা, মসুরী, শ্যামা, অর্দ্ধচন্দ্রা, বিদলা, সুষেণী, কালীঙ্গিকা, কালমেষী, কালী, ত্রিবেলা, ত্রিবৃত্তিকা, শ্বেতা ও সারা। কাল তেউড়ীর পর্য্যায় শ্যামা, পালিন্দী, সুষেণিকা, কালা, মসুরবিদলা, অর্দ্ধচন্দ্রা, কালমেষিকা, কালমেশীকা ও পালিন্ধী। শ্বেত তেউড়ীর পর্য্যায় তৃবৃৎ, বৃকাক্ষী, সুবহা, ত্রিভণ্ডী ও ত্রিপুটা। রক্ত তেউড়ীর পর্য্যায় ব্যাঘ্রাদনী কুটরুণা, নিঃস্তা, ত্রিবৃতা, অরুণা, কলিঙ্গা ও পরিপাকিণী। রক্ত শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের মূলভেদানুসারে তেউড়ী তিন প্রকার। তন্মধ্যে রক্তমূল তেউড়ীই শ্রেষ্ঠ। সাধারণতঃ সকল তেউড়ীই উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক এবং ক্রিমি, শ্লেষ্মা, উদর, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও ব্রণ রোগাদির উপশমকারক। রক্ত তেউড়ী কটু-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, মৃদুবিরেচক এবং পিত্ত-কফনাশক। সাদা তেউড়ী উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্ত, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ ও উদর রোগের নিবারক। কাল-তেউড়ী সাদা-তেউড়ী অপেক্ষা হীনগুণ, বিশেষতঃ ইহা তীব্র বিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ মদ, ভ্রান্তি ও কণ্ঠশোষের উৎপাদক।

ত্রিসন্ধি।—ত্রিসন্ধি একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে কৃষ্ণকেলী, মহারাষ্ট্রদেশে ত্রিসন্ধি ও কর্ণাটে ত্রিসঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সান্ধ্যকুসুমা, সন্ধিবল্লী, সদাফলা, ত্রিসন্ধ্য-

কুসুমা, কান্তা, সুকুমারা ও সন্ধিজা। সন্ধিসময়ে অর্থাৎ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে এই পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় বলিয়া ইহার নাম ত্রিসন্ধি। রক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ পুষ্পভেদে ইহা তিন-প্রকার। সকল প্রকারেরই গুণ এক রূপ। ত্রিসন্ধি কফনাশক, কাস-নিবারক, রুচিকর ও ত্বগ্‌দোষের নিবারণকারক।

ত্রিসম।—সমপরিমিত হরিতকী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, এই তিন পদার্থের পারিভাষিক নাম ত্রিসম। ইহা রুচি-কর, মলশোধক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত-পিত্তনাশক।

ত্বাচ-তৈল।—দারুচিনির একটি নাম ত্বচ, এইজন্য দারুচিনির তৈলকে ত্বাচ-তৈল কহে। দারুচিনির তৈল মলরোধক, দন্তরোগনাশক, রজঃ-স্রাবকারক এবং বায়ু, অগ্নিমান্দ্য, আধ্মান, আক্ষেপ, বমন ও বমনবেগের উপশমকারক। শিরোবেদনায় দারু-চিনির তৈল কপালে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

দগ্ধভূমিজ শালি।— দগ্ধ ভূমিতে অর্থাৎ পোড়া মাটীতে যে ধান্য জন্মে, তাহা ঈষৎ-তিক্তরসান্বিত মধুর রস, লঘুপাক, পাচক, বলকারক, রুক্ষ, মল-মূত্ররোধক এবং শ্লেষ্ম-নাশক।

দগ্ধ মৎস্য।—মৎস্য আগুনে পোড়াইয়া তাহার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া অনেকে আহার করিয়া থাকে। দগ্ধমৎস্য গুরুপাক, পুষ্টি-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ক্ষীণ-শুক্র, ক্ষীণতেজা, জর্জ্জরিত ও নিত্য-স্ত্রীসহবাসকারিদিগের বিশেষ উপ-কারক।

দগ্ধা।—দগ্ধা এক প্রকার বৃক্ষের নাম। কোঙ্কন দেশে ইহাকে কুরুণ্টী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দগ্ধরুহা, দগ্ধিকা, স্থলেরুহা, রোমশা, কর্কশদলা, ভস্মরোহা ও সুদগ্ধিকা। ইহা কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তপ্রকো-পক এবং বাত-শ্লেষ্মনাশক।

দণ্ডধারণ গুণ।—দণ্ড অর্থাৎ যষ্টি ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিলে, বল, উৎসাহ, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও বীর্য্যের বৃদ্ধি হয়, হিংস্রক জন্তু ও শত্রুদিগের ভয় নিবারিত হয় এবং পতনাদি বিপদ হইতে শরীর রক্ষা করা যায়।

দণ্ডমৎস্য।—দণ্ডমৎস্যকে বাঙ্গা-লায় দাঁড়িকা মাছ ও হিন্দীতে দণ্ডারি কহে। ইহা তিক্তরস, লঘুপাক, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক।

দণ্ডোৎপল।—দণ্ডোৎপল গুল্ম-জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে দণ্ডকলস, ডানকুনি, ডানপোলা ও গলঘসে; হিন্দীতে ডানিকুহুহে এবং মহারাষ্ট্র দেশে সহদেবী কহে। শ্বেত পীত ও রক্তপুষ্প ভেদে দণ্ডোৎপল তিনপ্রকার। পীত দণ্ডোৎপলের সংস্কৃত পর্য্যায় গোবন্দনী, দেবসহা, গন্ধবল্লী ও সহদেবী; রক্ত দণ্ডোৎপলের সংস্কৃত নামান্তর বিশ্বদেবা এবং শ্বেত দণ্ডোৎপলের সংস্কৃত নামান্তর দণ্ডোৎপলা। সকলপ্রকার দণ্ডোৎপলই কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখস্রাব-নিবারক এবং শ্বাস, কাস, কফ, কামলা, ক্রিমি ও ক্ষয়রোগের উপকারক। দণ্ডোৎপলের পাতা বা ফুলের রস চক্ষুতে দিলে কামলা নিবারিত হয়। পাতার প্রলেপে পাচড়ার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দধি।—দধি একপ্রকার দুগ্ধবিকৃতি। বাঙ্গালায় ইহাকে দই, হিন্দীতে দহি, মহারাষ্ট্রদেশে দহিং ও কর্ণাটে মোংসরু কহে। দধির সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষীরজ, মঙ্গল্য, বিরল, পয়স্য, ঘনেতর ও দধিদ্রপ্স। মন্দক দধি, মধুর দধি, মধুরাম্লদধি, অম্লদধি ও অত্যম্ল দধি ভেদে দধি পাঁচ প্রকার। যে দধি অসম্যক্ জাত অর্থাৎ দধির প্রথমাবস্থায় দুগ্ধ যখন কিঞ্চিৎ ঘন হয় এবং তাহাতে অম্লাদি রসের স্পষ্ট অনুভব করা যায় না, তখনই তাহাকে মন্দক দধি কহে। মন্দক দধি মলমূত্র-ভেদক, বিদাহকারক এবং ত্রিদোষজনক। যে দধি সম্যক্ জাত এবং যাহাতে মধুররস অধিক ও অম্লরস অল্প, তাহাকে মধুর দধি কহে। মধুরদধি মধুর রস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক এবং কফ ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। যে দধি কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত মধুরাম্ল রস ও ঘন, তাহাকে মধুরাম্ল দধি কহে। মধুরাম্ল দধি, মধুর দধি ও অম্লদধি উভয়ের গুণযুক্ত। যে দধিতে মধুর রসের অনুভব না হইয়া কেবল অম্লরস অনুভূত হয়, তাহাই অম্লদধি। অম্লদধি অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত রক্ত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক। অতিশয় অম্লরসযুক্ত দধির নাম অত্যম্ল দধি, ইহা দন্তহর্ষ ও রোমহর্ষের উৎপাদক, কণ্ঠাদির দাহকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক। সাধারণতঃ সম্যক্‌জাত দধিমাত্রই অম্লমধুর রস, অম্লবিপাক, গুরুপাক, শীতল, মলরোধক, মুখরোচক, শোথজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক,

অগ্নিপ্রদীপক, শ্লেষ্মা, পিত্ত রক্ত ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং বিষমজ্বর, অরুচি ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের হিতকর। পক্ক দুগ্ধের দধিই প্রশস্ত, অপক্ক অর্থাৎ কাঁচা দুগ্ধের দধি অনুপকারক। অসার অর্থাৎ মাখন তোলা দধি অপেক্ষাকৃত লঘুপাক, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক ও গ্রহণীরোগনাশক। দধির সর (মাথা) অম্ল-মধুর রস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, বস্তিশোধক এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক। চিনি মধু, ঘৃত, মুদ্গযূষ ও আমলকীর রস প্রভৃতি পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া দধি সেবন করা উচিত। রাত্রিকালে এবং কফ, পিত্ত ও রক্তজ রোগসমূহে দধি ভোজন অনিষ্টকারক। দুগ্ধভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দধির গুণ সেই সেই জীবের দুগ্ধগুণ-কথনকালে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

দধিকূর্চ্চিকা।—দধির সহিত দুগ্ধ পাক করিলে যে একপ্রকার ছানা প্রস্তুত হয়, তাহাকে দধিকূর্চ্চিকা কহে। দধিকূর্চ্চিকা দুর্জ্জর, রুক্ষ, মলরোধক ও বায়ুনাশক।

দধিমণ্ড।—দধিমণ্ডের অপর নাম দধিমস্তু। বাঙ্গালায় ইহাকে দাধর মাৎ বা দধির জল কহে। দধিমণ্ড অম্ল-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, পাচক, মলভেদক, স্রোতঃশুদ্ধিকর, বলকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং তৃষ্ণা, উদররোগ, প্লীহা, অর্শঃ, পাণ্ডু, শ্বাস, গুল্ম, শূল ও বিষ্টম্ভরোগের উপকারক।

দন্তধাবন।—দন্তধাবন অর্থাৎ দন্তমার্জ্জন করিয়া মুখ পরিষ্কার করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়, সহসা কোন দন্তরোগ জন্মিতে পারে না এবং আহারাদিতে সম্যক্ রুচি হইয়া থাকে। দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। কষায় কটু বা তিক্তরস বিশিষ্ট কোন বৃক্ষের অথবা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের কনিষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল কাটী ১২ অঙ্গুলি পরিমাণে লইয়া তাহার অগ্রভাগ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবে, পরে সেই চর্ব্বিত অংশদ্বারা দন্তমার্জ্জন করিতে হইবে। চরকাদি শাস্ত্রে দন্তকাষ্ঠের জন্য করঞ্জ, করবীর, আকন্দ, আম, বকুল, খদির, নিম, অসন প্রভৃতির কাটী গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা আছে। তাল, হিন্তাল, নারিকেল, খর্জ্জূর ও কেতকী প্রভৃতির কাটী দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবে না এবং অর্দ্দিত, কর্ণশূল, দন্তরোগ, নবজ্বর, শোথ, কাস, মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগ প্রভৃতিতে কাটীদ্বারা দন্তমার্জ্জন করা উচিত নহে। দন্তমার্জ্জন কালে পূর্ব্ব বা

উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া দন্তমার্জ্জন করা উচিত, যেহেতু দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ অনিষ্টকারক। দন্তকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে চাখড়ী, কয়লার গুঁড়া, ঘুঁটের ছাই, মাটী প্রভৃতি দ্বারা দন্তমার্জ্জন করা আবশ্যক।

দন্তী।—(Baliospermum montanum. Syn. Croton polyandram. দন্তীকে বাঙ্গালায় দন্তী, হিন্দীতে হকুম্, মহারাষ্ট্র দেশে দান্তি, কর্ণাটে দন্তি, তেলেগুতে দন্তিচেট্টু ও কোণ্ড অমড়ম্ এবং বোম্বাই প্রদেশে জামালগোটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নিকুম্ভ, দন্তিকা, প্রত্যক্পর্ণী, উদুম্বরপর্ণী, নিকুম্ভ, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, নিকুম্ভী, নাগস্ফোতা, দন্তিনী, উপচিত্রা, ভদ্রা, রুক্ষা, রেচনী, অনুকূলা, নিঃশল্যা, চক্রদন্তী, বিশল্যা, মধুপুষ্পা, এরণ্ডফলা, তরুণী, এরণ্ডপত্রিকা, এরণ্ডপত্রী, অণুরেবতী, বিশোধনী, কুম্ভী, উড়ুম্বরদলা, ও উদুম্বরদলা। লঘুদন্তী বা হ্রস্বদন্তী ও দীর্ঘদন্তী নামভেদে দন্তী দুই প্রকার। তন্মধ্যে লঘু দন্তীর পাতা ডুমুরের পাতার ন্যায় এবং দীর্ঘ দন্তীর পাতা এরণ্ডের পাতার ন্যায়। উভয় দন্তীই গুল্মজাতীয় বৃক্ষ। দন্তীর মূল ও বীজ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দন্তীমূল কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং অর্শঃ, শূল, ব্রণ, অশ্মরী, কুষ্ঠ, ক্রিমি, গুল্ম, শোথ, উদররোগ, কফ, পিত্ত ও রক্তের শান্তিকারক।

কোনস্থান কাটিয়া গেলে, তাহাতে দন্তীপাতার রস দিলে, অথবা দন্তী পাতা থেঁত্তো করিয়া বান্ধিয়া রাখিলে শীঘ্রই রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং কাটাস্থানও অবিলম্বে যোড়া লাগিয়া যায়।

ক্ষুদ্র দন্তীর বীজ মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতল, মল-মূত্রবিরেচক এবং কফ, শোথ ও বিষদোষের নিবারণকারক।

দমনক।—(Artemisia Scoparia or A. Indica.) দমনক একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। বাঙ্গলায় ইহাকে দনা, হিন্দীতে দবণা ও পঞ্জাবে দোনা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পচামর, মদনক, দমন, দান্ত, গন্ধোৎকট, মুনি, জটিলা, দণ্ডী, পাণ্ডুরাগ, ব্রহ্মজটা, পুণ্ডরীক, তাপসপত্রী, পত্রী, পবিত্রক, দেবশেখর, কুলপত্র, বিনীত ও তপস্বিপত্র। দনা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য এবং দ্বন্দ্ব-দোষ, বিষদোষ, ক্লেদ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট রোগের উপকারী। বন্যদমনক নামক আর একপ্রকার বনজ দনা

আছে, তাহা আমদোষনাশক, বলবর্দ্ধক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক।

দর্পণ।—দর্পণের নামান্তর আদর্শ, মুকুর, আত্মদর্শ, নন্দর, দর্শন, প্রতিবিম্বাত, কর্ক ও কর্কর। বাঙ্গলায় ইহাকে আরসি বা আয়না কহে। দর্পণে মুখাদি দর্শন করিলে, পাপনাশ হয় এবং সৌন্দর্য্য ও আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দশমূল।—বেল, শোনা, গামার, পারুল, গণিয়ারী, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই দশটি গাছের মূলকে দশমূল কহে। দশমূল ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ুনাশক এবং আমদোষ, জ্বর, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, তন্দ্রা, শোথ, আনাহ, পার্শ্ববেদনা, অরুচি ও সূতিকারোগের উপশমকারক।

দক্ষিণ বায়ু।—দক্ষিণ দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাই দক্ষিণ বায়ু। দক্ষিণ দিকে মলয় পর্ব্বত থাকায়, দক্ষিণ বায়ুকে মলয় বায়ুও কহে। অন্যান্য সকল বায়ু অপেক্ষা দক্ষিণ বায়ু উৎকৃষ্ট। ইহা কষায়যুক্ত মধুর রসের উৎপাদক, লঘু, অবিদাহী (অম্লপাককারক নহে), বলকারক, চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্তের শান্তিকারক এবং বায়ুপ্রকোপক।

দক্ষিণায়ন।—বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত এই তিন ঋতুতে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ ও পৌষ এই ছয় মাসে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করায় ঐ সময়কে দক্ষিণায়ন কহে। এই কালে সূর্য্যের তাপ অল্প হয়, চন্দ্রের বল সম্পূর্ণ থাকে এবং সন্তাপাদির হ্রাস হইয়া যায়। সুতরাং দক্ষিণায়ণ কালে অম্ল লবণ ও মধুররস প্রভৃতি অরুক্ষ পদার্থ অধিক হয় এবং মনুষ্যগণের শরীরের বলও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দাড়িম।—(Punica Granatum.) The Pomegranate. দাড়িম এক প্রকার ফলের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় দাড়িম বা ডালিম, হিন্দীতে আনার, মহারাষ্ট্রদেশে দাড়িম, কর্ণাটে দাড়িম্ব, তেলেগুভাষায় ডানিম্মচেট্টু, উৎকলে দালিম্ব, তামেলিতে মাদলই-চেডেড্ডি এবং গুজরাটে ডালম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় করক, পিণ্ডপুষ্প, দাড়িম্ব, পর্ব্বরুট্, স্বাদ্বম্ল, পিণ্ডীর, ফলষাড়ব, ফলষাড়ব, ফলবাড়ব, শুকবল্লভ, মুখবল্লভ, রক্তপুষ্প, ডালিম, শুকাদন, দাড়িমীসার, কুট্টিম, রক্তবীজ, সুফল, দন্তবীজক, মধুবীজ, কুচফল, রোচন, মণিবীজ, কঙ্কফল, বৃত্তফল, সুনীল, নীলপত্র ও নীলপত্রক। দাড়িম ফল

মধুর-অম্ল-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, শ্রান্তিনাশক এবং জ্বর, অতিসার, কাস, শ্বাস, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্রহণী ও বাত-পিত্ত-কফের হিতকর। মধুর ও অম্ল রসভেদে দাড়িম দুই প্রকার; ভাবপ্রকাশের মতে মধুর, অম্ল ও মধুরাম্ল ভেদে তিনপ্রকার। মধুর দাড়িম কষায়যুক্ত মধুররস, লঘু স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, প্রীতিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, মেধাজনক, মুখপবিষ্কারক এবং ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অতিসার ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগের উপকারক। অম্ল দাড়িম রুচিকর, কণ্ঠশোধক, পিত্তবর্দ্ধক এবং তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস ও বাত-কফের উপশমকারক। অম্ল-মধুর দাড়িম লঘু, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকারক। দাড়িম ফলের খোসা রক্তরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক ও অতিসারনিবারক। দাড়িমের পাতা রক্তরোধক এবং অতিসারের নিবারণকারক। দাড়িমের মূল অল্প বিরেচক এবং কৃমিনাশক।

দাত্যূহ মাংস।—দাত্যূহ প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে ডাকপাখী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালকণ্টক, অত্যূহ, দাত্যোহ, কালকণ্ঠ, মাসজ্ঞ, শুক্লকণ্ঠক, শিতিকণ্ঠ, সিতকণ্ঠ, কচাটুর, কটাহক, কাকমদ্গু ও ডাহুক। ডাকপাখীর মাংস বায়ুনাশক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক ও শ্রান্তিনিবারক।

দারুহরিদ্রা।—(Coscinium fenestratum. [Berberideae] Berberis Asiatica and other species.) দারুহরিদ্রা একপ্রকার বৃক্ষের পীতবর্ণ কাষ্ঠের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দারুহরিদ্রা, হিন্দীতে দারুহলদি ও জারকেহলদি, কর্ণাটে মরনরিসিন, তেলেগু ভাষায় মনিপসুপু এবং তামেলিতে মরমঞ্জিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতদ্রু, কালেয়ক, হরিদ্রু, দার্ব্বী, পচম্পচা, পর্জনী, হরিদ্রা, কাষ্ঠা, মর্ম্মরী, দ্বিতীয়া, কপীতক, পীতিকা পীতদারু, স্থিররাগা, কটঙ্কটেরী, পর্জ্জন্যা, পীতিকা, কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা, কর্কটিনী ও হেমকান্তি। দারুহরিদ্রা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কফস্রাবনিবারক, পিত্তনাশক এবং প্রমেহ, শোথ, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, বীসর্প ও ত্বগ্দোষ প্রভৃতির উপশমকারক।

দালমধু।—নীলবর্ণ ছোট ছোট মক্ষিকাগণ বৃক্ষকোটর প্রভৃতি

স্থানে মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকে দালমধু বা দানমধু কহে। চলিত কথায় ইহার নাম কুটুরে মধু। ইহা পীতবর্ণ, কটু-কষায়-অম্লযুক্ত মধুর রস, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং কফ, প্রমেহ ও বমনরোগের উপকারক।

দালী।—দালীর বাঙ্গালা নাম দা'ল্ বা ডা'ল্। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সূপ। শমীধান্য অর্থাৎ কলায়-জাতীয় শস্যসমূহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া খোষা ফেলিয়া, তৈল, লবণ, মরিচ, আদা, হিং, ঘৃত প্রভৃতি যথা-যোগ্য মশলার সহিত পাক করিলে দা'ল প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সকল দা'লই শীতল, রুক্ষ ও বিষ্টম্ভী অর্থাৎ স্তব্ধীভূত থাকিয়া বিলম্বে পরিপাক পায়। মুগ প্রভৃতি কোন কোন দা'ল্ ভাজিয়া পাক করিলে লঘুপাক হয়। কলায়বিশেষের ভিন্ন ভিন্ন গুণ, সেই সেই কলায়ের নামানুসারে লিখিত হইয়াছে।

দাহাগুরু।—দাহাগুরু গুর্জ্জর-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার অগুরুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দাহনাগুরু, দাহ-কাষ্ঠ, ধূপাগুরু, তৈলাগুরু, পূব ও বন-বল্লভ। ইহা সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বর্ণকারক, কেশবর্দ্ধক এবং কেশের দোষনাশক।

দিবানিদ্রা।—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া বিশেষ অনিষ্টকারক। তাহাতে শ্লেষ্মা ও পিত্ত কুপিত হইয়া, হলীমক, শিরঃশূল, শরীরে ভারবোধ, গাত্র-বেদনা, অগ্নিমান্দ্য, বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, শোথ, অরুচি, বমনবেগ, পীনস, অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে), ব্রণ, পিড়কা, কণ্ডু, তন্দ্রা, কাস, গলরোগ, জ্বর ও ইন্দ্রিয়সমূহের বলহানি প্রভৃতি বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। কিন্তু সঙ্গীত, অধ্যয়ন, মদ্যপান, রাত্রি-জাগরণ, মৈথুন, ভারবহন, পথ-পর্য্যটন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা যাঁহারা ক্লান্ত; যাঁহারা অজীর্ণ, ক্ষত, তৃষ্ণা, অতিসার, শূল, শ্বাস, হিক্কা, উন্মাদ ও আঘাত প্রভৃতিতে পীড়িত এবং যাঁহারা ক্রোধী, শোকার্ত্ত, ভীরু, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ বা দুর্ব্বল, দিবানিদ্রায় তাঁহা-দের উপকার হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম-কালে দিবানিদ্রা বিশেষ অনিষ্টকারক নহে, কিন্তু মেদস্বী, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, শ্লেষ্ম-রোগপীড়িত ও দূষিবিষাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিদিগের গ্রীষ্মকালেও দিবানিদ্রা অনিষ্টকারক।

দীর্ঘপটোলিকা।—দীর্ঘ-পটোলিকা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল এবং বোম্বাই প্রদেশে গোড়পরবল কহে। ধুন্দুল

মধুর-কটুরস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভকারক এবং বায়ু,পিত্ত ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক।

দীর্ঘরোহিষ।—দীর্ঘরোহিষ এক প্রকার গন্ধতৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় গন্ধতৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দৃঢ়কাণ্ড, দৃঢ়চ্ছদ, যজ্ঞেষ্ট, দীর্ঘনাল ও তিক্তসার। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং ব্রণ ও ক্ষতরোগের নিবারক।

দুগ্ধ।—(Milk.) দুগ্ধের বাঙ্গালা নাম দুধ। ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিকাংশ স্থলেই ইহা 'দুধ' নামে পরিচিত। দুগ্ধের সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষীর, পীযুষ, উধস্য, স্তন্য, পয়ঃ, অমৃত, বালজীবন, দোহজ, অবদোহ ও দোহাপনয়। গরু, মহিষ, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ, প্রভৃতি অনেক জীবের দুগ্ধ মনুষ্যদিগের পানীয়। জীবভেদানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দুগ্ধের গুণ সেই সেই জীবের নামানুসারে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল দুগ্ধই প্রাণ-ধারণের উপযোগী, বলকারক, আয়ুর্বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধা-স্মৃতি প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, কান্তিজনক, শ্রান্তিনাশক, নিদ্রাকারক, স্রোতঃশোধক এবং দোষনাশক। সকল জীবেরই দুগ্ধ সদ্যঃপ্রসবের পরে ও প্রসবের বহুকাল পরে নানা দোষজনক হইয়া থাকে, এজন্য মধ্যপ্রসূতার দুগ্ধই সম্পূর্ণ উপকারক। গর্ভিণীর দুগ্ধও রস-গুণ প্রভৃতিতে নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়, সুতরাং তাহাও অপকারক। অপক্ব দুগ্ধ গুরুপাক এবং শ্বাস-কাস প্রভৃতি রোগের উৎপাদক। সুতরাং সকল দুগ্ধই পক্ব অর্থাৎ আবর্ত্তিতই প্রশস্ত। কিন্তু কেবল নারীদুগ্ধ অপক্বই রোগনাশক ও পানের উপযুক্ত। ধারোষ্ণ অর্থাৎ দোহন মাত্রই গব্যাদি দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক ও অমৃতের ন্যায় উপকারক। দোহনের পর কিছুক্ষণ অবস্থিত থাকিলেই সেই দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিতে হয়। দুগ্ধ প্রাতঃকালে পান করিলে, অগ্নিবৃদ্ধি, শারীরিক পুষ্টি ও শুক্র বর্দ্ধিত হয়। মধ্যাহ্নে পান করিলে বলের বৃদ্ধি, কফের নাশ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের নিবারণ হয়। রাত্রিকালে পান করিলে নানাদোষের শান্তি হইয়া থাকে। বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল কালেই দুগ্ধ সমান উপকারী। অতএব দুগ্ধ সকল সময়েই সুপথ্য। কেবল নবজ্বর, উদরাময়, শ্লৈষ্মিক প্রমেহ প্রভৃতি কতিপয় পীড়ায় দুগ্ধ অপকার করিয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, লবণ, গুড়, মূলা, শাক ও জাম প্রভৃতি কতকগুলি

দ্রব্যের সহিত একত্র দুগ্ধ পান করা উচিত নহে, তাহাতে নানাবিধ রোগ জন্মিতে পারে।

দুগ্ধ পাক করিতে চারিভাগের একভাগ জল তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে হয়। অধিক ঘন করিয়া দুগ্ধ পাক করা উচিত নহে, তাহাতে বিশেষ গুরুপাক হয়, সুতরাং অল্পাগ্নি ব্যক্তিদিগের উদরাময়াদি উৎপন্ন হইতে পারে।

দুগ্ধকূপিকা।—ঘৃত দুগ্ধ ও ময়দা অথবা চাউলের গুঁড়া দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টকের নাম দুগ্ধকূপিকা। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া ছানার সহিত মিশ্রিত করিয়া, মধ্যে ক্ষীরের পুর দিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিতে হইবে, পরে সেই সকল পিষ্টক ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া লইলেই দুগ্ধকূপিকা প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

দুগ্ধ-পাষাণ।—অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ একপ্রকার খড়ীর নাম দুগ্ধ-পাষাণ। বাঙ্গালায় ইহা ফুলখড়ি নামেই পরিগণিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দুগ্ধপাষাণক, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরী, গোমেদসন্নিভ, বজ্রাভ, দীপ্তিক, দুগ্ধী, ক্ষীরস্কন্ধ, ও সৌধ। হিন্দীতে ইহাকে শিরগোলা কহে। ইহা ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং জ্বর, পিত্ত, হৃদ্রোগ, কাস, শূল ও আধ্মান রোগের উপশমকারক।

দুগ্ধফেন।—দুগ্ধ আবর্ত্তিত করিলে, যে ফেন উদ্গত হয়, তাহা মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, উৎসাহজনক, কৃশ ও মন্দাগ্নি ব্যক্তির বিশেষ উপকারক এবং জ্বরাতিসার, গ্রহণী ও বিষমজ্বর প্রভৃতিতে হিতকারক।

দুগ্ধফেনী।—দুগ্ধফেনী একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে দুধফেনী ও হালুগোলবি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পয়ঃফেনী, ফেনদুগ্ধী, পয়স্বিনী, লতারি, ব্রণকেতুয়া, ও গোজাপর্ণী। ইহা কটুতিক্তরস, শীতল, রুচিকর, ব্রণনাশক ও বিষদোষনিবারক।

দুগ্ধবীজ।—জনার বা ভুট্টা প্রভৃতির চিড়ার নাম দুগ্ধবীজ। ধান্যের চিড়ার ন্যায় ইহা উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হয় না, কাঁচা জনার হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই চিড়া মধুররস, দুর্জ্জর, বীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

দুগ্ধক্ষীরিকা।—দুগ্ধক্ষীরিকা একপ্রকার পায়সের নাম। প্রথমতঃ আতপচাউল ঘৃতে কিঞ্চিৎ ভাজিয়া

লইবে, পরে সেই চাউল আটগুণ দুগ্ধ ও উপযুক্ত চিনির সহিত পাক করিলে এই পায়স প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, মলরোধক, বলকর, কফবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্যকারক, রক্তপিত্তজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

দুগ্ধাম্র।—পাকা আমের সহিত মিশ্রিত দুগ্ধের নাম দুগ্ধাম্র। ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। গ্রন্থবিশেষে দুগ্ধাম্রের সংযোগ বিরুদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে।

দুগ্ধিকা।—দুগ্ধিকা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটখিরাই, মহারাষ্ট্র দেশে দুধি, কর্ণাটে দুধলে এবং তেলেগু ভাষায় পিন্নপালচেট্টু কহে। ইহা মধুর-কটু-তিক্তরস, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাতজনক এবং কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

দুরালভা।—(Alhagimaurorum. Syn. Hedysarum Alhagi.) দুরালভা কণ্টকযুক্ত একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গলায় ইহাকে দুরালভা, দেশভেদে চলিতকথায় দুলল্‌লতা ও হিঙ্গুয়া; হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে জবাসা, দুরালা ও ধমাসা; মহারাষ্ট্রদেশে বেলিকামূলী, কর্ণাটে বল্লিদুরুবে এবং তেলেগু ভাষায় গিলরেগটি-টুলগোড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, কুনাশক, রোদনী, অনন্তা, সমুদ্রান্তা, ধন্বযাস, যবস, কচ্ছুরা, ধন্বযবাস, বিকণ্টক, আম্রমূলী, পদ্মমুখী, ইদংকার্য্যা, দুরালম্ভা, ধন্বযাস, তাম্রমূলা, কচ্ছুরা, ধন্বী, ধন্বযবাসক, প্রবোধিনী, সূক্ষ্মদলা, বিরূপা, দুরভিগ্রহা, দুর্লভা ও দুষ্প্রধর্ষা। ছোট-বড়ভেদে দুরালভা দুইপ্রকার। উভয় দুরালভাই কটু-তিক্ত-মধুর-অম্ল রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, গুল্ম ও প্রমেহ রোগের উপকারক।

দূর্ব্বা।—(Cynodon dactylon syn. Agrostis cynosurioides, or Panicum dactylon.) দূর্ব্বা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে দূর্ব্বা, হিন্দী ও উৎকল ভাষায় দুব, তেলেগুতে গরিকেগড্ডি ও গরিককসুবু এবং তামেলীতে অরুগম পুল্লু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শতপর্ব্বিকা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, রুহা, অনন্তা, গুণা, নন্দা, মহাবরা, হরিতালিকা, তিক্তপর্ব্বা, দুর্ম্মরা, বহুবীর্য্যা, হরিতা, হরিতালী ও কচ্ছরুহা। শ্বেতদূর্ব্বা, নীল দূর্ব্বা, মালাদূর্ব্বা, গণ্ড-

দূর্ব্বা প্রভৃতি নামভেদে দূর্ব্বা নানা প্রকার। তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণ নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল দূর্ব্বাই কষায়-মধুর রস, রক্ত-রোধক এবং শীতপিত্ত, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্লেষ্মা ও ভূতাবেশাদির উপকারক।

দেবকুম্ভ।—দেবকুম্ভ এক প্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে তুম্বা ও দনহলা, কোঙ্কণ দেশে গন্ধপ্রসারণী কুম্বা এবং বোম্বাই প্রদেশে শেতবড় কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, অগ্নিমান্দ্যনিবারক, বাত কফনাশক, ভূতাবেশনিবারক, পবিত্র এবং দ্রোণপুষ্পের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। পারদ শোধন করিতে কেহ কেহ ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

দেবদারু।—(Cedrus deodara. Syn. Pinus deodara.) দেবদারু এক প্রকার বৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠের নাম। বাঙ্গলায় দেবদারু এবং হিন্দীতে ইহাকে দেবদার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পারিভদ্রক, ভদ্রদারু, দ্রুকিলিম, পীতদারু, দারু, পূতিকাষ্ঠ, কল্পপাদপ, কিলিম, সুরদারু, দ্রুরুক, স্নিগ্ধদারু, অমরদারু, শিবদারু, শাম্ভব, ভূতহারী, ভবদারু, ভদ্রবৎ, শক্রদ্রুম, ইন্দ্রবৃক্ষ, সুরাহ্ব, দেবকাষ্ঠ, দারুভদ্র, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, কিলিম ও সুরভূরুহ। স্নিগ্ধদারু ও কাষ্ঠদারু ভেদে দেবদারু দুইপ্রকার। স্নিগ্ধ দারু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং আমদোষ, মলাদির বদ্ধতা, অর্শঃ, প্রমেহ ও জ্বরের উপশমকারক। কাষ্ঠদারু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং ভূতাবেশনিবারক। উভয় দেবদারুই সুগন্ধি এবং লঘুপাক।

দেবদালী।—Andropogon serratus.) দেবদালীর অপর নাম দেবতাড়। ইহা একপ্রকার ঘোষালতা। বাঙ্গালায় ইহাকে পীতঘোষা ও দেওতাড়া, হিন্দীতে ঘগরবেল ও সনৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে দেবদালী, কর্ণাটে দেবডঙ্গরী এবং তেলেগুভাষায় ডানরদঙ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জীমূতক, কণ্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহাকোষফলা, কটুফলী, ঘোরা, কদরী, বিষঘ্না, কর্কটী, গরমূষিকা, বৃত্তকোষা, আখুবিষহা, দালী, রোমশ, পত্রিকা, তুরঙ্গিকা, সূতকারী ও দেবতাড়। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক এবং পাণ্ডু, অর্শঃ, শ্বাস, কাস, কামলা ও ভূতাবেশের নিবারক। ইহার ফল বিরেচক ও বমনকারক।

জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, অবরিকা, বেধক ও উগ্রা। ইহা একপ্রকার শস্যজাতীয় ফল। ধনে কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, রুচিকর, মলরোধক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ পিত্তনাশক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কৃশতা ও ক্রিমি রোগের উপকারক।

ধন্বঙ্গ।—ধন্বঙ্গ একপ্রকার বৃক্ষ, ইহার নামান্তর ধনুর্বৃক্ষ, গোত্র বৃক্ষ ও ধ্রুতেজন। ইহা কষায় রস, রুক্ষ, লঘুপাক, বল-কারক, পুষ্টি-জনক, ব্রণ-রোপক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং কফ, পিত্ত, রক্তস্রাব ও কাস-রোগের উপকারক।

ধন্বন।—ধন্বনের নামান্তর ধামন। ইহা একপ্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ধামনা, হিন্দীতে ধামিনী, মহারাষ্ট্রদেশে ধমান্ ও কর্ণাটে উদুবে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পিচ্ছিলত্বক্, রক্তকুসুম, ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ, পিচ্ছিলক ও রুক্ষ-স্বাদুফল। ইহা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, কফনাশক, দাহজনক, শোষকারক এবং কণ্ঠরোগনাশক। ইহার ফল কষায়-মধুররস, শীতল ও বাত-কফনাশক।

ধরণীকন্দ।—ধরণীকন্দ একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার নামান্তর বনকন্দ ও কন্দালু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধারণীয়া, ধীরপত্রী, সুকন্দক, কন্দালু, বনকন্দ, কন্দাঢ্য ও দন্ত-কন্দক। এই কন্দ মধুররস, কফ-পিত্তনাশক এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ ও কণ্ডুর নিবারক।

ধব।—(Anogeissus latifolia, Syn. Conocarpus latifolia) ধব একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাওয়াগাছ, হিন্দীতে ধাউ বা ধাউয়া, মহারাষ্ট্রদেশে ধাবোড়া, কর্ণাটে সিরিবক্ষ এবং তেলেঙ্গুভাষায় নারিঞ্জচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধুরন্ধর, শাকটাখ্য, দৃঢ়তরু, গৌর, কষায়, মধুরত্বক্, শুক্লবৃক্ষ, শুক্লাঙ্গ, পাণ্ডুতরু, ধবল ও পাণ্ডুর। ইহা কটু-কষায়-মধুররস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং প্রমেহ, অর্শঃ ও পাণ্ডুরোগের হিতকর।

ধবল যাবনাল।— শ্বেতবর্ণ যাবনাল অর্থাৎ সাদা জনারের সংস্কৃত নাম ধবল যাবনাল। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে শ্বেতজুবারী ও কর্ণাটে বিলিয়-জোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাণ্ডুর, তারতণ্ডুল, নক্ষত্রকান্তিবিস্তার, বৃত্ত ও মৌক্তিক-তণ্ডুল। ইহা রুচি-

কর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক এবং অর্শঃ, গুল্ম ও ব্রণরোগের উপকারক।

ধাতুকী।—(Woodfordia floribmnda. Grislea tomentosa.) ধাতকী একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ধাইফুল, হিন্দীতে ধাবই ও ধায়োলা, মহারাষ্ট্রদেশে ধায়টী, তেলেগুভাষায় আরেপুব্বু ও আর্গি এবং উৎকলদেশে জাতিকো কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধাতৃপুষ্পী, ধাতৃপুষ্পিকা, ধাতুপুষ্পী, ধাতুপুষ্পিকা, ধাত্রী, বহ্নিপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, ধাবনী, অগ্নিজ্বালা, সুভিক্ষা, পার্ব্বতী, বহুপুষ্পিকা, কুমুদা, সীধুপুষ্পী, কুঞ্জরা, মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপুষ্পী, সদ্যপুষ্পী, রোধ্রপুষ্পিনী, তীব্রজ্বালা, বহ্নিশিখা ও মদ্যপুষ্পা। ইহা কটু-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, মত্তাজনক এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, ক্রিমি, অতিসার, প্রবাহিকা (আমাশয় রোগ), ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষের শান্তিকারক।

ধাতক্যভিষুত।— ধাইফুল পচাইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে ধাতক্যভিষুত কহে। ইহা রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও প্রীতিজনক।

ধাতু।—স্বর্ণাদি খনিজ পদার্থবিশেষের নাম ধাতু। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রে কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, সীসা, দস্তা ও লৌহ, এই ৭টি; কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, কাংস্য, পিত্তল, লৌহ ও সীসক, এই ৮টি; এবং কাহারও মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, রঙ্গ, কাংস্য, পিত্তল, সীসক, লৌহ ও কান্তলৌহ, এই ৯টি; ধাতুদ্রব্যের মধ্যে ঔষধোপযোগী বলিয়া পরিগণিত। যদিও এইরূপ গণনায় পারদাদি ধাতু পরিত্যক্ত এবং কাংস্য-পিত্তলাদি কৃত্রিম ধাতু সন্নিবেশিত হইয়াছে, তথাপি আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে ধাতু শব্দে ঐ কয়েকটি গণনা করাই আবশ্যক। এইসকল ধাতু, বলী, পালিত্য (চুল পাকিয়া যাওয়া), খালিত্য (টাকপড়া), কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও জরাদি দোষ সকল নষ্ট করিয়া শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষা করে বলিয়া, ইহাদের নাম ধাতু। সকল ধাতুরই শোধন জারণ মারণাদি না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা যায়না, করিলে নানাবিধ অপকার হইয়া থাকে। প্রত্যেক ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ এবং শোধনাদির নিয়ম নামভেদানুসারে লিখিত হইয়াছে।

ধানা।—তুষশূন্য ভাজা যবের নাম ধানা। হিন্দীতে ইহাকে বহুড়া কহে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, রুক্ষ,

দেবধান্য।—দেবধান্যের অপর নাম যাবনাল। বাঙ্গালায় ইহাকে দেধান এবং হিন্দীতে পোনরী ও জুহুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যবনাল, যোনাল, জূর্ণাহ্বয়, জোন্তালা, বীজপুষ্পিকা, চূর্ণাহ্ব, জূর্ণাহ্ব, জুহুল, জুলুলু, বীজপুষ্প, পুষ্পগন্ধ ও পবনাল। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, ক্লেদজনক এবং শ্লেষ্ম-পিত্ত-নাশক।

দেবনাল।—দেবনাল এক-প্রকার নলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় নলগাছ, হিন্দীতে নর্কট, মহারাষ্ট্রদেশে থোক দেবনলু ও চিরিয় দেদনাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দেবনল, মহানল, বন্য, নলোত্তম, স্থূলনাল, স্থূলদণ্ড, সুরনাল ও সুরদ্রুম। ইহা ঈষৎকষায়যুক্ত মধুর রস, শুক্র-বর্দ্ধক এবং নলগাছের অন্যান্য গুণ অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

দেবসর্ষপ।—দেবসর্ষপের অপর নাম কুক্কুটপাদী। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে দেবসিরস এবং কর্ণাটে দেব-সিরসভেদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অখাক্ষ, বদর, রক্তমূলক, সুরসর্ষপক, সূক্ষ্মদল, নির্জ্জরসর্ষপ ও কুরবাভিধ। দেবসর্ষপ একপ্রকার সর্ষপের ভেদ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং ক্রিমি ও মুখরোগের নিবারক।

দোলা।—দোলার অপর নাম হিন্দোলক। বাঙ্গালায় ইহাকে দোলা ও চৈঁদোলা কহে। ইহা দুলিবার জন্য এক প্রকার আসনবিশেষ। দোলায় দুলিলে, অগ্নি ও বলের বৃদ্ধি হয়, শরী-রের দৃঢ়তা জন্মে এবং বায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দ্রবন্তী।—দ্রবন্তী একপ্রকার দন্তীর নাম। ইহার অপর নাম বৃহদ্দন্তী, এরণ্ডপত্রের ন্যায় ইহার পত্র। দ্রবন্তী কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য তীক্ষ্ণ বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং পিত্ত, রক্ত, কফ, শোথ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, অর্শঃ, শূল ও উদররোগের শান্তি-কারক।

দ্রাক্ষা।—(Vitis vinifera.) Dried fruits called kismis. দ্রাক্ষা একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে কিস্‌মিস্ ও মনোক্কা, হিন্দীতে দাখ ও আঙ্গুর, মহারাষ্ট্র দেশে দ্রাক্ষা, তেলেগুভাষায় দ্রাক্ষপোণ্ডু ও দ্রাক্ষচেট্টু এবং তামেলীতে কোড়িমন্দি রিপ্পঝাম্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণা, চারুফলা, রসা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী, স্বাদ্বী, মধুরসা, যক্ষ্মঘ্নী, প্রিয়ালা, তাপসপ্রিয়া গুচ্ছফলা, রসালা ও অমৃতফলা।

দ্রাক্ষার কয়েক প্রকার আকৃতি-ভেদ থাকিলেও তাহাদের গুণের বিশেষ ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ক দ্রাক্ষা কষায়-মধুর রস, মধুর-বিপাক, শীতল, মল-মূত্রকারক, অল্প গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, বাতরক্ত, কামলা, মূত্র-কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ, মদাত্যয় ও স্বরভঙ্গের উপকারক অম্ল দ্রাক্ষা রক্তপিত্তকারক। অপক্ক দ্রাক্ষা পক্ক দ্রাক্ষা অপেক্ষা হীনগুণ। যে দ্রাক্ষার আকার গোস্তনের ন্যায় এবং যাহাতে বীজ থাকে অর্থাৎ যাহা মোনক্কা নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকে গোস্তনী দ্রাক্ষা কহে। গোস্তনী দ্রাক্ষাই গুরুপাক। কিন্তু যে দ্রাক্ষা ক্ষুদ্র, বীজশূন্য এবং কিস্‌মিস্ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা লঘুপাক। অন্যান্য সকল গুণই উভয় দ্রাক্ষার সমান।

দ্রাক্ষার অভাব হইলে, ঔষধাদিতে গাম্ভারীফল ব্যবহারের উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষাসব।—দ্রাক্ষাসব এক-প্রকার মদ্যের নাম। দ্রাক্ষা পচাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। দ্রাক্ষাসব রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, মল-বদ্ধতানাশক, অল্প বায়ুকর, কফ-নাশক এবং পিত্তেরও বিরোধী নহে।

দ্রোণীলবণ।—জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে দ্রোণীলবণ কহে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহার নাম দ্রোনীচে মীট এবং কর্ণাটদেশীয় নাম দ্রোণীয় উপু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্রোণেয়, বার্দ্ধেয়, দ্রোণীজ, বারিজ, বার্দ্ধীভব, দ্রোণী ও ত্রিকূটলবণ। এই লবণ অনতি-উষ্ণ, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শূলনাশক এবং অল্প পিত্তবর্দ্ধক।

দ্বীপান্তর বচা।— চলিত কথায় দ্বীপান্তর বচাকে তোপচিনি কহে। তোপচিনি কিঞ্চিৎ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-মূত্রশোধক এবং আধ্মান, শূল, অপস্মার, বাত-ব্যাধি, উন্মাদ, গাত্রবেদনা, বিশেষতঃ উপদংশ ও পারদদোষের শান্তিকারক।

ধন্যাক।—(Coriandrum sativum.) Coriander plant. ধন্যাক বাঙ্গালায় ধনে, হিন্দীতে ধনিয়া, তেলেগুতে কোচিমিরচেট্টু ও ধনিয়লু এবং তামেলীতে কোটমল্লি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছত্রা, বিতুন্নক, কুস্তুম্বুরু, ধন্য, ধান্য, তুম্বুরু, ধনিক, ধনীয়ক, কুস্তুম্বুরী, ধন্যা, তুম্বুরী, ধান্যাক, ধনেয়ক, ধানক, ধানেয়, ধনিকা, ছত্রাধান্য, সুগন্ধি, শাকযোগ্য, সূক্ষ্মপত্র,

বিষ্টম্ভকারক, পিপাসাজনক এবং কফ, বমন ও প্রমেহ-রোগের উপকারক।

ধান্য।—(Oryza sativa.) Common rice plant. ধান্যকে বাঙ্গালায় ধান্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভোগ্য, ভোগার্হ, অন্ন, আদ্য, জীবসাধন, স্তম্বকরি ও ব্রীহি। ধান্যের সাধারণ বিভাগ তিনপ্রকার, শালি ষষ্টিক ও ব্রীহি। শালি ধান্যের বাঙ্গালা নাম আমন ধান, ইহা হেমন্তকালে পাকে। ষষ্টিক ধান্যের বাঙ্গালা নাম ষেটে ধান ইহা গ্রীষ্মকালে পাকে। ব্রীহি ধান্যের বাঙ্গালা নাম আউশ ধান, ইহা বর্ষাকালে পাকিয়া থাকে। শালিধান্য ষষ্টিকধান্য ও ব্রীহিধান্য আবার নানাপ্রকার, তাহাদের গুণাদির ভেদ অতি অল্প। সাধারণতঃ শালি-ধান্যসমূহ মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অল্প মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, পিত্তনাশক এবং কিঞ্চিৎ বাত-কফবর্দ্ধক। শালিধান্যসমূহের মধ্যে রক্তশালিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ষষ্টিক-ধান্যসকল প্রায়ই শালিধান্যের ন্যায় গুণবিশিষ্ট; ইহা মধুরকষায় রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্র ও মূত্রের বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিজনক এবং ত্রিদোষনাশক। ষষ্টিক ধান্যসমূহের মধ্যে ষষ্টিক নামক ধান্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ব্রীহি-ধান্যসকল কষায়মধুররস, মধুরবিপাক, কফবর্দ্ধক, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। ব্রীহি-ধান্যসমূহের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রোপণ ও বপনক্রিয়ানুসারে ধান্যের গুণভেদ হয়। রোপিতধান্য (রোয়াধান) লঘুপাক, বলকর, মূত্রবর্দ্ধক, দোষনাশক ও অবিদাহী(অম্লকারক নহে)। বাপিত ধান্য (বাওয়া বা বোনাধান) রোপিত ধান্য অপেক্ষা গুরুপাক। স্থলজ অর্থাৎ জলশূন্য ভূমিজাত ধান্য মধুর-তিক্তকষায় রস, কটুপাকী, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। স্নিগ্ধ-ভূমিজাত ধান্য ওজঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক। বালুকাভূমিজাত ধান্য বল পুষ্টিনাশক। দগ্ধভূমিজাত ধান্য কষায়রস, রুক্ষ, লঘুপাক, মল-মূত্ররোধক এবং শ্লেষ্মনাশক। নূতন ধান্য গুরুপাক, কফবর্দ্ধক এবং প্রমেহাদিরোগজনক। এক বৎসরের পুরাতন ধান্য উৎকৃষ্ট, তাহা লঘুপাক ও সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনবৎসরের অধিক পুরাতন হইলে, ধান্য গুণহীন হয় এবং অত্যন্ত লঘুপাক ও শুক্রনাশক হইয়া থাকে।

ধান্যমণ্ড।—ধানের মণ্ড অর্থাৎ ধান সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিলে যে মাড় নির্গত হয়, তাহা অগ্নিবর্দ্ধক,

মলরোধক, রক্তনিবারক, শ্রান্তিনাশক, বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং অশ্মরী-রোগের উপশমকারক।

ধান্যাম্ল।—ধান্যাম্লের অপর নাম কাঞ্জিক। বাঙ্গলায় ইহাকে কাঁজি কহে। তুইসের শালিধান বা যেটে ধান কুট্টিত করিয়া /৮ সের জলের সহিত ভিজাইয়া কিছুদিন (১৫ দিনের কম নহে) মাটীতে পুঁতিয়া রাখিবে; অম্লরস হইলে তুলিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই কাঁজি লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, রুচিকারক, বায়ুরোগের হিতকর এবং আস্থাপনে (পিচকারীতে) প্রযোজ্য।

ধারাকদম্ব।—Adina cordifolia. Syn. Nauclea ordifolia.) ধারাকদম্বকে বাঙ্গালায় কেলিকদম্ব, হিন্দীতে হলদু, মহারাষ্ট্রদেশে ধারাকদম্বু, কর্ণাটে ধারেয় কড়উ এবং তেলেগুভাষায় মোগুলু কড়িমি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধারাকদম্বক, ভ্রমরপ্রিয়, প্রাবৃষ্য, পুলকী, প্রীয়ক, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, নীপ, কলম্বক ও প্রাবৃষেণ্য। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, বীর্য্যবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং শোষ ও বিষদোষের হিতকর।

ধারোষ্ণদুগ্ধ।— দোহনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী দুগ্ধকে ধারোষ্ণদুগ্ধ কহে। ধারোষ্ণদুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকারক, কিন্তু দোহনকালে যে উষ্ণতা থাকে তাহা নষ্ট হইয়া গেলে সেই দুগ্ধ আর সেরূপ উপকারী থাকে না। ধারোষ্ণ দুগ্ধ অতিশয় স্বাদু, পুষ্টিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ভ্রম ও শ্রান্তির নিবারক।

ধুস্তূর।—(Datura metel.) ধুস্তূরের বাঙ্গালা নাম ধুতুরা। হিন্দীতে ইহাকে ধাতুরা, মহারাষ্ট্রদেশে ধত্তূর, কর্ণাটে মদকুনিগে, তেলেগুতে উম্মেত্তচেট্টু, নল্লউম্মেত্ত এবং তামেলি-ভাষায় কারুউমতে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধুস্তুর, উন্মত্ত, কিতব, ধূর্ত্ত, কনকাহ্বয়, মাতুল, মদন, পুরীমোহ, ধূর্ত্তকৃৎ, ধত্তূর, ঘণ্টিক, শঠ, মাতুলক, শ্যাম, শিবশেখর, খর্জ্জুঘ্ন, কাহলাপুষ্প, খল, কণ্টফল, মোহন, কলভ, মত্ত, শৈব, দেবিকা, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয় ও ধুস্তূর। ধুতুরা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষ। শ্বেত, নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পভেদে ধুতরা সাধারণতঃ তিনপ্রকার। তন্মধ্যে নীল ও পীতবর্ণের পুষ্পযুক্ত ধুতুরাকে কনক ধুতুরা নামে অভিহিত করা হয়। উভয় প্রকার কনক ধুতুরাই সাধারণ ধুতুরা অপেক্ষা কিছু অধিক গুণবিশিষ্ট। ধুতুরা কটু-তিক্তকষায়-মধুর রস, উষ্ণ-

বীর্য্য, গুরু, অগ্নিমান্দ্যকারক, মত্ততাজনক, বর্ণবর্দ্ধক, কান্তিকারক এবং জ্বর, ব্রণ, কণ্ডু, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও ত্বগ্‌দোষের নিবারক।

ধুতূরার শাখা ও পত্র রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া তাহার চূর্ণের ধূম গ্রহণ করিলে শ্বাসবেগের কষ্ট দূরীভূত হয়। ধুতূরার পাতা বাহ্যপ্রয়োগে শ্লেষ্মনাশক ও শোথনিবারক। ধুতূরার বীজ শোধন না করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে নাই। দুগ্ধের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলেই ধুতূরার বীজ শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ধূনরাজ।—ধূনরাজকে পশ্চিম দেশে ক্রমিমস্তবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতরস, ভঙ্গুরা ও গন্ধিনী। ইহা মূত্রকারক, মলরোধক, কফনাশক, বলকারক এবং দন্তরোগ, মেহ ও প্রদর রোগের শান্তিকারক।

ধূম।—চলিত কথায় ধূমকে ধোঁয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভস্ত, মরুদ্বাহ, খতমাল, শিখিধ্বজ, শিখাধ্বজ, অগ্নিবাহ, তরী, কচমাল, অন্তঃসুঃ, অস্তসূহঃ, বায়ুবাহ, মেঘযোনি ও মেচক। ধূম সদাঃ শ্লেষ্মাকারক, চক্ষুর হানিকর, মস্তকের গুরুতাকারক এবং বাতপিত্তের প্রকোপজনক।

ধূমসী।—ধূমসীর নামান্তর মাষরোটিকা। চলিত কথায় ইহাকে দালবড়ী কহে। মাষকলায় ভিজাইয়া খোসা তুলিয়া ফেলিবে এবং তাহা বাটিয়া মোটা রুটীর ন্যায় প্রস্তুত করিবে ও রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ধূমসী গুরুপাক, রুচিকর, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ-পিত্তনাশক।

ধূম্রপত্রা।—ধূম্রপত্রাকে বাঙ্গালায় তামাক, হিন্দীতে তামাকু, মহারাষ্ট্র দেশে গান্ধানী, কর্ণাটে কত্তগিরি এবং উৎকল দেশে ধূয়াপতর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধূম্রাহ্বা, গৃধ্রপত্রা, গৃধ্রাণী, ক্রমিঘ্নী, শ্রীমলাপহা, সুলভ ও স্বয়ম্ভুবা। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্রিমিনাশক ও শোথনিবারক। তামাকের ধূম পান করিলে, দাঁতের গোড়ার শোথ নিবারিত হয় এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন আর কোন উপকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। কৃশ, অজীর্ণরোগী, এবং শ্বাস কাস যক্ষ্মা রক্তপিত্তাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তির তামাকের ধূম পানে বিশেষ অপকার হইয়া থাকে।

ধূসরমুদ্গ।—ধূসর বর্ণের এক প্রকার মুগকে মহারাষ্ট্র দেশে ধূসরমুগ্‌ এবং কর্ণাটে পীয়রমুগ্‌ কহে।

ইহা কষায়-মধুররস, রুচিকর, মল-রোধক, পিত্তবর্দ্ধক এবং হরিৎমুগের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

নকুল মাংস।—(The Bengal mungoose, Viverra ichneumon.) নকুল একপ্রকার জীবের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নেউল ও বেজী, হিন্দীতে বেজী, মহারাষ্ট্রদেশে নেউরা ও কর্ণাটে মঙ্গুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পিঙ্গল, সর্পহা, বভ্রু, কোটির, সর্পতৃণ, সূচীবদন, সর্পারি ও লোহিতানন। নকুলের মাংস মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ুর হিতকর।

নক্তা।—নক্তা একপ্রকার তৃণের নাম। চলিত কথায় ইহা গুলবাস নামে পরিচিত। গুলবাস তৃণ শীতল, বায়ুনাশক ও গলগণ্ডনিবারক। অপক্ব নক্তা তৃণ অর্শোনাশক।

নখচ্ছেদন।—হস্ত-পদের নখ এবং গোঁপ দাড়ী চুল প্রভৃতি কাটিয়া ফেলিলে, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি, বল ও আয়ুর বৃদ্ধি এবং মন পবিত্র হয়।

নখনিষ্পাব।—এক প্রকার শিমের নাম নখনিষ্পাব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃত্তনিষ্পাবিকা, অঙ্গুলিফলা, গ্রাম্যা, নখগুচ্ছফলা, গ্রাম্যজনিষ্পাবী ও নখফলিনী। এই শিম কষায়-মধুর রস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মেধাবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক।

নখী।—নখী একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শুক্তি, শঙ্খ, খুর, কোলদল, ব্যালায়ুধ, শঙ্খনখ, নখরী, করজাখ্য, অশ্বখুর, নখ, ব্যাঘ্রনখ, কররুহ, সিথী, শফ, চল, কোশী, করজ, হনু, নাগহনু, পাণিজ, বদরীপত্র, রূপ্য, পণ্যবিলাসিনী, সন্ধিনাল ও পানিরুহ। নখী জীববিশেষের অবয়ববিশেষ। শামুকের মুখীর ন্যায় ইহার আকৃতি। নখী পাঁচপ্রকার; কতকগুলির আকার কুলপাতার ন্যায়, কতকগুলি পদ্মপাতার ন্যায়, কতকগুলি অশ্বখুরের ন্যায়, কতকগুলি হস্তিকর্ণের ন্যায় এবং কতকগুলি শূকরের কর্ণের ন্যায়। ইহার মধ্যে শূকরের কর্ণের ন্যায় নখী অব্যবহার্য্য। সকল নখীই সুগন্ধি, মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, বর্ণকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, রক্ত, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষদোষ, মুখদৌর্গন্ধ্য ও ভূতাবেশের উপকারক।

নখী শোধন করিয়া ঔষধাদিতে

ব্যবহার করিতে হয়। গোবরের জলে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই নখী শোধিত হইয়া থাকে। নখীর সাধারণ শোধনবিধি এইরূপ। কিন্তু বিশেষরূপে শোধন করিতে হইলে, গোময়, কাঁজি ও চিতামূলের কাথসহ পাক করিয়া, কুঙ্কুম প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের জলে ধৌত করিবে পরে ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে। অথবা প্রথমতঃ পঞ্চপল্লব অর্থাৎ আম, জাম, কদ্‌বেল, টাবানেবু ও বেলের পাতার কাথে ধৌত করিয়া পরে মহিষীর নাদ্ ও গোবরের জলে কিম্বা তেঁতুলের কাথে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিবে এবং শুষ্ক হইলে ঘৃতে ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে। এই সকল নিয়মের যে কোন নিয়ম অনুসারে নখী শোধন করা যায়।

নদীজল।—নদীর জল সাধারণতঃ স্বচ্ছ, মধুররস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃষ্ণানাশক ও পথ্য। দেশভেদে নদীজলের গুণ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। যে সকল নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া পূর্ব্বমুখে গমন করে, তাহাদের জল বায়ুবর্দ্ধক ও আটোপ (পেটে গুড় গুড় শব্দের সহিত বেদনা) রোগজনক। ঐ পর্ব্বত জাত পশ্চিমমুখগামী নদীর জল পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, দক্ষিণমুখগামীর জল পিত্তবর্দ্ধক এবং উত্তরমুখগামী নদীর জল সুপথ্য। হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয় ও সহ্য পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীর জল শিরোরোগজনক। পারিযাত্র-পর্ব্বতজাত নদীর জল শিরোরোগনাশক। যে সকল নদীতে প্রস্তর অধিক থাকে, তাহার জল লঘু, শীতল, বাত-পিত্তনাশক ও শ্লেষ্মজনক। অধিক বালুকাযুক্ত নদীর জল সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নহে, তাহা মধুর-কষায়রস, কিঞ্চিৎ *উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মজনক* এবং পিত্ত, শোষ ও মূর্চ্ছারোগের উপকারক। কালভেদেও নদীর জল ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রাপ্ত হয়। বর্ষাকালে নদীজল সেবন করিলে, কফ, শ্বাস, কাস ও পীনস রোগ জন্মে। শরৎকালের জল পথ্য ও বাত-শ্লেষ্মনাশক। হেমন্ত কালের জল মেধাবর্দ্ধক। শীত ও বসন্ত কালের জল তৃষ্ণা, দাহ, সন্তাপ, বমি ও শ্রান্তির নিবারক। গ্রীষ্মকালের জলও ঐরূপ বিশেষ উপকারক।

নদীনিষ্পাব।— নদীনিষ্পাব একপ্রকার কলায়জাতীয় শস্য। ইহার অপর নাম কটুনিষ্পাব, কর্ব্বুদ ও নদীজ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নদীচেবর্ণে এবং কর্ণাটে তোরে আবরে

কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, গুরু-পাক, রুক্ষ, রক্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মজনক এবং বিষদোষনাশক।

নন্দীবট।—নন্দীবট একপ্রকার বটবৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে চুল্লাবরু ও কর্ণাটে গালিআল কহে। এই বটের পাতা ছোট ছোট। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ শ্বাস, শ্রান্তি ও বমনরোগের উপকারক।

নন্দ্যাম্র।—নন্দ্যাম্র গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সমষ্ঠীল। হিন্দীতে ইহাকে কোকুঁয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে কোতুম্বা কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকর, মুখশোধক ও বাত-কফনাশক।

নন্দাবর্ত্ত মৎস্য।— নন্দাবর্ত্ত মৎস্য সাধারণের সুপরিচিত নহে। এই মৎস্য মলরোধক এবং কফ-পিত্তের শান্তিকারক।

নন্দীমুখ।—শূকশূন্য গোধুম-বিশেষের নাম নন্দীমুখ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম নিঃশূক ও দীর্ঘগোধুম। এই গোধুম শুক্র-বর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং গোধুমের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

নন্দীবৃক্ষ।—নন্দীবৃক্ষ এক প্রকার অশ্বত্থবৃক্ষের নাম। চলিত কথায় ইহাকে গয়া অশ্বত্থ, হিন্দীতে বেলিয়া পিপর এবং তেলেগু ভাষায় বন্দিচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তুন্ন, কুণি, কুবেরক, কচ্ছ, কান্তলক, তুণি, নন্দিবৃক্ষ, তুন্দ, নন্দিক ও নন্দি-বৃক্ষক। ইহা তিক্ত-কষায়-মধুর রস, কটুপাকী, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, দাহ, শিরঃপীড়া ও কুষ্ঠরোগের উপকারক।

কোঙ্কণদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষেরও নাম নন্দীবৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তুণিক, তৃণীক, তূণী, পীতক, কচ্ছপ, নন্দী, কুঠেরক ও কান্ত। ইহা পুষ্টিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ, স্বেদ, কুষ্ঠ ও শিরো-বেদনার উপশমকারক।

নরমূত্র।—মানুষের মূত্র কটু-তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ক্ষার-গুণবিশিষ্ট, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক এবং কফ, বায়ু, কৃমি, আম-দোষ, বিষদোষ, চক্ষুরোগ, ত্বগ্দোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

নরসার।—নরসারের বাঙ্গালা নাম নিশাদল। হিন্দিতে ইহাকে নৌসাদর কহে। নিশাদল এক প্রকার ক্ষার পদার্থ। গো, মহিষ বা উষ্ট্রের বিষ্ঠা পোড়াইয়া, ক্ষারপ্রস্তুতের নিয়-

মাণুসারে বারংবার ছাঁকিয়া লইলে নিশাদল প্রস্তুত হয়। নিশাদল লবণ-রস, শীতল, দুর্গন্ধ এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ, স্তনরোগ, রক্ত-পিত্ত, কাস ও যোনিরোগের বিশেষ উপকারক। ভগ্নস্থানে নিশাদলের জলপটী ব্যবহার করিলে সত্বর বেদনা নষ্ট হয়। চূণ ও নিশাদল একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার ঘ্রাণ লইলে মূর্চ্ছা ও শিরোবেদনার শান্তি হইয়া থাকে। নিশাদল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। চূণের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে নিশাদল শোধিত হইয়া থাকে।

নর্ম্মদানদী-জল।—নর্ম্মদা নদী বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ হইতে প্রবাহিত। এই নদীর জল মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকারক, পথ্য, দাহনিবারক, সর্ব্বরোগনাশক কিন্তু কফ-বায়ুর প্রকোপকারক।

নল।—(Phragmites karka. Syn. Arundo karka.) নল এক প্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নল, মহারাষ্ট্রদেশে দেবনল, কর্ণাটে দেবনাল এবং তেলেগু ভাষায় কিকেশ গড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ধমন, পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ্র, কীচক, দীর্ঘবংশ, শূন্যমধ্য, বিভীষণ, ছিদ্রান্তঃ, মৃতপত্র, বংশপত্র, মৃতচ্ছদ ও নালবংশ। নল মধুর-কষায় রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, শুক্রজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, রস-কর্ম্মে প্রশস্ত এবং পিত্ত, দাহ, বিসর্প, রক্তপিত্ত, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ ও বস্তি-রোগের শান্তিকারক।

নলিকা।—নলিকার বাঙ্গালা নাম নালুকা। কোন কোন দেশে ইহাকে পনালী ও পবারী, মহারাষ্ট্রদেশে নলীকাজাঙ্গি, কর্ণাটে বেত্তললিকে এবং তেলেগু ভাষায় পক্ষেমুখ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কপোতাঙ্ঘ্রি, বিদ্রুমলতিকা, কপোতবাণা, নলিনী, নির্ম্মথ্যা, শুষিরা, অাধ্মানী, ব্রতা, রক্তদলা, নর্ত্তকী ও নটী। নলিকা এক প্রকার বৃক্ষের সুগন্ধি বল্কল। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতল, তীক্ষ্ণ, মলশোধক, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং বাতোদর, ক্রিমি, অশো-বেদনা, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও জ্বরের হিতকর।

নলিত।—নলিতকে বাঙ্গালায় নালিতা পাতা কহে। দেশভেদে ইহার নাম তেঁত পাটের শাক। ইহা তিক্ত রস, পিত্তনাশক, জরঘ্ন ও শুক্রবর্দ্ধক।

নবনীত।—দুগ্ধের স্নেহ ভাগের নাম নবনীত। ইহার বাঙ্গালা ও হিন্দী

নাম মাখন; সংস্কৃত পর্য্যায় নবোদ্ধৃত, নবনী, সরজ, মন্থজ, হৈয়ঙ্গবীন, দধিসার, কলম্বুট, দধিজ ও সার। সকল দুগ্ধ হইতেই মাখন পাওয়া যায়, কিন্তু জীবভেদানুসারে মাখনের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। বিভিন্ন জীবের দুগ্ধজাত মাখনের গুণ সেই সেই জীবের নামানুসারে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল মাখনই মধুর রস, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, বর্ণকারক, কান্তিজনক, বল ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক, পুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকর, শ্রান্তিনাশক, বাত-ককনিবারক এবং সর্ব্বাঙ্গশূল, কাস, ক্ষয়, কৃশতা, শুক্রহীনতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও বায়ুরোগ মাত্রের বিশেষ উপকারক। সদ্যোদ্ধৃত অর্থাৎ টাট্‌কা মাখন মধুর রস, শীতল, রুচিকর, মলরোধক, বায়ুনাশক, কফজনক এবং কাস, শূল ও কৃমিরোগের শান্তিকারক। দধিজাত মাখন বলকর, পুষ্টিজনক, তৃপ্তিকর, পিত্তনাশক, শ্রান্তিনিবারক এবং তৃষ্ণা ও সন্তাপের নিবারণকারক।

নবমল্লিকা।—(J. Zambac floribus multiplicatis.) নব মল্লিকা একপ্রকার ফুলের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাসন্তী ফুল কহে। দেশভেদে ইহা নেয়ালী, সেউতী ও নেবারী নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে রোমালী, কর্ণাটে বিরবন্তিভেদ ও বোম্বাই প্রদেশে মোগরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নবমালিকা, ভদ্রবর্ষা, দেবলতা, গন্ধনিলয়া, মালিকা, গ্রীষ্মভবা, অতিমোদা, বৈত্রী, গ্রীষ্মোদ্ভবা, সপ্তলা, সুকুমারী, সুরভি, শুচিমল্লিকা, সুগন্ধি, শিখরিণী, নবালী ও গ্রীষ্মী। গ্রীষ্মকালে এই ফুল হয়। নবমল্লিকাফুল সুগন্ধি, অতিশীতল এবং সর্ব্বরোগনাশক।

নাকুলী।—(Vanda roxburghii.) A variety of rásná. নাকুলী একপ্রকার কন্দ। ইহা বাঙ্গালায় নাকুলী, হিন্দীতে চন্দ্রা, তেলেগুভাষায় সর্পক্ষিচেট্টু ও পন্নচেট্টু এবং দেশভেদে নারি ও বিষমুষ্টরী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সর্পগন্ধা, সুগন্ধা, রক্তপত্রিকা, ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক্, সরসা, সর্পাদনী ও ব্যালগন্ধা। নাকুলী ও গন্ধ নাকুলী নামভেদে নাকুলী দুইপ্রকার। নাকুলী অপেক্ষা গন্ধনাকুলী গুণাদিতে উৎকৃষ্ট। উভয় নাকুলীই কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং বিবিধ বিষদোষনিবারক।

নাগকেশর।—(Mesuaferrea.) নাগকেশর একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগেশ্বর,

হিন্দীতে কাবাবচিনী, তেলেগুভাষায় নাগকেসরালু, তামেলীতে নাঙ্গল এবং বোম্বাই প্রদেশে নাগচম্প কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চাম্পেয়, কেসর, কাঞ্চনাহ্বয়, সুবর্ণাখ্য, ভুজঙ্গাখ্য, ষট্পদপ্রিয়, ইভাখ্য, পুষ্পরেচন, নাগাখ্য, সুপর্ণাখ্য, কেশর, নাগকেশর, কেসরী, কিঞ্জল্ক, নাগকিঞ্জল্ক, নাগীয়, কাঞ্চন, সুবর্ণ, হেমকিঞ্জল্ক, রুক্ম, হেম, পিঞ্জর, ফণিকেসর, পুন্নগকেসর ও কনকাহ্বয়। নাগকেশর ফুল কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, আমদোষের পরিপাককারক, বস্তিগতবায়ুনাশক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ঘর্ম্ম, বমন, বমনবেগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, বিসর্প, দুর্গন্ধ, বিষদোষ, কণ্ঠরোগ, শিরোরোগ এবং কফ-পিত্তের উপশমকারক।

নাগদন্তী।—নাগদন্তীর বাঙ্গালা নাম হাতিশুঁড়ো। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে ইহাকে নাগদন্তী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূরুণ্ডী, শ্রীহস্তিনী, বিশল্যা, পর্ব্বপুষ্পী, বিষোষধী, শুক্রপুষ্পা, ইভদন্তাহ্বা, কাণ্ডেরী, কামদূতিকা, শ্বেতপুষ্পা, মধুপুষ্পা, বিশোধিনী, নাগস্ফোতা, বিশালাক্ষী, নাগচ্ছত্রা, বিচক্ষণা, সর্পপুষ্পী, শুক্লপুষ্পী, আহুকা, শতদন্তিকা, সিতপুষ্পী, সর্পদন্তী ও নাগিনী। নাগদন্তী একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ। ইহা কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, পাচক, মেধাবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং গুল্ম, উদর, শূল ও বিষদোষের উপকারক। সর্পদংশনে হাতিশুঁড়ার মূল খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়। গাছের রস মর্দ্দনে বৃশ্চিকাদি দংশনের জ্বালাও শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

নাগদমনী।—(Artimisia vulgaris. Syn. A. Indica.) Indian werm wood. নাগদমনী একপ্রকার গুল্মবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগদনা, হিন্দীতে নাগচুনী ও নাগদবন, তেলেগুভাষায় ঈশ্বরীচেট্টু ও দরণম, তামেলীতে মাচিপত্রী, বোম্বাই প্রদেশে দবণা এবং নেপালে তিতাপাত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জম্বু, জাম্ববতী, বৃকা, রক্তপুষ্পী, জাম্বরী, মলঘ্নী, দুর্দ্ধর্ষা ও দুঃসহা। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলশোধক, কফ-পিত্তনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, জালগর্দ্দভ, ব্রণ, উদরাধ্মান, গ্রহদোষ ও বিষদোষের হিতকর।

নাগপুষ্পী।—নাগপুষ্পী একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম, ইহার নামান্তর নাগিনী, রামদূতিকা ও শ্বেতপুষ্পী। নাগিনী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক,

তীক্ষ্ণ, কফ-পিত্তনাশক এবং বমি, ক্রিমি, শূল, যোনিদোষ ও বিষদোষের উপকারক।

নাগবলা।—(Sida spinosa. Syn. Sida alba.) নাগবলার নামান্তর গোরক্ষতণ্ডুলা। বাঙ্গালায় ইহাকে গোরক্ষ চাকুলে এবং হিন্দীতে গুল-শঙ্করী ও ককহী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গাঙ্গেরুকী ঝষা, হ্রস্বগবেধুকা, খরগন্ধিনী, গোরক্ষতণ্ডুলা, ভদ্রোদনী, খরগন্ধা, চতুঃপলা, মহোদয়া, মহাপত্রা, মহাশাখা, মহাফলা, বিশ্বদেবা, অনিষ্টা, দেবদণ্ডা, মহাগন্ধা ও ঘণ্টা। নাগবলা অম্ল-মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ মলরোধক, রতিশক্তি-বর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বায়ু, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ক্ষয়রোগের হিতকারক।

নাগরঙ্গ।—(Citrus aurantium.) Orange. নাগরঙ্গের বাঙ্গালা নাম নারাঙ্গীলেবু। হিন্দীতে ইহাকে নারাঙ্গী ও সন্ত্রা, মহারাষ্ট্রদেশে নারঙ্গ, তেলেগুভাষায় গঞ্জনিম্ম ও নারঞ্জিচেট্টু এবং উৎকলদেশে নারিঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নারঙ্গ, নার্গাঙ্গ, নাগর, ঐরাবত, নাগরুক, চক্রাধিবাসী, কির্শ্মির ও কির্শ্মীরত্বক্। কাঁচা নারঙ্গ লেবু অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক ও বাত-পিত্তনাশক। পাকা ফল সুরভি, অম্ল-মধুররস, উষ্ণবীর্য, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং আমদোষ, কৃমি ও শূলের শান্তিকারক। নারঙ্গ লেবুর ফুলের কেশর, গুরুপাক, রুচিকর ও বায়ুনাশক।

নাগরমুস্তক।—(Cyperus pertenuis. Syn. mariscus cyperus.) নাগরমুস্তক এক প্রকার মুতা। বাঙ্গালায় ইহাকে নাগরমুতা, হিন্দীতে নাগরমোথা, তেলেগুভাষায় তুঙ্গগড্ডলু-বিম্, তামেলীতে মুট্টংকাচ এবং দাক্ষিণাত্যে গরমোটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নাগরোথা, চক্রাঙ্কা, নাদেয়ী, চূড়ালা, পিণ্ডমুস্তা, শিশিরা, বৃষধ্বাঙ্ক্ষী, কচ্ছরুহা, চারুকেসরা, উচ্চটা, পূর্ণকোষ্ঠ-সংজ্ঞা, কলাপিনী এবং নাগরশব্দযুক্ত মেঘের সমুদায় নাম। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, কফনাশক এবং পিত্তজ্বর, অতিসার, অরুচি, দাহ, তৃষ্ণা ও ভ্রমরোগের নিবারক।

নাড়ীক শাক।—নাড়ীক শাকের হিন্দী নাম নরিচা বা কাল শাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নাড়িক, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক।

ইহা শীতল, রুচিকর, মলভেদক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, রক্তপিত্ত ও শোথের হিতকর।

নাড়ীচ।—(Corchorus olitorius.) পাটের শাককে সংস্কৃত ভাষায় নাড়ীচ, নাড়ীক, নাড়ীশাক, পট্টশাক, কেচুক, পেচুলী, পেচু ও বিশ্বরোচন কহে। মধুররস ও তিক্তরসভেদে ইহা দুই প্রকার। তিক্তশাকের বাঙ্গালা নাম নাল্‌তে-পাতা। নাল্‌তে-পাতা রক্তপিত্তের উপকারক এবং ক্রিমি-কুষ্ঠনাশক। শুষ্কনাল্‌তেপাতা রুচিকর এবং কফ, পিত্ত ও জ্বর রোগের উপশমকারক। মধুর শাক শীতল, পিচ্ছিল, বিষ্টম্ভী (বহুক্ষণ স্তব্ধীভূত থাকিয়া পরে পরিপাক হয়) এবং কফ-বায়ুবর্দ্ধক।

নাড়ীহিঙ্গু।—নাড়ীহিঙ্গু একপ্রকার হিঙ্গুর নাম। হিন্দীতে ইহাকে কণঃপতিহিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে নাড়ীহিঙ্গু এবং কর্ণাটে কলহিত্তি কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক এবং মলমূত্রাদির বিবন্ধ ও আনাহরোগের শান্তিকারক।

নারঙ্গ।—(Citrus Aurantium.) নারঙ্গ এক প্রকার লেবুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কমলালেবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, যোগরঙ্গ, মুখপ্রিয়, ত্বগ্‌গন্ধ, ইরাবত, বক্তুবাস, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র ও ররিষ্ট। কমলালেবু সুগন্ধি, অম্ল-মধুররস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শ্রান্তিনিবারক এবং ক্রিমি, শূল, আমদোষ, বায়ু ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

নারিকেল।—(Cocos nucifera.) The Cocoanut tree. নারিকেলকে বাঙ্গালায় নারিকেল, হিন্দীতে নারিএল, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটভাষায় নারিয়ল, তেলেগুভাষায় নারিকদম, উৎকলদেশে নড়িয়া, তামেলীতে টেঙ্গা ও টেঙ্গা এবং বোম্বাই প্রদেশে নারলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেলী, নারীকারী, নারিকেলি, লাঙ্গলী, সদাপুষ্প, শিরঃফল, মৃদুফল, পুটোদক, নালিকের, রসফল, সুতুঙ্গ, কূর্চ্চশেখর, দৃঢ়নীর, নীলতরু, মঙ্গল্য, উচ্চতরু, তৃণরাজ, স্কন্ধতরু, দাক্ষিণাত্য, দুরারুহ, ত্র্যম্বকফল, দৃঢ়ফল, শিরাফল, করকাম্ভা, পয়োধর, মুৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাফল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নাড়ীকেল, তুঙ্গ, নারিকের, সুভঙ্গ, ফলকেশর ও বরফল। নারিকেল ফল মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বিষ্টম্ভকারক, পুষ্টিকর, বলজনক, বস্তিশোধক এবং

বায়ু, পিত্ত, রক্ত, অম্লপিত্ত ও দাহ-রোগের উপকারক। বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষের শান্তিকারক। অর্দ্ধ পক্কফল তৃষ্ণা ও শোষরোগের হিতকর। ঝুনো নারিকেল অধিক গুরুপাক, বিদাহী, বিষ্টম্ভী ও পিত্তবর্দ্ধক। কচি নারিকেলের অর্থাৎ ডাবের জল মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর এবং পিত্ত, পীনস, তৃষ্ণা, দাহ, শোষ ও অম্লপিত্তের উপকারক। পাকা নারিকেলের জল ঈষৎ-কটুরস যুক্ত মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও মলভেদক। নারিকেলের দুগ্ধ মধুররস, অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শুক্রজনক, বল-বীর্য্যকারক এবং দাহ ও বিষ্টম্ভের উৎপাদক। নারিকেলের অণ্ড অর্থাৎ ফোপল মধুররস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, তৃষ্ণানিবারক, বস্তিশোধক ও পিত্তনাশক। নারিকেলের মাতি অর্থাৎ মস্তকমধ্যস্থ কোমল পল্লবাদি মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও পুষ্টিকর। নারিকেলের ফুল শীতল, মলরোধক এবং রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, প্রমেহ ও সোমরোগের উপকারক।

নারিকেল তৈল।—নারিকেলের পক্ক ফল হইতে অগ্নিতাপে যে তৈল নির্গত হয়, তাহাকে নারিকেল তৈল কহে। এই তৈল শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ক্ষীণধাতুর পুষ্টিকারক, বাত-পিত্তনাশক, ক্ষতনিবারক এবং মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শ্বাস, কাস ও যক্ষ্মরোগের উপশমকারক। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা নারিকেলের তৈল মাথায় ব্যবহার করে, তাহাতে কেশ পরিষ্কার ও মস্তিষ্ক শীতল থাকে এবং কেশের অনেক উপকার হয়। খোস, পাচড়া চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্মরোগে নারিকেল তৈলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা যায়।

নারিকেলক্ষীরি।—নারিকেল, দুগ্ধ ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার মিষ্টান্নবিশেষের নাম নারিকেলক্ষীরী। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু ও রক্তপিত্তের উপকারক।

নারীদুগ্ধ।—নারীর দুধ মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, স্নিগ্ধকারক, চক্ষুর হিতকর এবং রক্ত, পিত্ত ও চক্ষুরোগের উপকারক। চক্ষুরোগে নারীদুগ্ধ চক্ষুমধ্যে পূরণ করিতে হয়। অপক নারীদুগ্ধই পানাদিতে

ব্যবহার্য্য। নারীদুগ্ধের দধি অম্ল-মধুর-রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, স্নিগ্ধ-কারক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর ও গ্রহদোষনাশক। নারীদুগ্ধের মাখন মধুর রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, কান্তি-পুষ্টি-বলকারক, চক্ষুর হিতকর এবং বিষদোষ ও সর্ব্বরোগের উপকারক। নারীদুগ্ধের ঘি মধুররস লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষ-দোষ, যোনিদোষ ও অন্যান্য সকল রোগেরই উপকারক।

নিঃশ্রেণিকা।—নিঃশ্রেণিকা কোঙ্কণ-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নিঃশ্রেণী, শ্রেণীবলা, নিরসা ও বনবল্লরী। ইহা নীরস, উষ্ণবীর্য্য এবং পশুদিগের দুর্ব্ব-লতাকারক।

নিদ্রা।—নিদ্রার বাঙ্গালা নাম ঘুম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শয়ন, স্বাপ, স্বপ্ন, সম্বেশ, সংবেশ, সুপ্তি ও স্বপন। মন ও কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ ক্লান্ত হইয়া যখন স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয় এবং চেতনাস্থান-হৃদয় তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে, তখনই প্রাণিগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে। জীবন-ধারণ বিষয়ে আহারাদির ন্যায় নিদ্রাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত পরি-মাণে সুনিদ্রা না হইলে, শরীরে নানা-বিধ অসুখ উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত নিদ্রাতেও শারীরিক অসুস্থতা জন্মে। প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সুনিদ্রা হইলে, শরীরের কান্তি, পুষ্টি, বল, বর্ণ, উৎসাহ প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়, অগ্নির দীপ্তি হয়, ধাতু সকল অবিকৃত থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ প্রসন্ন হয়। নিদ্রার প্রশস্তকাল রাত্রি। এক প্রহর রাত্রির পর ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা হইলেই স্বাস্থ্যের উপযুক্ত নিদ্রা হইয়া থাকে। শিশু-দিগকে দিবারাত্রে প্রায় ১২ ঘণ্টা ঘুমা-ইতে দেওয়া আবশ্যক। দিবানিদ্রা প্রায় সকলেরই অনিষ্টকারক। দিবানিদ্রা শব্দে সে সকল বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

নিম্ব।—(Melia azadirachta, Syn. Azadirachta Indica.) নিম্বের বাঙ্গালা নাম নিম। হিন্দীতে ইহাকে নিম, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বু ও লিম্ব, কর্ণাটে বেউ, তেলেগু-ভাষায় যেপচেট্টু এবং তামেলীতে বেপ্পুম্-মরম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অরিষ্ট, সর্ব্বতোভদ্র, হিঙ্গুনির্য্যাস, মালক, পিচুমর্দ্দ, পককৃৎ, পুয়ারি, ছর্দ্দন, অর্কপাদপ, পূকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, বরত্বচ, ছর্দ্দিঘ্ন, প্রভদ্র, পারিভদ্রক, কাকফল, কীরেষ্ট, নেতা,

সুমনাঃ, বিশীর্ণপর্ণ,যবনেষ্ট, শীতসারক, শীত,রাজভদ্রক, পিচুমন্দক ও তিক্তক। নিম তিক্তরস, শীতল, লঘু, মলরোধক, অগ্নিনাশক এবং কফ, পিত্ত, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শোথ, বমি, বমনেচ্ছা, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, প্রমেহ, হৃদয়বিদাহ (বুকজ্বালা), বিষদোষ ও বহুবিধ পিত্তবিকারের শান্তিকারক। নিম্বপত্র তিক্তরস, কটুপাকী, বাতবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং পিত্ত, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অরোচকের উপশমকারক। নিমের ফল তিক্ত-মধুর রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলভেদক এবং ক্রমি, কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ ও প্রমেহ-রোগের উপকারক।

নিম্বতৈল।—নিমফলের তৈল তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগের হিতকারক। নিমের তৈল ব্যবহারে দদ্রু, কেশদদ্রু ও কণ্ডু (চুলকনা) রোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

নিম্বু।—(*Citrus medica. Var. acida.*) নিম্বুকে বাঙ্গালায় লেবু ও কাগজীলেবু, মহারাষ্ট্রদেশে নিম্বে ও কর্ণাটে নিম্বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অম্লজম্বীর, বহ্নি, দীপ্ত, বহ্নিবীজ, অম্লসার, দন্তাঘাত, শোধন, জন্তুমারী, নিম্বু, নিম্বুক ও রোচন। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, চক্ষুর হিতকর এবং আমদোষ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিসূচিকা, উদররোগ, শূল, জ্বর, কাস, কণ্ঠরোগ, বমি, তৃষ্ণা ও ত্রিদোষের বিশেষতঃ বায়ুবিকারের যথেষ্ট উপকারক।

নিম্বুপানক।—চিনির পানা ৬ ভাগ, লেবুর রস ১ ভাগ এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে নিম্বুপানক কহে। এই পানক অম্ল-মধুর রস, শীতল, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পরিপাককারক ও বায়ুনাশক।

নির্গুণ্ডী।—(Vitex negundo.) নির্গুণ্ডীর নামান্তর সিন্ধুবার। বাঙ্গালায় ইহাকে নিসিন্দা, হিন্দীতে মেউড়ী সম্ভালু ইণ্ডুর সেউড়ী খণ্ডী ও নির্গুণ্ডী,মহারাষ্ট্রদেশে নিগুর, তেলেগুতে নাবিলিচেট্টু ও তেল্লব, বোম্বাই প্রদেশে কটুরি, তামেলীতে নোকুচি, দাক্ষিণাত্যে সান্‌বালি, পারসীতে মিস্‌বান, গুজরাটে নগোড় এবং কোঙ্কণদেশে নিগূড় ও সেন্দুবার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সিন্ধুবারিকা, সিন্ধুক, ইন্দ্রসুরিষ, ইন্দ্রাণিকা,

ইন্দ্রসুরস, সিন্দুক, সিন্দুবারক, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, সুরসা, সিন্ধু, শুক্লপৃষ্ঠক, বিসুন্ধক, সুরস, সিন্দুবারিত, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিদ্ধক ও অর্থসিদ্ধক। শ্বেত নিগুণ্ডী, নীলনিগুণ্ডী, বন্যনিগুণ্ডী ও কস্তুরী নিগুণ্ডীভেদে নিসিন্দা চারি প্রকার। নিগুণ্ডী শব্দে নীলনিসিন্দাই অধিক প্রচলিত। শ্বেত নিসিন্দার ফুল শ্বেতবর্ণ এবং নীল নিসিন্দার ফুল নীলবর্ণ হইয়া থাকে। শ্বেত নিসিন্দা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, কেশের ও চক্ষুর হিতকর, বর্ণবর্দ্ধক, মেধাজনক, স্মৃতি-শক্তিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তকারক এবং জ্বর, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, শোথ, ক্রমি, কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, শূল, ব্রণ, কণ্ঠরোগ, মেদোরোগ ও সন্ধিবাত প্রভৃতির উপ-শমকারক। নীলনিসিন্দা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও শ্লেষ্মার নাশক এবং শ্বাস, কাস, প্রদর ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগের নিবারণকারক। বন্যনিগুণ্ডী পথ্য, বর্ণকারক এবং পিত্তজ্বর, গৃধ্রসীবাত ও বিষদোষের উপকারক। ইহার পত্র কটুরস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, কফ ও ক্রিমিরোগের হিতকর। ইহার ফুল কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কফ, ক্রমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, অরুচি, গুল্ম, প্লীহা ও শোথরোগের উপশমকারক। কস্তুরী নিগুণ্ডী কটু-তিক্তরস, বাত-কফনাশক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, শূল ও ক্ষয়রোগের নিবারক।

নির্ঝর জল।—নির্ঝরকে চলিত কথায় ঝরণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঝর, নির্ঝরী, ঝরা ও ঝরী। ঝরণার জল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য ও কফনাশক।

নির্ব্বিষা।—(Kyllingia monocephala.) মুতার ন্যায় এক-প্রকার তৃণের নাম নির্ব্বিষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অপবিষা, নির্ব্বিষী, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা ও বিষবৈরিণী। জমীর আলি প্রভৃতিস্থানে এই তৃণ উৎপন্ন হয়। ইহা কটুরস, শীতল, ব্রণরোপক এবং কফ, বায়ু, রক্তদোষ ও বহুবিধ বিষ-দোষের শান্তিকারক।

নিষ্পত্র বৃক্ষ।—নিষ্পত্র বৃক্ষের অপর নাম করীর; ইহা একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষ। মরুভূমীতে এই বৃক্ষ জন্মে এবং মরু দেশে করীল নামে ইহা পরিচিত। মথুরা প্রভৃতি দেশে ইহাকে কচড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্রকর, গ্রন্থিল, ক্রকচ, নিষ্পত্রিকা, করির, করীর, গূঢ়পত্র, করক ও

তীক্ষ্ণকণ্টক। ইহা কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য; আধ্মানকারক, কফজনক এবং শ্বাস, অরুচি, শূল ও ব্রণাদি রোগের উপকারক।

নিষ্পাব।—(Phaseolus radiatus.) A sort of pulse. নিষ্পাব এক প্রকার শিমের বীজের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রাজশিম্বীবীজ, বল্লক ও শ্বেতশিম্বিক। হিন্দীতে ইহা ভেটরাম্ব এবং তেলেগুভাষায় আনপচেট্টু ও রাজশিম্বী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা মধুর-কষায়রস, পাকে অম্ল, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বিদাহী, শুক্রনাশক, বাতাদিদোষজনক, দৃষ্টিশক্তির হানিকারক, মূত্ররোধক, বায়ুর বিবন্ধকারক এবং কফ, শোথ ও বিষদোষের উপকারক। ইহার ভাজাবীজ গুরুপাক ও মলরোধক।

নিষ্পাবী।—(Vigna Catjang. Syn. Dolichos sinensis.) নিষ্পাবীর অপর নাম রাজমাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বরবটী বা বোড়া, হিন্দীতে লোবিয়া, মহারাষ্ট্রদেশে রুক্ষবর্ণ এবং কর্ণাটে তট্টবরে কহে। হরিদ্বর্ণ ও শ্বেতবর্ণভেদে বরবটী দুই প্রকার, তন্মধ্যে শ্বেত বরবটীই উৎকৃষ্ট। হরিদ্বর্ণ বরবটীর সংস্কৃত পর্য্যায় গ্রামজা, ফলিনী, নখপূর্ব্বিকা, মণ্ডপা, ফলিকা, শিম্বী, গুচ্ছফলা, বিশালফলিকা, নিষ্পাবি ও চিপিটা। শ্বেত বরবটীর সংস্কৃত পর্য্যায় অঙ্গুলিফলা, নখনিষ্পাবিকা, বৃত্তনিষ্পাবিকা, গ্রাম্যা, নখপুঞ্জফলা ও অশনা। উভয় বরবটীই কষায়-মধুররস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও কণ্ঠশোধক। বরবটীর যূষ অত্যন্ত স্তন্যবর্দ্ধক, বলকারক, কফনাশক এবং চক্ষুরোগের উপকারক। ভাজাবরবটীর যূষ গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অম্লপাকী, শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও শোথ রোগের হানিকারক এবং রক্ত, পিত্ত, বায়ু, মূত্র ও স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধিকারক।

নীলকন্দ।—নীলকন্দের সংস্কৃত নামান্তর মহিষীকন্দ, বনবাসী, সর্প্যাখ্য ও বিষকন্দ। ইহা একপ্রকার কাল আলু। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক এবং কফ ও বায়ুরোগের হিতকর।

নীলঝিণ্টী।—যে ঝাঁটীর ফুল নীলবর্ণ, তাহাকে নীলঝিণ্টী বা নীলঝাঁটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলকুরণ্ট, নীলকুসুমা, বালা, বাণা, দাসী ও কণ্টার্ত্তগলা। নীলঝাঁটী কটু-তিক্তরস এবং বায়ু, কফ, কাস, শোথ, ত্বগ্দোষ ও দন্তরোগের উপকারক।

নীলদূর্ব্বা।—নীলবর্ণের দূর্ব্বা তৃণকে বাঙ্গালায় নীলদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রদেশে নীলী হরিয়ালী, কর্ণাটে হসু-

গক্ষকে এবং তেলেগুভাষায় হরিত-দুর্ব্বালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরিতা, শাম্ভবী, শ্যামা, শীতা, শত-পর্ব্বিকা, শতবল্লী, রুহা, অনন্তা, অমৃতা, পূতা, শতগ্রন্থি, অনুষ্ণবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, ভার্গবী, ভূত-হন্ত্রী, শতমূলা, মহৌষধী, বিজয়া, গৌরী, শান্তা, শীতকুম্ভী, শীতলা, বামিনী, শস্প, সাদ্বল, হরিত ও সহস্র-বীর্য্যা। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, রুচিকর এবং কফ, বায়ু, রক্ত, পিত্ত, অতিসার, জ্বর, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও ত্বগ্‌দোষের উপশমকারক।

নীলপদ্ম।—নীল বর্ণের পদ্ম ফুলকে নীলপদ্ম কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় নীলাম্বুজন্ম, নীলাব্জ, নীলোৎপল, মৃদূৎপল ও নীলপঙ্কজ। নীলপদ্ম সুগন্ধি, মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক, শ্রেষ্ঠ রসায়ন, দেহের দৃঢ়তা-কারক এবং কেশের হিতকর।

নীলপুনর্নবা।—নীল বর্ণের পুনর্নবাকে বাঙ্গালায় নীল গাদা পুন্নে, হিন্দীতে নীল গদহপড়োয়া, মহারাষ্ট্র-দেশে কালীয়ঘেণ্ট এবং কর্ণাটে করিয়-বেল্লরকিলু ও করিয়গণজিলে কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় নীলা, শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা ও নীলবর্ষাভূ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন এবং হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ, কফ, শোথ, শ্বাস, কাস, বায়ুরোগ, দন্তরোগ ও ত্বগ্‌দোষের উপকারক।

নীলভৃঙ্গরাজ।—(Eclipta prostrata.) যে ভৃঙ্গরাজের পুষ্প নীলবর্ণ, তাহার নাম নীল ভৃঙ্গরাজ। বাঙ্গালায় ইহাকে নীল ভীমরাজ ও হিন্দীতে নীল ভেগরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাভৃঙ্গ, মহানীল, সুনী-লক, নীলপুষ্প, পরম ও শ্যামল। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, চক্ষুর হিত-কর, কেশরঞ্জক এবং কফ, আমদোষ, শোথ ও শ্বিত্ররোগের উপকারক।

নীলমণি।—নীলবর্ণ মণিবিশে-ষের নাম নীলমণি। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মসার। হিন্দীতে ইহাকে নীলম্ কহে। নীলমণি তিক্তরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং শরীরে ধারণ করিলে শুভপ্রদ।

নীলময়ূরমাংস।—নীলবর্ণ ময়ূরবিশেষের মাংস বায়ুবর্দ্ধক, বল-কারক, রসায়ন, মেধাজনক এবং শিরা-ধমনী প্রভৃতি স্রোতঃসমূহের উৎপাটন-কারক।

নীলবীজ।—নীলবীজ এক-প্রকার অসন বৃক্ষের নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে পিয়াশালবিশেষ, মহা-

রাষ্ট্রদেশে লোহিবাম্বীয়া এবং কর্ণাটে কেপিম্নহীনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলাসন, নীলপত্র, সুনীলক, নীলদ্রুম, নীলসার ও নীলনির্য্যাসক। এই আসনের বীজ নীলবর্ণ। ইহা কটু-কষায়রস, শীতল, সারক এবং কণ্ডু, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগের হিতকর।

নীলবৃক্ষ।—কোঙ্কণ ও মালবদেশে প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষকে নীলবৃক্ষ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীল, বাতারি, শোকনাশন, নরনাম্মা, নখবৃক্ষ, নখালু ও নরপ্রিয়। ইহা কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শোথনাশক এবং বিবিধ-বায়ুরোগনিবারক।

নীলাঞ্জন।—নীলাঞ্জন একপ্রকার রসাঞ্জনের নাম। ইহার অপর সংস্কৃত নাম সৌবীরাঞ্জন। চলিত কথায় ইহাকে সফেদ সুর্ম্মা কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলভেদক, রসায়ন এবং শ্লেষ্মা, মুখরোগ, নেত্ররোগ, ব্রণ ও দাহরোগের উপকারক।

ঔষধাদিতে ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। নীলাঞ্জন চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে এক দিন ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইলেই শোধিত হইয়া থাকে।

নীলাপরাজিতা।—যে অপরাজিতার পুষ্প নীলবর্ণ, তাহারই নাম নীলাপরাজিতা। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে নীলস্থপলী ও কর্ণাটে নীলগিরিকর্ণিকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলপুষ্পী, মহানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনী, ব্যক্তগন্ধা, নীলসন্ধ্যা ও নীলাদ্রিকর্ণী। ইহা তিক্তরস, শীতল এবং জ্বর, দাহ, রক্তাতিসার, মদ, উন্মাদ, বমন ভ্রম, শ্বাস, কাস, আমদোষ ও শ্রান্তির নিবারক।

নীলাম্লান।—নীলাম্লান একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে কালাকোরাঠা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দাসী, ছাদন, বালা, আর্ত্তগলা ও নীলপুষ্প। নীলাম্লান ঝিণ্টীজাতীয় পুষ্প। ইহার গাছ কটু-তিক্তরস, বাত-কফনাশক এবং শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, শোথ, ব্রণ ও ত্বগ্‌দোষের শান্তিকারক।

নীলাম্লী।—নীলাম্লী একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে নল্ল বুড়গুড়, মহারাষ্ট্রদেশে অজগন্ধি এবং বেলেরগিড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলপিষ্টোস্তী শ্যামাম্লী ও দীর্ঘশাখিকা। শ্বেত ও নীলবর্ণভেদে নীলাম্লী বৃক্ষ দুইপ্রকার। উভয়ই মধুররস, রুক্ষ এবং কফ-বাতনাশক।

নীলালু।—নীলবর্ণ একপ্রকার আলুর নাম নীলালু। ইহার সংস্কৃত

নামান্তর অসিতালু ও শ্যামলালুক। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে নীলালু এবং কর্ণাটে করিয় গনেসু কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল এবং পিত্ত, দাহ ও শ্রান্তির নিবারক।

নীলিনী।—(Indigofera tinctoria.) নীলিনী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলবোণ্যা ও নীলগাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলী, নীলবুহ্না, কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুথা, তূণী, দোলা, নীলিনী, দূলী, দূলিকা, দ্রোণিকা, অক্লীকা, কুৎসলা, মেঘবর্ণা, গ্রামণী, গ্রামিণী, নীলপুষ্পিকা, নীলা, তূলী, দ্রোণী, মেলা, তুচ্ছা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, নীলিকা, নীলপুষ্পী, কালী, শ্যামা, শোধনী, শ্রীফলা, গ্রাম্যা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, কৃষ্ণা, ব্যঞ্জনকেশী, মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেশী, চারটিকা, গন্ধপুষ্পা, শ্যামলিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা ও রঙ্গপুষ্পী। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, কেশের হিতকর এবং কফ, কাস, বায়ু, মোহ, ভ্রম, প্লীহা, গুল্ম, উদর-রোগ, উদাবর্ত্ত, বাতরক্ত, আমবাত, ব্রণ, ক্রিমি ও বিষদোষের শান্তি-কারক। নীলের পাতা ও নীল অপস্মারাদি বাতব্যাধিতে এবং যকৃৎ প্রদাহে উপকারক। বৃক্ষের রস জলাতঙ্ক রোগের শান্তিকারক।

নীলোৎপল।—(Nymphaea stellata or N, Caerulea.) নীলবর্ণ কুমুদ ফুলের নাম নীলোৎপল। ইহার বাঙ্গালা নাম নীলশুন্দি। হিন্দীতে ইহাকে নীলোৎপর, মহারাষ্ট্রদেশে নীলোৎপল, কর্ণাটে নেইদিলু এবং তেলেগু ভাষায় নল্লকুলুব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কন্দোত্থ, সৌগন্ধিক, সুগন্ধ, কুড্মলক, অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দিরাবর, ইন্দীবার ও নীলপত্র। নীলশুন্দীফুল, সুরভি, মধুর রস, পাকে অতি তিক্ত, শীতল এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, হৃদ্রোগ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগের হিতকর।

নীলোৎপলের ঝাড় তিক্তরস, শীতল এবং কফ, কাস, তৃষ্ণা, বমি, পিত্ত, সন্তাপ ও রক্তবিকারের উপশমকারক। ইহার মূল শীতল, গুরুপাক ও বিষ্টম্ভজনক। ইহার বীজ মধুর রস, গুরুপাক, শীতল ও রুক্ষ।

নীবার।—(Wild variety of Oryza Sativa.) নীবার এক প্রকার তৃণধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উড়িধান, হিন্দীতে তীনী ও তেলেগু ভাষায় নিবরিবট্টু কহে।

ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় তৃণধান্য, বনব্রীহি, অরণ্যধান্য মুনিধান্য, তৃণোদ্ভব ও অরণ্যশালি। নীবার ধান্য মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, পিত্তনাশক ও কফ-বায়ুবর্দ্ধক। নীবার ধান্যের অন্ন লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বায়ুজনক এবং যকৃৎ, প্লীহা, শ্বাস, আমদোষ ও ব্রণরোগের উপকারক।

নীহার।—নীহারের নামান্তর হিম, শিশির নিহার, মিহিকা, অবশ্যায়, তুষার, তুহিন, প্রালেয়, মহিকা, খজল ও নিশাজল। রাত্রিকালে ভূমি হইতে বাষ্প উদ্গত হইয়া, যখন জলকণারূপে তাহা পতিত হয়, তখন তাহাকেই নীহার হিম বা শিশির কহে। শিশির সেবনে বায়ু ও কফের বৃদ্ধি এবং পিত্তের প্রশম হয়। প্রায় সকলরোগেই শিশিরসেবা বিশেষ অপকারক।

নূতন গুড়।—এক বৎসরের অনধিক কালের গুড়কে নূতন গুড় কহে। ইহা সুমধুর, শীতল, রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকারক, অগ্নিমান্দ্যকারক, কফবর্দ্ধক, দাহ ও সন্তাপ রোগের উপকারক এবং মেহ ও শ্বাসরোগের অপকারক।

নৃপান্ন।—নৃপান্ন একপ্রকার শালিধান্যের নাম, ইহার নামান্তর রাজান্ন। এই ধান্য মধুররস, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পথ্য এবং ত্রিদোষনাশক।

নেত্রধাবন।—প্রাতঃকালে দন্তমার্জ্জনের পর মুখ জলপূর্ণ করিয়া চক্ষুতে জল সেচন করিলে, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি হয়।

নেত্রবতী।—নেত্রবতী পশ্চিমদেশপ্রসিদ্ধ একটি নদীর নাম। এই নদীর জল মধুর রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পুষ্টিকর, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

নেপালনিম্ব।—নেপালনিম্বের অপর নাম তৃণনিম্ব। চলিত কথায় ইহাকে নেপালে' নিম কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নৈপাল, তৃণনিম্ব, জ্বরান্তক, নাড়ীতিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতরিপু ও সন্নিপাতঘ্নৎ। ইহাকে একপ্রকার চিরাতা বলা যায়। নেপালনিম্ব তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ, তৃষ্ণা ও জ্বররোগের উপশমকারক।

নেপাল-শৃঙ্গী।—নেপালদেশীয় শৃঙ্গীবিষ অর্থাৎ মিঠাবিষকে নেপাল-শৃঙ্গী কহে। ইহার অপর নাম নৈপালী। ইহা ত্রিদোষজ জ্বর, আমবাত, হৃদ্রোগ এবং যাবতীয় বায়ু-

বিকারের বিশেষ উপকারক। মিঠা-বিষ শোধনের নিয়মানুসারে ইহাও শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

নেপালী।—নেপালীর নামান্তর বনমল্লিকা। চলিত কথায় ইহাকে নেবারি কহে। নেপালী একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। ইহা তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক এবং রক্ত ও ত্রিদোষের উপকারক।

নেপালী-ইক্ষু।— নেপাল দেশীয় ইক্ষুকে নেপালী ইক্ষু কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, অম্লপাকী, বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক।

ন্যঙ্কু মৃগ।—ন্যঙ্কু মৃগের নামান্তর শম্বর মৃগ। এই মৃগের শৃঙ্গ অনেক শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে শম্বর মৃগ এবং হিন্দীতে বরাহাশিঙ্গা কহে। ইহার মাংস মধুর রস, লঘুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

পক্কপৌড়।— পক্কপৌড়ের নামান্তর পক্কপৌড়, হিন্দীতে ইহাকে পথৌড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পঞ্চক্তা, বর্দ্ধন ও পঞ্চরক্ষক। পক্কপৌড় একপ্রকার বৃক্ষ। ইহা কটুরস, জীর্ণজ্বরনাশক এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য চক্ষুর অঞ্জন কার্য্যে প্রশস্ত।

পক্ক রস।—পক্ক রস এক প্রকার তীক্ষ্ণ মদ্যের নাম, ইহার নামান্তর সীধু। শীধু মধুর-পাকী, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, প্রীতিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতাকারক, বল-বর্ণবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং শোথ, শোষ, অর্শঃ, শ্লেষ্মবিকার ও মেহব্যাপদের হিতকারী।

পঙ্ক।—পঙ্কের অপর নাম কর্দ্দম। নাম এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে উভয় নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্দ্দম পচিলে, তাহাই পঙ্ক নামে পরিগণিত হয়। ইহা শীতল এবং দাহ, শোথ, ভগ্ন ও ক্ষয়রোগের উপকারক। পঙ্ক বা কর্দ্দম গরম করিয়া তাহার স্বেদ দিলে শূলযন্ত্রণার লাঘব হয়।

পঙ্কপর্পটী।—পঙ্ক শুষ্ক হইলে উপরিভাগে যে চটা উঠে তাহাকে পঙ্কপর্পটী কহে। পঙ্কপর্পটীর গুণ সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার ন্যায়, এই জন্য সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী ব্যবহার করিতে শাস্ত্রে উপদেশ আছে।

পঞ্চকোল।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, সমপরিমিত

এই পাঁচটি পদার্থের পারিভাষিক নাম পঞ্চকোল। ইহা কটুরস, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং গুল্ম, প্লীহা, আনাহ, শূল ও উদররোগের উপশমকারক।

পঞ্চতিক্ত।—নিম, গুলঞ্চ বাসক, পটোলপত্র ও কণ্টকারী এই পাঁচটি তিক্ত পদার্থের পারিভাষিক নাম পঞ্চতিক্ত। জ্বর, কাস, কুষ্ঠ, বীসর্প এবং পিত্তজ রোগসমূহে পঞ্চতিক্ত বিশেষ উপকারক।

পঞ্চমূল।—পাঁচটি মূলবিশেষের সমষ্টিকে পঞ্চমূল কহে। আয়ুর্ব্বেদে ৯ প্রকার পঞ্চমূলের উপদেশ পাওয়া যায়; যথা স্বল্প পঞ্চমূল, বৃহৎ পঞ্চমূল, তৃণপঞ্চমূল, শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল, জীবকাদি পঞ্চমূল, বলাদি পঞ্চমূল, গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল, গুড়ূচ্যাদি বা বল্লী-পঞ্চমূল ও কণ্টক পঞ্চমূল। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই পাঁচটির মূলকে স্বল্প পঞ্চমূল কহে। স্বল্প পঞ্চমূল তিক্ত-মধুররস, লঘুপাক, অনতি-উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, বাতপিত্তনাশক এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক। বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; এই পাঁচটি বৃক্ষের মূল বৃহৎ পঞ্চমূল। ইহা তিক্ত-কষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শ্বাস, কাস ও কফ-বাতজ রোগসমূহের উপকারক। কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ (উলুখড়), অথবা কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও শালিধান্য; ইহাদের মূলকে তৃণপঞ্চমূল কহে। ইহা তৃষ্ণা, দাহ, রক্ত, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগের নিবারক। শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবন্তী, ক্ষীরকাকোলী ও জীবক; এই পাঁচটি মূলের নাম শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল। ইহা শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বলকর এবং শুক্র ও স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধিকারক। জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা ও জীবন্তী; এই পাঁচটির মূল জীবকাদি পঞ্চমূল নামে পরিগণিত। ইহা ধাতুবর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক এবং দাহ, পিত্ত, জ্বর ও তৃষ্ণার উপশমকারক। বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, মুগানী ও মাষাণী; এই পাঁচটির মূল বলাদি পঞ্চমূল। ইহা মলভেদক, জ্বরনাশক ও শোথনিবারক। গোক্ষুর, শেয়াকুল, রাখালশসা, কালকাসন্দা ও সর্ষপ; এই পাঁচটির মূল গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল। ইহা বাত-শ্লেষ্মার উপকারক। গুলঞ্চ, মেষশৃঙ্গী, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও

হরিদ্রা; এই পাঁচটি মূল গুড়ুচাদি পঞ্চমূল বা বল্লীপঞ্চমূল। ইহা শ্লেষ্ম-নিবারণে প্রশস্ত। করঞ্জ, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া; এই পাঁচটির মূলকে কণ্টক পঞ্চমূল কহে। ইহা পক্বাশয়শোধক, বাত-কফনাশক এবং রক্তপিত্ত, শোথ, মেহ ও শুক্র-দোষের শান্তিকারক।

পঞ্চলবণ।—সৈন্ধব, সৌবর্চ্চল, বিট্ ঔদ্ভিদ ও সামুদ্র; এই পঞ্চবিধ লবণকে পঞ্চলবণ কহে। পঞ্চলবণ উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, মল মূত্রবিবেচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বলনাশক এবং অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মাদিরোগের উপ-শমকারক।

পঞ্চবল্কল।— বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস; এই পাঁচটিবৃক্ষের ছালকে পঞ্চবল্কল কহে। বেতসের পরিবর্ত্তে কেহ পলাশপিপুল, কেহবা শিরীষ বৃক্ষ গণনা করিয়া থাকেন। ইহা কষায়রস, শীতল, মল-রোধক, রুক্ষ, স্তনাশোধক, ভগ্নাস্থির সংযোগকারক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বীসর্প, শোথ, যোনিরোগ ও মেদোদোষের হানিকারক।

পঞ্চসার পানক।—দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, গাম্ভারীফল, মৌলফল ও ফল্সাফল; এই পাঁচটিফলের রসের সহিত চিনি এবং মরিচ, এলাচ, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, যে পানা (সরবৎ) প্রস্তুত হয়, তাহাকে পঞ্চসার পানক কহে। ইহা অম্ল-মধুররস, গুরুপাক, শুক্রাদি ধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত, পিপাসা, দাহ ও শ্রান্তির উপশম কারক।

পঞ্চামৃত যূষ।—কুলথ, মুগ, অড়হর, মাষকলায় ও বরবটী; এই পঞ্চবিধ কলায় একত্র পাক করিয়া যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকে পঞ্চামৃত যূষ কহে। ইহা লঘুপাক, পাচক, অগ্নি ও ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক এবং জ্বর, অরুচি, কফ, ক্ষয় ও অঙ্গবেদনার হিত-কারক।

পটোল।—(Trichosanthes dioica Roxb.) পটোল একপ্রকার লতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে পটোল, হিন্দিতে পরবল, মহারাষ্ট্রদেশে কহি-পরবল ও কড়ুপড়োল, কর্ণাটে সোগ-বল্লী, তেলেগুভাষায় কোম্মুপোটল, গুজরাটে চুরনিহার কপিলবর্ণী, তামে-লীতে কোম্মুপুড়লৈ এবং কান্যকুব্জে মোরহড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুলক, তিক্তক, পটু, পটুক, কর্কশদল, কুলজ, রাজিমান্, লতাফল, রাজফল,

রাজপটোল, বরতিক্ত, অমৃতাফল, তিক্ত-ভদ্রক, কটুফল, কটুক, কটু, কর্কশ-চ্ছদ, প্রতীক, রাজেয়, রাজনামা, অমৃত-ফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, রাজীফল, জ্যোৎস্নী ও কচ্ছুঘ্নী। পটোল কটুতিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নির বর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, সারক, পাচক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ, কাস, ক্রিমি, রক্ত ও ত্রিদোষের উপকারক। পটোলের পাতা (চলিতকথায় ইহাকে পল্‌তা ও নতি কহে) পিত্তনাশক, নাল অর্থাৎ ডাঁটা শ্লেষ্মনাশক এবং মূল বিরেচক।

পটোলী।—পটোলীও একপ্রকার লতাফল। ইহার নামান্তর স্বাদু-পটোল, পটোলিকা, জ্যোৎস্নী, জালী, ও জ্যোৎস্না। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিঙ্গা-বিশেষ এবং হিন্দীতে ঝিঙপোড়লী কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও জ্বরনাশক।

পট্টিকালোধ্র।—লাল লোধের নাম পট্টিকালোধ্র। বাঙ্গালায় ইহাকে পাটিয়া লোধ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্রমুক, পট্টী, লাক্ষাপ্রসাদন, পট্টিকা, পট্টিলোধ্র, বল্কলোধ্র, বৃহদ্দল, ক্রমুক, জীর্ণবুধ্র, বৃহদ্বল্ক, শীর্ণপত্র, অক্ষি-ভেষজ, শাবর, গালব, বহলত্বচ, লাক্ষা-প্রসাদ, বল্ক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র ও বৃহৎপত্র। পট্টিকালোধ্র কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শোথ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও বিষদোষের হিতকর।

পণস।—(Artocarpus integrifolia.) পণস একপ্রকার বৃহৎ ফল। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটাল, হিন্দীতে কটহর, মহারাষ্ট্রদেশে ফণস্, কর্ণাটে হলসিন, তামেলীতে পিল্লা এবং তেলেগু ও উৎকল ভাষায় পণস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পনস, কণ্টকি-ফল, কণ্টাফল, আশয়, সুরজফল, পলস, ফলস, চম্পকালু, চম্পাকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পানস, মহা-সজ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, মূল-ফলদ, অপুষ্পফলদ, পূতফল ও অতি বৃহৎফল। পাকা কাঁটাল মধুররস, শীতল, পিচ্ছিল, দুর্জ্জর, রুচিকর, মল-রোধক, বল-বীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফকারক, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, শ্রম ও শোষরোগের উপ-কারক। কাঁচা অর্থাৎ পরিপুষ্ট কাঁটাল মধুর-কষায়রস, শীতল ও বায়ুবর্দ্ধক। কচি কাঁটাল অর্থাৎ ইচোড় মধুর-কষায়রস, কঠিন, রুচিকর, গুরুপাক, শীতল, বলকর, দাহজনক এবং কফ,

বায়ু ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক। পাকা কাঁটালের বীজ ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর-রস, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক, ত্বগ্‌দোষ-নাশক, মলরোধক, মূত্রবিরেচক, শুক্র-বর্দ্ধক এবং পাকাকাঁটাল-ভোজনজনিত অজীর্ণাদির নিবারক। কাঁটালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক ও গুল্মের অপকারক। মাংসগ্রন্থিশোথে কাঁটা-লের কাথ, অণ্ডবৃদ্ধিতে কাঁটালের মজ্জা (ভুঁতি) এবং চর্ম্মরোগে কাঁটালের কোমল পল্লব বিশেষ উপকারক। কাঁটালের পাতার রস পান করিলে, সিদ্ধিসেবনজনিত মত্ততা নিবারিত হয়।

পণ্যান্ধা।—পণ্যান্ধা এক-প্রকার তৃণ। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে পণধে এবং কর্ণাটে হনজেমূক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পণধা, কঙ্গুনী-পত্রা ও পণ্যাধা। ইহা তিক্তরস, ক্ষার-গুণবিশিষ্ট, সারক এবং সদ্যঃক্ষতের শান্তিকারক। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও মধ্যমভেদে এই তৃণ তিনপ্রকার। মধ্যম তৃণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী।

পত্রবিস।—বিষের ন্যায় কার্য্য-কারক-পত্রবিশিষ্ট কতিপয় বৃক্ষকে পত্রবিষ কহে। বিষপত্রিকা, লম্বা, বরদারুক, করম্ভ ও মহাকরম্ভ ভেদে পত্রবিষ পাঁচপ্রকার। পত্রবিষ সেবনে জৃম্ভা, কম্প ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পত্রাঙ্গ।—Soymida febrifuga or Caesalpinia Sappan. Syn. Swietenia febrifuga. (Rohan tree.) পত্রাঙ্গের অপর নাম পতঙ্গ। ইহা সপ্তবিধ চন্দনের মধ্যে একপ্রকার চন্দন। বাঙ্গালায় ইহাকে বকম কাষ্ঠ ও রোহণ, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশ পতঙ্, তেলেগু ভাষায় চেবমনু ও ওকনুকটু, উৎকল-দেশে বকমো এবং গুজরাট, পারস্য ও তামেলীতে বট্টঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তকাষ্ঠ, সুরঙ্গদ, পত্রান্য, পট্টরঞ্জ, ভার্য্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, রোগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জনক ও সুরঙ্গ। ইহা অম্ল-মধুর-কটুরস, শীতল, রুক্ষ এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, দাহ, উন্মাদ, ব্রণ ও বিস্ফোট রোগের হিতকর। ইহার কাথ পক্কাতি-সার, রক্তাতিসার ও শ্বেতপ্রদর রোগের বিশেষ উপকারক।

পদ্ম।—(Nelumbium Speciosum, Salvadora Indica.) পদ্ম একপ্রকার জলজ ফুল। ইহাকে বাঙ্গালায় পদ্ম, হিন্দীতে কমল, তেলেগু ভাষায় তম্মিপুব্বু এবং তামেলীতে অম্বল কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায় নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, বারিজ, রাজীব, পুষ্কর, অম্ভোরুহ, কবার, আম্ভপত্রি, বনশোভন, সরোরুহ, জলজন্ম, জলরুট্, জলরুহ, সরোজ, সরোজন্ম, সরোরুট্, পঙ্কেজ, পঙ্কজ, অম্ভোজ, অম্বুজ, সরসিজ, শ্রীবাস, শ্রীপর্ণ, ইন্দিরালয়, জলেজাত, অব্জ, কঞ্জ, নল, নালিক, নালীক, বনজ, অম্লান, ও পুটক। পদ্মফুল কষায়-মধুর রস, শীতল, বর্ণবর্দ্ধক এবং পিত্ত, কফ, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, বিস্ফোট, বীসর্প ও বিষদোষের উপকারক।

পদ্মকন্দ।—পদ্মের মূলের নাম পদ্মকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের গেঁড়ো বা শালুক ও হিন্দীতে কমলকন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শালূক, পদ্মমূল, কটাহ্বয়, শালুক ও জলালুক। ইহা কটু-কষায়-মধুর রস, মধুরপাকী, শীতল, রুক্ষ, দুর্জ্জর, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বাত-শ্লেষ্মকারক এবং পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, কাস ও রক্তের নিবারক।

পদ্মকাষ্ঠ।—পদ্মকাষ্ঠ একপ্রকার সুগন্ধি কাষ্ঠের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মকাষ্ঠ, হিন্দীতে পদ্মাক এবং তেলেগু ভাষায় এণুগুসহদেবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পদ্মক, পীত, পীতক, মালেয়, শীতল, হিম, শুভ, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ ও পদ্মবৃক্ষ। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, গর্ভস্থাপক, বায়ুবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রম, তৃষ্ণা, বমি, ব্রণ, বিস্ফোট, বীসর্প, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মার উপশমকারক।

পদ্মকেশর।—পদ্মফুলের কেশরের নামান্তর পদ্মকিঞ্জল্ক। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, দাহনাশক, মলরোধক এবং অর্শোরোগের রক্তস্রাবনিবারক।

পদ্মচারিণী।—(Hibiscus mutabilis.) পদ্মচারিণীর নামান্তর স্থলপদ্মিনী। বাঙ্গালায় স্থলপদ্ম এবং উত্তরাপথে ইহা পদ্মচারিণী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অব্যথা, অতিচরা, পদ্মা, চারটি ও সারদা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, কফ-বায়ুনাশক এবং শ্বাস, কাস, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও বিষদোষের উপশমকারক।

পদ্মবীজ।—পদ্মফুলের বীজ বাঙ্গালায় পদ্মবীজ, হিন্দীতে কমল-

গাট্ট এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে পদ্মাক্ষ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পদ্মাক্ষ, গালোড্য, কন্দলী, ভেণ্ডা, ক্রৌঞ্চাদনী, ক্রৌঞ্চা, শ্যামা ও পদ্মকর্কটী। ইহা মধুর-কটু-কষায়-তিক্ত রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, রুচিকর, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভস্থাপক এবং পিত্ত, রক্ত, দাহ, বমি, শোষ, কফ ও বায়ুর উপশমকারক।

পদ্মিনী।—মূল-নাল-পত্র-পুষ্পাদি-সমন্বিত পদ্মের ঝাড়ের নাম পদ্মিনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নলিনী, বিসিনী, কুন্দিনী, মৃণালিনী, কমলিনী, পুটকিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নালিকিনী, অরবিন্দিনী, পুষ্করিণী, জম্বালিনী ও অব্জিনী। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-লবণ রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বায়ু-বর্দ্ধক এবং পিত্ত, বমি, রক্ত, কফ, ভ্রান্তি, ক্লান্তি, সন্তাপ, শোষ ও ক্রিমি-রোগের শান্তিকারক।

পয়োষ্ণী।—বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের দক্ষিণদেশপ্রসিদ্ধ নদীবিশেষের নাম পয়োষ্ণী। এইনদার জল পবিত্র, রুচিকর, লঘু, বল-কান্তিজনক ও সর্ব্বরোগ-নাশক।

পরমা।—পরমার অপর নাম গন্ধশটী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলরোধক, পিত্তবর্দ্ধক, বাত-কফনাশক এবং কাস, শ্বাস, বমি, শোথ, শূল, হিক্কা, ব্রণ, গ্রহাবেশ ও মুখের মলিনতার নিবারক। *ইহার বাহ্য প্রয়োগে অর্থাৎ প্রলেপ ব্যবহারে জ্বর ও রাক্ষসবাধা নিবারিত হয়।

পরমান্ন।—পরমান্নের নামান্তর ক্ষীরিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়স ও পরমান্ন কহে। অর্দ্ধপক দুগ্ধে দুগ্ধের ১৬ ভাগের একভাগ সূক্ষ্ম আতপচাউল ঘৃতাক্ত করিয়া সিদ্ধ করিবে এবং তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে চিনি দিতে হইবে, পরে শেষে এলাচ কর্পূরাদি সুগন্ধি পদার্থও মিশ্রিত করা যায়। ইহাকেই পরমান্ন কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্য-কারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তপিত্তের হানিকারক। আতপ চাউলের পরিবর্ত্তে সুজী চিড়ে প্রভৃতি পদার্থদ্বারাও পরমান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই সেই পদার্থের গুণানুসারে তাহাদের গুণ কল্পনা করিতে হইবে। সুজীর পায়স অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

পরিপেল্ল।—জলজাত এক-প্রকার মুতার নাম পরিপেল্ল; ইহার অপর সংস্কৃত নাম পরিপেলব। বাঙ্গালায় ইহাকে জলমুতা বা কেওট-

মুতা, মহারাষ্ট্রদেশে জলমণ্ডবী এবং কর্ণাটে বলিগড্ড কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতনাশক এবং আমশূল, রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণ-রোগের উপকারক।

পরিশুষ্ক মাংস।—মাংসের ব্যঞ্জনবিশেষের নাম পরিশুষ্ক মাংস। প্রচুর পরিমিত ঘৃতে মাংস ভাজিয়া বারংবার জলের ছিটে দিয়া সিদ্ধ করিলে এবং উপযুক্ত মশালার সহিত পাক করিয়া লইলে, তাহাকেই পরিশুষ্ক মাংস কহে। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, প্রীতিপদ, পিত্ত-নাশক এবং বল, মেধা, মাংস, ওজঃ ও শুক্র প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক।

পরিস্রুত দধি।—দধি কাপড়ে বাঁধিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে পরিস্রুত দধি কহে। সেই দধি স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং কফের বৃদ্ধিকারক হয়।

পরূষক।—(Zylocarpus Granatum or Grewia Asiatica. পরূষক একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ফলসা, হিন্দীতে ফলুহে, গুরুবী ও পরূষা; মহারাষ্ট্র-দেশে পর্ষকা, কর্ণাটে বেট্টগা এবং তেলেগুভাষায় পুটিকা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নাগরলোপম, গিরি-পীলু, পরাবত, নীলচর্ম্ম, নীলমণ্ডল, পরাপর ও অল্পাস্থি। অপক্ক পরূষক ফল অম্ল-কষায় রস, লঘুপাক, পিত্ত-বর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও কফরোগের নিবা-রক। পক্ক ফল মধুর-অম্লরস, শীতল, মলরোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, রুচি-কারক, তৃপ্তিজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, রক্ত, জ্বর, ক্ষয়, মেহ, শোথ ও সন্নিবাতের হিতকর। ইহার পত্র ব্রণপিড়কা প্রভৃতি পীড়ার উপ-কারক। বল্কল কষায় রস, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং প্রমেহ, যোনিদাহ, লিঙ্গনালদাহ ও শীতপিত্তের শান্তি-কারক।

পর্ণমৃগ।—বানর, বৃক্ষ-মার্জ্জার (গেছোবিড়াল) প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদ জন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে বিচরণ করে, তাহাদিগের নাম পর্ণমৃগ। পর্ণমৃগের মাংস মধুর রস; গুরুপাক, মল-মূত্রের বিরেচক, রক্তবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং কাস, শ্বাস, অর্শঃ ও ক্ষয় রোগের উপকারক।

পর্পট।—পর্পটের বাঙ্গালা নাম পাঁপর। ছোলার ডা'লের বা মুগের ডা'লের বেসনে উপযুক্ত পরি-মাণে হরিদ্রা, লবণ, হিং, জীরা ও সাজীমাটী মিশ্রিত করিয়া, মুগুর প্রহারে তাহার পাত্‌লা পাত্‌লা রুটী

প্রস্তুত করিতে হয়। পরে তাহা কেবল অঙ্গারের আগুনে অথবা উত্তপ্ত ঘৃতে কিম্বা তৈলে ভাজিয়া লইলেই পাঁপর প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাঁপর অত্যন্ত রুচিকর, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ গুরুপাক। অঙ্গারের আগুনে ভাজিলে রুক্ষ এবং ঘৃত বা তৈলে ভাজিলে স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। ছোলার ডা'লের পাঁপর অপেক্ষা মুগের ডা'লের পাঁপর কিছু লঘুপাক।

পর্পটক।—(Oldenlandia herbacea. Syn. Olden landia bo-flora.) পর্পটকের বাঙ্গালা নাম ক্ষেৎপাপড়া। হিন্দীতে ইহাকে দবন-পাপড়া, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে পিত্তপাপড়া, কর্ণাটে পর্পাটক এবং উৎকলদেশে জড়পাঁপুড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ত্রিযষ্টি, তিক্ত, চরক, রেণু, তৃষ্ণারি, বরক, শীত, শীতপ্রিয়, পাংশু, কল্পাঙ্গ, বর্ম্মকণ্টক, কৃশশাখ, প্রগন্ধ, সুতিক্ত, রক্তপুষ্পক, পিত্তারি, কটুপত্র ও বক্র। ইহা তিক্তরস, শীতল, লঘু, বায়ুকারক এবং পিত্ত, দাহ, জ্বর, শ্লেষ্মা, রক্ত, অরুচি, তৃষ্ণা, গ্লানি, শ্রান্তি, মদ ও ভ্রান্তির নিবারণকারক।

পর্পটী।—উত্তরদেশে পপ্পাবর্ত্তা ও পপরী নামে প্রসিদ্ধ সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষের নাম পর্পটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জনী, জতুকা, রজনী, জতুকৃৎ, চক্রবর্দ্ধিনী, সংস্পর্শা, জতুকা ও জান। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘু, বর্ণ-বর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষদোষের হিতকর।

পর্ব্বতজা দ্রাক্ষা।—পর্ব্বত-জাত একপ্রকার দ্রাক্ষাকে চলিত কথায় যহারী কহে। এই দ্রাক্ষা অম্ল-মধুররস, লঘুপাক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও অম্ল-পিত্তকারক।

পর্ব্বততৃণ।—পর্ব্বতজাত এক-প্রকার তৃণের নাম পর্ব্বততৃণ, হিন্দীতে ইহাকে দণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তৃণাঢ্য, পত্রাঢ্য ও মৃগপ্রিয়। এই তৃণ রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলবর্দ্ধক এবং পশুগণের বিশেষ হিতকর।

পর্ব্বতমৎস্য।—পর্ব্বতমৎস্যকে বাঙ্গালায় পাবদা মাছ কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পর্ব্বিত। এই মৎস্য মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্র-বর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

পলল।—তিলচূর্ণ ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যবিশেষের নাম পলল। বাঙ্গালায় ইহাকে তিলকুটো এবং হিন্দীতে তিলকুট্টি কহে। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর, পুষ্টি-জনক, মলকারক, মূত্র-

প্রবর্ত্তক, বায়ুনাশক এবং কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক।

পলাণ্ডু।—(Allium Cepa.) Onion. Fr. Ognon. পলাণ্ডু এক প্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁয়াজ, হিন্দীতে পিয়াজ বা পিয়জ, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেতকান্দা, কর্ণাটে উল্লি, তেলেগুভাষায় নীরুল্লিচেট্টু, তামেলীতে বেঙ্গয়ম্, বোম্বাই প্রদেশে কান্দ এবং পারস্যভাষায় বুরিগড্ডুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুকন্দক, নিকেতন, নীচভোজ্য, লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উষ্ণ, মুখদূষণ, শূদ্রপ্রিয়, দীপন, কৃমিঘ্ন, মুখগন্ধক, বহুপত্র, বিশ্বগন্ধ, রোচন, পলাণ্ডু, সুকন্দ, মুকুন্দক ও মুকুন্দক। শ্বেত ও রক্ত-বর্ণভেদে পলাণ্ডু দুই প্রকার। রক্তবর্ণ ও ক্ষুদ্র পলাণ্ডু সংস্কৃত ভাষায় রাজ-পলাণ্ডু নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পলাণ্ডু কটু-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক, বমন-নিবারক এবং জ্বর, গুল্ম, শূল, সঞ্চিত-শ্লেষ্মা, কাস, পামা (পাচড়া) ও কর্ণশূল-রোগের উপকারক। বোল্‌তা, প্রভৃতিতে কামড়াইলে, দষ্টস্থানে পলাণ্ডুর রস লাগাইলে শীঘ্র জ্বালার শান্তি হয়। রাজপলাণ্ডুর বিশেষ গুণ এই যে তাহা শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অত্যন্ত নিদ্রা কারক।

পলান্ন।—পলান্নকে চলিত কথায় পোলাও কহে। মাংস বা মৎস্য, ঘৃত ও কতকগুলি মশালার সহিত যথাবিধি চাউল পাক করিলে পোলাও প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বলকর, পুষ্টিজনক, কান্তি-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক।

পলাশ।—(Butea frondosa.) Butia-gum. পলাশ একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় পলাশ, হিন্দীতে ধারা, মহারাষ্ট্রদেশে পলস, কর্ণাটে মুত্তলু, তেলেগুতে মোদুগ, উৎকলে পরাশু, বোম্বাই প্রদেশে থাকরী এবং তামেলীতে পরশন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কিংশুক, পর্ণ, বাতপোথ, করক, ত্রিপত্রক, ব্রহ্ম-পাদপ, পলাশক, যাজ্ঞিক, ত্রিপর্ণ, বক্র-পুষ্প, পূতদ্রু, ব্রহ্মবৃক্ষক, ব্রহ্মোপনেতা ও কাষ্ঠদ্রু। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, ভগ্ন-স্থানের সংযোজক এবং ক্রিমি, ব্রণ, গুল্ম, অর্শ ও গ্রহণীরোগের হিতকর। পলাশের ফুল কটু তিক্ত-কষায়রস, মধুরপাকী, শীতল, মলরোধক, বায়ু-বর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা,

দাহ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারক। শ্বেত, পীত, নীল ও রক্তবর্ণভেদে পলাশের ফুল চারিপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতপুষ্প জ্ঞানপ্রদ। পলাশের বীজ, কটুপাকী, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ এবং পামা, কণ্ডু, দদ্রু, ত্বগ্‌দোষ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগের উপশমকারক। পলাশবীজের তৈলের গুণ গাম্ভারী-বীজের তৈলের ন্যায়। পলাশের নির্য্যাস (আটা) মলরোধক এবং কাস, গ্রহণী, ঘর্ম্মনির্গম ও মুখরোগের শান্তিকর।

পলাশী।—পলাশী একপ্রকার লতার নাম। কাশ্মীরদেশে ইহাকে শটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পত্রবল্লী, পর্ণবল্লী, পলাশিকা, সুরপর্ণী, সুপর্ণী, দীর্ঘবল্লী, বিষাদিনী, অম্লপত্রী, দীর্ঘপত্রী, রসাম্লা, অম্লিকা, অম্লাতকী ও কাঞ্জিকা। ইহা অম্ল-মধুররস, লঘুপাক, পথ্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং অরুচি ও মুখদোষের নিবারক।

পশ্চিম বায়ু।—পশ্চিম দিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, পরুষ, স্নেহনাশক, মেদঃ ও কফের শোষণকারক, বলের হানিকারক, প্রাণক্ষয়কারক ও শরীরশোষক।

পাংশুলবণ।—পাংশুলবণের অপর নাম ঔদ্ভিদ লবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে পাঙালবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাংশব, রোমক, ঔদ্ভিজ্জ, বসুক, বসুপাংশু, উষরজ, ঔষর, ঐরিণ, ঔর্ব্ব, সহ, উষ, ঔদ্ভিদ, পাক্য, লবণ, পটু ও পাংশুজ। ইহা ভূমি হইতে আপনি উৎপন্ন হয়। পাঙালবণ লবণ-কটু-তিক্তরস, ক্ষার পদার্থ, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক ও শোষকারক।

পাচী।—পাচী একপ্রকার লতার নাম। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে পাচী ও পচ্চে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মরকতপত্রী, হরিতলতা, হরিতপত্রিকা, পত্রী, সুরভি, মালারিষ্টা ও গকস্মতপত্রিকা। এই লতা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং ত্বগ্‌দোষ ও ব্রণরোগের নিবারক।

পাটলাব্রীহি।—পাটলাব্রীহি একপ্রকার আউশ ধান্যের নাম। এই ধান বর্ষাকালে পাকে। ইহা অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, মলমূত্র বর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

পাটলা।—পাটলার বাঙ্গালা নাম বিহিদানা। ইহা একপ্রকার পিচ্ছিল বীজ। বিহিদানা পিচ্ছিল,

স্নিগ্ধ এবং কাস, ব্রণ, দাহ, যোনিদাহ ও লিঙ্গদাহের নিবারণকারক।

পাটলি।—(Stereospermum Suaveolens or Chelonioides. Syn. Bignonia Suaveolens.) পাটলির নামান্তর পাটলা। ইহা এক প্রকার বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পারুল গাছ, হিন্দীতে পদ্, মহারাষ্ট্রদেশে পাড়লী, কর্ণাটে হাদরি, তেলেগুভাষায় কলগোরু ও কলিগোট্টুচেট্টু, উৎকলদেশে পাটুড়ি এবং তামেলীতে পদ্রি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাটলা, অমোঘা, কাচস্থালী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, অম্বুবাসিনী, কালবৃন্তা, তোয়পুষ্পী, কর্কশরা, তাম্রপুষ্পী, কুম্ভিকা, সুপুষ্পিকা, বসন্তদূতী, স্থালী, স্থিরগন্ধা, অম্বুবাসী, কালবৃন্তী, কামদূতী, কুম্ভী, তোয়াধিবাসিনী এবং অলিপ্রিয়া। পারুলগাছ ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলি নামভেদে দুই প্রকার। পারুলের ফুল শ্বেত ও পীতবর্ণ দুইপ্রকার হইয়া থাকে। সকল পারুলই কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ, শ্বাস, ও রক্তবমনের উপকারক। পারুলের ফুল কষায়-মধুর রস, শীতল, রুচিকর ও কফ-রক্তনাশক। পারুলের ফল পিত্তাতিসার, হিক্কা, রক্তপিত্ত ও কণ্ঠরোগের হিতকর। পারুলের ফল মধুতে মাড়িয়া লেহন করিলে, হিক্কার বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পাঠা।—(Stephania hernandifolia. Syn, Cissampelos hernandifolia.) পাঠা একপ্রকার লতার নাম। দেশভেদে ইহা চক্রপাঠা, বাঙ্গালায় আকনাদী, হিন্দীতে নিমুকা, তেলেগুভাষায় পাঠচেট্টু ও উৎকলদেশে অকানবিন্ধি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, যূথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিদ্ধকর্ণিকা, একাষ্ঠীলা, কুচেলী, দীপনী, বনতিক্তিকা, তিক্তপুষ্পা, বৃহত্তিক্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী, বরা, দেবী, বৃত্তপর্ণী, তিক্তা, একোশিকা, বৃকা, অম্বষ্ঠকী, বনতিক্তা, বিদ্ধকর্ণী, বসা, পাপচেলী, অবিদ্ধকর্ণী, পাটিকা, অবিদ্ধকর্ণা, কুচেলা, ও ছিন্নবেশিকা। আকনাদী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং বায়ু, কফ, কণ্ঠরোগ, জ্বর, পিত্ত, দাহ, অতিসার ও শূলরোগের উপকারক।

পাঠীন মৎস্য।— পাঠীন মৎস্যকে বাঙ্গালায় বোয়াল মাছ কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সহস্রদংষ্ট্র, সহস্র-দংষ্ট্রী, বোদাল ও বদালক। বোয়াল মাছ মধুর-কষায়রস, পাকে কটু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্র-জনক, অম্লপিত্তকারক, কুষ্ঠাদি রোগ-জনক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও মাংসের পুষ্টিকারক।

পাণ্ডুরঙ্গ।—পাণ্ডুরঙ্গ এক-প্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাটরাঙ্গা কহে। ইহা তিক্ত-রস, লঘুপাক এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

পাণ্ডুরফলী।— পাণ্ডুরফলী গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা পোটর ফল, মধ্যখণ্ডে মণমণ্ডে এবং কর্ণাটে পাণ্ডুর ফালরে নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাণ্ডু, ধূসরা, বৃত্তবীজকা, ভূরিপলিতদা ও পাণ্ডুফলী। এই বৃক্ষ শীতল, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও মূত্রাঘাতনিবারক।

পাতালগরুড়ী।—(Cogenaria volgaris.) পাতাল গরুড়ী একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার নামা-ন্তর ছিলিহিণ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলিন্দা, হিন্দীতে ছেউড়া এবং তেলেগু ভাষায় দুসরতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৎসাদনী, সোমবল্লী, তিক্তাঙ্গা, মোচকাঙ্গা, মোচকাভিধা, তার্ক্ষী, সৌপর্ণী, গারুড়ী, দীর্ঘকাণ্ডা, মহাবলা, দীর্ঘবল্লী ও দৃঢ়লতা। ইহা মধুররস, রুচিকর, সন্তর্পণকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফনাশক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও বিষদোষের হিত-কর।

পাদপ্রক্ষালন।—পাদপ্রক্ষা-লন করিলে পদদ্বয়ের মলিনতা, পাদ-রোগ ও শ্রান্তি নিবারিত হয়, আরও ইহাতে চক্ষুর প্রসন্নতা, শুক্রের বৃদ্ধি এবং প্রীতি লাভ হইয়া থাকে।

পাদাভ্যঙ্গ।—পদতলে তৈল মর্দ্দন করিলে, পদগত রোগের নাশ, স্রোতঃসমূহের মৃদুতা, কফ-বায়ুর বিনাশ, ধাতুসমূহের পুষ্টি, পদতলের জ্বালানিবারণ, স্বর পরিষ্কৃত এবং সুনিদ্রা হইয়া থাকে।

পানক।—পানকের বাঙ্গালা নাম পানা বা সরবৎ। চিনি মিছরি প্রভৃতি মিষ্ট দ্রব্য উপযুক্ত জলে ভিজা-ইয়া, তাহার সহিত লেবুর রস অথবা অন্য কোন অম্লরস মিশ্রিত করিলে পানক প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন আরও নানাবিধ পদার্থের পানা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল পানাই শীতল, প্রীতিকর, রুচি-জনক, মূত্র-কারক এবং ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রান্তি ও

ক্লান্তির শান্তিকারক। বিশেষতঃ লেবুর রস মিশ্রিত পানা পাচক এবং বমন, বমনবেগ ও পিত্তজ্বরের উপকারক। নারাঙ্গা নেবুর রস মিশ্রিত পানা পিত্ত-কাসনিবারক। মিষ্ট দাড়িমের রস-মিশ্রিত পানা প্রতিশ্যায় ও কাসরোগের হিতকর। অম্ল দাড়িমের রসমিশ্রিত পানা ক্ষুধাবর্দ্ধক, মলরোধক ও উদরা-ময়ের উপকারক। পাকা তেঁতুলের রসমিশ্রিত পানা বমি ও পিত্তের শান্তি-কারক। অন্যান্য যে সকল পদার্থের পানা প্রস্তুত হয়, তাহাদের গুণ সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে কল্পনা করা যায়।

পানীয়ামলক।—(*Flacourtia cataphracta.*) পানীয়ামল-কের নামান্তর প্রাচীনামলক। বাঙ্গা-লায় ইহাকে পানি আমলা, হিন্দীতে পানি অম্বরা এবং তেলেগুভাষায় প্রাচীনামলকমু কহে। ইহা একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। পানি আমলা অম্ল-মধুররস, মলবর্দ্ধক, মুখশুদ্ধিকারক এবং জ্বর ও ত্রিদোষের শান্তিকর।

পানীয়ালু।—একপ্রকার কন্দ বা আলুর নাম পানীয়ালু। হিন্দীতে ইহাকে পানীয়ালুই কহে। বাঙ্গালায় যাহা "শাক আলু বা সরবতি আলু" নামে পরিচিত, সম্ভবতঃ তাহারই সংস্কৃত নাম পানীয়ালু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জলালু, কূপালু ও বালুক। এই আলু মধুররস, শীতল, সন্তর্পণ-কারক ও ত্রিদোষনাশক।

পারদ।—(*Hydrargyrum.*) পারদ একপ্রকার খনিজ ধাতু। ইহা শ্বেতবর্ণ তরল পদার্থ। পারদের নামা-ন্তর রস। বাঙ্গালায় ইহাকে পারা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রসরাজ, রসনাথ, মহারস, রস, মহাতেজ, রস-লেহ, রসোত্তম, সূতরাট্, চপল, জৈত্র, শিববীজ, শিব, অমৃত, রসেন্দ্র, লোকেশ, দুর্দ্ধর, প্রভু, রুদ্রজ, হরতেজ, রসধাতু, অচিন্ত্যজ, অবিত্তজ, খেচর, অমর, দেহদ, মৃত্যুনাশক, সূত, স্কন্দ, স্কন্দাংশক, দেব, দিব্যরস, রসায়নশ্রেষ্ঠ, যশোদ, সূতক, সিদ্ধ-ধাতু, পারত, হরবীজ, রজস্বল, মুক্তি, পার, শিবাহ্বয় ও শিব-বীর্য্য। পারদ যথাবিধি সংস্কৃত হইলে, ইহা সর্ব্বরোগনাশক, রসায়ন, শুক্র-বর্দ্ধক, দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধিকারক, কুষ্ঠ-নাশক এবং যে সকল রোগ অন্য ঔষধে নিবারিত হয় না তাহাদেরও নিবারণ-কারক। আরও ইহা আভ্যন্তর প্রয়োগে পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, রজঃস্রাবক, পিত্তনিঃসারক, বিরেচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মনিঃসারক, অবসাদক, শোষণ-কারক ও প্রদাহনাশক। বাহ্য প্রয়োগে

পরিবর্ত্তক, লালানিঃসারক, শোষক, পচননিবারক, উগ্রতাসাধক ও দাহকারক। পারদের সংস্কার না করিয়া ব্যবহার করিলে, নানাবিধ কষ্টকর রোগ (কুষ্ঠাদি) উৎপন্ন হয় ও শরীর নষ্ট হইয়া যায়। পারদের কতকগুলি স্বাভাবিক দোষ আছে, শোধনক্রিয়া দ্বারা সেই সকল দোষ নষ্ট না করিলে, পারদ বিষ অপেক্ষাও অধিক অপকার করে এবং শোধিত হইলে অমৃতের ন্যায় উপকার করিয়া থাকে।

পারদের শোধনবিধি নানাপ্রকার। সংক্ষেপে শোধন করিবার জন্য, প্রথমতঃ ঘৃতকুমারী, চিতামূল, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা (আমলকী হরিতকী বহেড়া), এই সকল দ্রব্যের কাথের সহিত মর্দ্দন করিবে। তৎপরে ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঁজি : এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সহিত তিন দিন করিয়া মর্দ্দন করিবে। তার পরে পারদের চতুর্থাংশ হিঙ্গুলচূর্ণ ও ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিলেই পারদ শোধিত হইবে। এইরূপ শোধনের পর ঊর্দ্ধপাতন অধঃপাতন ও তির্য্যক্‌পাতন নামক ত্রিবিধ পাতন ক্রিয়া দ্বারা পারদের শোধন আবশ্যক। ঐ সকল পাতনক্রিয়ার মধ্যে ঊর্দ্ধপাতন-জন্য প্রথমতঃ তিন ভাগ পারদ ও এক ভাগ তাম্র একত্র গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া একটি পিণ্ড করিবে, সেই পিণ্ডটি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া অপর একটি জলপূর্ণ হাঁড়ী তাহার উপর চাপা দিবে এবং উভয় হাঁড়ীর সন্ধিস্থলে উত্তমরূপে মাটীর লেপ দিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে ঐ হাঁড়ীদ্বয়ের নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে; উপরের হাঁড়ীর জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নস্থ হাঁড়ীর সেই পিণ্ডটীর পারদ উঠিয়া উপরের জলপূর্ণ হাঁড়ীর তলদেশে সংলগ্ন হইয়া থাকে; তখন সেই পারদ সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাকেই পারদের ঊর্দ্ধপাতন কহে। অধঃপাতন করিবার জন্য প্রথমতঃ ত্রিফলা (আমলকী, হরীতকী, বহেড়া), সজিনাবীজ, চিতামূল, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ, এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিয়া পঙ্কবৎ হইলে তাহা একটি হাঁড়ীর মধ্যভাগে লেপন করিয়া, সেই হাঁড়িটি একটী জলপূর্ণ হাঁড়ীর উপর উবুড় করিয়া বসাইয়া সন্ধিস্থানে মাটীর লেপ দিবে। পরে একটি গর্ত্তের মধ্যে ঐ হাঁড়ীদ্বয় বসাইয়া, তাহার উপরে কতকগুলি জ্বলন্ত অঙ্গার

চাপা দিতে হইবে। সেই অগ্নিতাপে উপরের হাঁড়ির লিপ্ত পারদ নীচের হাঁড়ীর জলমধ্যে পতিত হইয়া থাকিবে। ইহাকেই পারদের অধঃপাতন কহে। পারদের তির্য্যক্‌পাতন করিতে হইলে, একটি কলসে শোধিত পারদ এবং অপর একটি কলসে জল রাখিয়া উভয় কলসের মুখ এক একখানি শরা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, তাহাতে উত্তমরূপে মাটীর লেপ দিবে। পরে উভয় কলসের গলদেশে এক একটি ছিদ্র করিয়া, বাঁশ প্রভৃতির কোন একটী মোটা নল সেই উভয় কলসের ছিদ্রমুখে দিবে এবং নল ও কলসের সংযোগস্থল মাটীর লেপদ্বারা উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। পরে যে কলসে পারদ থাকে, তাহার নীচে অগ্নিজ্বাল দিতে থাকিবে। অগ্নিতাপে সেই পারদ উত্থিত ও নলদ্বারা চালিত হইয়া, অপর জলপূর্ণ হাঁড়ীতে পতিত হইবে। ইহাকেই পারদের তির্য্যক্‌পাতন কহে।

এইরূপে পারদ শোধিত হইলে, তাহাতে কজ্জলী বা রসসিন্দূর প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমপরিমাণে একত্র মর্দ্দন করিয়া, মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ হইলে তাহাকেই কজ্জলী কহে। আর শোধিত পারদ ও তাহার অর্দ্ধাংশ শোধিত গন্ধক একত্র একদিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। একটি কাচের সমতল কাল বোতলের গলদেশ কিঞ্চিৎ কাটিয়া সেই বোতলটিতে কাপড়-মাটীদ্বারা ৩ বার লেপ দিবে ও শুকাইয়া লইবে। পরে সেই বোতলে সেই কজ্জলী পূরিয়া, বোতলটি একটি হাঁড়ীতে বসাইয়া বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা সেই হাঁড়ী পূরণ করিবে। হাঁড়ীর নীচে মধ্যভাগে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত একটি ছিদ্র করিতে হইবে। তারপর সেই বোতলযুক্ত হাঁড়িটি উনুনে বসাইয়া ৪ দিন তাহাতে অগ্নিজ্বাল দিবে। অগ্নিজ্বালে প্রথমতঃ বোতলের মধ্যভাগ হইতে ধূম নির্গত হইয়া, ক্রমে নীল শীখা নির্গত হইতে থাকে, পরে যখন ধূমাদিনির্গম বন্ধ হইয়া বোতলের মধ্যভাগ রক্তবর্ণ বোধ হয়, তখনই পাক শেষ হইয়া রসসিন্দূর প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই সময়ে হাঁড়ীটি নামাইবে এবং শীতল হইলে বোতলটি ভাঙ্গিয়া বোতলের উর্দ্ধভাগে লিপ্ত সিন্দূর-বর্ণ পদার্থ গ্রহণ করিবে। সেই পদার্থকেই রসসিন্দূর কহে।

পারসীক যমানী।—(Seeds of Hyoscyamus niger.) পারস্য-

দেশীয় যমানীকে পারসীক যমানী কহে। ইহার নামান্তর খোরাসানী যমানী। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহাকে কিরমানী ওয়া কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, মলরোধক, কিঞ্চিৎ মত্ততা-জনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ, অজীর্ণ, কৃমি ও শূলরোগের উপকারক। সাধারণ যমানীর অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

পারসীক বচা।— পারসীক বচার অপর নাম খোরাসানী বচা ও হৈমবতী; ইহাকে শ্বেতবচও কহে। এই বচ শীতল, বায়ুনাশক, শূলনিবারক এবং বচের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

পারাবতমাংস।—পারাবত এক প্রকার বিষ্কির জাতীয় পক্ষী। ইহার নামান্তর গৃহকপোত। বাঙ্গালায় ইহাকে পায়রা এবং তেলেগু-ভাষায় পারুবাপিট্ট কহে। ইহার মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মলরোধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং দাহ ও রক্ত-পিত্তরোগের উপকারক।

পারিভদ্র।— (Erithrina Indica.) The Indian Coral tree. পারিভদ্রের নামান্তর পারিজাত, নিম্বতরু, রক্তপুষ্পক, ক্রিমিশত্রু, রক্তকুসুম, বহুপুষ্প ও রক্তকেশর। বাঙ্গালায় ইহাকে পালুতেমাদার, হিন্দীতে ফরহদ, মহারাষ্ট্র ও দাক্ষিণাত্যে পাঙ্গরা ও পঞ্জীর, কর্ণাটে হরিবাল, তেলেগু-ভাষায় মোদুগু ও বারিদেচেট্টু এবং তামেলীতে মুরাক কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অরুচি, পিত্তবিকার, শোথ, ক্রিমি ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার বাহ্যপ্রয়োগে সন্ধিস্থানের বেদনা এবং কজ্জল প্রয়োগে নেত্র রোগ নিবারিত হয়। ইহার ফুল পিত্তরোগ ও কর্ণরোগের শান্তিকারক।

পারীশ।—(Thespesia populneoides, or populnea.) The tulip tree. পারীশ একপ্রকার অশ্বত্থ-বিশেষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধা অশ্বত্থ, পরশপিপুল বা পলাশ-পিপুল, দেশভেদে গজদন্ত সহোরা, হিন্দীতে পরশপিপুল ও পর্শিপু, তেলেগু ভাষায় গঙ্গরয়, তামেলীতে পোরিশ এবং বোম্বাই প্রদেশে ভেন্দি কহে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কফবর্দ্ধক ও ক্রিমিরোগোৎপাদক। পারীশের ফল অম্লরস, মূল মধুররস এবং মজ্জা কষায়-মধুররস। ইহার অন্যান্য গুণ অশ্বত্থের ন্যায়।

পারীশ ফল।— (Carica papaya.) পারীশ ফলের সংস্কৃত নামান্তর পপীতাফল। বাঙ্গালায় ইহাকে পেঁপে এবং উৎকলদেশে অমৃতভাণ্ড বলে। কাঁচা পাকা উভয় পেঁপেই শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, এবং অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা প্রভৃতি রোগের উপকারক। কাঁচা পেঁপে কষায়-তিক্ত মধুররস, তাহার ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া অনেকে আহার করে। পাকা পেঁপে মধুররস এবং ইহা সুখাদ্য ফল বলিয়া পরিগণিত।

কাঁচা পেঁপের আটা ২।৩ ফোঁটা পাকা কলার মধ্যে পূরিয়া কিছুদিন সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম রোগের উপশম হয়, আঁচিল ব্রণ ও জিহ্বাক্ষত প্রভৃতিতে পেঁপের আটা লাগাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

পারেবত ফল।— (Ficus carica.) পারেবত ফলের বাঙ্গালা নাম পেয়ারা। পাকা পেয়ারা মধুর-অম্লরস, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিমান্দ্য-কারক এবং বায়ুনাশক। অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা কষায়-মধুর-অম্লরস এবং পাকা পেয়ারার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। কচি পেয়ারা কষায় রস। দুই তোলা কচি পেয়ারা থেঁতো করিয়া অর্দ্ধপোয়া জলে ১০।১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া, সেই জল সেবন করিলে বহুমূত্র পীড়ার উপশম হয়। পেয়ারাগাছের ছাল ও পাতা কষায় রস, সংগ্রাহী এবং দন্তরোগ ও মুখরোগের বিশেষ উপকারক। পেয়ারা গাছের ছাল বা পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই উষ্ণ জলে কবল করিলে মুখরোগ ও দন্তরোগের প্রশম হইয়া থাকে।

কামরূপদেশে মাকাল ফলের ন্যায় একপ্রকার বৈরাত নামক ফল পাওয়া যায়, তাহাকেও সংস্কৃত ভাষায় পারেবত কহে। বৈরাত ফল মহাপারেবত ও স্বর্ণ পারেবত নামভেদে দুইপ্রকার। এক প্রকার মধুর রস এবং এক প্রকার অম্লরস। যাহা মধুর রস তাহা শীতল এবং যাহা অম্লরস তাহা উষ্ণবীর্য্য। অন্যান্য গুণ উভয়েরই সমান। উভয় বৈরাত ফলই স্নিগ্ধ, রুচিকর, বীর্য্যবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং বায়ু, ক্রিমি, জ্বর, তৃষ্ণা, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ রোগের উপকারক। বিশেষতঃ মহাপারেবত ফল বল-কারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং স্বর্ণ পারেবত অপেক্ষা সকল গুণেই উৎকৃষ্ট।

পালঙ্ক্যশাক।—(Beta maritima. A sort of Beet root.) পালঙ্ক্যশাককে বাঙ্গালায় পালংশাক,

হিন্দীতে পলকী এবং দাক্ষিণাত্যে পালক্যশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পলক্যা, মধুরা, ক্ষুরপত্রিকা, সুপত্রা, স্নিগ্ধপত্রা, গ্রামীনা, গ্রাম্য-বল্লভা ও ক্ষুরিকা। এই শাক মধুর-কটুরস, শীতল, সন্তর্পণ, সারক, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত, শ্বাস ও রক্তপিত্তের হিতকর।

পাসাণভেদী।—(Colenus Amboinicus. Syn. Coleus aromaticus) পাষাণভেদী একপ্রকার গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাথরকুচা, পাথরচুনী, হিমসাগর ও লোহাচুব; হিন্দীতে পাথরচুব, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট দেশে পাষণভেদী এবং তেলেগুভাষায় পিংড়িচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অশ্মভেদ, অশ্মভিৎ, অশ্মঘ্ন, শিলাভেদ, অশ্মভেদক, শ্বেতা, উপলভেদী, উপলভিৎ, শিলাগর্ভজ ও নগভিৎ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, মলভেদক, বস্তিশোধক, বায়ু-নাশক, সঞ্চিতশ্লেষ্মনাশক এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, যোনিরোগ, শূল, প্লীহা, ব্রণ, গুল্ম, তৃষ্ণা, দাহ, অর্শঃ, অপস্মার ও আক্ষেপ রোগের বিশেষ উপকারক।

বটপত্রী শিলাবল্ক ও ক্ষুদ্র পাষাণ-ভেদী নামে পাষাণভেদী তিনপ্রকার। সকলের গুণই প্রায় একরূপ।

পিণ্ডখর্জ্জুরী।—(Phœnix dactilifera.) পিণ্ডখর্জ্জূরীকে বাঙ্গালায় পিণ্ডিখেজুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রাজজম্বু, পিণ্ডী, ফল-মুদ্গরিকা, দীপ্যা, সপিণ্ডা, মধুরস্রবা, ফলপুষ্পা, স্বাদুপিণ্ডা, হয়ভক্ষা ও পিণ্ড-খর্জ্জূরীকা। পিণ্ডী ও রাজপিণ্ডী ভেদে পিণ্ডিখেজুর দুই প্রকার। উভয় খেজুরই মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকর, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং দাহ, পিত্ত, শ্বাস, শ্রান্তি ও বিষদোষের উপশমকারক।

পিণ্ডমূলক।—গাজরের ন্যায় গোলাকার এক প্রকার মূলোর নাম নাম পিণ্ডমূলক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গজাণ্ড, পিণ্ডক ও পিণ্ডমূল। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক ও গুল্মরোগের হিতকর।

পিণ্ডার।—(Trewia mudiflora.) পিণ্ডার একপ্রকার লতাফল। হিন্দীতে ইহাকে পিণ্ডারা কহে। ইহা শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বল-কারক, পিত্তনাশক এবং বিষদোষের শান্তিকারক।

পিণ্ডালু।—(Dioscorea glob-

osa.) পিণ্ডালু বাঙ্গালায় চুবড়ি আলু বা হাতীখোজা আলু নামে প্রসিদ্ধ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেণ্ডালু, কর্ণাটে বিলিয় হেণ্ডল এবং উৎকলদেশে ঘরা অলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গ্রন্থিল, পিণ্ডকন্দ, গ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু, তাম্বুলপত্র, লালাকন্দ ও পিণ্ডক। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, সন্তর্পণ, শুক্রবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক এবং দাহ, শোষ, মেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারক।

কেহ কেহ গোল আলুর সংস্কৃত নাম পিণ্ডালু বলেন। গোল আলু মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং রক্তদুষ্টিকারক।

পিণ্যাক—পিণ্যাকের নামান্তর তিলকল্ক। বাঙ্গালায় ইহাকে তিলের খোল্ কহে। তিলের খোল্ কক্ষ, বিষ্টম্ভী, গ্লানিজনক ও দৃষ্টির বিকৃতিকারক।

পিত্তল—পিত্তল একপ্রকার মিশ্র ধাতু বা উপধাতু। তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে পিত্তল উৎপন্ন হয়। পিত্তলকে বাঙ্গালায় পিতল এবং হিন্দীতে পীতরী বা কাঁটাপীতরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় আরকূট, রীতি, পত্তিকাবের, দ্রব্যদারু, রীতী, মিশ্র, আর, কপিলা, পিঙ্গলা, ক্ষুদ্রসুবর্ণ, সিংহল, পিঙ্গল, পীতলক, লোহিতক, পিঙ্গললোহ ও পীতক। রাজরীতি ও ব্রহ্মরীতি নামভেদে পিত্তল দুইপ্রকার। উভয় পিতলই তিক্ত-লবণ রস; শীতল, রুক্ষ, বাত-পিত্তনাশক, পাণ্ডু ক্রিমি ও প্লীহ-রোগের উপকারক এবং তাম্র ও দস্তার অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। ইহার শোধন-জারণ-মারণাদি তাম্রের ন্যায়। শোধিত পিত্তল অধিক বমনকারক নহে এবং পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিরোগ প্রভৃতির উপকারক।

পিপ্পলী।—(Piper longum. Syn. Chavica Roxburghii.) Long pepper. পিপ্পলীর বাঙ্গালা নাম পিপুল। হিন্দীতে ইহাকে পীপর, মহারাষ্ট্রদেশে পিপ্পলী, কর্ণাটে হিপ্পলী, তেলেগুভাষায় পিপ্পলীচেট্টু, তামেলীতে পিপিলী এবং বোম্বাই প্রদেশে বঙ্গালি পিঁপরি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণা, উপকুল্যা, বৈদেহী, মাগধী, চপলা, কণা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা, কটী, এরণ্ডা, চঞ্চলা, কোল্যা, মগধা, উষণা, পিপ্পলি, তীক্ষ্ণতণ্ডুলা, কৃকলা, কটুবীজা, কোরঙ্গী, তিক্ত-তণ্ডুলা, শ্যামা, সূক্ষ্মতণ্ডুলা, দন্তফলা ও মগধোদ্ভবা। পিপুল কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, জরানাশক, রসায়ন এবং জ্বর, প্লীহা,

যকৃৎ, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, গুল্ম, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়রোগ, বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশমকারক। মধুমিশ্রিত পিপ্পলী অগ্নিবৰ্দ্ধক, মেধাজনক এবং কফ, কাস, শ্বাস, জ্বর ও মেদোবৃদ্ধির উপকারক। গুড়মিশ্রিত পিপ্পলী জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, পাণ্ডু ও ক্রিমিরোগের শান্তিকর। কাঁচা পিপুল মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, কফকারক এবং পিত্তনাশক।

পিয়াল।—(Buckanania latifolia.) পিয়াল একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রাজাদন, সন্নকদ্রু, ধনুষ্পট, রাজাতন, প্রিয়াল, সন্ন, কদ্রু, ধনুঃ, পট, হ্রসন্নক, ধনুঃপট, পিয়ালক, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল ও তাপসেষ্ট। পিয়ালবীজের চলিত নাম চিরৌঞ্জী। হিন্দীতে ইহাকে নিয়বের, মহারাষ্ট্রদেশে চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলী, উৎকলদেশে চরু এবং তামেলীভাষায় কাটমরা কহে। পিয়ালবীজ মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বরের শান্তিকারক। পিয়ালবীজের তৈল মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক, মল-মূত্রভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, কফবর্দ্ধক, বাতপিত্তনাশক ও কেশের হিতকর। পিয়ালমজ্জা মধুররস, অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, আমদোষজনক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাত-পিত্তনাশক। পিয়ালের নির্য্যাস উদরাময়নাশক এবং মাংসগ্রন্থি ও গ্রীবাদেশজাত শোথের উপকারক।

পিষ্টক।—পিষ্টকের বাঙ্গালা নাম পিটে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পূপ, অপূপ, আপূপ ও পিষ্ট। ময়দা বা চাউলের গুঁড়া অথবা তাহার সহিত দাইল মিশ্রিত করিয়া, নানা উপায়ে নানাবিধ পিটে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল পিষ্টকই গুরুপাক, বিদাহী, রুক্ষ ও বলকর। চাউলের গুঁড়ার পিষ্টক কফপিত্তনাশক। দাইলের পিটে গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও বায়ুর অনুলোমকারক। গুড়, তিল, দুগ্ধ ও চিনি প্রভৃতি মিশ্রিত পিষ্টক গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক ও পুষ্টিজনক। ময়দার ঘৃতে ভাজা পিটে গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, বলবৰ্দ্ধক ও পুষ্টিকারক।

পিষ্টিকা।—পিষ্টিকার বাঙ্গালা নাম ডালপিটে এবং হিন্দী নাম পিঠী। ইহা কেবল দাইলদ্বারা প্রস্তুত হয়। ডালপিটে গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও মলভেদক।

পিস্ত।—(Pistacia vera.)

The pistachio nut tree. পিস্ত এক-প্রকার ফল, ইহার নামান্তর অভিষুক। চলিত কথায় ইহাকে 'পেস্তা' কহে। ইহা মধুররস, সুগন্ধি, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টি-কর, শুক্রবর্দ্ধক এবং দুর্ব্বলতানাশক। ইহার বল্কল (খোসা) অজীর্ণ রোগের উপকারক।

পীত করবীর।—যে করবী-রের ফুল পীতবর্ণ, তাহাকে পীত-কর-বীর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতপ্রসব ও সুগন্ধি-কুসুম। ইহা কটুরস, পাকে তিক্ত, তীক্ষ্ণ এবং বাহ্য-প্রয়োগে কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বিস্ফোটের শান্তিকর।

পীত কাঞ্চন।—পীতবর্ণ কাঞ্চন পুষ্পকে পীত-কাঞ্চন কহে। পীত-কাঞ্চনের গাছ কষায়রস, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, ব্রণরোপক এবং কফ, বায়ু ও মূত্রকৃচ্ছ্রের উপকারক।

পীত কুষ্মাণ্ড।—পীত কুষ্মা-ণ্ডকে বাঙ্গালায় বিলাতী কুমড়া বা স্বর্গাকুমড়া কহে। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুপ্রকোপক ও শ্লেষ্ম-নাশক।

পীত চন্দন।—পীত চন্দন দ্রাবিড়দেশে কলম্বক নামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় ইহাকে কলম্বা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পীতগন্ধ, কালেয়, পীতক, মাধবপ্রিয়, কালেয়ক, পীত-কাষ্ঠ, বর্ব্বুর, কালীয়ক, কালীয়, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার, ও কালানুসার্য্যক। ইহা তিক্তরস, শীতল, কান্তিকারক এবং শ্লেষ্মা, ব্যঙ্গ, কৃমি, দদ্রু, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা রোগের হিতকারক। রক্তচন্দনের অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

পীত ভৃঙ্গরাজ।—যে ভৃঙ্গ-রাজের পুষ্প পীতবর্ণ, তাহাকে পীত ভৃঙ্গরাজ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্ণভৃঙ্গার, হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয়, বন্দনীয় ও পাবন। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কেশরঞ্জক এবং কফ, আমদোষ ও শোথের হিতকর।

পীতমূলী।—পীতমূলীর বাঙ্গালা নাম রেউচিনি। ইহা একপ্রকার বৃক্ষের মূল। রেউচিনি মৃদুবিরেচক এবং অজীর্ণ, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলবদ্ধতা, শীতপিত্ত ও দুষ্ট-ব্রণের বিশেষ উপকারক।

পীযূষ।—প্রসবের পর ৭ দিন গত না হইতে, সেই গাভীর দুগ্ধকে পীযূষ বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম গাজলা দুধ। এই দুগ্ধ মধুররস, গুরু-পাক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

পীযূষোত্থা।—(Eulophia ca-

mpestris.) পীযুষোখা একপ্রকার ফল। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে সালমমিছরী কহে। ইহা মধুর-কষায়-রস, বলকর, পুষ্টিজনক, রক্তপরিষ্কারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

পীলু।—Salvadora persica; or S. Olesides. Syn. S. Indica.) Tooth-brush tree. কোঙ্কণদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম পীলু। বাঙ্গালায় ইহাকে পীলু, হিন্দীতে ঝল, মহারাষ্ট্রদেশে পিলু, তেলেগুতে গোলুগুচেট্টু ও পিন্নবরগোগু, বোম্বাই-প্রদেশে ককৃহন্ এবং তামেলীতে কোকু কহে। দেশবিশেষে ইহা ভুমিজামি ও আখ্‌রোট্ নামে পরিচিত। কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগের হিতকর।

পীলুপর্ণী।—পীলুপর্ণীর নামান্তর মোরট। বাঙ্গালায় ইহাকে লতা-করার কহে। ইহা একপ্রকার ওষধি-বিশেষ। ইহার শাক মধুররস, শীতল, মলভেদক, গুরুপাক, রুক্ষ এবং বিষ্টম্ভা-জীর্ণনিবারক।

পীবরী।—(Abroma Augusta.) পীবরীর অপর নাম যোমি দ্রুমোৎপল ও পরিব্যাধ। বাঙ্গাল ইহাকে ওলটকম্বল কহে। ইহা … প্রকার গুল্মজাতীয় গাছ, পা… পদ্মের পাতার মত, ফুল ছোট ও … বর্ণ। ওলটকম্বল যোনিরো…

ষের নাম পুণ্ড্র-ইক্ষু। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাঁচি আক্ বা পুঁড়ি আক্, মহারাষ্ট্র-দেশে পুণ্ড্রাউস্ এবং কর্ণাটে বাসর-কবু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রসাল, ইক্ষুবাটী, যোনি, ইক্ষুযোনি, রসালী, রসদালিকা ও করঙ্কশালি। এই ইক্ষু অতি মধুররস, শীতল, রুচি-কর, সন্তর্পণ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তির নিবারক।

পুত্রঞ্জীব বা পুত্রজীব।— Putranjiva Roxburghii. Syn. ?cra putranjiva.) পুত্রঞ্জীব ?কার বৃক্ষবিশেষের নাম। বকুল-?ায় এই বৃক্ষের পত্র। বাঙ্গালায় ?িয়াপুতা বা পুতজিয়া; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বাতারি, ভ্রমরী, শ্বেতপুষ্পিকা, ঘৃতপত্রা, অতিগন্ধালু, বেণীজাতা ও সুবল্লরী। ইহা সুরভি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-কফনাশক, বন্ধ্যাদোষনিবারক এবং সকল অবস্থা-তেই পথ্য।

পুনর্নবা।—(Boerhaavia diffusa. Syn. Procumbens and-erecta. or B. Diandra.) পুনর্নবা একপ্রকার তৃণের নাম। শ্বেত, রক্ত ও নীলবর্ণ ভেদে ইহা তিন প্রকার। শ্বেত পুনর্নবাকে বাঙ্গালায় শ্বেত-পুণ্যা এবং রক্তপুনর্নবাকে গাদাপুণ্যা কহে। শ্বেতপুনর্নবার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃশ্চীরা, চিরাটিকা, বর্ষাঙ্গী, বর্ষাহ্বী, বিশাখ

কিরে এবং বোম্বাই প্রদেশীয় নাম পুনর্নবা। শ্বেত পুনর্নবা কটু-তিক্ত-কষায়-রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মা, বায়ু, শোথ, উদর, পাণ্ডু, অরুচি, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, অর্শঃ ব্রণ, রক্তবিকার ও বিষদোষের উপকারক। রক্ত পুনর্নবা তিক্তরস, কটুপাকী, শীতল, লঘুপাক, সারক, বায়ুবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, রক্ত, শোথ, পাণ্ডু ও রক্তপ্রদরের হিতকর। নীলপুনর্নবা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন এবং শোথ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, শ্বাস ও বায়ুর শান্তিকারক। পুনর্নবামূলের কাথ শীতল, মলভেদক, উদরাময়নাশক, শ্বাসের উপকারক এবং অধিকমাত্রায় সেবিত হইলে বমনকারক। পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীব্রণের বিশেষ উপকার হয়।

পুন্নাগ।—(Calophyllum inophyllum.) Alexandrian Laurel. পুন্নাগ একপ্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুনাং ও রাজচম্পক, হিন্দীতে সুলতানচম্পক, মহারাষ্ট্র-দেশে পুন্নাগ, কর্ণাটে সুরহোন্নেরভেদ, দক্ষিণাপথে সুরপতি, তেলেগুভাষায় সুরপোন্নচেট্টু, উৎকলদেশে পুনাং, বোম্বাইপ্রদেশে উদি এবং তামেলীতে পিন্নয় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুরুষ, তুঙ্গ, কেশর, দেববল্লভ, কেশব, কেসরী, কাম্বোজ, নাগপুষ্প, কুম্ভীক, রক্তকেশর, পাণ্ডুনাগ, পুন্নামা, পাটল-দ্রুম, রক্তপুষ্প, রক্তরেণু ও অরুণ। পুন্নাগ পুষ্প সুগন্ধি, কষায়-মধুররস, শীতল এবং কফ, রক্ত, পিত্ত ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

পুরাণ ঘৃত।—দশ বৎসরের অধিক-কালস্থিত ঘৃতকে পুরাণ ঘৃত কহে। ইহা উগ্রগন্ধ, তিক্তরস, ব্রণনাশক এবং অপস্মার, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ ও কর্ণরোগের বিশেষ উপকারক। পুরাণ-ঘৃত ও শুঁঠের গুঁড়া একত্র মালিশ করিলে বক্ষোবেদনা নিবারিত হইয়া থাকে। এক বৎসর অতীত হইলেই তাহাকেও কেহ কেহ পুরাণ ঘৃত বলিয়া স্বীকার করেন।

পুরাতন গুড়।—এক বৎসরের অধিক কালস্থিত গুড়কে পুরাতন গুড় বলা যায়, তবে তাহা অপেক্ষা অধিক পুরাতন হইলেই অধিক উপকারক হইয়া থাকে। পুরাতন গুড় মধুর রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, মল-মূত্রশোধক, শ্রান্তিনিবারক, যকৃৎ-প্লীহার উপকারক এবং সংযোগ-বিশেষানুসারে জ্বর, সন্তাপ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বায়ু, পিত্ত ও ত্রিদোষের শান্তিকারক।

পুষ্কর মূল।—(The root of

Alpotaxis auriculata. (Saussurea Lappa) পুষ্কর-দেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার মূলের নাম পুষ্কর মূল। কাশ্মীর দেশে ইহা পাতাল-পদ্মিনী নামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় ইহাকে পুষ্কর-মূল এবং হিন্দীতে পীহোকরমূলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পদ্মবর্ণক, পদ্মপর্ণ, পদ্মপত্রক, মূল, পুষ্কর, পুষ্করিণী, বীর, পৌষ্কর, পুষ্করাহ্বয়, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ, শ্বাসারি, মূলপুষ্কর, পুষ্করজটা ও পুষ্করশিফা। পুষ্করমূল কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, জ্বর, শ্বাস, কাস, অরুচি, শোথ ও পাণ্ডুরোগের উপশমকারক। পুষ্করমূলের অভাবে কুড় ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

পুষ্পকাশীশ।—কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ হিরাকসকে পুষ্পকাশীশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নয়নৌষধ, কংসক, নেত্রৌষধ, বংসক, মলীমস, হংস, বিষদ ও নালমৃত্তিকা। এই হিরাকস অম্ল-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, কেশের উপকারক এবং বাতশ্লেষ্মা, নেত্রকণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগের নিবারক। ইহার প্রলেপ ব্যবহারে শ্বাস-দোষ ও কুষ্ঠ প্রভৃতির শান্তি হয়।

পুষ্পরাগ।—পীতবর্ণ মণিবিশেষের নাম পুষ্পরাগ। চলিত কথায় ইহা পোখরাজ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পরাজ, মঞ্জুমণি, বাচস্পতিবল্লভ, পীত, পীতস্ফটিক, পীতরক্ত, পীতাশ্মা, গুরুরত্ন ও পীতমণি। এই মণি অম্লরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং শরীরে ধারণ করিলে জ্ঞান ও শ্রীর বৃদ্ধিকারক।

পুষ্পবিষ।—বেত্র, কাদম্ব, বল্লিজ, করম্ভ ও মহাকরম্ভ নামক পাঁচপ্রকার বিষাক্ত ফুলকে পুষ্পবিষ কহে। পুষ্পবিষ সেবনে আধ্মান (পেটফাঁপা), বমি ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে।

পুষ্পশর্করা।—পুষ্পরস অর্থাৎ মধু হইতে প্রস্তুত চিনিবিশেষকে পুষ্পশর্করা কহে। ইহা মধুররস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকর এবং পিত্ত ও রক্তের উপকারক।

পুষ্পশাক।—লাউ-কুমড়া এবং অন্যান্য যে সকল লতার ফুলের ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাদিগকে পুষ্পশাক বলে। তাহা মধুররস, মধুরবিপাক, মলমূত্রকারক, কফপিত্তনাশক এবং বায়ুবর্দ্ধক।

পুষ্পসার।—পুষ্পসারকে ফুলের নির্য্যাস বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পনির্য্যাস, পুষ্পরস, পুষ্পদ্রব, পুষ্পস্বেদ, পুষ্পজ ও পুষ্পাম্বুজ। ইহা

সুরভি, শীতল, কষায় রস এবং দাহ, শ্রান্তি, বমি ও মুখরোগের উপকারক।

পুষ্পাঞ্জন।—দারুহরিদ্রা প্রভৃতি পদার্থ হইতে একপ্রকার কৃত্রিম অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাকে পুষ্পাঞ্জন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুষ্পকেতু, কৌসুম্ভ, কুসুমাঞ্জন, রীতিক, রীতিপুষ্প ও পৌষ্পক। পুষ্পাঞ্জন শীতল এবং পিত্ত, দাহ, হিক্কা, কাস, নেত্ররোগ ও বিষদোষের উপকারক।

পুষ্পার্ক।—পুষ্পার্ক অর্থাৎ ফুলের আরক ধ্বজভঙ্গ, যক্ষ্মা এবং অন্যান্য রোগের বিশেষ উপকারক। সেউতী, পদ্ম, বাসন্তী, গোলাপ, চামেলী, যূথী, চম্পক, বকুল ও কদম্ব প্রভৃতির ফুল কেতকী ফুলের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া যথাবিধি অর্ক অর্থাৎ আরক প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই পুষ্পার্ক কহে।

পূগফল।—(Areca catechu) পূগফলের নামান্তর গুবাক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুপারি কহে। সুপারি কষায়-মধুররস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলভেদক, অগ্নিমান্দ্যকারক, পিত্ত-কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং মুখের ক্লেদনাশক। কাঁচা সুপারি অধিক কষায়রস, বিষ্টম্ভী এবং মত্ততাজনক। পুষ্ট অথচ অপক্ক সুপারি দুর্জর এবং মলভেদক। পরিপক্ক সুপারিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পূতনী।—(Metha arvensis Syn. M. Sativa.) Marshmint. পূতনী পুদিনাশাক নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। পুদিনাশাক সুগন্ধি, অরুচিনাশক, বমিনিবারক এবং কামলা ও মূর্চ্ছারোগের উপকারক। শুষ্ক পুদিনা অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক ও স্নিগ্ধতাকারক।

পূতিকরঞ্জ।—(Guilandina Ponduc or caesalpinia bonducella.) পূতিকরঞ্জের বাঙ্গালা নাম নাটাকরঞ্জ। হিন্দীতে ইহাকে কণ্টকরেজা, বোম্বাই প্রদেশে সাগরগোটা এবং তামেলীতে পেচ্চাককয় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় প্রকীর্য্য, পূতিকরজ, পূতাকরজ, পূতিক, পূতীক, কলিকারক, কলিমালক, কলহনাশন, কলিমারক, পকীর্ণ, রজনীপুষ্প, সুমনাঃ, পূতিকর্ণক, কৈডর্য্য ও কলিমাল্য। ইহা কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং গুল্ম, উদাবর্ত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিচর্চ্চিকা, ত্বগ্দোষ, যোনিদোষ, বিষদোষ ও বায়ুরোগের উপকারক। ইহার বীজ বলকারক। বীজের মজ্জা নীরস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, জ্বরনাশক, রক্তস্রাবরোধক

এবং বাহ্যপ্রয়োগে অণ্ডবৃদ্ধি ও শোথ-রোগের উপশমকারক। ইহার পত্র উষ্ণবীর্য্য, কটুপাকী, মলভেদক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথরোগের নিবারক।

পূরিকা।—পূরিকার বাঙ্গালা নাম ডা'লপূরি বা কচুরী। ময়দার ঠোলের মধ্যে বাঁটা কলাই এবং লবণ, আদা, হিং ও মউরী প্রভৃতি মশালা দিয়া বেলিয়া ঘৃতে ভাজিলে পূরিকা প্রস্তুত হয়। পূরিকা সুস্বাদু, রুচিকর, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু ও রক্তপিত্তের উপকারক। তেলে ভাজা পূরি মলভেদক, চক্ষুর অনিষ্টকর ও রক্ত-পিত্তদূষক।

পূর্ব্ববায়ু।—পূর্ব্বদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা লবণ-মধুররসজনক, স্নিগ্ধ, গুরু, বিদাহকারক, বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তবর্দ্ধক এবং ক্ষত-রোগপীড়িত, ব্রণরোগার্ত্ত, বিষদুষ্ট ও শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তির রোগবর্দ্ধক।

পৃক্কা।—(Trigonella corniculata.) পৃক্কার বাঙ্গালা নাম পিড়িং শাক। হিন্দীতে ইহাকে পুরী ও উৎকলদেশে ফিরিকাশাক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মরুন্মালা, পিশুনা, দেবী, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটিবর্ষা, লঙ্কাম্বিকা, লঙ্কাপিকা, লঙ্কারিকা, লতামরুৎ, ব্রাহ্মণী, কুটিলা, দেবপুত্রিকা, মালালিকা, মালানী, লঘ্বী, পঞ্চগুপ্তিরসা, সমুদ্রকান্তা, মরুৎ, মালা, স্পৃক্কা, কোটী, বর্ষা, লঙ্কোপিকা, বর্ষালঙ্কায়িকা, তস্কর, চোরক, চণ্ড ও দেবপুত্রী। ইহা মধুর-তিক্তরস, পাকে মধুর, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, ঘর্ম্ম, জ্বর, রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষদোষের উপশমকারক।

পৃথু।—মোটা *কৃষ্ণজীরাকে সংস্কৃত ভাষায় পৃথু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং আধ্মান (পেটফাঁপা) ও গুল্মরোগের শান্তিকারক।

পৃথুক।—পৃথুকের নামান্তর চিপিটক। বাঙ্গালায় ইহাকে চিড়ে এবং হিন্দীতে চুড়া কহে। প্রথমতঃ ধান্য কিছু সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ ধান্য অল্প ভাজিবে এবং ঢেঁকীতে কুটিয়া লইবে; এইরূপে চিড়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিড়ে মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বিষ্টম্ভকারক, কফজনক এবং কামবর্দ্ধক। দুগ্ধমিশ্রিত চিড়ে পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মলভেদক।

পৃশ্নিপর্ণী।—(Hemionites cordifolia, Uraria lagopoides,

Syn. Doodia lagopodioides.) পৃশ্নিপর্ণীকে বাঙ্গালায় চাকুলে, হিন্দীতে পীঠবন, পীতবন ও পঠৌনী; মহারাষ্ট্রদেশে সেবরা, কর্ণাটে নরিয়ল-বোনে, তেলেগুতে কোলাকুপোন্না এবং উৎকলদেশে ক্রষ্টপর্ণি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পৃথক্‌পর্ণী, চিত্রপর্ণী অঙ্ঘ্রিবল্লিকা, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলশি, ধাবনি, গুহা, সিংহলাঙ্গুলী, পিষ্টপর্ণী, তন্বী, লাঙ্গলী, ক্রোষ্টুকপুচ্ছিকা, পূর্ণপর্ণী, কলশী, ক্রোষ্টুকমেখলা, দীর্ঘা, শৃগালবৃন্তা, ত্রিপর্ণী, সিংহপুচ্ছিকা, দীর্ঘপত্রা, অতিগুহা, ঘৃষ্টিলা, চিত্রপর্ণিকা, কলসী, ক্রোষ্টুপুচ্ছী, কলসি, কদলা, কঙ্কশত্রু, চক্রকুলা, চক্রপর্ণী, শীর্ণমালা, মহাগুহা, শৃগালবিন্না, ধমনী, মেখলা, লাঙ্গুলিকা, ব্রহ্মপর্ণী, দীর্ঘপর্ণী, সিংহপুষ্পী, পৃষ্টিপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী ও ধাবনী। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, কাস, রক্তাতিসার, পিপাসা, বমি, ব্রণ, উন্মাদ ও বায়ুরোগের উপশমকারক।

পৃষত।—পৃষত একপ্রকার হরিণের নাম। এই হরিণের গাত্রে সাদা রঙ্গের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। ইহার মাংস মধুররস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মলরোধক এবং শ্বাস, জ্বর ও ত্রিদোষের হিতকর।

পেয়া।—পেয়া একপ্রকার যবাগূর নাম। চাউল ১১ গুণ অথবা ১৫ গুণ জলে পাক করিয়া সিটি ছাঁকিয়া না ফেলিলে, তাহাকেই পেয়া কহে। পেয়া পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-মূত্রাদির অনুলোমকারক এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দুর্ব্বলতা, কুক্ষিরোগ ও জ্বরের শান্তিকারক।

পেরোজ।—একপ্রকার উপরত্নের নাম পেরোজ। পারসীতে ইহাকে পেরোজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরিতাশ্ম ও পেরজ। পেরোজা দুই প্রকার, একপ্রকারের রং সবুজ এবং অপর একপ্রকারের রং ভস্মের মত। উভয় পেরোজাই মধুরযুক্ত অতিকষায়রস ও অগ্নিবর্দ্ধক। সবুজ রঙ্গের পেরোজা স্থাবর-জঙ্গম-উভয় বিধ বিষের হানিকারক এবং ভস্মবর্ণের পেরোজা শূল, তিমিররোগ ও ভূতাবেশের উপকারক।

পৈষ্টিকমদ্য।—ধানের মদের নাম পৈষ্টিক। বাঙ্গালায় ইহাকে ধেনো মদ কহে। অন্যান্য মদ অপেক্ষা ইহার মাদকতা কম। ধেনো মদ অম্ল-মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ,

অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং পাণ্ডুরোগজনক।

পোলিকা।—পাৎলা রুটীর সংস্কৃত নাম পোলিকা। ইহা মধুর রস, মধুরবিপাক, লঘুপাক, মল-রোধক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টি-জনক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

পৌত্রিক।—পুত্রিকা নামক মক্ষিকা যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে পৌত্রিক মধু কহে। কেহ কেহ এই মক্ষিকার নাম পুত্তিকা এবং ঐ মক্ষিকাসঞ্চিত মধুকে পৌত্তিক মধু বলেন। এই মক্ষিকা ক্ষুদ্র, কৃষ্ণবর্ণ. গোলাকার এবং অনেকটা মশকের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা প্রায় বৃক্ষকোটরে মধুচক্র প্রস্তুত করে। ইহাদের সঞ্চিত মধু দেখিতে ঘৃতের ন্যায়। ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, মত্ততা-কারক, অম্লপাকী, বাত-পিত্ত-রক্ত-বর্দ্ধক, দাহজনক এবং প্রমেহ, মূত্র-কৃচ্ছ্র ও ক্ষতাদিরোগের উপশমকারক।

প্রতুদমাংস।—যে সকল পক্ষী খুঁটিয়া খায়, তাহাদিগকে প্রতুদ কহে। প্রতুদ পক্ষীর মাংস মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মল-মূত্ররোধক, কিঞ্চিৎ বায়ুকারক এবং কফ-পিত্তের শান্তিকারক।

প্রদিগ্ধ মাংস।—মাংস উপ-যুক্ত মশালার সহিত বহুপরিমিত ঘৃতে জলের ছিটা দিয়া সিদ্ধ করিয়া, তাহাতে ঘোল এবং এলাচ, দারুচিনি ও তেজপত্র দিয়া পাক করিলে, তাহাকে প্রদিগ্ধ মাংস কহে। এই মাংস পুষ্টিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ পিত্তনাশক।

প্রদীপন।—প্রদীপন এক-প্রকার স্থাবরবিষের নাম। ইহা রক্তবর্ণ এবং অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল। এই বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অত্যন্ত দাহ হইয়া থাকে।

প্রপানক।—একপ্রকার পানা অর্থাৎ সরবতের নাম প্রপানক। কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া, উপযুক্ত জলে তাহা চট্‌কাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং তাহার সহিত চিনি, মরিচের গুঁড়া ও কর্পূর মিশ্রিত করিবে। ইহাকেই প্রপানক কহে। এই পানা সদ্যোরুচিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তি জনক, বলকারক, পিপাসানাশক, শ্রান্তিনিবারক ও বায়ুনাশক।

প্রপৌণ্ডরীক।—Root stock or nymphaea lotus.) প্রপৌণ্ড-রীক একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পুণ্ডরিয়া, হিন্দীতে পুঁড়েরী, মহারাষ্ট্রদেশে পুণ্ডরীক এবং তেলেগুভাষায় পুণ্ডরীকমনুগেবিধ্যা-

নমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শীত, শ্রীপুষ্প, পুণ্ডরী, পুণ্ডর্য্য, পৌণ্ডরীক, সুপুষ্প, সামুদ্র ও অনুজ। ইহা তিক্ত মধুররস, মধুরপাকী, শীতল, বর্ণকারক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, দাহ, পিপাসা, জ্বর ও রক্তপিত্তের উপকারক।

প্রবাল। প্রবাল একপ্রকার রত্নের নাম। ইহাকে বাঙ্গালায় পলা এবং হিন্দীতে মুঙ্গা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিদ্রুম, রক্তকন্দ, রক্তকন্দল, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ, অম্ভোধিবল্লভ, ভৌমরত্ন, রক্তাকার ও লতামণি। প্রবাল মধুর-অম্ল-কষায় রস, শীতল, সারক, বমনকারক, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তাদি দোষনাশক, স্ত্রীদিগের কান্তি-বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ধারণ করিলে মঙ্গলজনক। প্রবালের আকৃতিবিশেষ লক্ষ করিয়া ধারণ করা উচিত; যেহেতু সুপক্ক, ঘন, শিরাহীন ও গোলাকার প্রবালই শুভকারক। আর যে সকল প্রবাল শ্বেতবর্ণ অথবা রুক্ষ-কৃষ্ণবর্ণ এবং সূক্ষ্ম-বক্র, তাহা অশুভকারক।

প্রবাল ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। জয়ন্তীর পাতার রসে ভাবনা দিয়া গজপুটে দগ্ধ করিলেই প্রবাল ভস্ম হইয়া থাকে।

প্রবাত।—প্রবল বেগে যে বায় প্রবাহিত হয়, তাহাকে প্রবাত কহে। প্রবল বায়ু সেবন করিলে শরীরের রুক্ষতা, বিবর্ণতা ও জড়তা জন্মে, অগ্নিমান্দ্য হয় এবং দাহশান্তি হইয়া থাকে।

প্রশান্তিক।—(Parricum Frumentaceum.) একপ্রকার তৃণধান্যের নাম প্রশান্তিক। ইহা একপ্রকার শ্যামা ধান। এই তৃণধান্য মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, শোষণকারক, বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধক ও কফ-পিত্তনাশক।

প্রসন্না।—প্রসন্নার নামান্তর সুরামণ্ড। মদ্যের উপরিভাগস্থ স্বচ্ছ অংশের নাম প্রসন্না। প্রসন্না রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক, বাত-কফনাশক এবং মলাদির বিবন্ধ, অর্শঃ, আনাহ, শূল, আটোপ (পেট ডাকা ও বেদনা) এবং আমাশয়রোগের হিতকর।

প্রসহ মাংস।—যে সকল জীব সহসা আক্রমণ করিয়া আহার করে, তাহাদিগকে প্রসহ কহে। হিংস্র পশু-পক্ষী এবং বানর প্রভৃতি প্রাণী প্রসহজাতির অন্তর্ভূত। প্রসহজীবের মাংস মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, প্রমেহ, নেত্ররোগ,

উদররোগ, শারীরিক জড়তা ও ক্ষয়রোগের বিশেষ উপকারক।

প্রসারিণী।—(Pædoria Fœtioa.) প্রসারিণী দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধভাদুলিয়া; হিন্দীতে গান্ধালী, গন্ধালী ও গন্ধপ্রসারণী; মহারাষ্ট্রদেশে চাঁদবেলি, কর্ণাটে হেসরণে, তেলেগুভাষায় গোস্তেমগোরুচেট্টু ও সবিরেলচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা, সরা, চারুপর্ণী, রাজবালা, ভদ্রপর্ণী, প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী, চন্দ্রপর্ণী, ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা ও বল্যা। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বেদনানাশক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাত-কফনাশক এবং অর্শঃ শোথ ও বাতরক্ত রোগের উপকারক।

প্রিয়ঙ্গু।—(Aglaia Roxburghiana.) সুগন্ধি লতাবিশেষের নাম প্রিয়ঙ্গু। বাঙ্গালায় ইহাকে প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধ প্রিয়ঙ্গু; হিন্দীতে প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ ও প্রিয়ঙ্গু; কর্ণাটে নের্ম্পিলগু, বোম্বাইপ্রদেশে গহুলা এবং তেলেগুভাষায় প্রেঙ্কণপুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্যামা, লতা, গোবন্দনী, গুন্দ্রা, ফলিনী, বিষ্বক্‌সেনা, গন্ধফলা, কারম্ভা, প্রিয়ক, কটু, কান্তা, কৃশাঙ্গী, কৃষ্ণপুষ্পী, সৌবর্ণভেদিনী, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, বৃত্তা, কঙ্গু, কঙ্গুনী, ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী এবং স্ত্রীবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, বাত-পিত্তনাশক, মুখের জড়তা-নিবারক এবং রক্তাতিসার, রক্তস্রাব, রক্তপিত্ত, বমন, দাহ, জ্বর, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রান্তি, গুল্ম, গাত্রদুর্গন্ধ ও বিষদোষের উপশমকারক। প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুর-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বলকর, মলরোধক, আধ্মানজনক এবং কফ ও পিত্তের শান্তিকারক।

প্রিয়ঙ্গু ধান্য।—একপ্রকার তৃণধান্যের নাম প্রিয়ঙ্গুধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে কামিনী ধান; হিন্দীতে কুঁয়া ধান ও প্রিয়ঙ্গু এবং মহারাষ্ট্রদেশে বরগু কহে। ইহা কষায় মধুররস, রুক্ষ, কফনাশক এবং বাত-পিত্তবর্দ্ধক। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে প্রিয়ঙ্গু-ধান্য চারিপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণ, রক্তবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণ এবং পীতবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণের গুণ অধিক।

প্রোষ্ঠী মৎস্য।—(Cyprinus Sophore.) প্রোষ্ঠী মৎস্যের

সংস্কৃত নামান্তর সফরী, শ্বেতকোল, প্রোষ্ঠী ও প্রোষ্ঠ। বাঙ্গালায় ইহাকে পুঁটী মাছ কহে। ছোট-বড়ভেদে পুঁটী মাছ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে ছোট পুঁটী কটু-তিক্ত-মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক ও কফ-বায়ুনাশক। বড় পুঁটী মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক এবং মুখরোগ ও কণ্ঠরোগের উপকারক।

প্লবচর মাংস।—যে সকল পক্ষী জলে সাঁতরাইয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে প্লবচর কহে। প্লবচর পক্ষীর মাংস মধুররস, পাকে মধুর, শীতল, স্নিগ্ধ, মল-মূত্র বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু-নাশক এবং রক্তপিত্তনিবারক।

প্লক্ষ।—(Thespesia populnea. Syn. Hibiscus populnes, or Ficus infectoria.) Waved-leaf fig tree.) প্লক্ষ একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে পাকুড় গাছ, দেশভেদে গান্ধীভাঁট, হিন্দীতে পাকড়ি, পখর ও গজদন্ত সহোরা; তেলেগুভাষায় গঙ্গরয় জুব্বি এবং তামেলিতে পোরিশ্‌রাবি কহে। ছোট-বড় ভেদে এই গাছ দুই-প্রকার; দুইএরই গুণ একরূপ। ইহা কটু-কষায়রস, শীতল, শ্লেষ্ম-পিত্ত-নাশক, রক্তদোষনিবারক এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, প্রলাপ, শোষ, শোথ ও বীসর্প-রোগের শান্তিকারক।

ফটিকারী।—(Alumen.?) Alum. ফটকারী একপ্রকার ক্ষার পদার্থ। বাঙ্গালায় ইহাকে ফটকিরী, হিন্দীতে ফিটুকরী, তেলেগুভাষায় পতিকুরাম, তামেলীতে পতিকারম, দাক্ষিণাত্যে ফটক্রী, গুজরাটে ফর্করী এবং বোম্বাই প্রদেশে ফটিকী কহে। ইহা কটু-কষায় রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, রক্তস্রাবনিবারক, সঙ্কোচকারক, পচন-নিবারক এবং নাসিকা হইতে রক্ত-স্রাব, উদরাময়, প্রমেহ, প্রদর, মূত্র-কৃচ্ছ্র, বমি, শোষ ও বালকদিগের বিসূ-চিকা রোগের উপশমকারক। ফটি-কারি চূর্ণ ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, তাহার নস্য লইলে শিরঃপীড়ার উপশম হয়।

ফলবিষ।—ফলবিষ শব্দে ১২ প্রকার বিষাক্ত ফল বুঝায়। তাহাদের নাম যথা,—কুমুদ্বতী, বেণুকা, করম্ভ, মহাকরম্ভ, কর্কোটক, রেণুক, খদ্যোতক, চর্ম্মরী, ইভগন্ধা, সর্পঘাতী, নন্দন ও সারপাক। এই সমস্ত ফলবিষ ভোজন করিলে, দাহ, ভোজনে অনিচ্ছা এবং অণ্ডকোষে শোথ হইয়া থাকে।

ফলিমৎস্য।—ফলিমৎস্যকে

বাঙ্গালায় ফলুই মাত্র কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ফলী, ফলকী, চিত্রফল ও রাজগ্রীব। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ গুরুপাক, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ফাণিত।—ফাণিতের বাঙ্গালা নাম মাৎগুড় বা ঝোলাগুড়। ইক্ষু রস অর্দ্ধপক্ক অর্থাৎ কিঞ্চিৎ গাঢ় করিয়া পাক করিলে, তাহাকে ফাণিত কহে। ফাণিত গুরুপাক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্ত-বর্দ্ধক, কফস্রাবকারক, মূত্র ও মূত্রাশয়ের শুদ্ধিকারক এবং বায়ু ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

ফেনিকা।—ফেনিকার বাঙ্গালা নাম খাজা। ময়দা, ঘৃত ও চিনি দ্বারা প্রস্তুত ইহা একপ্রকার পক্কান্ন-বিশেষ। খাজা মধুর রস, মধুরপাকী, লঘু, রুচিকারক, মলরোধক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ-নাশক।

বদর।—(Fruit of the jujube. Zizyphus jujuba.) বদরের বাঙ্গালা নাম কুল। হিন্দীতে ইহাকে বৈরী, বের ও বয়ের; তেলেগুভাষায় বেগুচেট্টু ও রেগু; উৎকলদেশে কুড়ি, বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রদেশে বোর, কর্ণাটে যেরই এবং তামেলী ভাষায় রেয়ন্তি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৌবীরক, গুঢ়ফল, বালেষ্ট, ফলশৈশির, দৃঢ়বীজ, বৃত্তফল, কণ্টকী, বক্রকণ্টক, সুরস, সুফল, স্বচ্ছ, কর্কন্ধু, বদর, কোলী, কোলা, কোলি, কুবলা, স্বাদুফলা, গৃধ্রনখী, পিচ্ছিলা ও কুবল। কুল অপক্কাবস্থায় অম্ল-মধুর-কষায়রস এবং পক্ক অবস্থায় অম্ল-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, মলরোধক, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক এবং অতিসার, রক্ত, শ্রান্তি ও শোষরোগের উপকারক। শুষ্ক কুল মলভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং বায়ু ও তৃষ্ণার নিবারক। পুরাণ কুল অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক এবং শ্রান্তি ও পিপাসার নিবারক। কুলের আঁটি নেত্ররোগের হিতকর। কুল আঁটির মজ্জা বল-বীর্য্যবর্দ্ধক ও শুক্রজনক। কুলের পাতা বাহ্যপ্রয়োগে দাহ ও জ্বরের শান্তিকারক। কচি কুলপাতা বাটিয়া জলে আলোড়ন করিলে যে ফেন উঠে, তাহাই মর্দ্দন করিলে গাত্র-দাহের শান্তি হইয়া থাকে কুলগাছের ছাল বিস্ফোটনাশক।

সৌবীর, কোল ও কর্কন্ধু নামভেদে কুল তিনপ্রকার। যে কুল বড় এবং পাকিবার সময়ে সুমধুর, তাহার নাম সৌবীর কুল। ইহা শীতবীর্য্য, গুরু-পাক, মলভেদক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, পিত্ত, রক্ত, ক্ষয় ও তৃষ্ণার নিবারক। সৌবীর অপেক্ষা যাহা

ছোট এবং পাকিলে মধুররস হয়, তাহার নাম কোল। কোল উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, সারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক ও পিত্ত-কফবর্দ্ধক। ছোট কুলকে কর্কন্ধু কহে। ইহা ঈষৎ মধুরযুক্ত অম্ল-কষায়রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক ও বাত-পিত্তনাশক।

বন্ধুরসাম্র।—বন্ধুরসাম্র এক-প্রকার আমের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বন্ধুরসাল, চক্রলতাম্র, মধ্বাম্র, সিতজাম্রক, বনেজ্য, মন্মথানন্দ, মদনেচ্ছাফল, মহারাজচূত ও রাজাম্র। ইহার কচি ফল পিত্তবর্দ্ধক এবং দাহকারক। পক্বফল মধুররস, পুষ্টিকর এবং বল বীর্য্যবর্দ্ধক।

বন্ধুজীবক।—(Pentapetes Phœnica. wil.) বন্ধুজীবক এক-প্রকার ফুলগাছের নাম। এই ফুল দুইপ্রহর বেলায় ফোটে এবং বৈকালে শুকাইয়া যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্ধুলি ফুল, হিন্দীতে দুপহরিয়া ও গেজুলিয়া, মহারাষ্ট্রদেশে বান্দুজা, কর্ণাটে বন্দুরে, তেলেগুভাষায় মকিনচেট্টু ও বেগসিনচেট্টু, বোম্বাই প্রদেশে দুপারি এবং পঞ্জাবে গুলদুফরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তক, বন্ধুক, বন্ধু, বন্ধুল, বন্ধুজীব, বন্ধুলি বন্ধুর, সূর্য্যভক্ত, সূর্য্যভক্তক, ওষ্ঠপুষ্প, অর্কবল্লভ, মধ্যান্দিন, রক্তপুষ্প, রাগপুষ্প ও হরিপ্রিয়। বান্ধুলী ফুল সাদা, কাল, লাল ও পীতবর্ণভেদে চারিপ্রকার হইয়া থাকে। এই ফুলের গাছ মলরোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক, লঘুপাক এবং জ্বর ও গ্রহদোষের নিবারণকারক।

বন্ধ্যাকর্কোটকী।—বন্ধ্যা-কর্কোটকীর নামান্তর তিক্ত কর্কোটকী। বাঙ্গালায় ইহাকে তিৎকাঁকড়ী ও কাকরোল; হিন্দীতে বাঁঝখখাসা, বাভূখসা ও বাঁঝকাঁকরোল; মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বঞ্ঝা কণ্টোলী, কর্ণাটে বক্তেম ডুবাগলু এবং বোম্বাইপ্রদেশে বঞ্ঝা-কণ্টোলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বন্ধ্যা, দেবী নাগারাতি, নাগহন্ত্রী, মনোজ্ঞা, পথ্যা, দিব্যা, পুত্রদা, সকন্দা, কন্দবল্লী, ঈশ্বরী, শ্রীকন্দা, সুগন্ধা, সর্পদমনী, বিষকন্দকিনী, পরা, কুমারী ও ভূতহন্ত্রী। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, কফনাশক, ব্রণশোধক, বিসর্প ও বিষদোষের নিবারক এবং সর্পের দমনকারক।

বলমোটা।—বলমোটা এক-প্রকার বৃক্ষের নাম। দেশভেদে ইহা জায়ন্তী গাছ ও খেখরী নামে পরিচিত। ইহা মদগন্ধি, কটু-তিক্ত রস, শীতল, লঘুপাক, কণ্ঠশোধক এবং

বায়ু, পিত্ত, কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিষদোষ, ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বলা।—(Sida cordifolia.) বলা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। ইহার বাঙ্গালা নাম বেড়েলা। হিন্দীতে ইহাকে বিজ্বন্দ, মহারাষ্ট্রদেশে ও বোম্বাইপ্রদেশে চিকণা, কর্ণাটে বেণে-গরগ বরিয়ারা; তেলেগুভাষায় পাচি-তোগে, মুত্তুবপুলগমু ও করিবেপ-চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বাট্যালক, ওদনী, বলিনী, সমঙ্গা, ওদনিকা, ভদ্রা, ভদ্রোদনী, খরকাষ্ঠিকা, কল্যাণিনী, ভদ্রবলা, মোটা, পাটী, বলাঢ্যা, শীতপাকী, বাট্যা, বাটী, নিলয়া, বাট্যালী, ও বাটিকা। ইহা তিক্ত-মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মল-রোধক, পুষ্টিকর, বল-বীর্য্যবর্দ্ধক, কান্তিজনক, বায়ুনাশক, রুক্ষ-কফ-নিবারক এবং রক্ত, রক্তপিত্ত, পিত্তা-তিসার ও ক্ষতরোগের উপশমকারক।

বলা, অতিবলা, মহাবলা ও নাগ-বলা নামভেদে বলা চারিপ্রকার। অপর তিনপ্রকারের গুণাদি সেই সেই নামানুসারে লিখিত হইল।

বলাকামাংস।—বলাকা এক প্রকার বকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে সাদা বক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিসকণ্ঠিকা, করায়িকা, পিঙ্গলিকা, বকেরুকা, বলাকী, বিষ-কণ্ঠী, শুক্লাঙ্গা, দীর্ঘকন্ধরা ও ঘর্ম্মান্ত-কামুকী। বলাকার মাংস মধুররস, মধুরপাকী, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, মল-মূত্রভেদক, বায়ুনাশক এবং রক্তপিত্তনিবারক।

বল্বজা।—বল্বজার বাঙ্গালা নাম উলুখড়। ইহা একপ্রকার তৃণ। মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে মোলু এবং কর্ণাটে মোদে কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, রুচিকর, কণ্ঠ-শোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণার শান্তিকারক।

বহুবার।—(Cordia myxa; of C. Latifolia.) বহুবার একপ্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শ্লেষ্মাতক, শেলু, শীত, শ্লেষ্মাত, উদ্দা-লক, উদ্দাল ও সেলু। বাঙ্গালায় ইহাকে বহুয়ার ও বোয়ারিয়া, হিন্দীতে বহু-আর, লসোড়া ও রুহিলা; বোম্বাইপ্রদেশে ভোকর, উৎকলদেশে অউ, পারস্যভাষায় শুগ্‌পিস্তন্ এবং তামেলীভাষায় বিড়ি কহে। ইহার অপক্ক ফল কটু-কষায়-মধুর রস, শীতল, পাচক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, কফ-পিত্তনাশক, আমরক্তনাশক, কেশের হিতকর এবং ক্রিমি, শূল, ব্রণ, বিস্ফোট, বীসর্প ও কুষ্ঠরোগের

হিতকর। পক্ক ফল মধুর রস, স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও কফবর্দ্ধক।

বাকুচী।—(Psoralea corylifolea.) বাকুচীর বাঙ্গালা নাম হাকুচ বীজ। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, রুক্ষ, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক ও বাত-কফজনক।

বালক।—(Pavonia odorata.) বালকের সংস্কৃত নামান্তর হ্রীবের, বর্হিষ্ট, উদচ্য, হ্রিবের, বর্হিঃষ্ঠ, বাল, বারিদ, বর, কেশ্য, বজ্র, পিঙ্গ, ললনাপ্রিয়, কুম্ভালোশীর, কচামোদ, হ্রীবেরক এবং কেশবাচক ও জলবাচক সমুদায় শব্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে বালা ও গন্ধবালা, হিন্দিতে সুগন্ধবালা, মহারাষ্ট্রদেশে করংবাল ও মুষ্টিবাল কহে। ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, কেশের হিতকর এবং পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন ও বমনবেগ, অতিসার, অরুচি, জ্বর, হৃদ্রোগ, ব্রণ, বীসর্প, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

বাল-মৎস্য।—বাল-মৎস্য এক প্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্য দীর্ঘাকার, গোলমুখ, মুখে দাঁড়া ও শুঁয়াযুক্ত এবং আঁইসহীন; ইহারা সন্ধ্যা হইতে রাত্রিকালে অধিক বিচরণ করে। বালমৎস্য পথ্য, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

বালীক পক্ষী।—বালীক পক্ষীকে চলিত কথায় বগেরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বর্ত্তিচটক ও বার্ত্তিক। এই পক্ষীর মাংস মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, এবং কফ-পিত্তনাশক।

বালুকা।—বালুকার নামান্তর সিকতা। বাঙ্গালায় ইহাকে বালী কহে। বালুকা শীতল, শ্রান্তিনাশক, সন্তাপনিবারক এবং উরঃক্ষত ও ব্রণ রোগের উপশমকারক। সন্নিপাত জ্বরে এবং বাতশ্লেষ্মজন্য বেদনা প্রভৃতিতে বালুকা গরম করিয়া তাহার স্বেদ লইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

বালুকী।—বালুকী একপ্রকার কাঁকুড়ের নাম। চলিত কথায় ইহাকে বাঙ্গি কাঁকুড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বহুফলা, স্নিগ্ধফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্ররুহা, কাণ্ডিকা ও মূত্রলা। ইহা মধুর রস, শীতল, রুচিকর, বাত-পিত্ত-রক্তনাশক, শ্রান্তি ও আধ্মানরোগের নিবারক এবং কাস ও পীনসরোগের উৎপাদক। শরৎ ও বর্ষাকালে যে বালুকী উৎপন্ন হয়, তাহা দোষজনক। হেমন্তকালজাত বালুকী রুচিকর ও পিত্তনাশক।

বিম্বী।—Coccinia Indica. Syn. Momordica Monodelpha.) বিম্বীর বাঙ্গালা নাম তেলাকুচা। হিন্দীতে

ইহাকে কুন্দুরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্ব, কর্ম্মকরী, তুণ্ডিকেরিকা, তুণ্ডিকেরি, তুণ্ডিকেশি, বিম্বা, বিম্বক, বিম্বজা ও দন্তচ্ছদোপমা। বিম্বীফল মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, আধ্মানজনক, মলরোধক, বমনকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের উপশমকারক।

বেট্টচন্দন।—বেট্টচন্দন একপ্রকার শ্বেতচন্দনের নাম। কেহ কেহ বলেন, মলয়পর্ব্বতের নিকটে বেট্ট নামক এক পর্ব্বত আছে, সেই পর্ব্বতে যে চন্দন উৎপন্ন হয় তাহাকে বেট্টচন্দন কহে। ইহা তিক্ত-রস, শীতল, সুগন্ধি, পিত্তনাশক এবং দাহ, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, মোহ, কুষ্ঠ, উৎকাসি ও তিমিররোগের শান্তিকর।

ব্রহ্মদণ্ডী।—(Lamprachoenium mecrocephalum,) ব্রহ্মদণ্ডী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে বামুনদাড়ী বা ছাগলদাড়ী, মহারাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডে এবং বোম্বাই-প্রদেশে ব্রহ্মদণ্ডী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অজদণ্ডী ও কণ্টপত্রফলা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বায়ু, কফ ও শোথরোগের উপকারক।

ব্রহ্মসুবর্চ্চলা।— ব্রহ্মসুবর্চ্চলা আদিত্যভক্তার প্রকারভেদ, অর্থাৎ ইহা একপ্রকার হুড়হুড়ে। এই হুড়হুড়ে কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, সারক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পাণ্ডু, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, বিস্ফোট ও যোনিরোগের উপশমকারক।

ব্রাহ্মী।—(Siphonanthus Indica. Herpestis monnieria.) ব্রাহ্মী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে ব্রহ্মীশাক, হিন্দীতে বরম্ভী, ব্রহ্মী ও শ্বেতচমনী, তেলেগুভাষায় খম্নীচেট্টু ও অধবির্ণী, বোম্বাই-প্রদেশে বাম, তামেলীভাষায় বীমী এবং মহারাষ্ট্রদেশে ব্রহ্মমাণ্ডুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মৎস্যাক্ষী, সুরসা, বয়স্থা, ব্রহ্মচারিণী, সরস্বতী, সোম্যা, সুরশ্রেষ্ঠা, সুবর্চ্চলা, কপোতবেগা, বৈধাত্রী, দিব্যতেজাঃ, মহৌষধী, স্বায়ম্ভুবি, সোম্যলতা, সুরেষ্টা, ব্রহ্মকন্যকা, মণ্ডুকমাতা, মণ্ডুকী, মেধ্যা, বীরা, ভারতী, বরা, পরমেষ্ঠিনী, দিব্যা ও শারদা। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল, লঘুপাক, সারক, মেধাবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন, স্বরপরিষ্কারক এবং পাণ্ডু, মেহ, রক্তপিত্ত, কাস, কুষ্ঠ, শোথ ও বিষদোষের হিতকর।

ভকুর মৎস্য। একপ্রকার মৎস্যবিশেষের নাম ভকুর। বাঙ্গালায় ইহাকে ভাকুর মাছ কহে। ইহা মধুর-রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভ-জনক, শ্লেষ্মকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্ত-পিত্তের হিতকর।

ভক্ত।—ভক্তের বাঙ্গালা নাম ভাত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অন্ন, অন্ধ, কুর, ওদন, ভিস্সা, অদ ও দিদি। চাউল পাঁচ গুণ জলে সিদ্ধ করিলে, তাহাকেই ভাত বলে। চাউল পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া, পাকের পর তাহার ফেন গালিয়া ফেলিলে, সেই ভাত লঘুপাক, পথ্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষের উপকারক হয়। চাউল না ধুইলে অথবা ফেন না ফেলিলে, সেই ভাত গুরুপাক, অরুচিকারক, শীতবীর্য্য ও কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে। শীতল অন্ন অপেক্ষা ঈষদুষ্ণ অন্ন অধিক গুণবান্। শুষ্ক পর্য্যুসিত প্রভৃতি বিকৃত অন্ন বিবিধ অপকারজনক।

ভঙ্গা।—(Cannabis Stiva) ভঙ্গার নামান্তর বিজয়া। চলিত কথায় ইহাকে ভাং ও সিদ্ধি কহে। সিদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায় মাতুলানী, মৎকুণারি, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দা ও হর্ষিণী। সিদ্ধি কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, মলরোধক, মত্ততাজনক, নিদ্রাকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, অধিক বাক্য-কারক, কামোদ্দীপক, কফ-নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, আমোদজনক এবং ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, মদাত্যয়, বিসূচিকা, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধার নিবারণকারক।

সিদ্ধিবিশেষের ফুল বা জটাকে "গাঁজা" কহে। গাঁজা সিদ্ধি অপেক্ষা অধিক মত্ততাজনক, উত্তেজক, বেদনানিবারক, কফনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, জরায়ুসঙ্কোচক এবং প্রদরাদি রোগে অধিক রক্তস্রাবের আশু প্রতিরোধক। গাঁজার ধূমপানে যদিও শ্লেষ্মা, বেদনা, অজীর্ণ প্রভৃতির নিবারণ হইতে দেখা যায়, তথাপি সে সামান্য উপকার অপেক্ষা ইহাতে অপকারই অধিক হইয়া থাকে। অধিক দিন অতিরিক্ত পরিমাণে গাঁজার ধূম পান করিলে বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়, খিট্‌খিটে স্বভাব, হিতাহিত বিবেচনার নাশ, কৃশতা, রক্তামাশয় এবং উন্মাদরোগ পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা। গাঁজার নির্য্যাসের নাম "চরস"। চরসের

ধূম পান করিলে গাঁজার ধূমের ন্যায় উপকারও পাওয়াযায়, কিন্তু ইহাতে গাঁজার ধূম অপেক্ষা অধিক অপকার ঘটিয়া থাকে।

ভণ্ডুক-মৎস্য।—ভণ্ডুক মৎস্যকে বাঙ্গালায় ভাঙ্গর মাছ কহে। ইহা মধুর রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং রক্তপিত্ত-রোগের উপকারক।

ভদ্রতিক্তা।——ভদ্রতিক্তার নামান্তর মহাতিক্তা, চলিত কথায় ইহাকে মিসমিতিতা কহে। ভদ্রতিক্তা একপ্রকার গুল্মগাছ। ইহা অত্যন্ত তিক্ত রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বরনিবারক।

ভদ্রদন্তী।—একপ্রকার বড় দন্তীর নাম ভদ্রদন্তী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কেশরুহা, ভিষগ্‌ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্ত্তকী, জয়াঙ্গী ও জয়াহ্বা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, শূল, আমদোষ ও মুখরোগের উপশমকারক।

ভদ্রমুঞ্জ।—(A variety of Saccharum Munja.) মুঞ্জবিশেষের নাম ভদ্রমুঞ্জ। বাঙ্গালায় ইহাকে মুঞ্জ, রামশর ও শরপৎ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তদোষ, মূত্ররোগ, বস্তিরোগ ও চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

ভদ্রমুস্তক।—ভদ্রমুস্তককে বাঙ্গালায় ভাদলা মুতা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কশ্বোথা, বরাহী, ভদ্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোড়েষ্টা, কুরুবিন্দাখ্যা, সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোত্থা, মুস্তা, অর্ণোদ, বারিদ, অম্ভোদ, মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্র, ঘন ও গাঙ্গেয়। ইহা একপ্রকার মুতার নাম। ভদ্রমুস্তক কটু-কষায়-তিক্তরস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, পিপাসা, জ্বর, অরুচি, অজীর্ণ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

ভল্লকী মৎস্য।—ভল্লকী মৎস্যকে বাঙ্গালায় ভাটা মাছ কহে। এই মাছ মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, কফজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভল্লাতক।—(Semecarpus Anacardium.) The marking nut tree. ভল্লাতক একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভেলা, হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রদেশে বিব, তেলেগুভাষায় জিড়িচেট্টু ও জিড়ি-

বিট্টু, উৎকলদেশে ভল্লিয়, বোম্বাই-প্রদেশে বিবৃত, তামেলী ভাষায় শন-কোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবন্ এবং পারস্যভাষায় ভিলাহুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অরুষ্কর, ভল্লাত, শোফ-কৃৎ, বহ্নিনামা, বীরতরু, ব্রণকৃৎ, ভূত-নাশন, ভল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, অহ্বলা, অন্তঃসত্ত্বা, ভল্লিকা, অর্শো-হিত, ভল্লী, নির্দ্দহন, তপন, অনল, কৃমিঘ্ন, শৈলবীজ, বাতারি, স্ফোট-বীজক, পৃথক্‌বীজ, ধনুর্বৃক্ষ, বীজ-পাদপ, বহ্নি ও মহাতীক্ষ্ণা। ভেলার পক্ক ফল মধুর-কষায়রস, ঈষৎ উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, বমনকারক, শুক্রজনক, দন্তের দৃঢ়তাকারক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক, দাহনিবারক এবং শ্বাস, আনাহ, বিবন্ধ, শ্রান্তি, কৃমি, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, উদর, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শোথ ও ব্রণ রোগের শান্তিকারক। ভেলার মজ্জা মধুররস, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কেশের হিতকর, অস্থিবর্দ্ধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক, কান্তি-কারক, অরুচিনিবারক এবং ক্রিমি, শোথ ও দাহরোগের হিতকর। ভেলার বৃন্ত (বোঁটা) মধুর-কষায়রস ও বায়ু-প্রকোপক। ভেলা শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইষ্টকচূর্ণের সহিত ঘর্ষণ করিলে ভেলা শোধিত হইয়া থাকে। জলে ফেলিলে যে ভেলা ডুবিয়া যায়, তাহাই ব্যব-হারের উপযুক্ত।

ভব্য।—(Dilenia Indica.) ভব্য একপ্রকার অম্ল ফল, ইহার বাঙ্গালা নাম চাল্‌তা। চাল্‌তার সংস্কৃত পর্য্যায় ভব, ভাবিষা, ভাবন, বক্ত্র-শোধন, লোমফল ও পিচ্ছিলবীজ। চাল্‌তা অম্ল-মধুর-কষায়রস, রুচিকর, মুখপরিষ্কারক, কফ-পিত্তজনক এবং শ্রান্তি ও শূল রোগের উপকারক। পক্ক ফল মধুরাম্লরস, গুরুপাক, মল-রোধক ও বিষদোষনাশক।

ভাকুট মৎস্য।—ভাকুট মৎস্যকে বাঙ্গালায় ভেট্‌কীমাছ কহে। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং আমবাত-জনক।

ভারদ্বাজী।—Hibiscus viti-folius.) ভারদ্বাজীর নামান্তর বন-কার্পাসী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-কাপাসী এবং মহারাষ্ট্রদেশে রান-কাপুসী ও কর্ণাটে কাড়হত্তি কহে। ইহা শীতল, রুচিকর এবং ব্রণ ও শস্ত্র-ক্ষতের বিশেষ উপকারক।

ভারশৃঙ্গ।—ভারশৃঙ্গ একপ্রকার মৃগের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শম্বর

মৃগ কহে। ইহার মাংস মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, বলকর, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুপ্রকোপক।

ভার্গী।—(Clerodendron Siphonanthus or C. Serratum.) ভার্গীর বাঙ্গালা নাম বামুনহাটি। হিন্দীতে ইহাকে বরঙ্গী, মহারাষ্ট্রদেশে ভারঙ্গী, তেলেগুভাষায় ভণ্টিমারঙ্গী এবং নেপালে চুলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গর্দ্দভশাক, ফঞ্জিকা, ব্রাহ্মণী, পদ্মা, অঙ্গারবল্লরী, বালেয়-শাক, বর্ব্বর, বর্দ্ধক, ব্রহ্মযষ্টি, ফঞ্জীকা, যষ্টি, ব্রহ্মযষ্টিকা, শাকবালেয়, দূর্গা, অঙ্গারবল্লী, বালেয়, ব্রাহ্মিকা, মৃগ-ধৌতা, গর্দ্দভশাখী, ব্রাহ্মণযষ্টী, ফঞ্জী, বাস্তারি, ভৃঙ্গজা, ভারঙ্গী, বাতারি, কাসজিৎ, সুরূপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রমাতা, ভৃগুভবা, খরশাকা ও হঞ্জিকা। ভার্গী কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, শোথ, পীনস, ব্রণ, ক্রিমি, গুল্ম, কফ, বায়ু, রক্ত ও দাহ-জ্বরের বিশেষ উপকারক।

ভাসপক্ষী।—প্রসহজাতীয় পক্ষি-বিশেষের নাম ভাসপক্ষী; ইহার আকার কাকের ন্যায়। ভাসপক্ষীর মাংস মধুররস, শীতল, লঘুপাক, বল-কর ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভিণ্ডীতক।—ভিণ্ডীতক এক-প্রকার গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভিণ্ডী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভিণ্ড, ভিণ্ডক, ভিণ্ডা, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পদ, চতুঃপুণ্ড্র, সুশাক, অম্লপত্রক, করপর্ণ ও বৃত্তবীজ। ইহা অম্লরস, উষ্ণ-বীর্য্য, রুচিকর ও মলরোধক।

ভীমসেন কর্পূর।—(Dryobalanops camphora.) Borneo camphor. একপ্রকার কর্পূরের নাম ভীমসেন কর্পূর। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমসেনী কর্পূর কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতল, পুষ্টি-কর, বলবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং চক্ষুরোগের বিশেষ হিতকর।

ভীরুমৎস্য।—সর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার মৎস্যের নাম ভীরু মৎস্য। এই মৎস্যের পৃষ্ঠে ও গলদেশে দুইটি করিয়া ডানা, একটি পুচ্ছ এবং গাত্রে আঁইস আছে। ভীরু মৎস্য মধুররস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, শুক্রজনক এবং বাত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধি-কারক।

ভূকর্ব্বুদার।—ভূকর্ব্বুদারের নামান্তর শ্বেতভূকাঞ্চন। হিন্দীভাষায় ইহাকে ছোটালসোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূকর্ব্বুদারক, ক্ষুদ্র-শ্লেষ্মাত্মক, ভূশেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘু-

শীত, লঘুশেলু, সূক্ষ্মফল ও লঘুভূতক্রম। ভূকর্বুদার মধুররস, ঈষৎ শীতল, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত, ক্রিমি ও শূলরোগের উপশমকারক। স্বর্ণের মারণক্রিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূখর্জ্জুরী।—ছোট খেজুরবিশেষের নাম ভূখর্জ্জুরী। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটখেজুর ও ভুঁইখেজুর, মহারাষ্ট্রদেশে লঘুসিন্ধী এবং কর্ণাটে কিরিইঞ্চুলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূমুক্তা, বহুধা, খর্জুরিকা ও ভূমিখর্জ্জুরী। ইহার পক্কফল মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত ও দাহরোগের উপকারক।

ভূচণক।—Arachis hypogaea.) একপ্রকার লতার মূলজাত শস্যবিশেষের নাম ভূচণক। বাঙ্গালায় ইহাকে মাটকলায় ও চীনের বাদাম, হিন্দীতে মুংফলী, তেলেগুভাষায় বরণসনগকর এবং তামেলীতে বার্কদলই কহে। ইহা কষায়-মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক ও বায়ুবর্দ্ধক। মাটকলায় রুক্ষ ভাজিয়া অথবা তৈলের সহিত ভাজিয়া লোকে ভোজন করিয়া থাকে। তৈলের সহিত ভাজিয়া খাইলে অধিক মলভেদ হয়। চীনের বাদাম হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহা অম্ল-মধুর-তিক্তরস, গুরুপাক, সারক, বলকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগের হিতকর।

ভূতকেশী।—(Coridalis Govaniana.) একপ্রকার সূক্ষ্মতৃণের নাম ভূতকেশী। চলিত কথায় ইহাকে ভুঁইকেশ বা ভুমিকেশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূতকেশ, অমলকেশী, কেশী ও গোলোমী। এই তৃণ কটু-তিক্তরস, শীতল, সংগ্রাহী ও ত্রিদোষনাশক।

ভূতুম্বী।—অলাবুবিশেষের নাম ভূতুম্বী। বাঙ্গালায় ইহাকে মেটোলাউ এবং হিন্দীতে ভূতুম্বী ও তেলুগার কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং বিবিধ দন্তরোগের উপশমকারক।

ভূতৃণ।—(Andropogon schœnanthus.) সুগন্ধি তৃণবিশেষের নাম ভূতৃণ। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধতৃণ ও রামকর্পূর, মহারাষ্ট্রদেশে সুগন্ধিরোহিষ, কর্ণাটে পরিমলদগন্ধানি এবং তেলেগুভাষায় চিপ্পগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূস্তৃণ, ভূতি, ভূতিক, গন্ধখেড়, রৌহিষ, গোময়প্রিয়, মালাতৃণ, পট, রামকর্পূর, কর্তৃণ, শ্যামক, ধ্যামক, পৌর, দেবজগ্ধক,

কুটুম্বক, সমালম্বী, ছত্র, অতিচ্ছত্রক, গুহ্যবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত্ববিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, গুণরোহ, করেন্দুক ও মধুকপ্রিয়। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, বিরেচক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিদাহজনক, বায়ুনাশক, সন্তাপনিবারক, মুখপরিষ্কারক, রক্ত-পিত্তদূষক এবং বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

ভূধাত্রী।—(Phyllanthus Niruri) ভূধাত্রীর অপর নাম ভূমি-আমলকী। বাঙ্গালায় ইহাকে ভুঁই-আমলা, মহারাষ্ট্রদেশে ভুঁয়াবলী কর্ণাটে আরুনেল্লি, হিন্দীতে ভদ্র আঁবরা এবং তেলেগুভাষায় নেলবুসিরিকচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূম্যামলকী, ভূম্যামলকিকা, ভূম্যামলী, বহুপুষ্পী, জড়া, অধাণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, সূক্ষ্মফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুন্নক, ঝটা, অমলা, অজঝটা, তালী, শিবা, অফলা, ঝাটিকা, ঝাটা, মলা, ঝাটামলা, অমলঝাটা, তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুন্নিকা, চারটী, বৃষা, বিষঘ্নী, বহুপত্রিকা বহুবীর্য্যা, অহিতমদা, বিশ্বপর্ণী, তিমালয়া, অরুহা ও বীরা। ইহা অম্ল-কষায়রস, শীতল এবং দাহ, পিত্তমেহ ও মূত্ররোগের উপকারক।

ভূপাটলী।—ভূপাটলী এক-প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভুয়াতলী ও লেনবাদরী, মহারাষ্ট্রদেশে ভুয়পাড়লি এবং কর্ণাটে নেলবাদরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূকুম্ভী, ভূতালী ও রক্তপুষ্পিকা। ইহা কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য। পারদের শোধনাদিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভূবদরী।—ক্ষুদ্র কুলবিশেষের নাম ভূবদরী। ইহাকে বাঙ্গালায় মেটোকুল, হিন্দীতে ঝড়বেরী এবং কালাপুর দেশে ভূবোরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্রকোলি, ক্ষিতি-বদরী, বল্লীবদরী, বদরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী, বদরফলী ও সূক্ষ্মবদরী। ইহা মধুরাম্ল রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, কফ-বাত-নাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্ত-রক্তকারক।

ভূমি কদম্ব।—কদম্ব বিশেষের নাম ভূমিকদম্ব বা ভূকদম্ব। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে ভূমি কদম্বু ও কর্ণাটে নেলগড়বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূনীপ, ভূমিজ, ভৃঙ্গবল্লভ, লঘুপুষ্প, বৃত্তপুষ্প, বিষঘ্ন ও ব্রণহারক। ইহা কটু-কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, বীর্য্য-বর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং পিত্তনাশক।

ভূমিকুষ্মাণ্ড। Ipomoea dig-

itata. Syn. Paniculata. Batatas paniculata.) একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম ভূমিকুষ্মাণ্ড। ইহাকে বাঙ্গালায় ভুঁই কুমড়া, হিন্দীতে বিলাই কন্দ, ক্ষীরবিদারী ও গেঠী; কর্ণাটে নেলকুম্বল, তেলেগুভাষায় মট্টপলতিগ, উৎকলদেশে ভুই কখারু এবং বোম্বাই প্রদেশে ভূমি-কোহলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিদারী, বিদারীকন্দ, ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, বৃষ্যবর্দ্ধিনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা, গন্ধফলা ও পয়স্বিনী। ভূমি-কুষ্মাণ্ড মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল-বীর্য্যকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক, মূত্রকারক, কফ-বর্দ্ধক, রসায়ন এবং বায়ু, রক্তপিত্ত ও দাহরোগের শান্তিকারক।

ভূমিচম্পক।—(Kæmpferia rotunda.) ভূমিচম্পককে বাঙ্গালায় ভুঁইচাঁপা ও হিন্দীতে চণ্ডমূল কহে। ভুঁইচাপা একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তাম্রপুষ্প, মঙ্গিরন্ধ ও ক্রন্থন। এই ফুলগাছের মূল সর্প-বিষনাশক এবং ব্রণপাককারক।

ভূমিজ গুগ্‌গুলু।—ভূমিজ গুগ্‌গুলুর নামান্তর আশাপুর-গুগ্‌গুলু। বাঙ্গালায় ইহাকে মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দৈত্যমেদজ, দুর্গাহ্ব, আশাপুরসম্ভব, মজ্জাজ, মেদজ ও মহিষাসুরসম্ভব। কাশী প্রভৃতি স্থানে এই গুগ্‌গুলু প্রসিদ্ধ। ইহা সুগন্ধি, কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতনাশক এবং ভূতাবেশনিবারক।

ভূমিজম্বু। (Premna herbacea) ছোট ছোট একপ্রকার জামের নাম ভূমিজম্বু। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষুদেজাম, বনজাম বা ভুঁইজাম, মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রজম্বু এবং কর্ণাটে কিরুনেরিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভূজম্বু, ভূজম্বুকা, নাদেয়িকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা, হ্রস্বফলা, ভৃঙ্গবল্লভা, হ্রস্বা, ভূজম্বু, ভ্রমরেষ্টা, পিকভক্ষা ও কাষ্ঠ-জম্বু। এই জাম কষায়-মধুর রস, মলরোধক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, শ্লেষ্ম-পিত্তনাশক এবং হৃদ্রোগ ও কণ্ঠ-রোগের উপকারক।

ভূম্যাহুল্য। একপ্রকার ছোট গুল্মের নাম ভূম্যাহুল্য। হিন্দীতে ইহাকে ভুঁইতখড় এবং দেশভেদে কাসবদা ও এলহুড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুষ্ঠকেতু, মার্কণ্ডীয় ও মহৌষধ। ইহা তিক্তরস এবং জ্বর, আমদোষ, কুষ্ঠ ও সিধ্মরোগের হিতকর।

ভূর্জ্জপত্র। (Betula bhojpattra) The birch. ভূর্জ্জপত্র এক প্রকার বৃক্ষের বল্কল। এই বৃক্ষ হিমাচলপ্রদেশে ফটক ও শাকপাদনামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় ইহাকে, ভূর্জ্জিপত্র ও ভোজপত্র কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছদপত্র, বল্কদ্রুম, ভূর্জ্জ, মৃচর্ম্মা, ভূর্জ্জপত্রক, চিত্রত্বক্, বিন্দুপত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতঘ্ন, মৃদুপত্র, মৃদুচর্ম্মি, শৈলেন্দ্রস্থ, চর্ম্মদ্রুম, ছত্রপত্র, শিবি, স্থিরচ্ছদ, মৃদুত্বক্, দলনির্ম্মোক, পত্রকী, বিস্তাদল, পত্রপুষ্পক, ভুজ, বহুপট, বহুত্বক, মৃদুচ্ছদ ও বহুলবল্কল। ইহা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকর, ভূতাবেশনিবারক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, মেদোদোষ, বিষদোষ ও কর্ণরোগের উপশমকারক।

ভৃঙ্গপক্ষী। প্রতুদজাতীয় কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষের নাম ভৃঙ্গপক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে ফিঙা পাখী কহে। ফিঙা পাখীর মাংস স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক।

ভৃঙ্গচুল্লী। ভৃঙ্গচুল্লীর নামান্তর ভৃঙ্গাহ্বা। ইহা একপ্রকার মূলের নাম। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে ভমরমালী, কর্ণাটে উদ্ধুশক্তে এবং কোঙ্কণদেশে অড়ৗওল্ল কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

ভৃঙ্গরাজ। (Wedelia calendulacea. Syn. C, Verbesina.) ভৃঙ্গরাজ একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমরাজ, হিন্দীতে ভাঙ্গরা ও ভেংগরিয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পিবলমাকা, তেলেগুভাষায় গুন্টকলগরচেট্টু এবং বোম্বাইপ্রদেশে পিবলভাঁবা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভৃঙ্গরজ, ভৃঙ্গ, পতঙ্গ, মার্কর, মার্ক, মার্কব, নাগমার, পরজ, ভৃঙ্গসোদর, কেশরাজ, কেশরঞ্জন, কেশ্য, কুন্তলবর্দ্ধন, অঙ্গারক, একরজ, করঞ্জক, ভৃঙ্গার, অঙ্গারক, মর্কর, ভৃঙ্গাহ্ব ও পিতৃপ্রিয়। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রসায়ন, কেশ ত্বক ও দন্তের উপকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং শ্বাস, কাস, ক্রিমি, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, নেত্ররোগ ও শিরোরোগের উপকারক।

ভৃঙ্গরাজ পক্ষী।—প্রতুদজাতীয় একপ্রকার পক্ষিবিশেষের নাম ভৃঙ্গরাজ। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমরাজ পাখী কহে। ইহার মাংস মধুর-কষায় রস, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

ভৃষ্টচণক। ভৃষ্টচণককে বাঙ্গালায় ছোলাভাজা, মহারাষ্ট্রদেশে ফুটাভুঁজা এবং কর্ণাটে হুক্কড়লৈ কহে।

ছোলাভাজা উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, রক্তদোষনাশক, এবং কফ, বায়ু ও শৈত্যের শান্তিকারক।

ভৃষ্টতণ্ডুল।—ভৃষ্টতণ্ডুলকে বাঙ্গালায় চাউলভাজা ও মুড়ি কহে। চাউলভাজা সুগন্ধি, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক। চাউলভাজা অপেক্ষা মুড়ি অধিক লঘু ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক।

ভৃষ্টমৎস্য। ভৃষ্টমৎস্য অর্থাৎ ভাজা মাছ মধুররস, রুচিকর, গুরুপাক, মলভেদক, বিদাহজনক, বলকর ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভৃষ্টমাংস। ভাজা মাংস মধুর রস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বিদাহজনক এবং বাত-রক্ত প্রভৃতি দোষবর্দ্ধক।

ভেকমাংস। ভেকের মাংস সদ্য বলকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ পিত্তকারক এবং শ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও বমনরোগের উপশমকারক।

ভেকনী মৎস্য।—ভেকনী মৎস্যকে বাঙ্গালায় ভাঙন মাছ বলে। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, শ্লেষ্মজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

ভেদাশী পক্ষী।—প্রতুদ জাতীয় অর্থাৎ গৃধ্রাদির ন্যায় এক প্রকার পক্ষীর নাম ভেদাশী পক্ষী। ইহার মাংস বাত-পিত্ত-কফের বিকৃতিজনক এবং বিবিধ অনিষ্টকারক।

ভ্রমরমারী।—মালবদেশের প্রসিদ্ধ এক প্রকার ফুলের নাম ভ্রমরমারী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ভ্রমরারি, ভৃঙ্গমারী, ভৃঙ্গারী, মাংসপুষ্পিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রমরী ও যষ্টীলতা। এই ফুলের গাছ তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, শোথ কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগের উপশমকারক।

ভ্রামর মধু।—ভ্রমর নামক ছোট ছোট প্রসিদ্ধ পতঙ্গগণ যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহাকে ভ্রামর মধু কহে। এই মধু নির্ম্মল, পিচ্ছিল, মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, গুরুপাক, মুখের জড়তানাশক এবং কফ, কাস, জ্বর, রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার উপকারজনক।

—*—

মকর।—একপ্রকার প্রসিদ্ধ জলজন্তুর নাম মকর। হিন্দীতে ইহাকে মঙ্গ কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পঙ্গগ্রাহ। মকরের মাংস রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক এং অশ্মরী-রোগনিবারক।

মকুষ্টক।—(Phaseolus aconitifolius.) মকুষ্ঠকের নামান্তর বনমুদ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে বনমুগ,

হিন্দীতে মুহট, মোট ও মুগানী; তেলেগুভাষায় বনমুদ্গচেট্টু এবং মালবদেশে মকুষ্ঠক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মকুষ্ট, মকুষ্ঠ, মকুষ্ঠক, মুকুষ্টক, মপষ্ট, রাজমুদ্গ ময়ষ্ট, বনমুদ্গ, ক্রমী-লক, অমৃত, অরণ্যমুদ্গ ও বল্লীমুদ্গ। বনমুগ মধুর-কষায় রস, পাকে মধুর, শীতল, মলরোধক, ক্রিমিজনক, রুচি-কর, ত্রিদোষনাশক, বমননিবারক এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, অর্শঃ ও গুল্মরোগের হিতকর।

মখান্ন।—(Euryale ferox.) জলজাত একপ্রকার খাদ্য বীজের নাম মখান্ন। বাঙ্গালায় ইহাকে মাখ্না বলে। ইহা মধুর-কটু রস, শীতল, কক্ষ, মলরোধক, পাচক, বিষ্টম্ভী, রুচিকর, বলকারক, শুক্রজনক, কফ-বায়ুবর্দ্ধক, গর্ভরক্ষক, বমনকারক, এবং পিত্ত দাহ ও রক্তদোষের উপ-কারক।

মঙ্গল্য-অগুরু।—মঙ্গল্য-অগুরু একপ্রকার অগুরুর নাম। ইহা সুগন্ধি, শীতল, যোগবাহি অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহারই গুণ ধারণ করে এবং অগুরুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

মজ্জফল।—মজ্জ ফলের সংস্কৃত নামান্তর কীটরেখা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাজুফল বলে। মাজুফল নাম হইলেও বস্তুতঃ ইহা ফল নহে। একপ্রকার পতঙ্গ বৃক্ষবিশেষের কোমল শাখায় সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে অণ্ড প্রসব করে, পরে সেই ছিদ্রদ্বারা আঠা নির্গত হইয়া ছিদ্রমুখে সুপারির ন্যায় জমিয়া থাকে। যথা সময়ে অণ্ড সকল স্ফুটিত হইয়া সেই সুপারির ন্যায় পদার্থমধ্য হইতে নির্গত হইয়া যায়। সেই অণ্ড-গৃহ স্বরূপ জমাট আঠাই মাজুফল নামে পরিচিত। মাজুফল কষায়-তিক্তরস, সঙ্কোচক, মলরোধক, বল-কারক এবং জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, আমাশয়রোগ, হৃদ্রোগ, বস্তিরোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, অর্শঃ, রক্তস্রাব, প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর ও যোনিকন্দ রোগের উপশমকারক।

মাজুফলের চূর্ণ ও অম্ল পরিমিত তুঁতে চর্ব্বি বা নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে মস্তকের দদ্রু নিবারিত হয়।

মজ্জা।—সকল জীবেরই অস্থি-মধ্যে যে স্নেহপদার্থ থাকে, তাহার নাম মজ্জা। প্রত্যেক জীবের মজ্জা-গুণ যদিও ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি সকল মজ্জারই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সকল জীবের মজ্জাই স্নিগ্ধতা-কারক, বায়ুনাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক,

এবং বল, শুক্র, রস, মেদঃ মজ্জা ও বিশেষতঃ অস্থির বৃদ্ধিকারক।

মঞ্জিপত্রী।—মঞ্জিপত্রী এক-প্রকার শাকের নাম। ইহা তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, জ্বর, কাস, ক্রিমি ও বিষদোষের হিতকর।

মঞ্জিষ্ঠা।—(Rubia cordifolia. Syn. R. Manjishtha.) Indian madder. মঞ্জিষ্ঠা একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মঞ্জিষ্ঠা, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে মজীঠ ও জিজিনী, তেলেগুভাষায় মঞ্জীষ্ঠ-তীঠো ও তাম্রবল্লী, তামেলীতে মঞ্জিট্টী, এবং পারসীতে রুনাস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তযষ্টি, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডুক-পর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, মণ্ডুকা, লতাযষ্টি, হেমপুষ্পী, ভণ্ডিরী, কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরী, যোজনপর্ণী, কাল-মেষী, কালা, জিঙ্গি, ভণ্ডিল, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, রক্তাঙ্গী, ভণ্ডীতকী, রসায়নী, গণ্ডীরী, বস্ত্ররঞ্জিনী, হরিণী, রক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রা, রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, জননী, বিজয়া, মঞ্জুষা, রক্তযষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কালভণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগাঙ্গী, ও বস্ত্রভূষণা। মঞ্জিষ্ঠা মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্বর-বর্ণবর্দ্ধক এবং জ্বর, রক্তাতিসার, মেহ, কামলা, ব্রণ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, বীসর্প, শ্লেষ্মা, পক্ষাঘাত, যোনিরোগ, কর্ণরোগ, নেত্র-রোগ ও বিষদোষের উপকারক। মঞ্জিষ্ঠার মূল চর্ম্মের বিবর্ণতা ও তিল-কালক রোগের উপশমকারক। মঞ্জিষ্ঠার ফল যকৃৎ-দোষের নিবারক।

মণ্ঠক।—মণ্ঠকের নামান্তর মঠ। ইহা একপ্রকার পিষ্টক। ময়-দায় ময়ান দিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে, পরে তাহার বটক (বড়া) প্রস্তুত করিয়া, এলাচ, লবণ, মরিচ ও কর্পূরাদি মিশ্রিত চিনির রসে ফেলিবে। তাহা হইলেই মণ্ঠক বা মঠ নামক পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, বল-কারক, পুষ্টিজনক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মণ্ড।—চাউল বা যব প্রভৃতি দ্রব্য ২৪ গুণ জলের সহিত উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া, তাহার সিটি ছাঁকিয়া ফেলিলে তাহাকেই মণ্ড কহে। চাউলাদি যে সকল পদার্থের মণ্ড প্রস্তুত করা হয়, সেই সেই দ্রব্যের গুণানুসারে প্রত্যেক মণ্ডেরও গুণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে। তবে সকল মণ্ডেরই কতকগুলি সাধারণ

গুণ আছে। মণ্ড মাত্রই লঘুপাক, শীতল, পাচক, মলরোধক, বায়ুর অনুলোমকারক, ঘর্ম্মকারক, নাড়ী ও ধাতুসমূহের মৃদুতাকারক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, শ্লেষ্মদোষ, পিত্তাতিসার ও অগ্নি রোগের উপকারক।

আর একপ্রকার মণ্ড ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা অগ্নি-মান্দ্যের উপকারক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকর, রক্তজনক, বস্তিশোধক এবং কফ, বায়ু, পিত্ত ও জ্বর রোগের উপশমকারক।

মণ্ডক।—মণ্ডক একপ্রকার রুটীর নাম। হিন্দীতে ইহাকে মাড়া বলে। ময়দা মাখিয়া হাত দিয়া তাহার রুটী প্রস্তুত করিবে, পরে আগুনের উপর একটী হাঁড়ী উপুড় করিয়া দিয়া তাহার উপরে ঐ রুটী সেঁকিয়া লইবে, তাহা হইলেই মাড়া রুটী প্রস্তুত হইবে। ইহা মধুর-রস, মধুরবিপাক, অল্প গুরুপাক, মলরোধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মণ্ডূকপর্ণী।—Hydrocotyle Asiatica.) Asiatic Penny wort. মণ্ডূকপর্ণী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে থুলকুড়ি ও নকুনি, হিন্দীতে থুলথুড়ী ও ব্রহ্ম-মাণ্ডুকী, তেলেঙ্গভাষায় মণ্ডূকব্রহ্মী, তামিলীতে বল্লরীকেরী এবং বোম্বাই-প্রদেশে ব্রহ্মী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ভেকী, মণ্ডূকী, মূলপর্ণী ও মণ্ডূকপর্ণিকা। ইহা মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতল, লঘুপাক, সারক, কাসনাশক এবং ব্রাহ্মীশাকের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। থুলকুড়ীর পাতা বাহ্য-প্রয়োগে কুষ্ঠ, উপদংশ, নালীঘা ও চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারক।

মণ্ডূর।—মণ্ডূরের নামান্তর লৌহ-কিট্ট বা লৌহমল। বাঙ্গালায় ইহাকে মণ্ডূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিঙ্ঘাণ, সিংহান, সিংহাণ, শিঙ্ঘান, শূলঘাতন, কিট্ট, লৌহচূর্ণ, অয়োমল, লৌহজ, কৃষ্ণচূর্ণ ও লৌহ। অগ্নিদগ্ধ লৌহের মলভাগ মণ্ডূর নামে পরিচিত। নূতন মণ্ডূর অপকারক। পুরাতন মণ্ডূরই ঔষধাদির উপযোগী এবং গুণকারক। একশত বৎসরের অধিক পুরাতন মণ্ডূর উৎকৃষ্ট, আশি বৎসরের পুরাতন হইলে তাহা মধ্যম এবং ষাট্ বৎসরের পুরাতন হইলে তাহা নিকৃষ্ট মণ্ডূর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। মণ্ডূর মধুর-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু ক্রিমি, পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা, বাতজ শূল, পরিণাম শূল, মেহ, গুল্ম ও শোথ রোগের উপশমকারক।

মণ্ডুর শোধন করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। বহেড়া কাঠের আগুনে মণ্ডুর পোড়াইয়া রক্তবর্ণ হইলে গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে, এইরূপ সাতবার পোড়াইয়া সাতবার গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিলেই মণ্ডুর শুদ্ধ হইয়া থাকে।

মৎস্য।—(Fish.) জলজন্তু বিশেষের নাম মৎস্য। মৎস্যকে বাঙ্গালায় মাছ এবং হিন্দীতে মছলী কহে। মৎস্য নানা প্রকার, প্রত্যেক মৎস্যেরই গুণেরও কিছু কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ সকল মৎস্যই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, কফ-পিত্তজনক এবং ব্যায়াম ও পথপর্য্যটনাদি জন্য ক্লান্ত ব্যক্তির হিতকারক। ক্ষুদ্র মৎস্য লঘুপাক, মলরোধক এবং গ্রহণীরোগের উপকারক। বৃহৎ মৎস্য গুরুপাক, মলভেদক ও শুক্রবর্দ্ধক। আঁইস শূন্য মৎস্য অপেক্ষা আঁইসযুক্ত মৎস্যের গুণ অধিক। কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। শুভ্রবর্ণ মৎস্য গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলভেদক ও দোষজনক। সমুদ্রের মৎস্য গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। নদীর মৎস্য মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ মলভেদক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তকারক। নদীর মৎস্যের অন্যান্য অবয়ব অপেক্ষা মধ্য অবয়ব অধিক গুরুপাক। পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকার মৎস্য মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকারক ও বায়ুনাশক; ইহাদের মস্তক লঘুপাক কিন্তু অন্যান্য অংশ অত্যন্ত গুরুপাক। কূপের (ইঁদারার) মৎস্য শ্লেষ্মা, শুক্র, মূত্র ও কুষ্ঠের বৃদ্ধিকারক। চৌঞ্চ নামক জলাশয়ের অর্থাৎ যে সকল জলাশয়ের নিম্নভাগে প্রস্তরাদি পদার্থ থাকে, জলের ধারে ধারে লতাগুল্ম অধিক থাকে এবং জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও কৃষ্ণবর্ণ, সেই জলাশয়ের মৎস্য মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ ও পিত্তবর্দ্ধক।

পচা মাছ অত্যন্ত অপকারক। শুষ্ক অর্থাৎ শুঁটকী মাছ দুর্জ্জর ও বিষ্টম্ভী। লবণভাবিত অর্থাৎ নোণা মাছ সারক ও কফ-পিত্তবর্দ্ধক। সন্তোলিত অর্থাৎ আদা ও লবণের সহিত সর্ষপ তৈলে ভাজা মাছ মধুর রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। মাছের ঘণ্ট রুচিকর, বলকারক ও বায়ুনাশক। মাছের তরকারী অর্থাৎ নানাবিধ তরকারীর সহিত পাক করা মাছ রুচিকর, পুষ্টি-

জনক ও বলকারক। দগ্ধ মৎস্য অর্থাৎ তৈল লবণ মিশ্রিত পোড়া মাছ গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং নিত্য স্ত্রীসেবী, ক্ষীণশুক্র, তেজোহীন, ভগ্নদেহ ও জর্জ্জরিত ব্যক্তির বিশেষ উপকারক। মাছের ডিম মধুর রস, কটুপাকী, রুচিকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক ও বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মৎস্যণ্ডিকা।—গুড়কৃত এক প্রকার মিষ্ট পদার্থের নাম মৎস্যণ্ডিকা। গুড় পাক করিয়া কতকটা ঘন হইলে তাহা বিস্তৃত করিয়া ঢালিয়া ফেলিলে যে পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় মৎস্যণ্ডিকা এবং বাঙ্গালায় লক্ষৎ ও পাটালী কহে। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, মলভেদক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তদোষের উপকারক। অনেকে সারগুড়কে মৎস্যণ্ডিকা বলেন; তাহা সাধারণ গুড় অপেক্ষা অধিক শীতল এবং গুড়ের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

মৎস্যাক্ষী।—জলজ শাকবিশেষের নাম মৎস্যাক্ষী, ইহার অপর নাম হিলমোচিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে হিঞ্চেশাক, হিন্দীতে আই, মচেছী ও মছরিয়া এবং মহারাষ্ট্রদেশে জলব্রাহ্মী কহে। ইহা তিক্ত-কষায় রস, কটুবিপাক, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কুষ্ঠের উপকারক।

মদন।—(Randia dumetorum. Syn. Posoqueria dumetorum or R. longispina.) মদন একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ময়না ফল, হিন্দীতে মহনফল ও করহর, তেলেগুভাষায় বসন্ত কড়িমিচেট্টু, মণ্ডচেট্টু, ব্রঙ্গচেট্টু ও উম্মেত্তচেট্টু; সিংহলে মহারাষ্ট্রদেশে মেণাহল এবং কর্ণাটে গেল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পিচুক, মুচুকুন্দ, কণ্টকী, শল্য, করহাটক, শল্য, কণ্ঠ, রামচ্ছর্দ্দনক, কৈটর্য্য, ধারাফল, তগর, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক। মদনফল তিক্ত-কষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, বমনকারক এবং কফ, কুষ্ঠ, মেহ, শোথ, প্রতিশ্যায়, গুল্ম, ব্রণ, বিদ্রধি ও আনাহরোগের শান্তিকারক। মদনফলের গাছ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, শোথ ও ব্রণরোগের উপকারক।

মদ্গু।—মদ্গু একপ্রকার জলচর পক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পানকৌড়ী কহে। ইহার মাংস

শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও রক্তপিত্তের হিতকর।

মদ্গুর মৎস্য।—মদ্গুর মৎস্যকে বাঙ্গালায় মাগুর মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও মলরোধক।

মদ্য।—মদ্যের নামান্তর সুরা ও মদিরা। বাঙ্গালায় ইহাকে মদ এবং হিন্দীতে দারু কহে। মদ্য নানাপ্রকার দ্রব্যের প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল দ্রব্যের গুণানুসারে প্রত্যেক মদ্যের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। তাহাদের গুণ মদ্যবিশেষের নামানুসারে লিখিত হইয়াছে। সাধারণতঃ সকল মদ্যই অম্ল-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিশদ, আশুকারী, ব্যবায়ী ও বিকাশী। উষ্ণগুণজন্য মদ্যপানের পর শীতল উপচার সহ্য হয়, তীক্ষ্ণগুণ জন্য মদ্য মনের গতি নাশ করে, সূক্ষ্মগুণ জন্য শরীরের প্রত্যেক অবয়বে প্রবিষ্ট হয়, বিশদগুণ জন্য কফ ও শুক্রের হানি করে, রুক্ষগুণ জন্য বায়ু কুপিত করে, আশুকারিতা জন্য শীঘ্রই মাদকতা প্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করে, ব্যবায়িগুণজন্য হর্ষ প্রদান করে, বিকাশিগুণজন্য সমুদায় শরীরে বিস্তৃত হয় এবং অম্লগুণজন্য ইহা লঘুপাক, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। সকল মদ্যই মত্ততাজনক, সারক, পুষ্টিকর, শরীরের জীর্ণতাকারক, কফ-বায়ুনাশক এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, প্রতিশ্যায়, মলরোধ, আনাহ ও বমনরোগের উপকারক। নূতন মদ্য গুরুপাক, মলভেদক, ত্রিদোষজনক, বিশেষতঃ কফবর্দ্ধক ও দাহজনক। পুরাতন মদ্য রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘুপাক, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, কফ-বায়ুনাশক, এবং ক্রিমিনিবারক।

মদ্য উপযুক্ত মাত্রায় এবং মাংস ও অন্যান্য স্নিগ্ধ ভোজ্য পদার্থের সহিত যথাবিধি পান করিলে তাহা অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বলকারক, ভয়-শোক-শ্রান্তি প্রভৃতির নিবারক, প্রীতিপ্রদ এবং ধৈর্য্য, তেজঃ, বিক্রম স্ফূর্ত্তি, বুদ্ধি, স্মৃতি, স্বর, অধ্যয়ন, সঙ্গীত বা বক্তৃতা শক্তি ও সাহসাদির বৃদ্ধিকারক। কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় অথবা নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া মদ্য পান করিলে, তাহা বিষের ন্যায় অপকার করে অর্থাৎ বিবিধ রোগ উৎপাদন করে কিম্বা প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতে পারে। ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, ক্রোধ, শোক, পরিশ্রম, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা এবং উষ্ণাদি স্পর্শ জন্য অভিভূত হইয়া কিম্বা মল-মূত্রাদির বেগযুক্ত হইয়া

মদ্য পান করা উচিত নয়, তাহাতেও নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

মধু।—Honey. মক্ষিকা প্রভৃতি জীবগণ পুষ্প হইতে একপ্রকার মিষ্ট রস সংগ্রহ করিয়া সঞ্চয় করে, তাহারই নাম মধু। মধুর সংস্কৃত নামান্তর ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, মাক্ষীক, কুসুমাসব, পুষ্পাসব, পবিত্র, পিত্রা, পুষ্পরসাহ্বয়, মাধ্বীক, সারঘ, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্পরসোদ্ভব। বাঙ্গালায় ইহাকে মধু. হিন্দী ও তামেলীতে সহদ্ ও মধ্, এবং তেলেগুভাষায় তেনে কহে। মধু মধুর-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণজনক, মলরোধক, আহ্লাদজনক, চক্ষু-পরিষ্কারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, ব্রণরোপক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রস্তম্ভকারক এবং হিক্কা, কাস, শ্বাস, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কৃমি ও বিষদোষের উপকারক। মধু লঘুপাক বলিয়া শ্লেষ্মনাশক এবং কষায়রস ও পিচ্ছিলতার জন্য বাতপিত্তনাশক। নূতন মধু অল্প শ্লেষ্মজনক ও শরীরের স্থূলতাকারক। পুরাতন অর্থাৎ এক বৎসরের অধিক কালস্থিত মধু ত্রিদোষনাশক, স্থূলতানিবারক ও মলরোধক। অপক্ক মধু বায়ুজনক, শোষণকারক এবং আমবাত, গুল্ম, পিত্ত, দাহ ও কোষবৃদ্ধি রোগের উপশমকারক। পক্ক মধু বল বুদ্ধি বীর্য্য ধৈর্য্য প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক এবং শরীরের জড়তা ও জিহ্বারোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তিকারক। উষ্ণ বা উষ্ণ পদার্থের সহিত মিশ্রিত মধু অপকারক। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষেও মধুপান অপকারজনক। সমান পরিমাণে মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, বিষের ন্যায় অনিষ্ট করে।

যে সকল মক্ষিকা বা অন্য কোন কীট মধু সঞ্চয় করে, তাহাদের ভেদানুসারে মধুরও নামভেদ এবং গুণের পার্থক্য হইয়া থাকে। যথা মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্রক, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দালক; এই আট প্রকার মধুর নাম; নীলবর্ণ মক্ষিকায় যে মধু সঞ্চিত করে, তাহা মাক্ষিক মধু; মাক্ষিক মধু তৈলের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লঘুপাক, রুক্ষ এবং অন্যান্য মধু অপেক্ষা অধিক গুণকারক। ভ্রমর নামক মক্ষিকায় যে মধু সঞ্চিত করে, তাহার নাম ভ্রামর; ইহা শ্বেতবর্ণ এবং অধিক মধুর ও পিচ্ছিল বলিয়া গুরুপাক। ক্ষুদ্রানামক পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে ক্ষৌদ্র মধু কহে; ইহা কপিলবর্ণ (কটা),

শীতল, লঘুপাক ও ত্রিদোষনাশক। পুত্তিকা নামক বড় বড় পিঙ্গলবর্ণ মক্ষিকার সঞ্চিত মধুর নাম পৌত্তিক; ইহা উষ্ণবীর্য্য, বিদাহী, মলভেদক, মত্ততাজনক এবং বায়ু পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক। বোলতার ন্যায় কপিল-বর্ণ মক্ষিকা ছত্রাকার মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যে মধু সঞ্চিত করিয়া রাখে, তাহার নাম ছাত্র মধু; ইহা গুরুপাক, এবং রক্তপিত্ত, ক্রিমি ও শ্বিত্ররোগের উপকারক। অর্ঘ নামক পীতবর্ণ মক্ষিকার সঞ্চিত মধুকে আর্ঘ্য মধু কহে; এই মধু আয়ুর্বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও আমদোষের উপশমকারক। যে কীটে বল্মীক প্রস্তুত করে, তাহাদের সঞ্চিত মধুর নাম ঔদ্দালক মধু; ইহা মধুর-কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ ও বিষদোষের শান্তিকারক। বৃক্ষকোটর-স্থ কীটবিশেষ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে দালক মধু কহে; ইহা রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, এবং মেহ ও বমন রোগের উপকারক। মধুশর্করা অর্থাৎ মধু হইতে যে দানা দানা মিছরীর ন্যায় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, দাহ, বমন ও অতিসার রোগের উপশমকারক।

মধুকর্কটিকা।—(Citrus acida.) মধুর রসযুক্ত একপ্রকার মাতুলুঙ্গ লেবুর নাম মধুকর্কটিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মিষ্টলেবু এবং হিন্দীতে মধুকাকড়ী ও মধুকুট্টি কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রম রোগের হিতকারক। ইহার শিকড় বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগের উপশমকারক।

মধুকুক্কুটিকা।—মধুকুক্কুটিকাও একপ্রকার মাতুলুঙ্গ লেবুর নাম। চলিত কথায় ইহাকে মহুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মাতুলুঙ্গা, সুগন্ধা, গিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, অত্যম্লা, দেবদূতী ও মধুকুক্কুটী। ইহা অম্ল-মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মুখপরিষ্কারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্তনিবারক।

মধুখর্জ্জুরিকা।—মধুখর্জ্জুরিকা এক প্রকার খেজুরের নাম। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে মিষ্টসেন্ধী এবং কর্ণাটে সীহঁ ইঞ্চিলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধুখর্জ্জুরী, মধুরখর্জ্জুরী, মধুখজ্জুরী, মাধ্বী মধুরা, মধুফলিকা, কণ্টকিনী, কোলকর্কটিকা ও মধুকর্কটিকা। ইহা মধুর রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও সন্তাপের নিবারক।

মধুনারিকেল।—বাঙ্গালায় বামন নারিকেল, কোঙ্কনদেশে এর নারিকের এবং বোম্বাইপ্রদেশে মোহা-মারল নামে প্রসিদ্ধ নারিকেলবিশেষের নাম মধু নারিকেল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধুফল, মাক্ষিক ফল, মাধ্বীক ফল, মৃদুফল, দুগ্ধফল, অসিতজ ফল ও বহুকূর্চ্চ। এই নারিকেল মধুররস, শীতল, দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বল-বীর্য্যের বর্দ্ধক, কান্তি-পুষ্টিজনক, অগ্নি-মান্দ্যকারক, আমদোষ ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকারক, ক্রিমিজনক এবং বাতাতি-সার ও ভ্রান্তির নিবারক।

মধুনিষ্পাব।—মধুনিষ্পাবের নামান্তর মুকুট শিম্বী, ইহার বাঙ্গালা নাম মুকুট শিম। মুকুটশিম এক প্রকার শিমের নাম। এই শিম ঈষৎ কষায়রসযুক্ত মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুচিকর, আধ্মানজনক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও বায়ুবর্দ্ধক।

মধুমতী জল।—কাশ্মীরদেশীয় নদীবিশেষের নাম মধুমতী। এই নদীর জল শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু-জনক ও পিত্ত-দাহনাশক।

মধুমস্তক।—মধুমস্তক এক-প্রকার পিষ্টকের নাম, ইহার নামা-ন্তর মধুক্রোড়া। মধ্যে মধুর পুর দিয়া ময়দার পিটে তৈয়ার করিয়া, তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে, এই পিষ্টক প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক।

মধুর রস।—মধুর রসকে বাঙ্গালায় মিষ্ট রস কহে। এই রসে জল ও পৃথিবী এই দুই ভূতের গুণ অধিক থাকে। মধুর রস শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, ধাতুবর্দ্ধক, বল-বর্ণকারক, স্তন্যজনক, পুষ্টিকর, রসায়ন, তৃপ্তিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুবর্দ্ধক, কণ্ঠশোধক, কেশবর্দ্ধক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাত-পিত্ত-নাশক, কফজনক এবং বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষত রোগীর হিতকারক। মধুর রস অতি সেবিত হইলে, জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, অগ্নি-মান্দ্য, প্রমেহ, শ্লেষ্মরোগ, মেদো-রোগ ও শরীরের জড়তা উৎপাদন করে।

মধুর জম্বীর।—এক প্রকার মিষ্ট জামীরের নাম মধুর জম্বীর। মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় ইহাকে সাখর নিম্বু এবং কর্ণাটে কিত্তিলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধুজম্ভ, মধুজম্ভল, রসদ্রাবী, শর্করক ও পিত্তদ্রাবী। ইহা মধুর রস, শীতল, তৃপ্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শ্রান্তিনিবা-রক এবং কফ ও শোথের উপকারক।

মধুরাজালুক।—মিষ্টরস বিশিষ্ট এক প্রকার আলুর নাম মধুরাজালুক। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌ আলু কহে। ইহা মধুর রস, পাকে কটু, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, মলরোধক, রুচিকর, শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক, কফজনক, বাত-পিত্ত-নাশক এবং রক্তপিত্ত শোষ ও পিপাসার শান্তিকারক।

মধুরিকা।—(Foeniculum valgare.F Panmorium.)মধুরিকার বাঙ্গলা নাম মৌরী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মিশী, মিশ্রেয়া, শালেয়, সুপুষ্পিকা, শতপ্রসূনা, বহলা, পুষ্পাহ্বা, শীতশিব, ছত্রা, সালেয়, মিসি, মিসী, মিশি, শতাহ্বা, ঘোষা, পোতিকা, অহিছত্রা, মাধবী, কারবী, শিকা, সঙ্ঘাতপত্রিকা; অবাক্‌পুষ্পী, মঙ্গল্যা, মধুরা, শতপত্রিকা, বনপুষ্পা, ভূরিপুষ্পা, সুগন্ধা, মধুরী, সূক্ষ্মপত্রিকা, মধুরিকা ও অতিচ্ছত্রা। মউরী এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের ফল। পাকের মশালা ও পানের মশালা প্রভৃতিতে মৌরী যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রজনক, দাহনাশক, মুখশোষনিবারক এবং রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার, নেত্রব্রণ ও শ্লেষ্মার হিতকর। মৌরীর জল মধুর রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক, মুখশোষনিবারক এবং গুল্ম, শূল ও আধ্মানরোগের উপকারক। মৌরীর তৈল অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, গুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

মধুবীজপূর।—একপ্রকার ছোলঙ্গ নেবুর নাম মধুবীজপূর। হিন্দীতে ইহাকে মিঠা বিজৌরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধুপর্ণী, মধুবল্লী, মধুকর্কটী, মধুরকর্কটী, মধুরফলা, মহাফলা ও বর্দ্ধমানা। ইহা মধুররস, শীতল, অত্যন্ত গুরুপাক, রুচিকর, পথ্য, ত্রিদোষনাশক ও দাহনিবারক।

মধুশর্করা।—মধুশর্করার বাঙ্গালা নাম সালখণ্ডী। ইহা চিনি হইতে প্রস্তুত এক প্রকার মিষ্ট পদার্থ। মধুশর্করা অত্যন্ত মধুর রস, চক্ষুর হিতকর এবং কফ, কুষ্ঠ, ব্রণ, বমন, শ্বাস, হিক্কা ও রক্তপিত্তরোগের হিতকারক। মধুশর্করা শব্দে মধুর চিনিও বুঝায়। মধুর চিনি মধুর-কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, কফ-পিত্তনাশক, রক্তস্রাবাদির নিবারণকারক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও অতিসার রোগের উপকারক।

মধুশিগ্রু।—লাল সজিনা গাছের

নাম মধুশিগ্রু। ইহা কটু-তিক্ত রস, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক ও শোথনাশক।

মধূক।—(Bassia latifolia.) মধুক একপ্রকার ফলবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মৌল, হিন্দীতে মহুয়া ও বন মহুয়া, তামেলীতে কট-ইলুপি, তেলেগুভাষায় পিপ্পা এবং বোম্বাইপ্রদেশে মোহা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গুড়পুষ্প, মধুদ্রুম, বানপ্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধুক, মধু, মধুপুষ্প, মধুস্রব, মধুসার, মধ্বল, মধুবৃক্ষ, রোধ্র-পুষ্প ও মাধব। মৌল গাছেরছাল রক্তপিত্তনাশক এবং ক্ষত স্থানের শোধক ও রোপণকারক। মৌলের ফুল মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, বিদাহজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। মৌল ফল মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, শুক্র-বর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, রক্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগের উপ-শমকারক। মৌলবীজের মজ্জা ফলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। মৌলবীজের তৈল সন্তর্পণকারক, পুষ্টিজনক ও অহৃদ্য।

মধূকসুরা।—মধূকসুরাকে বাঙ্গালায় মউয়ার মদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধ্বাসব, মাধবক-মধু ও মাধ্বীক। মৌলফুল হইতে এই সুরা প্রস্তুত হয়। ইহা কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলভেদক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও শিরো-রোগের উপশমকারক।

মধূচ্ছিষ্ট।—মধূচ্ছিষ্টের সংস্কৃত নামান্তর মধুসিক্থক ও মধূত্থ। বাঙ্গা-লায় ও হিন্দীতে ইহাকে মোম, তেলেগুভাষায় মৈনম এবং তামেলীতে মঝুকু কহে। মোম স্নিগ্ধ ও ক্ষত-রোগের উপকারক।

মধূলিকা।—মধূলী নামক গোধূম হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম মধূলিকা। মধূলিকা-মদ্য গুরুপাক, মল-মূত্ররোধক এবং শ্লেষ্মজনক।

মধূলী।—মধ্যদেশজাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোধূমবিশেষের নাম মধূলী। এই গম মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, লঘু-পাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্ত-নাশক।

মনঃশিলা।—(Realger.) মনঃ-শিলাকে বাঙ্গালায় মনছাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুনটী, মনোজ্ঞা, নাগজিহ্বিকা, মনঃশিল, নৈপালী, শিলা, কুলটী, মনোহ্বা, নেপালিকা, মনোগুপ্তা, কল্যাণিকা, রোগশিলা, নাগমাতা, রসনেত্রিকা, গোলা ও দিব্যৌষধি। মনঃশিলা খনিজ পদার্থ এবং উপরসজাতীয়। ইহা কটু-

তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, সারক, বমনকারক, বলকর, স্নিগ্ধ এবং শ্বাস, কাস, কফ, রক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক। কিন্তু অশোধিত মনঃশিলা ব্যবহারে বলের হানি হয় এবং মলরোধ, মূত্ররোধ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহা শোধিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জয়ন্তীপাতার কাথে, ভৃঙ্গরাজের রসে এবং ছাগমূত্রের সহিত এক এক দিন দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া, অগস্ত্যপত্রের অর্থাৎ বকফুলের পাতার রস ও আদার রসের সাত দিন করিয়া ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হয়। কেবল ছাগমূত্রের সহিত তিন দিন দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া, ৭ দিন ছাগমূত্রের ভাবনা দিলেও মনঃশিলা শোধিত হইয়া থাকে।

মন্থ।—ঘৃতমিশ্রিত শক্তু (ছাতু) অধিক পাতলা বা অধিক ঘন না হয় এরূপ ভাবে জলে গুলিয়া লইলে, তাহাকে মন্থ কহে। মন্থ সদ্যোবলকারক এবং পিপাসা ও শ্রান্তির নিবারক।

মন্থানক।—মন্থানক একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দৃঢ়মূল, হরিত ও তৃণাভিদ্রূপ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে মারবেল্লী ও কর্ণাটে মারবল্লী কহে। এই তৃণ মধুররস, স্নিগ্ধ, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক এবং ধেনুগণের প্রিয়খাদ্য।

মন্দার।—(Erythrina Indica.) মন্দার একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে পালুতেমাঁদার কহে। ইহার অপর সংস্কৃত নাম পারিভদ্র। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, অরুচিনিবারক, পথ্য এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, শোথ, মেদোদোষ ও ক্রিমিরোগের উপকারক। ইহার ফুল পিত্তরোগ ও কর্ণরোগের উপশমকারক। ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে সন্ধিস্থানের বাত প্রশমিত হয়।

ময়ূর।—ময়ূর একপ্রকার পক্ষীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শিখী, বর্হী, নীলকণ্ঠ, শিখণ্ডী প্রভৃতি। ময়ূরের মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রজনক, মাংসবর্দ্ধক, বর্ণকারক, স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক এবং বায়ুরোগ, কর্ণরোগ ও নেত্ররোগের উপকারক। ময়ূরের ডিম্ব মধুররস, সদ্যোবলকারক এবং শুক্রক্ষয়, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগের বিশেষ উপকারক। হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে ময়ূরের মাংস ভোজন

করা উচিত ; গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎকালে ভোজন করিলে, বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ময়ূরের মাংস এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া খাইলে, তাহা বিষের ন্যায় অপকার করে।

ময়ূরশিখা।—(Colosia cristata.) ময়ূরশিখা একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল মোরগফুল, মহারাষ্ট্রদেশে ময়ুরশিখা, কর্ণাটে হোরেয়ন্থুব এবং তেলেগুভাষায় ময়ুরশিখিয়নে ক্ষুপবিশেষমু কহে। কেহ কেহ ময়ুরশিখাকে নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ বলেন। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় ময়ূবচূড়া, বর্হিচূড়া, শিখিনী, শিখালু, সুশিখা, শিখাবলা ও কেকিশিখা। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, বশীকরণে প্রশস্ত এবং অতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র ও শিশুদিগের গ্রহাবেশ প্রভৃতির শান্তিকারক।

মরকত মণি।—হরিদ্বর্ণ অর্থাৎ সবুজ রঙ্গের মণিবিশেষের নাম মরকতমণি। ইহার সংস্কৃত নামান্তর হরিণ্মণি, গারুত্মক মণি, অশ্মগর্ভ, গরুড়াশ্ম, মরক্ত, রাজনীল, গরুড়াঙ্কিত, গারুড়, রৌহিণেয়, সৌপর্ণ, গরুড়োদ্গীর্ণ, বুধরত্ন, অশ্মগর্ভজ, গরলারি, বাপবোল, বাপ্রবোল ও গরুড়োত্তীর্ণ। এই মণি মধুর রস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টিজনক এবং আমদোষ, পিত্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশের উপকারক।

মরিচ।—(Piper nigrum) Black pepper মরিচ কটুরসবিশিষ্ট একপ্রকার ক্ষুদ্র ফল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উষণ, পবিত, কোল, বল্লীজ, শ্যাম, উষণ, কোলক, বরিষ্ঠ, যবনেষ্ট, বৃত্তফল, শাকাঙ্গ, যবনপ্রিয়, বেণুজ, বেণুন, ধর্ম্মপত্তন, কটুক, শিরোবৃত্ত, বার, কফবিরোধী, মৃষ্ট সর্ব্বহিত, কৃষ্ণ, বেল্লজ ও শুদ্ধ। বাঙ্গালায় ইহাকে মরিচ বা গোলমরিচ, হিন্দীতে মিরী ও কালামরিচ, তেলেগুভাষায় মিরিয়লু, তামেলীতে মিলগু, মহারাষ্ট্রদেশে মরিচ এবং কর্ণাটে মেণসু কহে। মরিচ কটুরস, নাতি শীতোষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং শ্বাস, শূল, হৃদ্রোগ, বিষদোষ ও ভূতাবেশের নিবারণকারক। কাঁচা গোলমরিচ কটু তিক্তরস, মধুরপাকী, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, শ্লেষ্মস্রাবকারক এবং অপিত্তবর্দ্ধক অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক নহে।

মরুবক।—(Ocymum caryophyllatum.) তুলসীজাতীয় একপ্রকার

সুগন্ধি ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম মরুবক। ইহার চলিত নাম মরুবা। বাঙ্গালায় ইহাকে মরুয়াফুলের গাছ বা গন্ধতুলসী কহে। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে মরুবক দুই প্রকার; তন্মধ্যে শ্বেত মরুবকই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। ইহা কটু-তিক্তরস, কটুপাকী, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, আধ্মান, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য ও ত্বগ্‌দোষের উপশমকারক।

মর্দ্দন।—গাত্র মর্দ্দন করিলে অর্থাৎ গা টিপিলে, শ্রান্তির নিবারণ হয়, কফ-বায়ুর উপশম হয়, শুক্রের বৃদ্ধি হয় এবং রক্ত মাংস ও ত্বকের প্রসন্নতা হইয়া থাকে।

মলান্ত।—মলান্ত একপ্রকার বৃক্ষের নাম, ইহার সংস্কৃত নামান্তর অন্তমল, পূতি, অন্তপর্ণ ও রোমশ। ইহা বমন-কারক, ঘর্ম্মজনক এবং কফনিঃসারক।

মলাপহা।—দাক্ষিণাত্যদেশীয় একটি নদীর নাম মলাপহা। এই নদীর জল স্বাদু, কান্তিজনক, শরীরের জড়তাকারক এবং পিত্ত ও রক্তের প্রকোপকারক।

মল্লিকা।—(Jasminum sambac.) মল্লিকা একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মল্লিকা বা বেল ফুল, মহারাষ্ট্রদেশে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লি মল্লিগে এবং তেলেগুভাষায় মল্লেচেট্টু কহে। মল্লিকার সংস্কৃত নামান্তর শতভীরু, শীতভীরু, ভদ্রবল্লী, গিরিজা ভূপদী, চন্দ্রিকা, সিতা, মদয়ন্তী, এবং মোদিনী। মল্লিকাফুলের গাছ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং বায়ু, পিত্ত, কফ মুখরোগ, চক্ষুরোগ, ব্রণ, কুষ্ঠ, অরুচি ও বিষদোষের উপকারক।

মসূর।—(Vicia lens or, Ervum lens, Syn, Cicer lens, Lentil.) কলায়বিশেষের নাম মসূর। বাঙ্গালায় ইহাকে মসুরি, হিন্দীতে মসূর, মহারাষ্ট্রদেশে চণই, কর্ণাটে চণগি, তেলেগুভাষায় চিরিশনমলু ও মিসুর পপ্পু এবং তামেলীতে মিসুর পুরপুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়-মঙ্গল্যক, মসুর, ব্রীহিকাঞ্চন, গভোলিক, তাম্বুলরাগ, লাসক, মসুরা, মসূরা, রাগদালি, মঙ্গলা, পৃথুবীজক, শূর, কল্যাণবীজ, গুড়বীজ, ও মসূরক। মসূর মধুররস, শীতল, রুক্ষ, শোষণকারক, মলরোধক, বায়ুজনক, শূল গুল্ম ও গ্রহণীরোগের বৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত রক্ত জর ও

মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের হিতকারক। মসূরের যূষ মধুর রস, পুষ্টিকর, মলরোধক এবং প্রমেহনাশক। ভাজামসূরের দাইল (সূপ) মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বর্ণকারক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত ও বিষমজ্বরের উপকারক।

মস্তু।—দধির মাৎ অর্থাৎ দধির জলের নাম মস্তু। দধিতে দ্বিগুণ জল দিয়া ঘোল প্রস্তুত করিলে, তাহাকেও মস্তু কহে। মস্তু অম্ল-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুচিকর, পাচক, লঘুপাক, বলকারক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, স্রোতঃশুদ্ধিকারক, এবং কফ, বায়ু, তৃষ্ণা, উদর, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, শূল, বিষ্টম্ভ, গুল্ম, শ্বাস ও মলরোধের শান্তিকারক।

মহাকরঞ্জ।—মহাকরঞ্জের সংস্কৃত নামান্তর ষড়্‌গ্রন্থা, উদকীর্ণ, হস্তিকরঞ্জ, হস্তিচারিণী, বিষঘ্নী, কাকঘ্নী, মদহস্তিনী, শার্ঙ্গষ্টা, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোহণক, সুমনা, কাকভাণ্ডী ও মধুমত্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে ডহর করঞ্জ কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ এবং কণ্ডু, বিচর্চ্চিকা, ব্রণ, কুষ্ঠ, ত্বগ্দোষ ও বিষদোষের উপকারক।

মহাকাল।—Citrulius colocynthis or Yrichosanes Palmata.) মহাকাল একপ্রকার লতাফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকমর্দ্দ, উরুকাল, কিম্পাক, অলঙ্গ, ঘোষকাকৃতি, দালা, দেবদালিকা ও দালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাকাল, হিন্দীতে লাল ইন্দ্রায়ন, তেলেগুভাষায় অবগুড়পণ্ডু ও এটিপুচ্চ, তামেলীতে পেয়কোমতি এবং বোম্বাইপ্রদেশে কৌণ্ডল কহে। ইহা তিক্তরস ও বিরেচক। ইহার ধূম পান করিলে শ্বাসরোগ নষ্ট হয় এবং ইহার ফল নারিকেল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে নাসাক্ষত ও কর্ণক্ষতের উপশম হয়।

মহাকোশাতকী।—(Laffu aegyptiaca, Syn, L, Pentandra,) মহাকোশাতকীর নামান্তর হস্তিকোষাতকী। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল, হিন্দীতে নেনুয়া, তেলেগুভাষায় এনুগবীর ও উৎকলে তরড়ী কহে। ইহা স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও রক্তপিত্তের উপকারক।

মহাগোধূম।—মহাগোধূমকে বাঙ্গালায় বড়গোম কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, সারক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, আয়ুর্বর্দ্ধক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, বর্ণবর্দ্ধক,

শুক্রজনক, কফকারক এবং বাত-পিত্তনাশক।

মহাঘৃত।—একশত এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। ইহা বায়ুনাশক, কফনিবারক, বলকারক এবং তিমিররোগ ও সর্ব্ববিধ ভূতাবেশের উপকারক।

মহাচঞ্চু।—মহাচঞ্চু একপ্রকার শাকের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর স্থূলচঞ্চু, সুচঞ্চুক, দীর্ঘপত্রী ও দিব্য-গন্ধা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় চেঁচকো কহে। এই শাক কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, মলশোধক, রসায়ন এবং গুল্ম, শূল, উদর, অর্শঃ ও বিষদোষের হিতকারক।

মহাজম্বীর।—বড় জামীর-বিশেষের নাম মহাজম্বীর। বাঙ্গালায় ইহাকে করুণা লেবু এবং হিন্দীতে বড়নিমু কহে। মহাজম্বীর অম্লরস, পাচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর, মুখপরিষ্কারক এবং বায়ু ও ক্রিমি-রোগের উপকারক। ইহার ছাল অগ্নিবৰ্দ্ধক ও বায়ুনাশক। এই জম্বী-রের রসযুক্ত যূষ উদরাময়নাশক এবং রক্তাতিসার ও পামারোগের হিতকর। ইহার বীজের তৈল বায়ুনাশক।

মহাজম্বু।—মহাজম্বুর সংস্কৃত নামান্তর রাজজম্বু, ফলেন্দ্র, মহাফলা, স্বর্ণমাতা ও পিকপ্রিয়া। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়জাম কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক, স্বরবৰ্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, শোষনাশক, মলভেদক, ভ্রমজনক এবং শ্বাস, কাস ও কফের শান্তিকারক।

মহাজ্যোতিষ্মতী।—মহা-জ্যোতিষ্মতী একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর তেজোবতী, অগ্নিদীপ্তা, অগ্নিফলা, সুবর্ণনকুলী, কঙ্গুনী ও কনকপ্রভা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় লতাফট্‌কী এবং হিন্দীতে বড়ামালকাঙ্গনী কহে। ইহা অত্যন্ত তিক্ত ও কিঞ্চিৎ কটুরস, রুক্ষ, দাহ-কারক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, মেধাজনক এবং বাত-কফনাশক।

মহাদ্রোণী।—মহাদ্রোণী দ্রোণ-পুষ্পবিশেষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর দেবদ্রোণা, দিব্যপুষ্পা, কাঞ্চী, দেবী ও দেবকুরুম্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় ঘলঘষিয়া, হিন্দীতে বড়ী দ্রোণ-পুষ্পী, মহারাষ্ট্রদেশে দেবকুম্বা এবং কর্ণাটে দেবতুম্বে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, মেধাজনক, কফনাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, বাতব্যাধি ও ভূতাবেশের উপশমকারক। পারদশোধনার্থ ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহানিম্ব।—Melia azendarach. Syn. Melia Sempervirens or Melia azendarach.) The Persian Lilac. মহানিম্ব একপ্রকার নিমের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মহানিম, ঘোড়ানিম ও বননিম, হিন্দীতে বকাইন, মহারাষ্ট্রদেশে ডোঁরাচা নিম্বাচা ঝাড়, তেলেগুভাষায় গঙ্গরাবিচেট্টু, পেদ্দবেপচেট্টু, তুরকবেপ ও কণ্ডবেপ; দাক্ষিণাত্যদেশে গৌরিনিম এবং তামেলীতে মলাইবেম্বু বা বেপ কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কৈটর্য্য, পার্ব্বত, পবনেষ্ট, মহাতিক্ত ও হিমদ্রুম। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল এবং রক্ত, দাহ, কফ ও বিষমজ্বরের উপকারক। ইহার গাছের ছাল অতিতিক্ত এবং অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে মত্ততাজনক। ইহার পত্র কুষ্ঠনাশক। পুষ্প শিরঃশূলের উপকারক। মহানিম্বের পত্র ও ফল বিষাক্ত।

মহাপারেবত।—মহাপারেবত একপ্রকার ফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর স্বর্ণপারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক ও দ্বীপখর্জ্জুর। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যজনক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকর ও বাতজ্বরনাশক।

মহাপিণ্ডীতক।—মহাপিণ্ডীতক একপ্রকার মদনফলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মহামদন ও বারাহ। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়ময়না বা কালময়না, মহারাষ্ট্রদেশে থোরমেনাহল এবং বোম্বাইপ্রদেশে গেল কহে। এই মদনফল কটু-তিক্তরস, বমনকারক, পক্বাশয়শোধক এবং কফ ও হৃদ্রোগের উপকারক।

মহাপিণ্ডীতরু।—মহাপিণ্ডীতরু একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শ্বেতপিণ্ডীতরু, করহাট, ক্ষুব, শর ও শস্ত্রকোষতরু। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পেঁড়িরা এবং কর্ণাটে ওঁদয়মারুবমরনু কহে। ইহা কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং রক্তদোষ ও চর্ম্মরোগের উপশমকারক।

মহাপীলু।—বড় পীলুফলকে মহাপীলু কহে। ইহার অপর নাম রাজপীলু, মধুপীলু ও মহাফল। বড় পীলু মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং আমদোষ ও বিষদোষের হিতকর।

মহাভরী।—(Cuscuta zerumbet.) মহাভরী একপ্রকার বচের নাম। ইহা মহাভরী বচ ও কুলিঞ্জন বচ নামে প্রসিদ্ধ। এই বচ দুই প্রকার, এক-

প্রকার সুগন্ধি এবং অন্য প্রকার উগ্রগন্ধি। উগ্রগন্ধি অপেক্ষা সুগন্ধি হীনগুণ। উগ্রগন্ধি মহাভরী কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, স্বরবর্দ্ধক, কফনাশক, কাসনিবারক এবং হৃদয় কণ্ঠ ও মুখের শুদ্ধিকারক।

মহামেদা।—মহামেদা একপ্রকার লতার কন্দের নাম। ইহার আকার সাদা আদার ন্যায়। মোরঙ্গদেশ ইহার উৎপত্তি স্থান। মহামেদা সর্ব্বত্রই মহামেদা নামে প্রসিদ্ধ; কেবল তেলেগুভাষায় ইহাকে মহামেদয়নে চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সুরমেদা, দেবগন্ধা, দেবমণি, মহাচ্ছিদ্রা, বৃক্ষারূহা ও দিব্যা। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, স্তন্যজনক, কফকর এবং পিত্ত, দাহ ও বাতজ্বরের উপকারক। মহামেদা এখন দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য ঔষধাদিতে মহামেদার পরিবর্ত্তে অনন্তমূল ব্যবহার করিবার উপদেশ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রী।—মহারাষ্ট্রী একপ্রকার শাকের নাম; ইহার নামান্তর জলপিপ্পলী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁচড়া ও পানসগা; দেশভেদে মারাটী এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে পিপ্পলক, হোমগুলু ও পণিসঙ্গা কহে। ইহা কটু-কষায় রস, তীক্ষ্ণ, মুখপরিষ্কারক, এবং বায়ু, কফ, ব্রণ ও কীটাদি দোষের হানিকারক। পারদের দোষ শোধন জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মহার্দ্রক।—মহার্দ্রকের নামান্তর বনার্দ্রক ও স্থূলার্দ্রক। বাঙ্গালায় ইহাকে মহাদা ও বন-আদা কহে। ইহা কটুরস, কফ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক এবং অর্শোরোগের উপকারক।

মহাশণপুষ্পী।—মহাশণপুষ্পী একপ্রকার ফুলগাছের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আতুশীফুলের গাছ, মহারাষ্ট্রদেশে সাঙ্গীকিলিহিলা, কর্ণাটে পাঢ়রী কিলিহিলা এবং হিন্দীতে ফুংফুণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্বেতপুষ্পী, মহাশ্বেতা, মহাশ্বেতঘণ্টী ও বৃত্তপর্ণী। ইহা কষায় রস ও উষ্ণবীর্য্য। পারদশোধনে এবং স্তম্ভনমোহনাদি কার্য্যে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

মহাশতাবরী।—বড় শতমূলী অর্থাৎ সহস্রমূলী শতমূলীর নাম মহাশতাবরী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শতবীর্য্যা, সহস্রবীর্য্যা, সুরসা, বহুপুত্রিকা, ঋষ্যপ্রোক্তা, মহোদরী ও মহাপুরুষদন্তিকা। হিন্দীতে ইহাকে কঙ্গহীমূল কহে। এই শতমূলী মধুর-তিক্ত রস,

শীতল, মেধাবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক, রসায়ন, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং অর্শঃ গ্রহণী ও চক্ষুরোগের উপশমকারক।

মহাশালি।—মোটা ধানের নাম মহাশালি। মোটা ধানের ভাত গুরুপাক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং চক্ষুরোগের হিতকর।

মহাশ্রাবণী।—মহাশ্রাবণী এক-প্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মহামুণ্ডী, ক্রোড়চূড়া, পলঙ্কষা, অলম্বুষা, কদম্বপুষ্পী, লোচনী ও বৃদ্ধা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় থুল-কুড়ী ও গোরক্ষমুণ্ডী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত রস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, রসায়ন এবং মেহ, প্লীহা, অপস্মার, মেদোদোষ, শ্লীপদ, গলগণ্ড, পাণ্ডু, ক্রিমি, অর্শঃ ও যোনি-রোগের শান্তিকারক।

মহাসফর মৎস্য।—মহা-সফরকে বাঙ্গালায় বড় পুঁটী বা সরল পুঁটী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত রস, শীতল, রুচিকর, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফপিত্তনাশক।

মহাসমঙ্গা।—মহাসমঙ্গা এক-প্রকার বেড়েলাজাতীয় বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ওদনিকা, বৃক্ষা, রুহা, বৃদ্ধবলা, শীতবলা, ব্যালজিহ্বা ও খিরহিট্টী। হিন্দীতে ইহাকে কগা-হিয়া ও খিরিহিটিয়া এবং বোম্বাই-প্রদেশে পোরচিকণাভেদ্র কহে। ইহা মধুরাম্ল রস, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর ও দাতরোগের উপকারক।

মহিষকন্দ।—মহিষকন্দ এক-প্রকার আলুর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শুভ্রালু ও শুক্লকন্দ। এই আলু কটুরস, রুচিকর, মুখের জড়তা-নাশক এবং কফজনিত ও বায়ুজনিত রোগের উপকারক। কৃষ্ণবর্ণ মহিষ-কন্দ সিদ্ধিপ্রদ।

মহিষমৎস্য।—কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ-কায়, বলবান্ ও বড় বড় আঁইসবিশিষ্ট মৎস্যবিশেষের নাম মহিষমৎস্য। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক এবং বল-বীর্য্যকারক।

মহিষমাংস।—মহিষ এক-প্রকার পশুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মহিষ, হিন্দীতে ভৈঁস এবং তেলেগু-ভাষায় ডুন্নপোতু কহে। গ্রাম্য ও বন্য ভেদে মহিষ দুই প্রকার। গ্রাম্য মহিষের মাংস গুরুপাক, স্নিগ্ধ ও পিত্ত-নাশক। বন্য মহিষের মাংস অপেক্ষা-কৃত কিঞ্চিৎ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বলকারক। সাধারণতঃ উভয় মহিষের মাংসই মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সন্তর্পণ, বলকারক, শরীরের দৃঢ়তাকারক, শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধি-কারক এবং বায়ুনাশক।

মহিষবল্লী।—সোমলতার ন্যায় একপ্রকার লতাবিশেষের নাম মহিষবল্লী। হিন্দীতে ইহাকে ছিরহিট্টী মহারাষ্ট্রদেশে মহিষবেলি এবং কর্ণাটে গ্রাম্যবল্লী কহে। ইহা মধুর-কটু রস, রসায়ন এবং ত্রিদোষনাশক।

মহিষীদুগ্ধ।—মহিষীর দুগ্ধ মধুররস, পিচ্ছিল, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফকারক, নিদ্রা-তন্দ্রার বৃদ্ধিকারক, শ্রান্তিনিবারক এবং রক্ত, পিত্ত ও দাহের উপশমকারক। মহিষী দুগ্ধের দধি মধুর-অম্ল-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বাতপিত্ত-প্রকোপক, রক্তদোষজনক, নিদ্রাকারক ও রক্তামাশয় রোগের শান্তিকারক। মহিষী দুগ্ধের তক্র (ঘোল) কফজনক, শোথকারক এবং প্লীহা, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ ও অতিসারের উপকারক। মহিষীদুগ্ধের নবনীত অর্থাৎ মাখন মধুর-কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং স্তনরোগের স্থিরতাকারক। মহিষী-দুগ্ধের ঘৃত মধুররস, শীতল, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, কান্তিজনক, অগ্নির উদ্দীপক, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং অর্শঃ ও গ্রহণীরোগের হিতকর।

মহিষীমূত্র।—মহিষীর মূত্র কটু-তিক্ত-কষায়রস, মলভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রকোপক এবং পাণ্ডু, উদর, শূল, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

মহীনদী জল।—মালবদেশ-প্রসিদ্ধ একটী নদীর নাম মহী। এই নদীর জল মধুররস, গুরুপাক, বলকারক ও পিত্তনাশক।

মহেন্দ্রকদলী।—একপ্রকার বুনো কলার নাম মহেন্দ্র কদলী। ইহা মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু পিত্ত ও প্রদররোগের উপকারক।

মহেন্দ্রবারুণী।—বড় ইন্দ্রবারুণী অর্থাৎ মাখালশশাবিশেষের নাম মহেন্দ্রবারুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় মাকাল, মহারাষ্ট্রদেশে বড়িল ইন্দ্রবারুণী এবং কর্ণাটে হিরিয় হামেকে কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক এবং শ্লীপদ (গোদ) ও কণ্ঠরোগের হিতকর।

মাংস।—জীবশরীরের তৃতীয় ধাতুর নাম মাংস; রক্ত পরিপক্ক হইয়া মাংসরূপে পরিণত হয়। প্রত্যেক জীবের মাংসের গুণ ভিন্ন ভিন্ন; তথাপি মাংসমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। সাধারণতঃ সকল মাংসই মধুর রস, মধুরবিপাক,

গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক। অতি শিশু, বৃদ্ধ, স্বয়ং মৃত, কৃশ, রোগগ্রস্ত ও বিষাদিদ্বারা হত জীবের মাংস এবং পূতিমাংস নিতান্ত অপকারক। সদ্যোহত জীবের মাংস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারক। সকল জীবেরই পুরুষদিগের পরার্দ্ধ এবং স্ত্রীদিগের পূর্ব্বার্দ্ধ অবয়বের মাংস লঘুপাক এবং মধ্য অবয়ব সকলেরই গুরুপাক। কিন্তু পক্ষিদিগের মধ্য অবয়ব লঘুপাক এবং বক্ষঃস্থল ও গ্রীবা গুরুপাক। একজাতীয় জীবের মধ্যে যে সকল জীব বৃহৎশরীর, তাহাদের মধ্যে, ক্ষুদ্রকায়ের মাংস উৎকৃষ্ট এবং যে সকল জীব ক্ষুদ্রশরীর, তাহাদের মধ্যে পরিপুষ্ট দেহের মাংস উৎকৃষ্ট। তৈলসিদ্ধ মাংস মধুর-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তজনক এবং দৃষ্টির হানিকারক। ঘৃতসিদ্ধ মাংস মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পুষ্টিকর, সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক, দৃষ্টিবর্দ্ধক এবং মুখশোষের উপশমকারক।

মাংসরস।—মাংসরসকে বাঙ্গালায় মাংসের ঝোল কহে। যদিও ইহা নানাপ্রকার প্রস্তুত হইয়া থাকে, তথাপি প্রায় সকলগুলিরই গুণ একরূপ, কেবল পাকবিশেষানুসারে কোন মাংসরস গুরুপাক, কোন মাংসরস অপেক্ষাকৃত অল্প গুরুপাক এবং কোন মাংসরস লঘুপাক হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সকল মাংসরসই রুচিকর, প্রীতিজনক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্মৃতি ও ওজঃপদার্থের বৃদ্ধিকারক, শ্রান্তিনিবারক, স্বরপরিষ্কারক, বাত-পিত্তনাশক এবং বাতব্যাধি, ক্ষয়রোগ, শ্বাস, কাস, ভগ্ন, ব্রণ, বিষমজ্বর ও চক্ষুরোগের উপকারক।

মাংসরোহিণী।—মাংসরোহিণী একপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্যের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অগ্নিকণা, চর্ম্মকষা ও বিকষা। ইহা কষায় রস, শীতল, সারক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কণ্ঠশোধক, ক্রিমিনাশক, ত্রিদোষের বিশেষতঃ বায়ুর শান্তিকারক।

মাংসশৃঙ্গাটক।—মাংসকৃত একপ্রকার খাদ্যের নাম মাংসশৃঙ্গাটক। মাংসের ছোট ছোট খণ্ড করিয়া, জল এবং লবণ, আদা, হিং, লবঙ্গ, জীরা, এলাচ, ধনে ও লেবুর রস প্রভৃতি মশালার সহিত পাক করিবে, পরে ঐ মাংস ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। ইহাকেই মাংসশৃঙ্গাটক কহে। ইহা গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক এবং বাত-পিত্ত-কফনিবারক।

মাংসৌদন।—মাংসের সহিত ভাত পাক করিলে, তাহাকে মাংসৌদন কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে 'পোলাও' বলা যায়। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং সমুদায় ধাতুর বৃদ্ধিকারক।

মাকন্দী।—মাকন্দী একপ্রকার শাকের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বহুমূলী, গন্ধমুলিকা ও মাদিনী। হিন্দীতে ইহাকে মাদ্রানী ও মাঙ্গনী, মহারাষ্ট্রদেশে মাম্নিনী এবং কর্ণাটে মাগিনী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ বায়ুজনক ও পথ্য।

মাচিকা।—মাচিকা একপ্রকার বৃক্ষের নাম। হিন্দীতে ইহাকে মোইয়া কহে। ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল, লঘুপাক, এবং পক্কাতীসার, পিত্ত, রক্ত, কফ ও কণ্ঠরোগের উপকারক।

মাড়দ্রুম।—কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার বৃক্ষের নাম মাড়দ্রুম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ধ্বজবৃক্ষ, বিতানক ও মদ্যদ্রুম। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে ভেলীমাড়, মহারাষ্ট্রদেশে মাড়, কর্ণাটে বৈনো এবং কোঙ্কণদেশে জির্কতুগু কহে। ইহা কষায়াম্লরস, শীতল, মত্ততাজনক, শ্রান্তিনিবারক, পিপাসানাশক, রুচিকর, দাহজনক ও বাতপিত্ত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

মাণক।—(Arum Indicum.) মাণক একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র, বিস্তীর্ণপর্ণ ও স্থলপদ্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে মানকচু এবং হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে মাণকন্দ কহে। ইহা শীতল, লঘুপাক, রক্তপিত্ত-নাশক এবং শোথনিবারক।

মাণিক্য।—রক্তবর্ণ রত্নবিশেষের নাম মাণিক্য। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শোণরত্ন, বত্নরাট্ ও পদ্মরাগ। বাঙ্গালায় ইহাকে মাণিক কহে। মাণিক্য মধুর রস, স্নিগ্ধ, রসায়ন ও বাত-পিত্তনাশক। শোধনমারণ না করিয়া ইহা ঔষধাদিতে ব্যবহার করিলে অপকার হয়। কোনও অম্লরসের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিলে মাণিক্য শোধিত হয়, পরে গজপুটে পোড়াইয়া লইলেই মারিত হইয়া থাকে।

মাতুলুঙ্গ।—(Citrus medica.) মাতুলুঙ্গ একপ্রকার লেবুর নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বীজপূর, ফলপূর, অম্লকেশর ও ছোলঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোলঙ্গলেবু বা টাবালেবু, হিন্দীতে বিজোরা, মহারাষ্ট্রদেশে মাহলিঙ্গ, কর্ণাটে মাদল্পা, তেলেগুভাষায় মাদোফলপুচেট্টু এবং উৎকলদেশে

কলম্বা কহে। মাতুলুঙ্গের গাছ কফ-বাতনাশক, রক্তদুষ্টি ও পিত্তের বৃদ্ধি-কারক এবং ক্রিমি, শূল ও উদর-রোগের উপকারক। মাতুলুঙ্গের কাঁচা ফল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্তের বৃদ্ধিকারক। পাকা ফল অম্ল-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বল-কারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক, কণ্ঠ-শোধক এবং অজীর্ণ, শূল, মলাদির বিবন্ধ, বায়ু, কফ, কাস, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, বমি, হৃদ্রোগ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, উদরাধ্মান, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্যের শান্তিকারক। ফলের খোষা তিক্ত-রস, দুর্জ্জর এবং বায়ু কফ ও ক্রিমির উপকারক। ইহার কেশর লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, এবং গুল্ম, শূল, উদরী ও অর্শোরোগের হিতকারক। পুষ্প লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও মলাদির বিবন্ধের উপ-কারক। বীজ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, গর্ভজনক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও ক্রিমি-রোগের হিতকর।

মাধবীলতা।—(Hiptage Madhabiluta.) মাধবীলতা এক-প্রকার পুষ্পলতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অতিমুক্ত, পুণ্ড্রক, বাসন্তী, চন্দ্রবল্লী ও ভদ্রলতা। বাঙ্গা-লায় ইহাকে মাধবীলতা, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে গুরুবিন্দ, মাধবী ও ইন্দ্র-গোচে এবং তেলেগুভাষায় মাধব-তোগে ও পুব্বুল গুরিবিন্দ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, মদগন্ধি, শীতল, লঘুপাক এবং দাহ, শোষ, কাস, ব্রণ ও ত্রিদোষ বিশেষতঃ পিত্তের হিতকর।

মাধ্বীকী।—মৌলফুলের মদের নাম মাধ্বীকী। ইহা মধুর রস, মত্ততা-জনক, বলকারক, পুষ্টিকর ও কাম-বর্দ্ধক।

মাধ্বী।—মধু হইতে যে মদ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহার নাম মাধ্বী। ইহা মধুর রস, নাতিশীতোষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং পাণ্ডু, কামলা, গুল্ম, অর্শঃ ও মেহরোগের উপকারক।

মাধ্বীক।—(Port.) দ্রাক্ষা হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে মাধ্বীক কহে। ইহা মধুরাম্ল রস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সারক এবং বায়ুরোগ, পিত্তরোগ, আমবাত, অতিসার, গ্রহণী, শূল, আনাহ, বমন, শ্বাস ও অর্শোরোগের উপশমকারক।

মানুষীদুগ্ধ।—মানুষের দুধ মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, পুষ্টি-

জনক, স্নিগ্ধতাকারক, সন্তর্পণ এবং পিত্ত, রক্ত ও নেত্ররোগের হিতকারক। মানুষের দুধের দই অম্ল-মধুর রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, সন্তর্পণ, বলকারক, চক্ষুর হিতকর এবং গ্রহদোষনাশক। মানুষের দুধের ঘৃত মধুর রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর উপকারক এবং কফ, বায়ু, যোনিদোষ, বিষদোষ ও অন্যান্য বহুবিধ রোগের উপকারক।

মায়াফল।—মায়াফলকে বাঙ্গালায় মাইফল বা মাজুফল কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কেশের কৃষ্ণতাকারক এবং শিথিলস্থানের সঙ্কোচকারক।

মারিশ।—মারিশ একপ্রকার শাকের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঁটানটে, হিন্দীতে নবড়া ও উৎকলদেশে নেউটাশাক কহে। মারিষ শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতমারিষ মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বাত-শ্লেষ্মজনক এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত, বিষমাগ্নি ও রক্তস্রাবের শান্তিকারক।

মার্কণ্ডী।—মার্কণ্ডী একপ্রকার কাঁকরোলের নাম। হিন্দীতে ইহাকে ভুঁইখখসা ও বোম্বাইপ্রদেশে ভুঁইতড়-বড় কহে। ইহা ঊর্দ্ধ ও অধঃকায়ের শুদ্ধিকারক এবং কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, গাত্রের দুর্গন্ধ ও বিষদোষের উপকারক।

মার্কব।—মার্কব একপ্রকার ভৃঙ্গরাজের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভীমরাজ, হিন্দীতে ভঙ্গরা, মহারাষ্ট্র-দেশে পাকগামুরু, কর্ণাটে ভঙ্গরৈয়া এবং বোম্বাইপ্রদেশে মাকা কহে। মার্কব নীল ও পীতবর্ণ এবং বৃহৎ ভেদে তিন প্রকার। সকল মার্কবই তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, কেশবর্দ্ধক এবং কফ, শোথ ও বিষদোষের হিতকর।

মার্জ্জন।—শরীরের মার্জ্জন করিলে অর্থাৎ গামছা প্রভৃতির দ্বারা শরীর পরিষ্কৃত করিলে, শরীরের ময়লা, দুর্গন্ধ, গুরুত্ব, কণ্ডু, কচ্ছু, স্বেদ, বীভৎসতা ও অরুচির উপশম হয়।

মার্দ্বীক মদ্য।—সুপক্ব মৃদ্বিক অর্থাৎ আঙ্গুর গালিয়া রস বাহির করিয়া সেই রস হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে মার্দ্বীক কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, কফ, লঘুপাক, সারক এবং রক্তপিত্ত, শোষ ও বিষমজ্বরের হিতকর।

মালকন্দ।—একপ্রকার বড় কন্দের নাম মালকন্দ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মালাকন্দ, আবিলকন্দ, ত্রিশিখি

দলা, গ্রন্থিদলা, পাদিকন্দ ও কন্দলতা। মহারাষ্ট্রদেশে দাবাণির গড়ু এবং কর্ণাটে করিয়গোলি নামে ইহা প্রসিদ্ধ। এই কন্দ তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্ম-নাশক এবং গুল্ম, গণ্ডমালা ও সূতিকারোগে উপকারক।

মালতী।—(Aganosma calicina. Syn. Echites caryophyllata.) মালতী একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সুমনা ও জাতি। বাঙ্গালায় ইহাকে মালতী ফুল ও গন্ধমালতী কহে। মালতী ফুল চক্ষুর উপকারক। মালতী ফুলের পাতা কফ-পিত্তনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, ব্রণ ও মুখরোগের শান্তিকর।

মালাদূর্ব্বা।—মালাকার দূর্ব্বা বিশেষের নাম মালাদূর্ব্বা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বল্লীদূর্ব্বা, অলিদূর্ব্বা, মালাগ্রন্থি, গ্রন্থিদূর্ব্বা, গ্রন্থিমূলা, পর্ব্ববল্লী, শূলগ্রন্থি, গ্রন্থিলা, বেল্লনী ও রোহৎপর্ব্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে মাল-দূর্ব্বা ও গেঁটে দূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রদেশে বলিহরিয়ালী, কর্ণাটে বল্লিগরুকে এবং বোম্বাইপ্রদেশে বেলিদূর্ব্বা কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল এবং পিত্ত, কফ, তৃষ্ণা ও বমনরোগের উপকারক।

মাষকলায়।—A sort of kidney bean. (Phaseolus adcatuo or P Roxburghii.) মাষকলায় এক প্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মাষ। বাঙ্গালায় ইহাকে মাষকলাই, হিন্দীতে উরীদ ও তেলেঙ্গুভাষায় মিনুমলু কহে। মাষকলায় মধুররস, শীত-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক সন্তর্পণ, মলভেদক, মূত্রকারক, স্তন্য-জনক, মেদোবর্দ্ধক, কফ-পিত্ত-কারক, রক্তপিত্তের প্রকোপক এবং বায়ুরোগ, অর্শঃ, শূল ও বাতজ শ্বাসরোগের হিতকর। মাষকলায়ের যূষ মধুররস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, বল-কারক, পুষ্টিজনক, মলকারক এবং বায়ু পিত্ত-কফের বৃদ্ধিকারক। মাষ-কলায়ের সূপ অর্থাৎ মাষকলাই ভাজিয়া তাহার ডাইল, মধুররস, উষ্ণ-বীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, সন্তর্পণ, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

মাষপর্ণী।—(Teramun labiali. Syn. glysine debilus. Rox. মাষপর্ণী একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হয়পুচ্ছী, কাম্বোজী, মহাসহা, সিংহপুচ্ছী, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা, পর্ণিনী, লোমশ-পর্ণিনী, পাণ্ডুলোমা, আর্দ্রমাষা, মাংসমাষা, মঙ্গল্যা, হংসমাষা, বজ্রমূলী,

বিসারিণী, বিশাচিকা, আম্বোদ্ভবা, বহুফলা, স্বয়ম্ভু, সুলভা ও সিংহবিন্নী। বাঙ্গালায় ইহাকে মাষাণী, হিন্দীতে মাষোণী, ও মাষবণী, মহারাষ্ট্রদেশে রাণউড়দী এবং কর্ণাটে রানোড্ডিণ্ডু ও কাউট্টু কহে। মাষপর্ণী তিক্ত-মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, জ্বর ও শোথ রোগের উপশমকারক।

মাষরোটিকা।—খোসাশূন্য মাষকলাই গুঁড়া করিয়া, তাহা দ্বারা একপ্রকার রুটী প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম মাষরোটিকা। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, মলভেদক, কফপিত্তনাশক এবং কিঞ্চিৎ বায়ুকারক।

মাষবটক।—মাষকলায়ের বড়ীর নাম মাষবটক। মাষকলাই বাঁটিয়া তাহার সহিত লবণ, হিং, আদা, প্রভৃতি মশালা মিশ্রিত করিয়া এই বড়ী প্রস্তুত হয়। ইহা গুরুপাক, মলভেদক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, রুচিকর, ও বায়ুরোগের উপকারক।

মাষান্ন।—মাষকলাইয়ের অন্ন অর্থাৎ খিচুরী, মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, দুর্জ্জর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও বায়ুনাশক।

মাক্ষিকধাতু।—মাক্ষিকধাতু একপ্রকার উপধাতুর নাম। স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিকভেদে মাক্ষিক দুই প্রকার। যে মাক্ষিকে স্বর্ণের ন্যায় আভা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা স্বর্ণমাক্ষিক এবং যাহাতে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণের আভা দেখা যায়, তাহা রৌপ্যমাক্ষিক। উভয় মাক্ষিকই তিক্ত-মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং পাণ্ডু, উদর, মেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ, জ্বর, বস্তিরোগ ও বিষদোষের উপকারক।

শোধন না করিয়া কোন মাক্ষিকই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা উচিত নহে। যেহেতু অশোধিত মাক্ষিকধাতু সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্য, বলহানি, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ ও ব্রণ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ জন্মিয়া থাকে। স্বর্ণমাক্ষিক শোধন করিতে হইলে, তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও এক ভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র গোঁড়ালেবু বা টাবালেবুর রসের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে; লৌহপাত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে নামাইতে হইবে। রৌপ্যমাক্ষিক শোধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাহা কর্কটী ও মেষশৃঙ্গীর কাথে এবং গোঁড়ালেবুর রসে এক এক দিন

ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এইরূপে উভয় মাক্ষিকধাতু শোধিত হইলে, তাহা কুলত্থকলায়ের কাথ ও তৈল অথবা ছাগমূত্র ও তৈল, ইহার যে কোন দুইটি পদার্থের সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে ভস্ম করিতে হইবে। সেই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়।

মাক্ষিকমধু।—বড় বড় কপিলবর্ণ মক্ষিকা যে মধু সঞ্চয় করে, তাহাকে মাক্ষিক মধু কহে। ইহা তৈলবর্ণ, মধুররস, রুক্ষ, লঘুপাক, সকল মধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, কামলা, অর্শঃ ও নেত্র-রোগের উপকারক।

মিষ্টনিম্বু।—কমলা লেবুর নাম মিষ্ট-নিম্বু। ইহা মধুররস, গুরু-পাক, পুষ্টিকর, বলকারক, রক্তনাশক, কফের উৎক্লেশজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং অরুচি, তৃষ্ণা, শোষ, বমন ও বিষদোষের হিতকারক।

মুক্তবর্চ্চা।—মুক্তবর্চ্চা এক-প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মুক্তবর্ষী বা মুক্তঝুরী কহে। ইহা বমনকারক, বিরেচক এবং কফ, বায়ু, কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষদোষের উপকারক। ইহার পাত বাটিয়া জলপেটে প্রলেপ দিলে, মূত্রস্রাব হয় এবং গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে মলভেদ হইয়া থাকে।

মুক্তা।—রত্নবিশেষের নাম মুক্তা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মৌক্তিক, শৌক্তিক, ভৌতিক, শুক্তিমণি, বিন্দু-ফল, অন্তঃসার, শুক্তিবীজ, মুক্তিকা, ইন্দুরত্ন, তৌতিক, লক্ষ্মী, ইন্দুরত্ন ও তারা প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাকে মুক্ত এবং হিন্দীতে মতি কহে। শুক্তি, শঙ্খ, গজমস্তক, ভেকমস্তক, সর্পমস্তক ও মৎস্যমস্তক হইতে মুক্তার উৎপত্তি হয়। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, সারক, বমনকারক, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, কান্তিকারক এবং যক্ষ্মা ও বিষদোষের উপকারক। মুক্তার প্রলেপে শোথের উপশম হয়। মুক্তা শোধিত ও জারিত করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। জয়ন্তীপাতার রসের সহিত অথবা অম্লবর্গ ও কাঁজির সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া লইলে, মুক্তা শোধিত হয়, পরে ইহা অঙ্গা-রাগ্নিতে দগ্ধ করিলেই জারিত হইয়া থাকে।

মুক্তাশুক্তি।—যে শুক্তি (ঝিনুক) হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মুক্তাশুক্তি। বাঙ্গালায় ইহাকে মুক্তার ঝিনুক, মহারাষ্ট্রদেশে মোতীসীপ

এবং কর্ণাটে মুক্কিনসিঁপু কহে। এই ঝিনুক মধুর-কটু রস, স্নিগ্ধ,অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং শ্বাস, হৃদ্রোগ ও শূল রোগের হিতকর।

মুখপ্রক্ষালন।—শীতল জল দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিলে, মুখ পরিষ্কার হয় এবং মুখের ব্রণ, মেচেতা, মুখশোষ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি পীড়ার উপশম হয়।

মুখালু।—মুখালু একপ্রকার আলুর নাম। ইহা মধুর রস, শীতল, রুচিকর, বায়ুজনক, পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা ও শোষের শান্তিকারক।

মুচুকুন্দ।—(Pterospermum Suber Folium.) মুচুকুন্দ একপ্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষত্রবৃক্ষ, বহুপুত্র, সুদন, সুপুষ্প, লক্ষণক, হরিবল্লভ ও প্রতিবিষ্ণুক। বাঙ্গালায় ইহাকে মুচুকুন্দ, হিন্দীতে মেকচন্দ, উৎকলদেশে বইলো, তামেলীতে চড্ডো, তেলেগুভাষায় লোনগু এবং কোঙ্কণ প্রদেশে মুচুকুন্দ কহে। মুচুকুন্দ ফুল শিরঃপীড়া, পিত্ত, রক্ত ও বিষদোষের উপকারক। মুচুকুন্দ ফুলের গাছ কটুতিক্তরস এবং কফ, কাস, কণ্ঠদোষ, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ, পাঙ্গা (পাচড়া) শোথ ও জীর্ণ জ্বরের উপশমকারক।

মুঞ্জ।—(Saccharun munga.) মুঞ্জ একপ্রকার তৃণের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মৌঞ্জীতৃণ, বাণীরক, দৃঢ়তৃণ, শীরী, দূরমূল, দৃঢ়মূল, বহুপ্রজ, দর্ভাহ্বয়, সুমেখল, শত্রুভঙ্গ, তেজনাহ্বয়, মুঞ্জনক ও ব্রহ্মণ্য। বাঙ্গালায় ইহা মুঞ্জতৃণ ও মুঞ্জ এবং তেলেগুভাষায় মুঞ্জগড্ডি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। মুঞ্জ ও ভদ্রমুঞ্জ নামভেদে মুঞ্জতৃণ দুই প্রকার। উভয় মুঞ্জই মধুর-কষায় রস, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, রক্তমূত্র, বস্তিরোগ, চক্ষুরোগ, গ্রহদোষ, রক্তোদোষ ও কফপিত্তজ বিবিধ ব্যাধির উপশমকারক।

মুঞ্জাতক।—মুঞ্জাতক এক প্রকার কন্দ। উত্তরাপথে এই কন্দ উৎপন্ন হয়। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে মুজারা কন্দ কহে। মুঞ্জাতক মধুর রস, বাত-পিত্তনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। ইহার পুষ্পের গুণও ইহাই। মুঞ্জাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালমজ্জা প্রয়োগের উপদেশ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

মুণ্ড-শালি। শূকশূন্য একপ্রকার ধান্যের নাম মুণ্ডশালি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মুণ্ডনক, নিঃশূক ও অশূকক। বাঙ্গালায় ইহাকে বোরোধান, মহারাষ্ট্রদেশে নিঃশূকশালি,

কর্ণাটে বোম্লনলু এবং বোম্বাইপ্রদেশে বোড়কে ভাত কহে। ইহা মধুরাম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক এবং মুখের জড়তা ও মুখরোগের শান্তিকারক।

মুণ্ডিতিকা। (Sphaeranthus Indicus. Syn. S. Hirtus.) মুণ্ডিতিকা একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মুণ্ডিরিকা, অলম্বুষা, শ্রাবণী, পলঙ্কষা, কদম্বপুষ্পা, শ্রবণা, ভূতঘ্নী, কুন্তলা ও অরুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে মুণ্ডিরী, মুরমুরিয়া ও ছাইলমূন, হিন্দীতে মুণ্ডী ও গোরক্ষমুণ্ডী, বোম্বাইপ্রদেশে ও তামেলীতে কোট্টক এবং তেলেগুভাষায় বোড়সরপুচেট্টু কহে। ইহা মধুররস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, মেধাজনক এবং গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, কৃমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদোরোগ ও গুহ্যদেশের বেদনার উপশমকারক।

মুদ্গ। (Phaseolus mungo.) মুদ্গ এক প্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সূপশ্রেষ্ঠ, বর্ণার্হ, রসোত্তম, ভুক্তিপ্রদ, হয়ানন্দ, সুফল, বাজিভোজন ও হরিনামা। বাঙ্গালায় ইহাকে মুগ, হিন্দীতে মুং, মহারাষ্ট্রদেশে মুগ, কর্ণাটে হেসরেক, তেলেগুতে পেসলু এবং পঞ্জাবে মুজি কহে। মুগ কষায়-মধুররস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক (ভাজা মুগ-সারক) রুচিকর, অল্প বায়ুকারক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বর ও নেত্ররোগের উপকারক। মুগের যূষ অর্থাৎ কাঁচামুগের দাইল চারিগুণ জলে পাক করিয়া তাহার ঝোল, মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, রক্তপরিষ্কারক, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং অরুচি, সন্তাপ, জ্বর ও পিত্তবিকারের হিতকারক। সৈন্ধবলবণ যুক্ত মুগের যূষ সর্ব্বরোগনিবারক।

কৃষ্ণমুগ, মহামুগ, হরিত (সবুজ) মুগ, পীত (সোণা) মুগ, শ্বেত মুগ ও রক্ত মুগ ভেদে মুগ নানা প্রকার। তাহাদের মধ্যে রক্ত অপেক্ষা শ্বেত, শ্বেত অপেক্ষা পীত, পীত অপেক্ষা হরিত এবং হরিত অপেক্ষা কৃষ্ণ মুগ লঘুপাক। সকল মুগের মধ্যে হরিত মুগেরই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহা ভিন্ন বনমুগ নামেও এক প্রকার মুগ আছে, তাহাও সাধারণ মুগের সকল গুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ তাহা শুক্রবর্দ্ধক, ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক এবং, রক্তপিত্ত, জ্বর, তাপ, পিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রের হিতকর।

মুদ্গপর্ণী।—(Phaseolus Tr-

ilobus or P. Aconitifolius.) মুদ্গপর্ণী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কাক-মুদ্গা, সহা, শিম্বীপর্ণী, ক্ষুদ্রসহা, মার্জ্জারগন্ধিকা, শিম্বী, বনজা, রিঙ্গিনী, হ্রস্বা, সূর্পপর্ণী, কুরঙ্গিকা, কোশিলা, করঙ্গিকা, বনোদ্ভবা, বনমুদ্গা ও আরণ্যমুদ্গা। বাঙ্গালার ইহাকে মুগানী, হিন্দীতে মাঠমুগানী, মহারাষ্ট্র-দেশে রাণমুগ, কর্ণাটে কাহেসরু এবং তেলেগুভাষায় পিল্লপেসরচেট্টু কহে। ইহা মধুর তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং জ্বর, দাহ, গ্রহণী, অর্শঃ, অতি-সার, শোথ ও ক্ষতরোগের উপ-কারক।

মুদ্গমোদক।—মুদ্গমোদকের বাঙ্গালা নাম মতিচুর বা মিহিদানা। মুগের দাইলের বেশম (গুড়া) করিয়া জলে গুলিবে, সেই পাতলা বেশম ঝাঁঝরার উপর দিয়া, গরম ঘৃতে এরূপ ভাবে ফেলিতে হইবে যেন তাহা দানা দানা হইয়া পড়ে। সেই দানা-গুলি ভাজা হইলে, চিনির রসে ফেলিয়া পাক করিবে এবং পাকশেষে লাড়ু প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকেই মতিচুর বা মিহিদানা কহে। মতি-চুর মধুররস, শীতল, লঘুপাক, রুচি-কর, বলকারক, তৃপ্তিজনক, সারক, চক্ষুর হিতকর ও ত্রিদোষনাশক।

মুদ্গর পুষ্প। মুদ্গর পুষ্পকে বাঙ্গালায় গন্ধরাজ ফুল বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গন্ধসার, গন্ধরাজ, অতি-গন্ধ, সপ্তপত্র, বিটুত্রিয়, জনেষ্ট ও মৃগেষ্ট। ইহা সুরভি, শীতল, মধুররস, প্রীতিজনক, কামোদ্দীপক ও পিত্ত-প্রকোপনাশক।

মুদ্গর মৎস্য। মুদ্গর মৎ-স্যের বাঙ্গালা নাম মাগুর মাছ। মাগুর মাছ আঁইস শূন্য ও কৃষ্ণ বর্ণ। ইহা মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, রক্তজনক এবং জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, বাত-ব্যাধি প্রভৃতি রোগে হিতকর।

মুদ্গবটক। মুগের দাইলের বড়া বা বড়ীর নাম মুদ্গবটক। ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অল্প পিপাসাকারক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধিকারক।

মুদ্গামলক যূষ। মুগের দাইল ও আমলকী একত্র পাক করিয়া যে যূষ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে মুদ্গা-মলক যূষ কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, মলভেদক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, পিপাসা, মূর্চ্ছা, মদরোগ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

মুদ্গার্দ্রবটক।—মুদ্গার্দ্রবটক একপ্রকার আদাবড়ার নাম। প্রথমতঃ মুগের দাইলের বড়া করিয়া ঘৃতে ভাজিবে, এবং সেই ভাজা বড়ার গুঁড়া করিয়া তাহার সহিত হিং, আদা, মরিচ, জীরা, যোয়ান ও নেবুর রস মিশ্রিত করিবে। পরে সেই সকল দ্রব্যের পুর দিয়া মুগের দাইলের পিটে প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ভিজাইয়া লইতে হইবে। ইহাকেই মুদ্গার্দ্রবটক কহে। এই বড়া লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক এবং ত্রিদোষেরই হিতকর।

মুদ্রাশঙ্খ।—মুদ্রাশঙ্খ একপ্রকার খনিজ পদার্থ। ইহা সঙ্কোচক এবং আবরক।

মুরলমৎস্য। মুরলমৎস্যকে বাঙ্গালায় মউরলামাছ কহে। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য। মউরলামাছ লঘুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মকারক।

মুরামাংসী।—মুরামাংসী একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় তালপর্ণী, দৈত্যা, গন্ধকুটী, গন্ধিনী, ভূতগন্ধা, মুরা ও সুরভি। বাঙ্গালায় ইহাকে মুরামাংসী, মহারাষ্ট্রদেশে মুরা এবং কর্ণাটে মুরে কহে। ইহা কটু-তিক্ত কষায়রস, শীতল, এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, বিষদোষ, ও রক্তোদোষের শান্তিকারক। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ মুরামাংসী ঔষধ দিতে প্রশস্ত।

মুষ্কক। (Schrebera Swietenioides.) পলাশবৃক্ষের ন্যায় এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম মুষ্কক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘণ্টাপাটলি, মোক্ষক, মোচক, মুষ্কক, গোলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী, বিসাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতীক্ষ্ণ ও ক্ষারশ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালায় ইহাকে ঘণ্টাপারুল, হিন্দীতে মোখা, মহারাষ্ট্রদেশে মোখে, কর্ণাটে মোখদলাই, তেলেগুভাষায় মোক্কপুচেট্টু ও মুক্কুগুচেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রনাশক, কফ-বায়ুনিবারক এবং প্লীহা, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কণ্ডু, মেদোরোগ, বস্তিরোগ ও বিষদোষের উপকারক।

মুস্তক। (Cyperus rotundus. Syn. Hexastachyos. Roxb.) মুস্তক একপ্রকার তৃণের কন্দ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মুস্তা, ভদ্রমুস্তক, ভদ্র, গাঙ্গেয়, শ্রীভদ্রা, কুরুবিন্দ, রাজকসেরু, এবং যাবতীয় মেঘের নাম।

বাঙ্গালায় ইহাকে মুতা, হিন্দীতে মোথা, তেলেগুভাষায় তুগমুস্ত ও সকহতুঙ্গুবিরু এবং তামেলীতে কোরয় কহে। ইহা সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক এবং বায়ু পিত্ত ও জ্বররোগের উপশমকারক। যে মুতা জলাভূমিতে জন্মে, এবং পরিপুষ্ট, সুগন্ধি ও নূতন, তাহাই প্রশস্ত।

মূত্র। মূত্র একপ্রকার জলীয় মল পদার্থ। ইহা আহার রস হইতে উৎপন্ন হইয়া বস্তিনামক মূত্রের স্থানে সঞ্চিত হয়, পরে মূত্রপথ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে। দশ প্রকার প্রাণীর মূত্র চিকিৎসাবিশেষের উপযোগী। গো, ছাগ, মেষ, মহিষ, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ, হস্তী, নর ও নারী এই দশ-প্রকার মূত্রের গুণ যদিও একপ্রকার নহে, তথাপি সকল মূত্রেরই কতক-গুলি সাধারণ গুণ আছে। মূত্র-মাত্রেই লবণ-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, পিত্তকারক এবং ক্রিমি, উদর, আনাহ, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও বিষদোষের উপকারক। জীবভেদে মূত্রের ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রত্যেক জীবের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। সকল মূত্রই আলেপন, পিচকারী ও বিরেচন কার্য্যাদিতে প্রশস্ত। ভাবপ্রকাশের মতে গো, ছাগ, মেষ ও মহিষ এই কয়টি জীবের স্ত্রীজাতীয় এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অশ্ব ও মনুষ্য, ইহাদের পুংজাতির মূত্র গ্রাহ্য।

মূর্ব্বা। (Sansevieria zeylanica. Syn. S. Roxburghiana.) Bow String hemp.) মূর্ব্বা এক প্রকার গুল্মের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দেবী, মধুরসা, মোরটা, তেজনী, স্রবা, মধূলিকা, ধনুঃশ্রেণী, গোকর্ণী, পীলুপর্ণী, কর্ম্মকরী, দৃঢ়-সূত্রিকা, ধনুঃশাখা, ধনুর্গুণা, ধনুর্মালা, মূর্ব্বী, স্রবী, মধুশ্রেণী, ধনুঃশ্রেণী, সুরঙ্গিকা, দেবশ্রেণী, পৃথক্‌ত্বচা, মধু-স্রবা, অতিরসা, দিব্যলতা, জ্বলিনী ও গোপবল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে মূর্ব্বা, মূর্গা, মুরহর, শোচমুখী ও বোড়াচক্র, হিন্দীতে চূর্ণহার, মহারাষ্ট্রদেশে গোনসফণ, তেলেগুতে চাগচেট্টু, সগ ও চগ; বোম্বাইপ্রদেশে মোর-বেল ও মুহুবসি এবং তামেলীতে মরুল কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, সারক, তৃষ্ণানিবারক, ত্রিদোষনাশক এবং পিত্ত, রক্ত, মেহ, হৃদ্রোগ, জ্বর, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও রাজযক্ষ্মরোগের শান্তিকারক। ঔষধা-দিতে মূর্ব্বার মূল প্রয়োগ করিতে

হয়, এজন্য কেবল মূলেরই গুণ লিখিত হইল।

মূলক। (Raphanus sativus) Radish. মূলক একপ্রকার কন্দের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাকন্দ, হস্তিদন্ত, রাজালুক, কুরুকন্দক, নীলকণ্ঠ, দীর্ঘমূল, দীর্ঘপত্র, মৃৎক্ষার, কন্দমূল, শঙ্খমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দ ও কুঞ্জরক্ষারমূল। বাঙ্গালায় ইহাকে মূলা, হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যে মূলী; মহারাষ্ট্রদেশে, কর্ণাটে ও তামেলীতে মূলঙ্গি এবং তেলেঙ্গুভাষায় মূলঙ্গচেট্টু কহে। মূলার সাধারণ গুণ, ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, স্বরপরিষ্কারক, কফবর্দ্ধক এবং বায়ু, অর্শঃ, গুল্ম, হৃদ্রোগ, শ্বাস, পীনস ও চক্ষুরোগের উপকারক। কচি মূলা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, স্বরপরিষ্কারক এবং জ্বর, শ্বাস, নাসারোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগের হিতকর। বড় মূলা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও ত্রিদোষজনক। শুষ্কমূলা লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক এবং শোথনিবারক। স্নেহসিদ্ধ মূলা কফকারক ও বাত-পিত্তনাশক। মূলার পাতা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর ও কফ-পিত্তজনক; কিন্তু স্নেহসিদ্ধ পাতা ত্রিদোষনাশক। মূলার ফুল পিত্তশ্লেষ্মনাশক। মূলার ফল বাত-শ্লেষ্মনাশক। মূলার যূষ অর্থাৎ মূলাযুক্ত দাইলের যূষ লালাস্রাব, গলগ্রহ, মেদোরোগ, অরুচি, পীনস, কাস ও কফ প্রভৃতির উপশমকারক।

মূলকতৈল।—মূলার বীজ হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, সারক এবং বায়ু, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ত্বগ্‌দোষ ও শিরোরোগের উপকারক।

মূলপোতী।—মালবদেশের প্রসিদ্ধ একপ্রকার পোতিকা অর্থাৎ পুঁইশাকের নাম মূলপোতী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ক্ষুদ্রবল্লী, শাকটপোতিকা ও ক্ষুদ্রপোতিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে বনপুঁই, মহারাষ্ট্রদেশে মালবিরলি এবং কর্ণাটে তোঁটদবসলে কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক।

মূলবিষ।—যে সকল বৃক্ষের মূল বিষাক্ত, তাহাদিগকে মূলবিষ কহে। ক্লীতক (নীলমূল যষ্টিমধু-

(বিশেষ), করবীর, গুঞ্জা, সুগন্ধা, গর্গরক, করঘাট, বিদ্যুচ্ছিখা ও বিজয়া প্রভৃতি বৃক্ষের মূল মূলবিষের অন্তর্গত। মূলবিষ সেবনে মোহ, গাত্রবেদনা ও প্রলাপ প্রভৃতি পীড়া উপস্থিত হয়।

মূষিক।—(Rat.) মূষিক একপ্রকার সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর উন্দুরু। বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দুর এবং হিন্দীতে চুগ কহে। ইন্দুরের মাংস মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং ক্রিমি ও অর্শঃরোগের উপকারক।

মূষিকের মাংসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহারে যোনিকন্দ ও গুদভ্রংশ রোগের উপশম হয়।

মূষিকারি।—মূষিকারি একপ্রকার ওষধির নাম। পশ্চিমদেশে ইহাকে উন্দিরমারী কহে। ইহা কটু রস এবং ব্রণদোষ, নেত্ররোগ ও মূষিকবিষের শান্তিকারক।

মৃগপ্রিয়।—পর্ব্বতজাত একপ্রকার তৃণের নাম মৃগপ্রিয়। ইহা রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং পশুদিগের হিতকর।

মৃগমাতৃক।—যে মৃগ হইতে মৃগনাভি উৎপন্ন হয়, সেই মৃগের নাম মৃগমাতৃক। এই মৃগের মাংস মধুর-রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, এবং রক্তপিত্ত, সন্নিপাত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও অরুচিরোগের হিতকারক।

মৃগনাভির গুণাদি কস্তুরী শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মৃগীদুগ্ধ।—হরিণের দুধ ছাগলের দুধের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক এবং জ্বর, কাস, রক্তাতিসার, ক্ষয়রোগ, পিত্তবিকার ও সন্নিপাতদোষের উপকারক।

মৃগের্ব্বারু।—শ্বেত রাখালশশার নাম মৃগের্ব্বারু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্বেতেন্দ্রবারুণী, মৃগাক্ষী, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাদনী, চিত্রবল্লী, বহুফলী, কপিলাক্ষী, মৃগেক্ষণা, চিত্রা, চিত্রফলা, মরুজা, মৃগাচর্ব্বিটা, কটুফলা, কুণ্ডলী ও দেবী। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত রাখাল শশা এবং হিন্দীতে সেঁধিনী কহে। ইহার ফল অত্যন্ত গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক ও রক্তপিত্তনাশক।

মৃণাল।—পদ্মনালের মূলভাগের নাম মৃণাল। মৃণাল শ্বেতবর্ণ, কোমল, ও কণ্টকশূন্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিস, মৃণালী, তন্তুর, পদ্মতন্তু ও পদ্মরুহ। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের

ভাঁটা, মহারাষ্ট্রদেশে কমলতন্তু এবং তেলেগুভাষায় তামরতূঁড় ও তামর তোগে কহে। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, মধুরবিপাক, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবৰ্দ্ধক, স্তন্য-জনক, বাত-শ্লেষ্মকারক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তবমন ও মূত্রকৃচ্ছ্রের শান্তি-কারক।

মেথী।—(Trigonella Foenum graecum.) Fenugreek. মেথী এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মেথিকা, মেথিনী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী ও পীতবীজা। বাঙ্গালায় ইহাকে মেতি, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রদেশে মেথী, কর্ণাটে মেথয়, তেলেগুতে মেন্টলু এবং তামেলীতে বেণ্ডয়ম্ কহে। মেথী কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রক্তপিত্তের প্রকোপকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বরের উপকারক।

বনমেথী নামক আর একপ্রকার মেথী আছে, তাহা মেথী অপেক্ষা অল্প গুণবিশিষ্ট, কিন্তু অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

মেদোধাতু। (Fat.) এক-প্রকার শারীর ধাতুর নাম মেদঃ। মাংস পরিপাক পাইয়া মেদোধাতুরূপে পরিণত হয়। মেদোধাতুকে বাঙ্গালায় চর্ব্বি কহে। মেদঃ উদরে এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অস্থিতে অধিক সঞ্চিত হয়। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবৰ্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং কফ-পিত্তকারক।

মেদা। মেদা একপ্রকার লতার কন্দ, ইহা অষ্টবর্গের অন্তর্গত। মেদা শ্বেতবর্ণ, নখের দ্বারা ছেদনের উপযুক্ত কোমল এবং ছেদন করিলে তাহা হইতে মেদের ন্যায় আটা নির্গত হয়। মেদার সংস্কৃত পর্য্যায় মেদোদ্ভবা, জীবনী, শ্রেষ্ঠা, মণিচ্ছিদ্রা, বিভাবরী, বসা, শল্যপর্ণিকা, মেদঃসারা, স্নেহবতী, মেদিনী, মধুরা, স্নিগ্ধা, মেধা, দ্রবা, সাধ্বী, শল্যদ, বহুরন্ধ্রিকা, মেদোবতী ও পুরুষদন্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে মেদা, গৌড়দেশে লঘুমেদা, তেলেগুতে জ্যোতিষ্মতীচেট্টু ও শঙ্খপুষ্পচেট্টু কহে। মেদা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবৰ্দ্ধক, স্তন্যজনক, কফকারক এবং পিত্ত, রক্ত, বায়ু, জ্বর, দাহ, কাস ও রাজযক্ষ্মরোগের উপশমকারক। মেদার অভাবে ঔষধাদিতে অশ্বগন্ধা ব্যবহারের উপদেশ আছে।

মেষ। অধিক লোমযুক্ত একপ্রকার পশুর নাম মেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মেঢ্রা, উরভ্র, উরণ, ঊর্ণায়ু, বৃষ্ণি, এড়ক, পৃথুদর, বহুরোমা, ভেড়, শৃঙ্গিণ, অবি, এলক, লোমশ, বলী, মেণ্ঢ, হুলু, মেহ ও সম্ফাল। মেষের মাংস মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর ও পিত্ত-শ্লেষ্মবৰ্দ্ধক। কুসুম্ভশাকের সহিত মেষমাংস পাক করিয়া সেবন করিলে, শরীরের বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। অণ্ড শূন্য অর্থাৎ খাসি মেষের মাংস অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

মেষশৃঙ্গী।—মেষশৃঙ্গী একপ্রকার বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নন্দীবৃক্ষ, মেষবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুর্বহল, বহলচক্ষুঃ, মেঢ্রশৃঙ্গী, গৃহদ্রুমা ও মেষবল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে মেড়াশিঙ্গে কহে। মেষশৃঙ্গী তিক্ত রস, পাকে কটু, রুক্ষ বায়ুবৰ্দ্ধক এবং কফ, কাস, শ্বাস, ব্রণ ও চক্ষুবেদনার শান্তিকারক। মেষশৃঙ্গীর ফল তিক্ত রস, অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং কফ, কাস, মেহ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, ব্রণ ও. বিষদোষের উপকারক।

মেষীদুগ্ধ।—মেষীর দুগ্ধকে বাঙ্গালায় ভেড়ার দুধ বা ভেড়ীর দুধ এবং মহারাষ্ট্রদেশে ভেঁড়িচে দুধ কহে। ইহা ঘন, মধুর রস, অম্লপাকী, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, কফ-পিত্তবৰ্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং হিক্কা ও শ্বাসরোগের হিতকর। অধিক লোমযুক্ত ভেড়ীবিশেষের দুগ্ধ কফপিত্তনাশক এবং বায়ুপ্রকোপ, বাতজকাস, মেহ ও স্থূলতার উপকারক। মুখের ঘায়ে ভেড়ার দুধ লাগাইলে সত্বর উপশম হইয়া থাকে। ভেড়ার দুধের দই অম্ল-মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, কফ-পিত্তকারক, বায়ুনাশক, এবং শোথ, ব্রণ, ও মুখরোগের উপকারক। গুল্ম, অর্শঃ ও রক্তপিত্তে ভেড়ার দই অপকার করিয়া থাকে। ভেড়ার দুধের মাখন দুর্গন্ধযুক্ত, শীতল, গুরুপাক, সারক, পুষ্টিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, মেধানাশক এবং কফ, বায়ু, অর্শঃ ও যোনিশূল রোগে হিতকর। ভেড়ার দুধের ঘি লঘুপাক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক, পিত্তপ্রকোপক, শরীরের দুর্গন্ধজনক, কফ-বায়ুনাশক এবং কম্প, শোথ, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর ও যোনিদোষের উপকারক।

মেষীমূত্র।—ভেড়ার মূত্র কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং অর্শঃ শূল, উদর, শোথ, মেহ, কুষ্ঠ, মলরোধ, বিষদোষ ও রক্তদোষের উপশমকারক।

মৈথুন।—স্ত্রীসংসর্গের নাম

মৈথুন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সম্ভোগ, শৃঙ্গার, ব্যবায়, সুরত, নিধুবন, রতি-ক্রিয়া, রমণ, প্রসক্তি ও অব্রহ্মচর্য্যা। পরিমিত মাত্রায় যথানিয়মে স্ত্রীসহবাস করিলে, আরোগ্য, প্রীতি, পুষ্টি, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা এবং আয়ু, বল, স্মৃতি ও মেধার স্ফূর্ত্তি হয়। অধিক স্ত্রীসংবাসে ধাতুসমূহের ক্ষয়, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, মনের অপ্রসন্নতা, ইন্দ্রিয়ের বলহানি, গ্লানি, কম্প, রুক্ষতা, বায়ুবিকার, জ্বর, কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বহুবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একবারে মৈথুন না করিলে, শরীর দৃঢ় পুষ্ট ও সবল হয় এবং আয়ু ও ওজোধাতুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু শুক্রমেহ, মেদোরোগ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে; সুতরাং শরীরধারণ বিষয়ে পরিমিত মাত্রায় যথাবিধি স্ত্রীসহবাস অবশ্যই উপযোগী।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ১৫ দিন অন্তরে এবং অন্যান্য ঋতুতে ৩ দিন অন্তরে স্ত্রীসহবাস করিলে, পরিমিত মাত্রায় স্ত্রীসংসর্গ করা হয়। ১৬ বৎসরের কম বয়সে এবং ৭০ বৎসরের অধিক বয়স হইলে স্ত্রীসহবাস করা উচিত নহে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইলে, অধিক ভোজন করিলে, মল-মূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে, মন অপ্রসন্ন থাকিলে, অথবা কোন রোগার্ত্ত হইলে, স্ত্রী-সহবাস অনুচিত। স্ত্রী ঋতুমতী গর্ভিণী অথবা রোগ-পীড়িতা হইলেও স্ত্রী-সহবাস কর্ত্তব্য নহে। দিবসে, সন্ধ্যাকালে, প্রাতঃকালে, পূর্ণিমায়, অমাবস্যায়, অষ্টমীতে, সংক্রান্তিদিবসে ও শ্রাদ্ধাদিন প্রভৃতি নিষিদ্ধ দিবসে এবং অনাবৃত ও লোকসমাগমযুক্ত-স্থানে মৈথুন নিষিদ্ধ। অনাসক্তা বা অন্যাসক্তা স্ত্রী এবং পরস্ত্রী, দুষ্ট-যোনি, পশ্বাদির যোনি, যোনিভিন্ন গুহ্যদ্বারাদি অন্য ছিদ্রে বা হস্তাদির দ্বারা মৈথুন করাও নিতান্ত অনিষ্ট কারক।

মৈরেয় মদ্য।—ধাইফুল, গুড়, কাঁজি, দারুচিনি, তেজপাত, এলাচ, নাগেশ্বর, জীরা, মরিচ, শুঁঠ ও বন-মুগ, এইসকল পদার্থের যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে মৈরেয় মদ্য কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, মত্ততাকারক, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-কারক, বাত-কফনাশক এবং অর্শঃ, গুল্ম, ক্রিমি ও মেদোদোষের উপশম-কারক।

মোচরস।—শিমুলের আটার নাম মোচরস। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মোচসার, মোচস্রাব, মোচক্রৎ,

শাল্মলীনির্য্যাস, শাল্মলীবেষ্ট, স্থরস, পিচ্ছিলসার, মোচাক ও মোচাহ্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে মোচরস কহে। মোচরস, কষায় রস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপরিষ্কারক, রসায়ন, এবং কফ, বায়ু, রক্ত, দাহ, আমদোষ, অতিসার ও আমাশয় রোগের শান্তিকারক।

মোচিকামৎস্য। মোচিকামৎস্যের হিন্দী নাম মোমাচিকা। এই মৎস্য মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, পিত্তনাশক ও কফকারক।

মোরট।—মোরট একপ্রকার লতার নাম, ইহা লতাকরাড় ও ক্ষীরকড়ার নামে প্রসিদ্ধ। মোরটের সংস্কৃত পর্য্যায় শিতদ্রু, সুদল, ক্ষীরক, ক্ষীরমোরট, কর্ণপুষ্প, পীলুপত্র, মধুস্রব, ঘনমূল, দীর্ঘমূল, পুরুষ ও ক্ষারপুষ্প। ইহা মধুর-কষায়রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ, ও জ্বরের শান্তিকারক।

ম্লেচ্ছফল। ম্লেচ্ছফলের চলিত নাম কাফি। কাফি একপ্রকার ফল, ইহার ফাণ্টকষায় অর্থাৎ গরম জলে ইহাকে সিদ্ধ করিয়া সেই কষায় পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয়। কাফি বলকারক, নিদ্রা-তন্দ্রাবিনাশক এবং কফ, শ্বাস, কাস, জ্বর, অতিসার ও অর্দ্ধাবভেদক রোগের বিশেষ উপকারক।

যমানী।—(Ligusticum ajwan or Carum copticum: Syn. Ammicopticum.) Ajva seeds যমানী একপ্রকার ক্ষুদ্রফলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ব্রহ্মদর্ভা, ক্ষেত্রযমানী, যমানিকা, যবানী, ভূতিক, দীপাক ও যবসাহ্ব। বাঙ্গালায় ইহাকে যোয়ান, হিন্দীতে ও বোম্বাই প্রদেশে অজবাইন, মহারাষ্ট্রদেশে ওঁবা, কর্ণাটে উঁড়ু, তেলেগুভাষায় ওমমী এবং তামেলীতে অমন কহে। যমানী কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফ ও শুক্রের হানিকারক, এবং শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ক্রিমি ও আনাহরোগের শান্তিকারক।

যমানী, বনযমানী, পারসীক যমানী ও খোরাসানী যমানী ভেদে যমানী চারি প্রকার। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন গুণাদি নামভেদানুসারে লিখিত হইয়াছে।

যমানীর পত্র কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর,

পিত্তকারক, বাত-কফনাশক এবং শূলজনক।

যমানীতৈল।—যমানী হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং অজীর্ণ, আধ্মান (পেট ফাঁপা), অর্শঃ, গ্রহণী, শূল ও আক্ষেপরোগের উপশমকারক।

যমুনাজল—ভারতবর্ষীয় নদীবিশেষের নাম যমুনা। এই নদী হিমালয়ের দক্ষিণভাগ হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রয়াগে (এলাহাবাদে) গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার জল স্বাদু, রুচিকর, পাচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বলকারক, বায়ুবৰ্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ, বমন ও শ্রান্তির নিবারণকারক।

যব।—(Hordeum hexastichum.) Barley. যব একপ্রকার শস্যের নাম। ইহা শূকধান্যজাতীয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিতশূক, যবক, তীক্ষ্ণশূক, মেধ্য, দিব্য, অক্ষত, কঞ্চুকী ও তুরগপ্রিয়। বাঙ্গালায় ইহাকে যব, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রদেশে যব ও যুক্, কর্ণাটে মুগু ও জয়বে, তেলেগুভাষায় গোধুমলু, যবলনেড়ুধান্যমু ও বার্লিবিয়ম্ এবং তামেলীতে বার্লি অরিসু কহে। যব মধুর-কষায়রস, কটুপাকী, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, মলরোধক, বলকারক, বায়ুবৰ্দ্ধক, কফনাশক এবং পিত্ত, কাস, শ্বাস, মেদোদোষ, উরুস্তম্ভ, পীনস, পিপাসা, প্রমেহ ও ত্বগ্‌দোষের হিতকর। শূকশূন্য যব বলকারক, পুষ্টিজনক এবং শুক্র ও বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক। নূতন যব অপেক্ষা পুরাতন যব অর্থাৎ দুই বৎসরের অধিক কালের যব নীরস, রুক্ষ ও গুণহীন।

যবতিক্তা।—একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম, যবতিক্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে কালমেঘ এবং হিন্দীতে শঙ্খিনী ও যবেটা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাতিক্তা, দৃঢ়পাদা, বিসর্পিণী, নাকুলী, নেত্রমীনা, শঙ্খিনী, পত্রতণ্ডুলী, তণ্ডুলী, অক্ষপীড়া, সূক্ষ্মপুষ্পী, স্থূলপুষ্পী, যশস্বিনী, মাহেশ্বরী, তিক্তফলা, তিক্তা ও যাবী। ইহা তিক্ত-অম্ল রস, বিরেচক, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিবর্ণতা, আমদোষ ও বিষদোষের উপকারক।

যবমণ্ড।—যব সিদ্ধ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে যবমণ্ড বা যবের মণ্ড কহে। ইহা লঘুপাক, মলরোধক এবং শূল, আনাহ ও ত্রিদোষের হিতকারক। পটোলের রস ও পিপুল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, যবমণ্ড নবজ্বরের অবস্থাবিশেষেও উপকার করে।

যবরোটিকা।—যবরোটিকা অর্থাৎ যবের রুটী, মধুর রস, লঘু-পাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও মলের বৃদ্ধিকারক এবং কফ-নাশক।

যবশক্তু।—যবশক্তুর বাঙ্গালা নাম যবের ছাতু। যব ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই যবের ছাতু প্রস্তুত হয়। জলের সহিত পাতলা করিয়া গুলিয়া এবং তাহাতে দই, চিনি বা গুড় প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ইহা ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। অল্প জল মিশাইয়া ড্যালা ড্যালা করিয়া ছাতু খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে অজীর্ণাদি বিবিধ অপকার হয়। যবের ছাতু মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সন্তর্পণ, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনিবারক, কফ-পিত্তনাশক, বায়ুর অনুলোমকারক এবং দাহ-ঘর্ম্মাদির শান্তিকারক।

যবশর্করা। সিদ্ধ যব হইতে একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম যবশর্করা। ইহা মধুররস, বিরেচক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ (অম্লপাক), মূর্চ্ছা ও ভ্রমরোগের উপশমকারক।

যবশাক। একপ্রকার শাকের নাম যবশাক। ইহার নামান্তর চিল্লীশাক। এই শাক প্রায়ই যব-ভূমিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে যবশাক কহে। ইহা মধুররস, শীত-বীর্য্য, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী ও মলভেদক।

যবসুরা। যব হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে যবসুরা বা যবের মদ কহে। ইহা উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও বাত-পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

যবক্ষার। যবের শীষ পোড়াইয়া, সেই ছাই চারিগুণ বা ছয়গুণ জলে গুলিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হইবে, পরে সেই জল ক্রমশঃ ২১ বার ঐরূপে ছাকিয়া অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, জল শুষ্ক হইলে পাত্রে যে শ্বেতবর্ণ চূর্ণপদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই যবক্ষার কহে। যবক্ষারের সংস্কৃত পর্য্যায় যবাগ্রজ, যবনাস, যাবশূক, যবনালক, যবনালজ, ক্ষার, যবাহ্ব, যবশূকজ, যবাপত্য, পাক্য, সারক, রেচক, তীর্য্য ও তীক্ষ্ণরস। বাঙ্গালায় ইহাকে যবক্ষার, হিন্দীতে যবক্ষার, সাজী ও সোরা এবং তেলেগুভাষায় যবক্ষারমু কহে। যব-ক্ষার কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, সূক্ষ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাবয়বে শীঘ্র প্রবেশকারী, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, মূত্রকারক এবং প্লীহা, পাণ্ডু, গুল্ম, আনাহ, গ্রহণী,

হৃদ্রোগ, শূল, শ্বাস, আমদোষ, মূত্র-কৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, গলরোগ, শ্লেষ্মা ও বায়ুর শান্তিকারক।

যবাগূ। চাউলের গুড়া বা যবের গুড়া প্রভৃতি দ্রব্য ছয়গুণ জলের সহিত পাক করিলে, সিক্থ (সিটি) যুক্ত সেই পদার্থকে যবাগূ কহে। যবাগূর চলিত নাম যাউ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উষ্ণিকা, শ্রাণা, বিলেপী ও তরলা। যবাগূ লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বস্তি-শুদ্ধিকারক এবং জ্বর, অতিসার, দাহ, তৃষ্ণা, গ্লানি ও শ্রান্তির শান্তিকারক। পিত্ত-কফের আধিক্যে, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত রোগে, মদাত্যয়-রোগে এবং নিত্য মদ্যপান যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহাদের পক্ষে, যবাগূ অপকারক। মণ্ড, পেয়া ও বিলেপী ভেদে যবাগূ তিন প্রকার, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও গুণাদি নামানুসারে লিখিত হইয়াছে।

যবাম্ল।—যবের কাঁজির নাম যবাম্ল। ইহা অম্লরস, পাকে কটু, মলভেদক, পিত্তপ্রকোপক, রক্তদুষ্টি-কারক এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার উপশম-কারক।

যবাসশর্করা।— দুরালভা হইতে একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম যবাসশর্করা। চলিত কথায় ইহাকে তবরাজ, ম্যানা ও সীরখস্তা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তবরাজ, খণ্ডজ, মোদক, খণ্ডমোদক ও সুধামোদক। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়-রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, শ্রান্তি, তৃষ্ণা, বিদাহ, মূর্চ্ছা ও ভ্রম-রোগের উপকারক। শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও দুর্ব্বল রোগিগণের বিরেচন কার্য্যে ইহা সুপ্রশস্ত।

যশদ।—(Zinkum.) Zink. যশদ এক প্রকার ধাতু, ইহার বাঙ্গালা নাম দস্তা। দস্তা কষায়-তিক্তরস, শীতল, চক্ষুর হিতকর, কফ-পিত্তনাশক এবং মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগের নিবারণকারক।

দস্তা ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। একখানি লোহার কড়ায় দস্তা অগ্নিজালে চড়াইবে, গলিয়া গেলে তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ অল্প অল্প দিয়া লৌহ দণ্ড দ্বারা অনবরত নাড়িতে হইবে, হরিদ্রাচূর্ণ পুড়িয়া গেলে জীরার চূর্ণ, তৎপরে ত্রিফলার (আমলকী, হরীতকী ও বহেড়ার) চূর্ণ, তারপর অশ্বত্থের চটা (বৃক্ষ সংলগ্ন শুষ্ক ছাল) ও তেঁতুলের চটার চূর্ণ ঐরূপ অল্প অল্প দিয়া অনবরত নাড়িতে হইবে এবং এক একটি পুড়িয়াগেলে অপর

চূর্ণ দিতে হইবে। সমুদায় চূর্ণ পুড়িয়া গেলে যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই দস্তার ভস্ম বুঝিতে হইবে। হরিদ্রাদির চূর্ণ প্রত্যেকটি দস্তার সমান ভাগে দিতে হয়।

যষ্টিমধু।—(Glycyrrhiza glabra.) যষ্টিমধু একপ্রকার বৃক্ষের মূলের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মধুক, মধুযষ্টিকা, যষ্টীক, যষ্ট্যাহ্বা, মধুবল্লী ও মধুস্রবা। বাঙ্গালায় ইহাকে যষ্টিমধু, হিন্দীতে জেঠীমধু ও মুলহটী এবং তেলেগুভাষায় মিষ্টমূলবিশেষমু কহে। যষ্টিমধু কিঞ্চিৎ তিক্তযুক্ত মধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কেশ ও চক্ষুর উপকারক, স্বরপরিষ্কারক, বল-বর্ণবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, বমন, তৃষ্ণা, গ্লানি, কাস, ক্ষয়, ব্রণশোথ ও বিষদোষের উপকারক। যষ্টিমধুর ফল বিরেচন কার্য্যে প্রশস্ত।

যক্ষক্রুতৈল।—যক্ষক্রুতৈলকে বাঙ্গালায় গর্জ্জন তৈল কহে। ইহা বমন কারক, কফনাশক এবং ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্ষত ও বিষদোষের শান্তিকারক। বক্ররোগে গর্জ্জন তৈলের বাহ্যপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী।

যান।—হস্তী, অশ্ব, গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি গমনের উপযোগী পদার্থের নাম যান। যে কোন যানে ভ্রমণ করিলে, বায়ু, বল ও অগ্নির বৃদ্ধি হয় এবং শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে।

যাবক।—ভাতের ন্যায় সিদ্ধ যবের নাম যাবক। ইহার অপর নাম যবান্ন। চলিত কথায় ইহাকে যবের বাউ কহে। যাবক মধুর রস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক এবং জ্বর, কাস, গুল্ম, প্রতিশ্যায় ও কণ্ঠরোগের হিতকর।

যাবনাল।—(Zea mays.) যাবনাল এক প্রকার শস্যের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যুগন্ধর, শিখরী, বৃত্ততণ্ডুল, দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেক্ষু ও ইক্ষুপত্র। বাঙ্গালায় ইহাকে জনার বা জুয়ারা, হিন্দীতে ভুট্টা ও মকই, তেলেগুভাষায় মক্কা ও জোন্নলু, বোম্বাই প্রদেশে মকই, বুট ও বজ্জা এবং তামেলীতে মক্কশোলম্ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং অর্শঃ, গুল্ম, ব্রণ ও যক্ষ্মরোগের উপকারক।

কাঁচা জনার আগুনে পোড়াইয়া, তাহাতে তৈল লবণ ও মরিচের গুঁড়া মাখাইয়া, লোকে খাইয়া থাকে। পাকিলে জনারের খই করিয়া খায় এবং পশ্চিম দেশে জনারের ময়দা

করিয়া তাহার রুটীও আহারার্থে ব্যবহৃত হয়। জনারের খই ও রুটী প্রভৃতি খাদ্য অত্যন্ত গুরুপাক।

যাবনালশর।— শরবিশেষের নাম যাবনালশর। ইহা দেখিতে জনার গাছের মত। হিন্দীতে ইহাকে জোহরলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যাবনালনিভ, নদীজ, দৃঢ়ত্বক, বারিসম্ভব ও খরপত্র। যাবনালশরের মূল ঈষৎ মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্ত-তৃষ্ণার শান্তিকারক এবং পশু-দিগের দুর্ব্বলতাজনক।

যাবনালগুড়।—জনারগাছের রস হইতে একপ্রকার গুড় উৎপন্ন হয়, তাহাকে যাবনাল গুড় বা জনা-রের গুড় কহে। এই গুড় মধুর-কটুরস, ক্ষারগুণযুক্ত, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং নিত্যসেবনে রক্ত-দাহনাশক ও কণ্ডু-কুষ্ঠকারক।

যাবনালশর্করা।—যাবনালের গুড় হইতে যে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাকে যাবনালশর্করা বা যাবনালী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হিমোৎ-পন্না, হিমানী, হিমশর্করা ক্ষুদ্রশর্করা, ক্ষুদ্রা, গুড়ভা ও জলবিন্দুজা। যাবনাল-শর্করার বাঙ্গালা নাম জনারের চিনি। ইহা মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, সারক, রুচিকর, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তজনক ও দাহ-কারক।

যাস।—রক্তবর্ণ দুরালভার নাম যাস। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, বলকারক এবং পিত্ত, দাহ তৃষ্ণা, কফ ও বমন রোগের উপশমকারক।

যুগন্ধরাম্ল।—যাবনাল অর্থাৎ জনার হইতে এক প্রকার কাঁজি প্রস্তুত হয়, তাহার নাম যুগন্ধরাম্ল। এই কাঁজি অম্লরস, তীক্ষ্ণ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক, রক্তের হিতকর এবং মেহ, অর্শঃ ও শ্রান্তির নিবারণ কারক।

যুঙ্গাতক।—একপ্রকার বৃক্ষের নাম যুঙ্গাতক। ইহা মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্তনাশক। যুঙ্গাতকের অভাবে ঔষধাদিতে তালের মাথি প্রয়োগ করিতে হয়।

যূথিকা।—(Jasminum auriculatum.) যূথিকা এক প্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে যুই, হিন্দিতে যূহী, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রী জুই এবং কর্ণাটে বিলিয়মোলে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, যূথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুষ্পী, বালপুষ্পিকা, বহুগন্ধা ও ভৃঙ্গানন্দা। যূথিকা দুই প্রকার,

যূথী ও স্বর্ণ যূথী। যূথীফুল শ্বেতবর্ণ এবং স্বর্ণযূথীফুল পীতবর্ণ। উভয় যূথীই মধুর-তিক্ত-কষায় রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, কফ-বাতবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, ব্রণ, রক্ত, শর্করা, মুখরোগ, দন্তরোগ, চক্ষুরোগ, ত্বগ্‌দোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

যূষ।—যূষের চলিত নাম ডাইলের ঝোল। মুগ, মসুর, বুট, কলায় প্রভৃতির দাইল উপযুক্ত জলে উপযুক্ত মশালার সহিত পাক করিলে, তাহারই ঝোলকে যূষ কহে। রোগীর জন্য যূষ প্রস্তুত করিতে হইলে, ১৮ গুণ জলে অল্প মশালার সহিত দাইল পাক করিতে হয়। দাইলের প্রভেদ অনুসারে সেই সেই দাইলের যূষের গুণও ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি যূষমাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। যূষ লঘুপাক, রুচিকর, কফনাশক এবং কণ্ঠের উপকারক।

রক্ত।—শরীরস্থ ধাতুবিশেষের নাম রক্ত। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক পাইয়া প্রথমে রস হয়, তৎপরে রস আবার পরিপক্ক এবং পিত্তদ্বারা রঞ্জিত হইয়া রক্ত-ধাতুরূপে পরিণত হয়। রক্তকে বাঙ্গালায় রক্ত এবং হিন্দীতে লহু ও খুন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়: অসৃক্, রুধির, লোহিত, অস্র, শোণিত, পলঙ্কার, রক্তক, কীলাল, অঙ্গজ, শোণ, লোহ, বাসিষ্ট, ক্ষতজ, প্রাণদ ও রসতেজঃ। রক্ত রক্তবর্ণ, তরল, নাতি শীতোষ্ণ, মধুর-লবণরস, স্নিগ্ধ, রক্তবর্দ্ধক ও জীবনস্বরূপ। রক্ত শরীরের সর্ব্বস্থানেই থাকে, কিন্তু যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটি রক্তের প্রধান স্থান। রক্তের কোনরূপ দুষ্টি বা ক্ষয় হইলে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে এক প্রকার রক্ত আছে, তাহাকে প্রাণরক্ত কহে। সেই রক্তের ক্ষয় হইলে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

রক্তকম্বল।—রক্ত-কম্বলের সংস্কৃত নামান্তর রক্তোৎপল। ইহা একপ্রকার রক্তবর্ণ কুমুদ ফুল। বাঙ্গালাতেও ইহাকে রক্তকম্বল কহে। রক্তকম্বল কটু-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, রক্তদোষনাশক, সন্তর্পণ, শুক্রজনক এবং বাত-পিত্ত-কফের উপশমকারক। ইহার মূল কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী ও রক্তরোধক। ইহার নাল মধুর-লবণরস, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের ক্ষয়কারক। ইহার পাতা কষায়-তিক্তরস, শীতল,

পাকে কটু, লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুজনক ও কফ-পিত্তনাশক।

রক্ত করবীর।—যে করবীরের রক্তবর্ণ পুষ্প হয়, তাহার নাম রক্ত-করবীর। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-করবী, হিন্দীতে লালকনেল, মহারাষ্ট্র-দেশে রক্তকরবীর এবং কর্ণাটে কেম্পণ-লিগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তপ্রসব, গণেশকুসুম, চণ্ডীকুসুম, ক্রূর, ভূতদ্রাবী ও রবিপ্রিয়। রক্ত-করবীরের গাছের ছাল কটুরস, তীক্ষ্ণ, বমন-বিরেচনকারক, বিষনাশক এবং বাহ্য প্রয়োগে ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ, কণ্ডূ ও কুষ্ঠের উপশমকারক। করবীরের মূল বিষাক্ত, এজন্য তাহা মূলবিষের অন্তর্গত।

রক্তকুরুণ্টক।—লাল ঝাঁটী-ফুলের নাম রক্ত কুরুণ্টক। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রক্তঝিণ্টী। এই ঝাঁটীর গাছ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণকারক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বর, শোথ, বাতরোগ, রক্তদোষ, শূল, শ্বাস, কাস ও আধ্মান (পেটফাঁপা) রোগের শান্তিকারক।

রক্তখদির।—রক্তবর্ণ খদির বিশেষের নাম রক্তখদির। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তসার, সুসার, তাম্র-সার, বহুশল্য, যাজ্ঞিক, কুষ্ঠনোদন, যুপক্রম, অগ্রখদির ও অক্ষ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক এবং আমবাত, ব্রণ ও ভূতজ্বরের উপকারক।

রক্তচন্দন।—(Pterocarpus Santalinus.) Red sandal wood. রক্তবর্ণ চন্দনকাষ্ঠের নাম রক্তচন্দন। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্তচন্দন, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে লালচন্দন, তেলেগুভাষায় এর্‌রগন্ধপুচেক, তামেলীতে সেন্‌শা-গুনম্, পারসীতে সণ্ডলে সুর্‌খ এবং আরবদেশে সণ্ডলে অহ্মর্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিলপর্ণ, রঞ্জন, কুচন্দন, কুসীদ, রক্তাক্ত, তাম্রসার, তাম্রবৃক্ষ, চন্দন, তাম্রাভ, লোহিত, লোহিতচন্দন, রক্তসার, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্র-চন্দন, অর্কচন্দন, রক্তবীজ ও প্রবালফল। রক্তচন্দন তিক্তরস, শীতল, গুরুপাক, শুক্রজনক এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বমি, কফ, কাস, জ্বর, ভ্রান্তি, ক্রিমি, ব্রণ, বিষদোষ ও চক্ষুরোগের উপশম-কারক।

ঈষৎ রক্তবর্ণ, গাঢ় রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণের আভাযুক্ত রক্তবর্ণভেদে রক্ত-চন্দন তিনপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণের আভাযুক্ত রক্তচন্দনই উৎকৃষ্ট, গাঢ়-রক্তবর্ণ মধ্যম এবং ঈষৎ রক্তবর্ণ নিকৃষ্ট।

রক্তচিত্রক।—(Plumbago rosea or Coccinea. Syn. P. Rosea.) যে চিতার পাতা ও ডাঁটা রক্তবর্ণ, তাহার নাম রক্তচিত্রক। বাঙ্গালায় ইহাকে রক্তচিতা ও রাঙ্গ-চিতা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তচিত্রকু, কর্ণাটে কেম্পিনচিত্রমূল, তেলেগুতে এর্রচিত্র এবং তামেলীতে শিবপ্পু-চিত্রির কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঊর্দ্ধমূল, কাল, কালমূল, অত্যাল, অতিদীপ্য, মার্জ্জার, অগ্নি, দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ ও মহাঙ্গ। ইহা সাধারণ চিতা অপেক্ষা অধিক গুণশালী, রুচিকর, স্থূলতাকারক, কুষ্ঠনাশক ও রসায়ন।

রক্তত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল রক্তবর্ণ, তাহাকে রক্ততেউড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পী, কুল-বর্ণা, মসূরী, অমৃতা ও কাকনাসিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে লালতেউড়ী, মহা-রাষ্ট্রদেশে লোহিড়ি তিরর এবং কর্ণাটে কেম্পিনের তিরড়ে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বিরে-চক এবং গ্রহণী-দোষ ও মলবিষ্টম্ভের শান্তিকারক।

রক্তপদ্ম।—যে পদ্মের ফুল রক্তবর্ণ, তাহাকে রক্তপদ্ম কহে। এই ফুল কষায়-মধুররস, শীতল এবং শীতপিত্ত, কফ ও রক্তের উপ-কারক।

রক্তপিণ্ডালু।—(Dioscorea sativa.) Common yam. রক্তবর্ণ পিণ্ডাকার আলুবিশেষের নাম রক্ত-পিণ্ডালু। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-চুবড়ি আলু, হিন্দীতে রক্তালু, রক্তালু ও রুলগু, তামেলীতে ষাবক্কোল, মহারাষ্ট্রদেশে রাতালু এবং কর্ণাটে কেম্পিন হেড়ল কহে। এই আলু মধুর-অম্লরস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্রান্তির উপশমকারক।

রক্তপুনর্নবা।—রক্তবর্ণ পুন-র্নবা বিশেষের নাম রক্তপুনর্নবা। বাঙ্গালায় ইহাকে গাদাপুণো, মহারাষ্ট্র-দেশে রক্তখেণ্টুলি এবং কর্ণাটে কেম্পিন বেল্লড়াকলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্রূরা, মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাণ্ডা, বর্ষকেতু, লোহিতা, রক্ত-পত্রিকা, বৈশাখী, রক্তবর্ষাভূ, শোফঘ্নী, রক্তপুষ্পিকা, বিকস্বরা, বিষঘ্নী, প্রাবৃ-ষেণ্যা, সারিণী, বর্ষাভব, শোণপত্র, ভৌম, পুনর্ভব, নব ও নব্য। ইহা তিক্তরস, সারক এবং পিত্ত, পাণ্ডু, শোথ ও প্রদররোগের উপকারক।

রক্তমৎস্য।—রক্তবর্ণ এবং

নাতিদীর্ঘ ও নাতিক্ষুদ্র মৎস্যবিশেষের নাম রক্তমৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে লালমাছ কহে। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ত্রিদোষনাশক। লালমাছ দেখিতে অতি সুন্দর এবং কিছু দুর্লভ বলিয়াই বোধ হয় কেহ আহারের জন্য ইহাদিগকে মারিয়া নষ্ট করেনা।

রক্তরসোন।—রক্তবর্ণ রসুনের নাম রক্তরসোন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাকন্দ, পৃথুপত্র, স্থূলকন্দ ও যবনেষ্ট। বাঙ্গালায় ইহাকে লালরসুন, মহারাষ্ট্রদেশে লোহিবাবোলুবসণ এবং এবং কর্ণাটে কেম্পিনবেল্লুল্লি কহে। ইহা মধুর-কটুরস ও বলকারক। ইহার পত্র তিক্তরস এবং ইহার নাল (ডাঁটা) মধুর-কষায়রস ও পিত্তবারক।

রক্তরাজালুক।—রক্তবর্ণ আলুবিশেষের নাম রক্তরাজালুক। ইহা মধুর রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং বাত-কফনাশক।

রক্তশালি।—(Oriza sativa.) রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম ধান্যবিশেষের নাম রক্তশালি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তাম্রশালি, শোণশালি ও লোহিত। বাঙ্গালায় ইহাকে দাদ্‌খানি, মগধদেশে উদ্‌খানি এবং তেলেগুভাষায় এর্রনিবর্ণংগলধান্যমু কহে। ইহা মধুররস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রজনক, চক্ষুর হিতকর, মুখের জড়তানাশক, স্বর-পরিষ্কারক, সর্ব্বরোগনাশক, বিশেষতঃ পিত্ত, দাহ ও বাতরক্তরোগের হিতকারক।

রক্তশালির মণ্ড মধুররস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধকারক, বায়ুজনক, পিত্তনাশক এবং প্রমেহ ও অশ্মরীরোগের উপকারক।

রক্তশিগ্রু।—যে সজিনাগাছের ডাঁটা ও ফুল রক্তবর্ণ, তাহার নাম রক্তশিগ্রু। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল সজিনা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্তসেগুয়া এবং কর্ণাটে কেম্পিনেনুগ্গি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণজীব, গর্ভপাতক, রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিংহ ও মৃগারি। ইহা মধুর রস, অধিক বীর্য্যজনক, রসায়ন এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, আধ্মান ও শোথরোগের হিতকারক।

রক্তসর্ষপ।—(Brassica nigra) রক্তবর্ণ সর্ষপের নাম রক্তসর্ষপ। বাঙ্গালায় ইহাকে ইহাকে সরিষা, হিন্দীতে লালিরহি ও মাকড়া রাই, মহারাষ্ট্রদেশে মহুরী, কর্ণাটে সাসিরাই, তেলেগুভাষায় অবলো এবং তামেলীতে কড়ঘো কহে। ইহা

কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, কফ-বায়ুনাশক, এবং প্লীহা, শূল, গুল্ম, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপকারক।

রক্তাঢ়কী।—রক্তবর্ণ অড়হরের নাম রক্তাঢ়কী। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল অড়হর কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, বলকারক, পিত্ত ও সন্তাপাদির উপকারক এবং অড়হরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

রক্তাপামার্গ।—রক্তবর্ণ অপামার্গের নাম রক্তাপামার্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল আপাঙ্, হিন্দীতে লাল-চিরচিরা, মহারাষ্ট্রদেশে রক্ত লট্‌জীরা, কর্ণাটে বড়া আঘাড়া এবং তেলেগু-ভাষায় কেম্পিগুত্তরণে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিরোবৃত্তফল, ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘট্টক, দুর্গ্রহিকা, রক্তবিটু ও কল্যপত্রিকা। ইহা কটুরস, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, বিষ্টম্ভী, এবং বায়ু, কফ, ব্রণ, কণ্ডু ও বিষদোষের উপকারক।

রক্তাপামার্গের বীজ মধুর-রস, মধুরবিপাক, অত্যন্ত গুরুপাক, ক্ষুধানাশক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তের প্রসাদজনক।

রক্তাম্লান।—লাল ঝাঁটীর নাম রক্তাম্লান। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল-ঝাঁটী, হিন্দীতে লাল কট্‌সরৈয়া, মহারাষ্ট্রদেশে বাণঝাড় এবং কর্ণাটে বণদগিড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রক্তাম্লাতক, অপরিম্লান, রক্তসহা, রাগপ্রসব, রক্তপ্রসব, কুরুবক, রামালিঙ্গনকাম, বধূৎসবপ্রসব, সুভগ ও ভ্রমরানন্দ। ইহা কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, বলবর্দ্ধক এবং বায়ুরোগ, শোথ, জ্বর, আধ্মান, শূল, শ্বাস ও কাসরোগের হিতকর।

রক্তার্ক।—যে আকন্দের ফুল রক্তবর্ণ, তাহার নাম রক্তার্ক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং বায়ু, কফ, শোথ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, উদর, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপশমকারক। ইহার ফুল মধুর-তিক্তরস, ধারক, এবং কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, গুল্ম, শোথ ও বিষদোষের উপকারক।

রক্তেক্ষু।—রক্তবর্ণ ইক্ষুবিশেষের নাম রক্তেক্ষু। বাঙ্গালায় ইহাকে কাজ্‌লা আক্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হ্রস্বপত্র, শোণ, লোহিত, উৎকট, মধুর, হ্রস্বমূল ও লোহিতেক্ষু। এই ইক্ষু মধুররস, পাকে মধুর, শীতল, কোমল, শুক্রজনক, তেজঃ ও বলের বৃদ্ধিকারক, পিত্তনাশক ও দাহনিবারক।

রক্তৈরণ্ড।—(Ricinus communis.) রক্তবর্ণ এরণ্ড বৃক্ষের নাম রক্তৈরণ্ড। বাঙ্গালায় ইহাকে লালভেরেণ্ডা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ব্যাঘ্র, হস্তিকর্ণ, রুবু, উরুবুক, নাগকর্ণ, চঞ্চু, উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পাচন, স্নিগ্ধ, রক্তক, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চিরবীর্য্য ও হুস্বৈরণ্ড। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, লঘুপাক, বাত-কফনাশক, এবং জ্বর, পাণ্ডু, শ্বাস, কাস, কৃমি, অর্শঃ, রক্তদোষ, ভ্রান্তি ও অরোচক রোগের হিতকারক। শ্বেত এরণ্ডের অন্যান্য গুণও রক্ত এরণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়।

রঙ্গলতা।—(Helicteres Isora.) রঙ্গলতা একপ্রকার লতার নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর আবর্ত্তকী। বাঙ্গালায় ইহাকে আঁংমোড়া, হিন্দীতে মরোরফলী ভেন্দু ও কপাসী, তেলেগুভাষায় গুবাদরব, বোম্বাইপ্রদেশে মেরাদশিং ও কেবান্ এবং এবং কোকণ দেশে ভগবতবল্লী কহে। এই লতা শূলনাশক।

রত্ন।—হীরকাদি পদার্থের নাম রত্ন। বাঙ্গালায় ইহাকে মণি এবং হিন্দীতে জহরৎ কহে। রত্ন ৯ প্রকার; হীরক, গারুত্মত (পান্না,) পুষ্পরাগ, মাণিক্য, ইন্দ্রনীল (নীলা), মরকত, গোমেদ (বৈদূর্য্য), মুক্তা, ও প্রবাল। রত্নমাত্রই শরীরে ধারণ করিলে, আয়ুঃ, মঙ্গল, প্রীতি ও ওজোগুণের বৃদ্ধি হয়। রত্ন মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, চক্ষুর হিতকর, মনোজ্ঞ, মঙ্গলজনক এবং বিষদোষ ও গ্রহদোষের নিবারণকারক।

সকল রত্নই ভস্ম করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রত্যেকের নামানুসারে তাহাদের জারণমারণাদি বিধি বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

রন্ধ্রবংশ।—ছিদ্রযুক্ত একপ্রকার বাঁশের নাম রন্ধ্রবংশ। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশনী বাঁশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ত্বক্‌সার, কীচকাহ্বয়, মস্কর, বাদনীয় ও শুষিরাখ্য। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, রুচিকর, অজীর্ণনাশক এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শূল, গুল্ম, দাহ ও পিত্তের উপশমকারক।

রসকর্পূর।—(Percloride of mercury.) শ্বেতবর্ণ পারদভস্ম বিশেষের নাম রসকর্পূর। শোধিত পারদ এবং তাহার সমপরিমিত গিরিমাটী, ইট, খড়ী, ফট্‌কিরি, সৈন্ধব লবণ, উইয়ের মাটী, ক্ষারলবণ ও রঞ্জকমাটী

(হাঁড়ী রং করিবার জন্য যে মাটী ব্যবহৃত হয়, চলিত কথায় তাহাকে বনক অর্থাৎ বর্ণক কহে), এই সকল দ্রব্য একত্র একপ্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, একটি হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং আর একটি হাঁড়ী তাহার উপর উবুড় করিয়া দিয়া, কাপড়-মাটী দ্বারা উত্তমরূপে উভয়ের মুখ লিপ্ত করিবে। পরে ঐ হাঁড়ীতে চারিদিন অগ্নিজ্বাল দিয়া, এক অহোরাত্রি অঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। তৎপরে হাঁড়ী শীতল হইলে, ধীরে ধীরে সংযোগ স্থল খুলিয়া উপরের হাঁড়ীতে কর্পূরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ যে পদার্থ জমিয়া থাকা দেখা যাইবে, তাহাই রসকর্পূর বুঝিতে হইবে। এই রসকর্পূর ২ রত্তি পরিমাণে, লবঙ্গ, কুঙ্কুম (জাফরান), চন্দন অথবা মৃগনাভির সহিত সেবন করিলে, উপদংশ রোগ, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগের উপশম হয় এবং ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, পুষ্টিকর ও বল বীর্য্যের বৃদ্ধিকারক।

বাজারে রসকর্পূর নামক যে একপ্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ পারদের বিকৃতিমাত্র, সেইজন্য সে রসকর্পূর ব্যবহারে উপদংশ প্রভৃতির ক্ষত আশু নিবারিত হইলেও পরিণামে নানাপ্রকার পারদদোষ জন্য রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জন।—চাকচিক্যশালী কৃষ্ণবর্ণ ধাতুদ্রব্য বিশেষের নাম রসাঞ্জন। হিন্দীতে ইহাকে রসোৎ কহে। রসাঞ্জনের সংস্কৃত পর্য্যায় রসগর্ভ, তার্ক্ষ্যশৈল, তার্ক্ষ্য, রসোদ্ভূত, রসাগ্রজ, কৃতক, বালভৈষজ্য, রসরাজ, বর্য্যাঞ্জন, রসনাভ ও অগ্নিসার। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও বিষদোষের উপশমকারক।

রসাঞ্জন শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। গোঁড়া লেবুর রসে এক দিন ভিজাইয়া শুকাইয়া লইলেই রসাঞ্জন শোধিত হইয়া থাকে।

দারুহরিদ্রার কাথ হইতে একপ্রকার কৃত্রিম রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহার বর্ণ পীত-লোহিত অর্থাৎ পাটকিলে। দারুহরিদ্রার কাথ ও তাহার সমান ভাগ দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া, ঘন হইলে ঐ রসাঞ্জন প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ রসাঞ্জন অপেক্ষা সকল বিষয়েই অল্প।

রসালা।—রসালা একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহার নামান্তর শিখরিণী। জলশূন্য দধি ৵৮ সের, চিনি ৴৪ সের এবং দুগ্ধ ।৬ সের, একত্র মিশ্রিত করিয়া, তাহার সহিত উপ-

যুক্ত পরিমাণে মরিচ, লবঙ্গ, এলাচ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে রসালা প্রস্তুত হয়। অথবা দধি /৪ সের, চিনি /২ সের, মধু /৵০ অর্দ্ধ পোয়া, ঘৃত /৵০ পোয়া, শুঁঠ ও এলাচের গুড়া প্রত্যেক ॥০ অর্দ্ধতোলা এবং মরিচ ও লবঙ্গের চূর্ণ প্রত্যেক ২ তোলা, একত্র মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং মৃগনাভি কর্পূর প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধি করিবে, তাহাহইলেও রসালা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা অম্ল-মধুররস, শীতল, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও প্রতিশ্যায় রোগের উপকারক। অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস ও পথপর্য্যটন প্রভৃতি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

রসোন।—(Allium sativum.) Garlic. পলাণ্ডুর ন্যায় এবং শ্বেতবর্ণ কন্দবিশেষের নাম রসোন। বাঙ্গালায় ইহাকে রসুন বা লশুন, হিন্দীতে লহ্সন, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়-রাণসণু, কর্ণাটে বিলিয়বেল্লুল্লি, তেলেগুভাষায় তেল্লবুল্লি এবং তামেলীতে বল্লই পাণ্ডু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রসুন, মহৌষধ, গৃঞ্জন, অরিষ্ট, মহাকন্দ, রসোনক, কটুকন্দ, রাহুচ্ছিষ্ট, রাহুৎসৃষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, ভূতঘ্ন, উগ্রগন্ধ ও যবনেষ্ট। রসোন কটু-মধুর রস, পাকে কটু, পিচ্ছিল, গুরু-পাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, শুক্রজনক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, মেধাবর্দ্ধক, স্বরবর্ণের পরিষ্কারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক এবং জ্বর, অজীর্ণ, হৃদ্রোগ, অরুচি, গুল্ম, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, কুক্ষিশূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি, অগ্নিমান্দ্য, এবং বাত-শ্লেষ্মজনিত পীড়াসমূহের শান্তিকারক। আমবাত রোগে ইহার প্রলেপ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়। শ্লেষ্মাধিক ব্যক্তি শীত ও বসন্তকালে এবং বায়ু-প্রবল ব্যক্তি বর্ষাকালে রসুন ভোজন করিলে, যথেষ্ট উপকার পাইতে পারেন। রসুন ভোজনের পর দুগ্ধ গুড় ও অধিক জলপান এবং রৌদ্র-তাপ, পরিশ্রম ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা আবশ্যক। রসুন ভোজনের পর মদ্য, মাংস ও অম্লদ্রব্য ভোজনে উপকার হইয়া থাকে।

রসুনের মূল কটুরস, পত্র তিক্ত-রস, নাল (ডাঁটা) কষায়রস, নালের অগ্রভাগ লবণরস এবং বীজ মধুর রস; অতএব অম্লব্যতীত অপর পাঁচটী রসই রসুনে আছে। একটী রসের হীনতা থাকায় ইহা "রসোন" নামে অভিহিত হইয়াছে।

শ্বেতবর্ণের রশুন সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু লালরঙ্গেরও এক-প্রকার রশুন আছে, উভয় রশুনই সমান গুণবিশিষ্ট।

রাগষাড়ব।—মুগের যূষে দাড়িম্ব ও দ্রাক্ষার রস মিশ্রিত করিলে. তাহাকে রাগষাড়ব কহে। ইহা রুচিকর, লঘুপাক এবং সকলদোষেরই হিতকারক।

রাগষাণ্ডব।—রাগষাণ্ডব এক-প্রকার খাদ্য দ্রব্যের নাম; বাঙ্গালায় ইহাকে আমের মোরব্বা কহে। কাঁচা আমের খোষা ফেলিয়া তাহা দুই তিন খণ্ডে বিভক্ত করিবে, এবং সেই খণ্ড-গুলি ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিবে; চিনির রসের সহিত মরিচ-চূর্ণ, এলাচচুর্ণ ও কর্পূর মিশ্রিত করিলে, আরও ভাল হয়। এইরূপে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষের নাম রাগষাণ্ডব বা আমের মোরব্বা। ইহা সুস্বাদু, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকর, অরুচি-নাশক এবং বাত-পিত্তরোগের উপ-কারক।

রাগী।—(*Elensine corocana.*) রাগী একপ্রকার তৃণধান্য। ইহার চলিত নাম মরুয়া। মহা-রাষ্ট্রদেশে ইহাকে নাচনে ও কর্ণাটে রবিগুচনে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নর্ত্তন, নাহুনী, গুচ্ছ-কনিশ ও বহুত্বককনিশ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, বল-কারক এবং পিত্ত ও রক্তের হানি-কারক।

রাঙ্গিণ—রাঙ্গণ একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রঙ্গণ ফুল কহে। ইহা রক্তপিত্তনাশক।

রাজকোষাতকী।—(*Luffa cylindrica.*) রাজকোষাতকী এক-প্রকার লতাফলের নাম। বাঙ্গা-লায় ইহাকে ধুন্দুল এবং হিন্দীতে ঘিয়াতরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হস্তিপর্ণিকা, পীতপুষ্পিকা, কোষফলা, মহাজালী, সপীতক ও ধামার্গব। ইহা মধুর রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং জ্বর, শ্বাস, কাস ও কৃমিরোগের হিতকর।

রাজখর্জ্জুরী।—বড় বড় পিণ্ড-খেজুরের নাম রাজখর্জ্জুরী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রাজপিণ্ডা ও নৃপ-প্রিয়া। এই খেজুর পিচ্ছিল, মধুর রস, গুরুপাক, শীতল, বীর্য্যজনক এবং পিত্ত, দাহ, ভ্রম ও শ্বাসরোগের উপকারক।

রাজগিরা।—রাজগিরা এক-প্রকার শাকের নাম। চলিত কথায় ইহাকে রাজশাক কহে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায় রাজগিরি, রাজগিরী, রাজশাক ও রাজাদ্রি। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর ও পিত্তনাশক। ছোট বড়ভেদে এই শাক দুই প্রকার। উভয়ের গুণভেদ বিশেষ কিছুই নাই, কেবল ছোট রাজশাক অপেক্ষা বড় রাজশাক অধিক শীতল।

রাজঘাস।—রাজঘাস এক-প্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে কালাকর্পূর বা কালঘাস কহে। ইহা বাত-পিত্তনাশক, রক্তরোধক এবং দাহ, রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, রক্তপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের শান্তিকারক।

রাজজম্বু।—বড় জামের নাম রাজজম্বু। বাঙ্গালায় ইহাকে ফলন্দা জাম বা বড়জাম, হিন্দীতে ফলেন্দ্রা এবং তৈলঙ্গভাষায় রাচ নেরড়িচেট্টু কহে। পাকা বড়জাম মধুররস, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভী ও রুচিকর। কেহ কেহ জামরুল নামক ফলকে রাজজম্বু কহেন।

রাজতরুণী। রাজতরুণী এক প্রকার ফুলের নাম। ইহার সংস্কৃত নামান্তর মহাতরুণী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় সেউতী, মহারাষ্ট্রদেশে রাজতরুণী এবং কর্ণাটে হিরিয় চেবড়ে কহে। ইহা সুগন্ধি, কষায়রস, চক্ষুর হিতকর ও কফবর্দ্ধক।

রাজপলাণ্ডু। রক্তবর্ণ ছোট ছোট পেঁয়াজের নাম রাজপলাণ্ডু। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট পেঁয়াজ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে রক্তকান্দা, লোহিবিউল্লি, কেম্পিনউল্লি ও বায়উল্লি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় যবনেষ্ট, নৃপাহ্বয়, রাজপ্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোক, নৃপেষ্ট, নৃপকন্দ, মহাকন্দ, নৃপপ্রিয়, রক্তকন্দ ও রাজেষ্ট। ইহা কটু-মধুর রস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ, শীতবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, স্বরপরিষ্কারক, শ্লেষ্ম-পিত্ত-নাশক এবং কণ্ঠশোষনিবারক।

রাজবদর। মিষ্টরসবিশিষ্ট বড় বড় কুলের নাম রাজবদর। বাঙ্গালায় ইহাকে নারকুলে কুল বা পাটনাই কুল, মহারাষ্ট্রদেশে রাজবোর এবং কর্ণাটে রায়পরতক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উত্তমকোলি, নৃপশ্রেষ্ঠ, নৃপবদর, রাজবল্লভ, পৃথুকোল, তনু-বীজ, মধুরফল ও রাজকোল। ইহা মধুররস, শীতল, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, শোষ ও শ্রান্তির উপশমকারক।

রাজমাষ। (Vigna catiang. Syn. Dolichos siuensis.) রাজমাষ একপ্রকার শিম্বীধান্য অর্থাৎ কলায়জাতীয় শস্যের নাম। বাঙ্গা-

লায় ইহাকে বরবটী, হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্র-দেশে নীল উরীদ এবং কর্ণাটে নীল উণ্ডু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহামাষ, বর্ব্বট, মরুৎকর, দ্বিজসপ্ত, নীলমাষ, নৃপমাষ, নৃপোচিত ও সিত-মাষ। রাজমাষ মধুর-কষায় রস, গুরুপাক, সারক, রুক্ষ, রুচিকর, বল কারক, স্তন্যজনক, বায়ুজনক এবং কফ শুক্র ও অম্লপিত্তের বৃদ্ধিকারক। শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণভেদে রাজমাষ তিন প্রকার। বর্ণভেদে ইহাদের গুণের কোন পার্থক্য নাই, কিন্তু ছোট রাজমাষ অপেক্ষা যে কোন বর্ণের বড় রাজমাষ অধিক গুণবিশিষ্ট।

রাজরীতি।—পিত্তলবিশেষের নাম রাজরীতি। এই পিত্তলের বাঙ্গালা নাম বেঙাপিতল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাকতুণ্ডী, রাজপুত্রী, মহেশ্বরী, ব্রহ্মাণী, ব্রহ্মরীতি, কপিলা ও পিঙ্গলা। ইহা তিক্ত-লবণরস, শীতবীর্য্য, বমন-বিরেচনকারক এবং বায়ু, পিত্ত, পাণ্ডু, প্লীহা ও ক্রিমি রোগের উপকারক।

রাজসর্ষপ।—কৃষ্ণবর্ণ সর্ষপ-বিশেষের নাম রাজসর্ষপ। বাঙ্গালায় ইহাকে কালসরিষা ও হিন্দীতে রাই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণিকা, রাজিকা, শুরী, মুষ্টক, ব্যাটক, কটুক, ক্ষব, ক্ষুতাভিজনন, ক্ষুধাভিজনন, কৃষ্ণা, তীক্ষ্ণফলা, রাজী ও কৃষ্ণ সর্ষপ। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্ত-দাহজনক এবং বাতশূল, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ও ব্রণরোগের হিতকর।

রাজসর্ষপের শাক অর্থাৎ পাতা লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক এবং গ্রহণী ও অর্শোরোগের বিশেষ উপকারক।

রাজাদনী।—(Mimusops hexandra.) রাজাদনী একপ্রকার ফলের নাম। গুর্জ্জরদেশে ইহা খিরণী নামে প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় ইহাকে খিরণী ও ক্ষীরখেজুর, হিন্দীতে ক্ষীরী, মহারাষ্ট্রদেশে রায়ণী ও রেবণে,বোম্বাই-প্রদেশে কেণীঃ এবং তামেলীতে পল্ল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রাজফল, কপীষ্ট, ক্ষীরবৃক্ষ, নৃপদ্রুম, নিম্ববীজ, মধুফল, মাধবোদ্ভব, ক্ষীরী, গুচ্ছফল, ভূপেষ্ট, শ্রীফল, রাজবল্লভ, দৃঢ়স্কন্দ ও ক্ষীরশুক্ল। ইহা মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, শ্রান্তি, মত্ততা, ক্ষয়রোগ, প্রমেহ ও ত্রিদোষের হিতকারক।

রাজান্ন।—কর্ণাটদেশ-প্রসিদ্ধ হৈমন্তিক ধান্যবিশেষের নাম রাজান্ন। বাঙ্গালায় ইহাকে রাজভোগ ধান্য

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নৃপান্ন, রাজার্হ, দীর্ঘশূক, ধান্যশ্রেষ্ঠ, রাজধান্য, রাজেষ্ট, দীর্ঘ ও কুরক। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

শ্বেত রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে এই ধান্য তিন প্রকার, তন্মধ্যে কৃষ্ণ অপেক্ষা রক্ত এবং রক্ত অপেক্ষা শ্বেত বর্ণের ধান্য উৎকৃষ্ট।

রাজাম্র।—সুমিষ্ট আম্রবিশেষের নাম রাজাম্র। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রাজাবাঁ, কর্ণাটে রায়মচ্চু এবং তেলেগুভাষায় রাচমামিড়িচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্মরাম্র, রাজফল, কোকিলোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ, কামেষ্ট ও নৃপবল্লভ। কচি রাজাম্র অম্ল-কটুরস এবং দাহ, পিত্ত, কফ, বাতরক্ত ও শ্বাস রোগের উৎপাদক। কাঁচা রাজাম্র অম্ল-কষায়রস, দোষজনক এবং কচি ফলের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট। পাকা রাজাম্র মধুররস, ত্রিদোষনাশক, শীতল, গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রান্তি, শ্বাস ও অরোচক রোগের উপশমকারক।

রাজার্ক।—শ্বেত আকন্দের নাম রাজার্ক। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত আকন্দ, মহারাষ্ট্রদেশে মন্দার এবং কর্ণাটে মন্দার যক্কে কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, মেদোদোষ, বিষদোষ, বায়ু, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিসর্প ও শোথরোগের শান্তিকারক।

রাজালাবু।—মিষ্টরস বিশিষ্ট অলাবুর নাম রাজালাবু। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠালাউ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বাদুতুম্বী, মহাতুম্বী, মধুরালাবু, শাকালাবু, ভক্ষ্যালাবু, অলাবূনী ও মিষ্টতুম্বী। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পুষ্টিকর এবং পিত্ত-বায়ুনাশক।

রাজাবর্ত্ত।—রাজাবর্ত্ত একপ্রকার উপরত্নের নাম। হিন্দীতে ইহাকে রেবটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নৃপাবর্ত্ত, রাজাত্যাবর্ত্তক, আবর্ত্তমণি ও আবর্ত্ত। এই মণি নীল বা কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নানাপ্রকার বর্ণের আভা ইহা হইতে নির্গত হয়। ইহা ধারণে সৌভাগ্যজনক, কটু-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, এবং প্রমেহ, হিক্কা ও বমন রোগের উপকারক।

রাজিকা।—(Brassica juncea. Syn. Sinapis juncea or Brassica nigra.) শ্বেত সর্ষপের

নাম রাজিকা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর গৌরসর্ষপ। বাঙ্গালায় ইহাকে রাই বা রাই সরিষা কহে। ইহা কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ত-পিত্তকারক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও কোঠরোগের উপশম-কারক।

রাজিকার তৈল কটুরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, কেশের উপকারক, ত্বগ্‌দোষ-নিবারক, বাতাদি-দোষনাশক এবং পুরুষত্বের হানিকারক।

রাজিকার পত্র (শাক) মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-কফনাশক এবং ক্রিমি ও কণ্ঠরোগের উপকারক।

রাজ্যক্তা।—রাজ্যক্তার চলিত নাম রায়তা। ইহা একপ্রকার খাদ্য বিশেষ। দধি, লবণ, লাউয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড, রাইসরিষার গুঁড়া ও ছোট এলাচের গুঁড়া একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-কটু-লবণ-মধুররস, কিঞ্চিৎ গুরু-পাক, রুচিকর, পাচক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিজনক এবং তৃষ্ণা ও শ্রান্তির শান্তিকারক।

রামশর।—একপ্রকার শর-তৃণের নাম রামশর। বাঙ্গালায় ইহাকে রামশর, হিন্দীতে রামশর ও শরপত এবং মালবদেশে রামশপু ও সরগোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রামকান্ত, রামবাণ, রামেষু, অপর্ব্বদণ্ড, দীর্ঘ ও নৃপপ্রিয়। রামশর অম্ল-কষায় রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, পিত্তজনক ও কফ-বায়ুনাশক।

রাল।—(Mimosarubicaulis.) সালবৃক্ষের নির্য্যাসের নাম রাল। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুনো, হিন্দীতে কিংলি, তৈলঙ্গভাষায় সর্জ্জরসমু ও সর্জ্জ এবং পঞ্জাবে রাল অলু কহে। ধুনোর সংস্কৃত পর্য্যায় সর্জ্জরস, সাল-নির্য্যাস, সালরস, কলকলোদ্ভব, ললন, দেবেষ্ট, শীতল, বহুরূপ, সুরভি, সুর-ধূপ, যক্ষধূপ, অগ্নিবল্লভ, কল ও কল-লজ। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, অতিসার, শূল, স্ফোটক, কণ্ডু, ব্রণ, বিপাদিকা, বিসর্প, রক্ত-স্রাব, প্রদর ও ঘর্ম্মনির্গমের উপশম-কারক। ধুনা লেপন করিলে, অগ্নিদগ্ধ জ্বালার শান্তি এবং স্ফুটিত ভগ্নস্থানের সংযোগ হইয়া থাকে।

রাস্না।—(Vanda Roxburghii Syn. Cymbidium tessaloides.) বৃক্ষোপরিজাত, একপ্রকার লতাবিশে-ষের নাম রাস্না। ইহাকে বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষাতে রাস্না এবং তেলেগু-

ভাষায় কিরম্বিচক ও অন্তরদামর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্রোণ-গন্ধিকা, সর্পগন্ধা, পলঙ্কষা, নাকুলী, সুরসা, সুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, ছত্রাকী, সুবহা, শ্রেয়সী, রস্না, রসনা, রসা, রসাঢ্যা, অতিরসা, মুক্তরসা, এলাপর্ণী ও সুগন্ধমূলা। রাস্না তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, আমদোষের পরিপাচক, বাত-শ্লেষ্ম-নাশক এবং জ্বর, কাস, শোথ, শ্বাস, শূল, উদর, কম্প, রক্তদোষ, বিষদোষ ও বাতব্যাধিসমূহের শান্তিকারক।

রীঠা।—(Sapindus mukorossi or S. Trifoliatus. Syn. S. Setergens or S. Emerginta.) The soapnut tree. রীঠা এক প্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে রীঠা, তেলেগুভাষায় রীঠাকরঞ্জমনেচেট্টু ও কুকুড়ু কয়লু, বোম্বাই প্রদেশে রীথা, এবং তামেলীতে পোন্নান কোট্টই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রীঠা-করঞ্জ, গুচ্ছক, গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছফল, অরিষ্ট, মঙ্গল্য, কুম্ভবীজ, প্রকীর্য্য, সোমবল্ক ও ফেনিল। রীঠা কটুতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বমনকারক, কফ-বায়ু-নাশক এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও ব্রণদোষের উপকারক।

রুদন্তী।—রুদন্তী একপ্রকার গুল্মের নাম। এই গাছ ছোলাগাছের ন্যায় এবং ইহার পাতাও ছোলার পাতার ন্যায়। শীতকালে এই বৃক্ষ হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাকে রুদন্তী কহে। বাঙ্গালা ও উৎকলদেশে ইহা রুদন্তী এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে অলুগণি ও রুদন্তী নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্রবত্তোয়া, সঞ্জীবনী, অমৃতস্রবা, রোম-ক্ষিকা, মহামাংসী, চণপত্রী, সুধাস্রবী ও রুদন্তিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, পিত্তনাশক, জরা-ব্যাধিনিবারক এবং রক্তপিত্ত, মেহ, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, শ্বাস ও ক্রিমিরোগের উপকারক।

রুদ্রজটা।—রুদ্রজটা এক-প্রকার লতার নাম। চলিত কথায় ইহাকে শঙ্করজটা ও রুদ্রঝাড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রৌদ্রী, জটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, রুদ্রাণী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা ও জটারুদ্রা। ইহা কটুরস এবং শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, ভূতাবেশ ও রক্ষোদোষের নিবারণ-কারক।

রুদ্রাক্ষ।—রুদ্রাক্ষ একপ্রকার বৃক্ষের ফল। রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষের সংস্কৃত

পর্য্যায় তৃণমেরু, অমর ও পুষ্পচামর। রুদ্রাক্ষ-ফলের সংস্কৃত পর্য্যায় শিবাক্ষ, সর্ব্বাক্ষ, ভূতনাশন, পাবন, নীলকণ্ঠাখ্য, হরাক্ষ ও শিবপ্রিয়। রুদ্রাক্ষফল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, কফ-বায়ু-নাশক এবং ক্রিমি, শিরোরোগ, বিষদোষ ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

রুরু।—রুরু একপ্রকার মৃগের নাম, এই মৃগ কূলেচর জাতীয়। ইহার মাংস মধুর-কষায়রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিমান্দ্যনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্তের উপশমকারক।

রেণুকা।—(Hydnocarpus wightianum. or Piper auranti-acum. Syn. H. Inebrians.) মরিচের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার সুগন্ধি ফলের নাম রেণুকা। বাঙ্গালায় ইহাকে রেণুক, হিন্দীতে সম্ভালুকা-বীজ, বোম্বাই প্রদেশে রেণুকবীজ ও কৌন্তী এবং তামেলীতে যেট্টী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্বিজা, হরেণু, কৌন্তী, কপিলা, ভস্মগন্ধিকা, অভীষ্টা, কৃতাস্তা, বরংকরী, বরমুখী, বরা, খরনাদিনী, কান্তা, নন্দিনী, মহিলা, রাজপুত্রী, হিমা, রেণু, পাণ্ডুপত্রী, হরেণুকা, সুপর্ণিকা, শিশিরা, শান্তা, বৃত্তা, বৃত্তা, হেমগন্ধিনী, ধর্ম্মিণী, কপিলোমা, হৈমবতী ও পাণ্ডুপত্রী। রেণুকা কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মেধা-বর্দ্ধক, পিত্তজনক, গর্ভপাতকারক, এবং কফ, বায়ু, অঙ্গের বিকলতা, পিপাসা, দাহ, কণ্ডূ ও বিষদোষের উপকারক।

রোচক।—একপ্রকার গ্রন্থি-পর্ণের নাম রোচক। নেপালদেশে ইহাকে ভণ্ডীউর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নিশাচর, ধনহর, কিতব ও গণহাসক। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, তীক্ষ্ণ, শীতল, লঘুপাক এবং কফ, বায়ু, জ্বর, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, মেদো-দোষ, বিষদোষ ও রক্তোদোষের শান্তি-কারক।

রোচনী।—রোচনী একপ্রকার শাকের নাম। ইহাকে চলিত কথায় পুদিনাশাক কহে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মুখের জড়তানাশক, বল-কারক এবং কফ-বায়ুনাশক।

রোটিকা।—পশ্চিমদেশে যে মোটা মোটা রুটীর ব্যবহার দেখা যায়, তাহারই নাম রোটিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে রুটী বা মোটারুটী এবং হিন্দীতে রোটী কহে। এই রুটী গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বল-কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, ও কফজনক।

রোপ্যাতিরোপ্য।—রোওয়া শালিধান্যকে অর্থাৎ যে শালিধান্য রোপণ করা হয় তাহাকে রোপ্যাতি-রোপ্য ধান্য কহে। এই ধান্য শীঘ্র পাকে এবং ইহা লঘুপাক, বলকর, মূত্রকারক, অবিদাহী ও অন্যান্য ধান্য অপেক্ষা অধিক উপকারক।

রোমক লবণ।—রোমক লবণের নামান্তর শাম্বর লবণ। রুমাবতী নদী হইতে এই লবণ উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহাকে শম্বর লবণ এবং হিন্দীতে শাকম্ভরি কহে। ইহা কটু-তিক্তযুক্ত লবণরস, অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, পিত্ত-প্রকোপক, দাহকারক ও শোষজনক।

রোহিতক।—(Amoora Rohitaka. Syn. Andersonia Rohitaka.) রোহিতক একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে রোড়া, রয়না ও কড়ার, দেশভেদে কড়ার এবং তেলেগুভাষায় মুলুমোত্ত-গচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রোহী, প্লীহশত্রু, দাড়িম্বপুষ্প, রক্তপুষ্প, মাংসদলন, যকৃদ্বৈরী, চলচ্ছদ, রোহিতের, রক্তপুষ্প, রোহিণ, কূটশাল্মলি, কূটশাল্মলি, সদাপ্রসূন, বিরোচন ও শাল্মলিক। ইহা কটু-কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকর, রক্তপরিষ্কারক এবং প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্র-রোগ ও উদর রোগের হিতকারক।

রোহিত মৎস্য।—বৃহৎ মৎস্যবিশেষের নাম রোহিত মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে রুইমাছ এবং তেলেগুভাষায় এরমীনু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রৌহিষ, মৎস্যরাজ ও রোহিৎ। এই মৎস্যের উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, তলদেশ অর্থাৎ উদরাদি অবয়ব শুক্লবর্ণ, ডানা ও পুচ্ছ ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং ইহার গায়ে আঁইস আছে। রোহিত মৎস্য মধুর-কষায় রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বীর্য্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, অল্প পিত্তকারক এবং বায়ুর ও অর্দ্দিতাদি বাতব্যাধির উপকারক। রোহিত মৎস্যের মুণ্ড অর্থাৎ মুড় ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগসমূহের অর্থাৎ কণ্ঠের উপরি-ভাগস্থ অবয়বজাত শিরোরোগ, চক্ষু-রোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ প্রভৃতি রোগসমূহের বিশেষ উপকারক।

রৌপ্য।—(Silver.) শ্বেত-বর্ণ ধাতুবিশেষের নাম রৌপ্য। বাঙ্গালায় ইহাকে রূপা এবং হিন্দীতে চাঁদি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রজত, শুভ্র, বসুশ্রেষ্ঠ, রুধির, চন্দ্রলোহক, শ্বেতক, মহাশুভ্র, তপ্তরূপক, চন্দ্রভূতি, সিত, তার, কলধৌত, ইন্দুলোহক, রূপ্য,

রূপ্যক, ধৌত, সৌধ, চন্দ্রহাস, অকুপ্য, দুর্ব্বর্ণক, খর্জ্জুর, রাজরঙ্গ, শ্বেত, রঙ্গবীজ, লোহরাজক ও কলধৌত। রৌপ্য অম্ল-মধুর-কষায় রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, সারক, বমনকারক, গুরুপাক, বাত-পিত্তনাশক, বয়ঃস্থাপক এবং প্রমেহাদি-রোগনিবারক। রৌপ্য এইরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেও, অশোধিত রৌপ্য শরীরের সন্তাপজনক, বল, বীর্য্য পুষ্টি ও শুক্রের হানিকারক এবং বহুবিধ রোগজনক। রৌপ্য শোধন করিতে হইলে, রৌপ্যের পাতলা পাত করিয়া তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া সেই তপ্ত তপ্ত পাত ক্রমশঃ তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থের ক্বাথ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকদ্রব্যে ৩ বার করিয়া নিষিক্ত করিতে হয়। পরে দুই ভাগ গন্ধক ও একভাগ পারদদ্বারা প্রস্তুত কজ্জলী জাম্বীরের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া, সেই শোধিত রৌপ্যের পাতে তাহা লেপন করিবে এবং গজপুটে পাক করিবে। ঐরূপে ১৪ বার গজপুটে দগ্ধ করিলেই রৌপ্য ভস্ম প্রস্তুত হইবে; সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

লকুচ। লকুচ একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মান্দার, ডেলো, ডেলোমান্দার ও ডহুয়া এবং হিন্দীতে বড়হর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঐরাবত, অম্লক, লিকুচ, নিকুচ, কষায়ী, দৃঢ়বল্কল, ডহু, কার্শ্য, শাল, শূর, স্থূলস্কন্ধ, গ্রন্থিমৎফল ও ক্ষুদ্রপনস। অপক্ক মান্দার অম্ল-মধুর রস উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, ত্রিদোষকারক, রক্তদোষজনক, চক্ষুর অপকারক এবং অগ্নি ও শুক্রের হানিকারক। পক্ক মান্দার অম্ল-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রজনক, কফকারক এবং বাত-পিত্তনাশক। মান্দার-গাছের ছালের রস কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, দাহকারক, মলরোধক এবং কফনাশক।

লঘু গোধূম। ছোট ছোট একপ্রকার গোধূমের নাম লঘুগোধূম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোটগম ও হিন্দীতে ছোটী গহুঁ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, আমদোষজনক, বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, পুষ্টিকর ও কফনাশক।

লঘুদন্তী। ছোট দন্তীগাছের নাম লঘুদন্তী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্রদন্তী, লঘ্বী দন্তী, বিশল্যা, উড়ুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকুলক। এই দন্তীর মূল কটুরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক,

এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শোথ, উদর, ক্রিমি, অর্শঃ শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিদাহ রোগের উপশমকারক। ইহার বীজ মধুর রস, মধুরপাকী, শীতল, মলমূত্রের বিরেচনকারক এবং কফ ও গলশোথের নিবারণকারক।

লঘুদ্রব্য। যে সকল দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক পায়, তাহাদিগকে লঘুদ্রব্য বা লঘুপাক দ্রব্য কহে। আকাশ বায়ু ও তেজঃ এই তিন ভূতের আধিক্যবিশিষ্ট দ্রব্য লঘুপাক হইয়া থাকে। লঘুপাক দ্রব্য মাত্রই মলমূত্রের রোধক, বায়ুপ্রকোপক, কফনাশক এবং অধিকাংশরোগেরই সুপথ্য।

লঘুপঞ্চমূল।—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটী ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূলের পারিভাষিক নাম লঘু পঞ্চমূল। এই পঞ্চমূল মধুর-তিক্তরস, নাতি শীতোষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিকর, বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, শ্বাস ও অশ্মরীরোগের শান্তিকারক।

লঘুবদর। ছোট কুলের নাম লঘুবদর। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট কুল, মেটোকুল বা ডেয়াকুল এবং মহারাষ্ট্রদেশে ক্ষুদ্রবোরি ও কর্ণাটে কিন্নরবতক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্র কোলি, সূক্ষ্মফল, বহুকর, সূক্ষ্মপত্র, দ্রুস্পর্শ, মধুর ও শিখিপ্রিয়। পাকা ছোটকুল অম্লমধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, কফ-বায়ুনাশক এবং দাহ, শোষ ও পিত্তের অল্প উপকারক।

লঘুব্রাহ্মী।—একপ্রকার ক্ষুদ্র ব্রাহ্মীশাকের নাম লঘুব্রাহ্মী। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট ব্রাহ্মী, মহারাষ্ট্রদেশে বাবি এবং কর্ণাটে কিরু ব্রাহ্মী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় জলোদ্ভবা ও সূক্ষ্মপত্রা। এই ব্রাহ্মীশাক তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং বায়ু, শোথ ও আমদোষের নিবারণকারক।

লঙ্কা।—লঙ্কা একপ্রকার শিম্বীধান্যের নাম। ইহা খেঁসারি বা তেওড়াজাতীয় কলায়। মহারাষ্ট্র দেশে ইহাকে মটুরাচপটা এবং কর্ণাটে লাঙ্ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় করালত্রিপুটা, কাণ্ডিকা ও রুক্ষণাম্বিকা। ইহা পিচ্ছিল, শীতল, রুচিকর, গুরুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

লঙ্কামরিচ।—(Capsicum.) লঙ্কামরিচের সংস্কৃত নামান্তর জ্বালামরিচ ও কুমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে লঙ্কামরিচ, হিন্দীতে লালমিরিচ এবং উৎকলদেশে নোকোমরিচ কহে।

ইহা তীব্র কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাত-পিত্ত-বর্দ্ধক, কফনাশক এবং প্রায় সকল রোগেরই অনিষ্টকারক।

লঙ্ঘন।—লঙ্ঘনের বাঙ্গালা নাম উপবাস। পরিমিত লঙ্ঘন দ্বারা দোষের পরিপাক, শরীরের লঘুতা, অগ্নির দীপ্তি, ভোজনে আকাঙ্ক্ষা ও রুচি এবং শ্লৈষ্মিক ব্যাধির অজীর্ণের ও জ্বরাদিরোগের উপশম হয়। লঙ্ঘন অতিরিক্ত হইলে, সর্ব্বশরীরে বেদনা, হাতে-পায়ে খাল্‌ধরা, মুখ-শোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কাস, উদ্‌গার প্রভৃতির আধিক্য, মোহ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, অগ্নিনাশ, মনের চঞ্চলতা এবং দর্শনশক্তি ও শ্রবণশক্তির হ্রাস হয়। লঙ্ঘন অসম্পূর্ণ হইলে, হৃল্লাস (গা বমি বমি), বমি, মুখ ও চক্ষু হইতে জলস্রাব, তন্দ্রা এবং কণ্ঠ, মুখ ও হৃদয়ের অশুদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মুখশোষ, রক্ত-পিত্ত ও ভ্রমাদি রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে এবং বায়ুবিকারগ্রস্ত, দুর্ব্বল, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে উপবাস দেওয়া উচিত নহে।

লজ্জালু।—(Mimosa pudica.) The sensitive Plant. লজ্জালু এক-প্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লজ্জাবতী ও লাজুক লতা এবং মহা-রাষ্ট্রদেশে লাজালু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কঙ্গিরী, রক্তপাদী, শমীপত্রা, স্পৃকা, খদিরপত্রিকা, সঙ্কোচনী, সমঙ্গা, নমস্কারী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী, খদিরা, গণ্ডমালিকা, লজ্জা, লজ্জিরী, স্পর্শলজ্জা, অস্রবোধিনী, রক্ত-মূলা, তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা, অঞ্জলিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী ও মহোষধি। লজ্জালুলতা কটুরস, শীতল এবং পিত্তাতিসার, শোথ, দাহ, শ্রম, শ্বাস, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ ও রক্তদোষের উপ-কারক।

আর একপ্রকার লজ্জালুলতা আছে, তাহার গাছ ছোট ও পাতা বড় বড়; ইহাকে "লজ্জালুবৈপরীতা" কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক এবং পারদের নিয়ামক।

লড্ডুক।—লড্ডুকের বাঙ্গালা নাম লাড়ু। লাড়ু নানাবিধ দ্রব্যের নানাবিধ উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দ্রব্যবিশেষের এবং সংস্কারবিশেষের প্রভেদ অনুসারে প্রত্যেক লাড়ুর গুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তবে সাধারণতঃ সকল লাড়ুই অত্যন্ত গুরুপাক।

লতাকরঞ্জ।—লতাজাত করঞ্জ-ফলবিশেষের নাম লতাকরঞ্জ। হিন্দী-ভাষায় ইহাকে কণ্ট করেঞ্জ এবং

বোম্বাইপ্রদেশে সাগরগোটী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্রুপর্ণ, বীরাখ্য, বজ্রবীজক, ধনদাক্ষী, কণ্টফল ও কুবেরাক্ষী। এই করঞ্জের পত্র কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ-বায়ুনাশক। ইহার বীজ অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, এবং শূল, গুল্ম ও বেদনার উপশমকারক।

লতাকস্তুরী।—(Hibiscus Abelmoschus. Syn. Abelmoschus moschatus.) Musk mallow. লতাকস্তুরী একপ্রকার সুগন্ধি ক্ষুদ্র ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লতাকস্তুরী ও কাল কস্তুরী, হিন্দীতে মুস্কদানা, তৈলঙ্গদেশে তক্কোলফলমু ও কর্পূরবেণ্ড, তামেলীতে কঠৈকস্তুরী এবং দাক্ষিণাত্যে কস্তুরবেণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কটু ও দক্ষিণ-দেশজা। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, বস্তিশোধক, চক্ষুর হিতকর, এবং তৃষ্ণা, কফ, বস্তিরোগ ও মুখ-রোগের শান্তিকারক।

লপ্সিকা।—লপ্সিকা এক-প্রকার খাদ্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মোহনভোগ, হিন্দীতে সেরা ও পারস্যভাষায় হালুয়া কহে। সুজী ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে হয়, ঘনীভূত হইলে এলাচ কর্পূর প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইলেই লপ্সিকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্র-বর্দ্ধক, কফজনক ও বাত-পিত্তনাশক।

লবঙ্গ।—(Caryophyllus aromaticus.) Cloves. লবঙ্গ এক-প্রকার পুষ্পের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লবঙ্গ, হিন্দীতে লোঙ্, মহা-রাষ্ট্র ও কর্ণাটদেশে লবঙ্গকলিকা, পারসীতে লৌঙ্গ ও মেখক, তামেলীতে কিরমবেব তৈলঙ্গভাষায় লবঙ্গলু এবং দাক্ষিণাত্যে লবঙ্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দেবকুসুম, শ্রীপুষ্প, শ্রীসংজ্ঞ, লবঙ্গ, লবঙ্গকলিকা, দিব্য, শেখর, লব, রুচির, গ্রহণীহর, তোয়ধি-প্রিয়, বারিপুষ্প, ভৃঙ্গার, গীর্ব্বাণকুসুম, চন্দনপুষ্প ও দিব্যগন্ধ। লবঙ্গ কটু-তিক্তরস, শীতল, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মুখের দুর্গন্ধনাশক এবং তৃষ্ণা, বমন, আধ্মান, আনাহ, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ ও শিরো-রোগের উপশমকারক।

লবঙ্গতৈল।—লবঙ্গ হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাকে লবঙ্গতৈল বা লবঙ্গের তেল কহে। এই তৈল অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক,

এবং দন্তবেষ্টগত শ্লেষ্মজ রোগের ও গর্ভিণীদিগের বমনরোগের নিবারণ-কারক।

লবণ।—লবণ একপ্রকার রসের নাম। ইহাতে জল ও অগ্নি এই উভয় ভূতগুণের আধিক্য থাকে। লবণকে বাঙ্গালায় নুণ ও হিন্দীতে নিমক্ কহে। লবণরস স্নিগ্ধ, শীতল, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, সারক, শরীরের শিথিলতা ও মৃদুতাকারক, কফ-পিত্তজনক, বায়ুনাশক এবং শুক্র ও দৃষ্টির হানিকারক। লবণরস অতিসেবিত হইলে, শারীরিক শৈথিল্য, কেশের অকাল পক্কতা, অকালে জরার আক্রমণ এবং রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, চক্ষুর পাক, কোঠ (গাত্রে বোল্‌তাদষ্টের ন্যায় দাগ), কুষ্ঠ, বিসর্প, খালিত্য (টাক) ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ উৎপাদন করে।

সৈন্ধব, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল, বিট্ প্রভৃতি যে সকল লবণরসবহুল পদার্থ লবণনামে পরিচিত, তাহাদের প্রত্যেকের গুণাদি ভিন্ন ভিন্ন নামানুসারে লিখিত হইবে।

লবণতৃণ।—লবণতৃণ একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লোনাঘাস কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লোণতৃণ, তৃণাম্ল, পটুতৃণ ও অম্লকাণ্ড। ইহা অম্ল-কষায়রস, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, দুগ্ধের হানিকর এবং অশ্বদিগের পুষ্টিজনক।

লবণী।—(Anona reticulata.) লবণী এক প্রকার ফল। চলিত কথায় ইহাকে লোণা বা লোণা আতা কহে। ইহার বৃক্ষ ও ফলের আকৃতি অনেকটা আতার ন্যায়। লোণা আতা লবণ-মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, কফবর্দ্ধক এবং বাত-পিত্তনাশক।

লবলী।—(Phyllanthus distichus.) লবলী একপ্রকার অম্লফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে নোয়াল ফল এবং হিন্দীতে হরফরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুগন্ধমূলা, লবলীপাণ্ডু ও কোমলবল্কলা। লবলীফল অম্ল-মধুর-কষায়রস, সুগন্ধি, রুক্ষ, গুরুপাক, রুচিকর, এবং কফ-পিত্তনাশক।

লক্ষ্মণামূল।—লক্ষ্মণামূল একপ্রকার কন্দের নাম। এই কন্দের আকার পুত্তলির মত, তাহার উপর রক্তবর্ণের কতকগুলি বিন্দু থাকে এবং ইহার গন্ধ ছাগদুগ্ধের ন্যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুত্রকন্দা, পুত্রদা, নাগিনী, নাগাহ্বা, নাগপত্রী, তুলিনী, সজ্জিকা, অস্রবিন্দুচ্ছদা ও পুচ্ছদা। লক্ষ্মণামূল মধুররস, শীতল, ত্রিদোষ-

নাশক, রসায়ন, বলকারক এবং বক্ষ্যা-দোষনাশক। পুত্রোৎপাদক বলিয়া লক্ষ্মণায়নের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ইহা এদেশে নিতান্ত দুর্লভ।

লাঙ্গলি।—(Gloriosa superba.) লাঙ্গলিকে চলিত কথায় বিষলাঙ্গুলিয়া বা ঈশলাঙ্গলা কহে। ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের মূল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কলিকারী, হলিনী, বহ্নিবক্ত্রা, গর্ভপাতিনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, হলী, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা ও বহ্নিশিখা। লাঙ্গলি উপবিষজাতীয় পদার্থ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মনাশক, গর্ভপাতক, এবং কুষ্ঠ, ব্রণ, শোথ, শূল ও অর্শোরোগের উপকারক।

লাঙ্গলীবিষ ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হইলে, শোধন করিয়া লইতে হয়। একদিন গোমূত্রের ভাবনা দিলেই ইহা শোধিত হইয়া থাকে।

লাঙ্গলী শাক।—একপ্রকার জলজ শাকের নাম লাঙ্গলীশাক। চলিত কথায় ইহাকে কাঁচড়া শাকও বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তোয়পিপ্পলী, জলাক্ষী, পিত্তলা ও শ্যামাদলী। ইহা মধুর-তিক্তরস, রুক্ষ, কফ-পিত্তনাশক এবং বায়ুর বৃদ্ধিনিবারক।

লাজপেয়া।—খইয়ের পাতলা মণ্ডকে লাজপেয়া কহে। ইহা লঘুপাক, পিপাসানাশক, বমননিবারক, এবং শরীরের গ্লানি, দৌর্ব্বল্য, কণ্ঠশোষ ও কুক্ষিরোগের শান্তিকারক।

লাজভক্ত।—অত্যুষ্ণ জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া না লইলে, তাহাকে লাজভক্ত কহে। লাজভক্ত মধুররস, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, নিদ্রাজনক, কফপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণশোধক।

লাজমণ্ড।—অত্যুষ্ণ জলে খই সিদ্ধ করিয়া তাহা ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে লাজমণ্ড কহে। লাজমণ্ডের বাঙ্গালা নাম খইয়ের মণ্ড। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, আমদোষপাচক, অরাতিসারনাশক, দাহ-তৃষ্ণানিবারক, শ্লেষ্মজনক এবং মন্দাগ্নি, বিষমাগ্নি, বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের পথ্য।

লাজা।—লাজ শব্দ সংস্কৃত ভাষায় নিত্য বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, এই জন্য লাজ শব্দের পরিবর্ত্তে লাজা শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধান্য ভাজিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহার

নাম লাজা; বাঙ্গালায় ইহাকে খই এবং দেশভেদে লাওয়া কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অক্ষত। খই, মধুর রস, রুক্ষ, লঘুপাক, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, বমি, অতিসার, জ্বর দাহ, প্রমেহ ও মেদো-রোগের উপকারক।

লামজ্জক।—(Andropogon loniger.) The Juncus odoratus. বেণামূলের ন্যায় পীতবর্ণ ও সুগন্ধি তৃণমূলবিশেষের নাম লামজ্জক; বাঙ্গালায় ইহা বেণামূল নামেই পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে লামজ্জক এবং তেলেগুভাষায় তেল্লবট্টিবেরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘমূল ও জলাশয়। ইহা তিক্ত-মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, বাত-পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা, শ্রান্তি, জ্বর, রক্তপিত্ত, ত্বগ্‌রোগ ও মূত্রকৃচ্ছ্রতার উপশমকারক।

লাবপক্ষী।—লাবপক্ষীর বাঙ্গালা নাম বটের পাখী। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে লাবুগে ও লাবুক পিট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লাবক, লব ও লঘুজঙ্গল। লাবপক্ষী বিষ্কির-জাতীয়। ইহার মাংস মধুর-কষায়রস, পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, মলরোধক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং সন্নিপাতদোষ ও বিষ-দোষের হিতকারক।

পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ম্মরভেদে লাবপক্ষী চারি প্রকার। তন্মধ্যে পাংশুল কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মকারক, গৌরক রুক্ষ, পৌণ্ড্রক পিত্তনাশক এবং দর্ম্মর রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগের উপকারক। অন্যান্য গুণ সকলেরই প্রায় একরূপ।

লাক্ষা।—(Coccus lacca.) Lac. অশ্বত্থ ও কুল প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় এক-প্রকার কীট পুঞ্জীভূত থাকিয়া লাক্ষা-রূপে পরিণত হয়। বঙ্গালায় ইহাকে লাহা, লা ও জৌ; হিন্দীতে লাহী, মহারাষ্ট্রদেশে লাখ, কর্ণাটে অরগু এবং তেলেগুভাষায় লত্তুক ও লক্ক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় রাক্ষা, জতু, যাব, অলক্ত, দ্রুমাময়, গন্ধর্বিকা, খদির্দিকা, রক্তা, রক্তমাতৃকা, রঙ্গমাতা, পলঙ্কষা, ক্রিমিহা, দ্রুমব্যাধি, অলক্তক, পলাশী, মুদ্রিণী, দীপ্তি, জন্তুকা, গন্ধমাদিনী, নীলা, দ্রবরসা, পিত্তারি, কৃমিজা, কীটজা, জতুকা, গর্দ্ধবিকা, গন্ধাধিকা, ও ক্ষতঘ্নী। লাক্ষা কটু তিক্ত-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, বর্ণবর্দ্ধক, রক্তস্রাবনিবারক, এবং শ্লেষ্মা, পিত্ত, জ্বর, বিশেষতঃ বিষম জ্বর, হিক্কা, কাস, উরঃক্ষত, ব্রণ, ভগ্ন,

বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ, শোথ ও বিষদোষের শান্তিকারক।

লিঙ্গিণী।—লিঙ্গিণী একপ্রকার লতার নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শিবলিঙ্গিনী এবং হিন্দীতে পঞ্চগুরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লিঙ্গিকা, বহুপত্রী, ঈশ্বরী, শিববল্লিকা, স্বয়ম্ভূ, লিঙ্গসম্ভূতা, লৈঙ্গী, চিত্রফলা, চাণ্ডালী, লিঙ্গজা, দৈবী, চণ্ডা, আপস্তম্ভিনী, শিবজা ও শিববল্লী। ইহা দুর্গন্ধি, কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন ও সর্ব্বসিদ্ধিকারক।

লিম্পাক।—(Citrus acida.) লেবুবিশেষের নাম লিম্পাক। বাঙ্গালায় ইহাকে পাতিলেবু কহে। ইহা সুরভি, অম্ল-মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, রুচিকর, অল্প-পিত্তকারক, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং বমননিবারক।

লোণার।—একপ্রকার ক্ষারপদার্থের নাম লোণার। দাক্ষিণাত্যে ইহা লোণার খার নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লবণোত্থ, লবণাকরজ, লবণমদ, জলজ, লবণক্ষার, ও লবণ। ইহা ঈষৎ লবণ রস, ক্ষারগুণযুক্ত, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতগুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

লোণীশাক।—(Portulaca quadrifida. *Syn*, Meridiana or P. Oleracea.) Indian Purslane. লোণীশাককে বাঙ্গালায় লুনীশাক, হিন্দীতে লুনিয়া শাক বা লুণিয়া ও খুরফা, তেলেগু ভাষায় পইলকুর, বোম্বাই দেশে কুর্ফা এবং তামেলীতে কোরিলকীরই কহে। ছোট বড়ভেদে লোণীশাক দুই প্রকার, তন্মধ্যে বড়লোণী বাঙ্গালায় বনলুনী এবং ছোট লোণী ক্ষুদেলুনী নামে প্রসিদ্ধ। বড় লোণীর সংস্কৃত নামান্তর ঘোটিকা। ছোট লোণী অম্ল লবণ রস, গুরুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অর্শঃ, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষের উপকারক। বড়লোণী অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং বাগ্‌দোষ, প্লীহা, গুল্ম, শ্বাস, কাস, প্রমেহ, ব্রণ, শোথ ও নেত্ররোগের হিতকর।

লোধ্র।—(Symplocos racemosa.) লোধ্র একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে লোধ, তেলেগুভাষায় তেল্ললোট্টুগচেট্টু এবং গুজরাটে লোদর কহে। রক্ত ও শ্বেত বর্ণভেদে লোধ দুইপ্রকার। রক্তলোধের সংস্কৃত পর্য্যায় তিরীট, মার্জ্জন, রক্তলোধ্র, তিন্দুক ও লাক্ষকর্ম্মা। শ্বেত-

লোধের সংস্কৃত পর্য্যায় শুক্ল, শবরলোধ্র, মহালোধ্র ও শাবর। লোধের সামান্যতঃ সংস্কৃত পর্য্যায় গালব, শাবর, তিরীট, তিল্ব, মার্জ্জন, বলিপ্রিয়, বানরাঘাত, বলভদ্র, রোধ্র, ভিল্লতরু, তিল্লক, কাণ্ডকালক, হস্তিলোধ্রক, তিলক, কাণ্ডনীল, হেমপুষ্প ও ভিল্লী। লোধ কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বাত-পিত্ত-কফ-নাশক, চক্ষুর হিতকর এবং জ্বর, অতিসার, শোথ, রক্ত ও বিষদোষের উপশমকারক।

লোহিতক।—লোহিতক একপ্রকার শালিধান্যের নাম। ইহার ত্বক্ রক্তবর্ণ। এই ধান্য মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক, বর্ণবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, শ্রান্তিনাশক, চক্ষুর হিতকর, সর্ব্বদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, এবং জ্বর ও ব্রণরোগের হিতকারক।

লোহিতালু।—(Dioscorea purpurea.) লোহিতালুর অপর সংস্কৃত নাম রক্তালু ও অংশুকী। বাঙ্গালায় ইহাকে রাঙ্গা আলু এবং হিন্দীতে অরুই কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও লম্বাকৃতি। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, হৃদয়স্থ কফনাশক এবং ভ্রম, পিত্ত ও দাহরোগের হিতকর।

লৌহ।—(Ferrum.) Iron. লৌহ এক প্রকার খনিজ ধাতুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে লোহা, হিন্দীতে লোওয়া এবং তেলেগুভাষায় ইনুমু কহে। লৌহের সংস্কৃত পর্য্যায় লোহ, লোহক, আয়স, শঠ, নিশিত, তীব্র, খড়্গ ও অয়স। লৌহ কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুক্ষ, সারক, বলকারক, রসায়ন, দোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, বায়ুবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, জ্বর, মেহ, কৃমি, কুষ্ঠ, মেদোদোষ ও বিষদোষের উপকারক।

শোধন-মারণাদি ক্রিয়াদ্বারা লৌহের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। যেহেতু অশোধিত ও অজারিত লৌহ সেবন করিলে, কুষ্ঠ, শূল, হৃদ্রোগ, অশ্মরী, ক্লীবতা এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা। লৌহ শোধন করিবার জন্য তাহার পাতলা পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং সেই উত্তপ্ত পাত, তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলথকলায়ের কাথ, ইহাদের প্রত্যেকটিতে তিনবার করিয়া নিঃক্ষেপ করিবে, প্রতিবারেই লৌহপাত উত্তপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

এইরূপে লৌহ শোধিত হইলে, পুনর্ব্বার তাহা এক এক বার উত্তপ্ত করিয়া, যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার কাথে তিন তিন বার নিষেক করিতে হইবে। নিষেকের জন্য দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে লইতে হয় এবং লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা ও ত্রিফলার চতুর্গুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে সেই ত্রিফলার কাথ লইতে হয়। তৎপরে সেই বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক একবার গজপুটে দগ্ধ করিবে। ঐরূপে বার বার গজপুটে দগ্ধ হইয়া যখন অঙ্গুলিনিষ্পেষণে মসৃণ চূর্ণ হইবে, তখনই তাহা সম্যক্ ভস্ম হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ইহাই লৌহভস্মের সাধারণ নিয়ম, কিন্তু কার্য্যবিশেষানুসারে লৌহভস্মেরও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। লৌহের যত অধিকবার পুটপাক হইবে, ততই তাহা অধিক গুণকারক হয়। এই জন্যই সহস্রাধিক পুটপাক-দগ্ধ লৌহের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। একশত পুটের লৌহ সাধারণ কার্য্যে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু বাজীকরণ ঔষধে পাঁচশত পুট না দিয়া লৌহ ব্যবহার করা উচিত নহে।

কেবল লৌহভস্মও অনুপানবিশেষের সহিত ব্যবহার করিলে, অনেক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে। শূলরোগে হিং ঘৃত ও মধু; পুরাতনজ্বরে মধু ও পিপুল চূর্ণ, বাতরোগে ঘৃত ও রসুন, শ্বাসরোগে মধু এবং শুঁঠ পিপুল ও মরিচের মিলিত চূর্ণ; মেহরোগে ত্রিফলা ও চিনি; সন্নিপাতে মধু ও আদার রস; এইরূপ রোগবিশেষানুসারে অনুপানবিশেষের সহিত লৌহভস্ম ১ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

বংশ।—(Bumbusa arundinacea.) বংশের বাঙ্গালা নাম বাঁশ। ইহাকে হিন্দীতে বাঁশ, মহারাষ্ট্রদেশে বেলু, তেলেগুভাষায় বেদুরু, বেরেমুক, বেয়ুশলি ও বেত্তু, বোম্বাইপ্রদেশে মাণ্ডগয় এবং তামেলীতে মন্গিল কহে। বাঁশের সংস্কৃত পর্য্যায় ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, যবফল, বেণু, মস্কর, তেজন, কিলাটী, পুষ্পঘাতক, বৃহত্তৃণ, কিষ্কুপর্ব্বা, রন্ধ্র, সুপর্ব্বা, তৃণকেতুক, কণ্টালু, কণ্টকী, মহাবল, দৃঢ়গ্রন্থি, দৃঢ়পত্র, ধনুর্দ্রুম, ধানুষ্য ও দৃঢ়কাণ্ড। বংশ কষায়-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, সারক, বস্তিশোধক, কফ-পিত্তনাশক এবং

দাহ, রক্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও ব্রণ রোগের হিতকর। বাঁশের ছাল (নীল) রজঃস্রাবকারক। বাঁশের অঙ্কুর (করীর) কটু-কষায়-মধুররস, পাকে কটু, শীতল, রুক্ষ, গুরুপাক, সারক, রুচিকর, বিদাহকারক, কফনাশক, এবং বাত পিত্ত-বর্দ্ধক। বাঁশের শিকড় মূত্রকারক ও শোথনাশক।

রন্ধ্রবংশ নামক এক প্রকার সছিদ্র বাঁশ আছে, তাহাও সাধারণ বাঁশের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ তাহা পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, অজীর্ণনাশক, রুচিকর ও শূলনিবারক।

বংশক।—(Saccharum officinarum.) বংশক এক প্রকার ইক্ষুর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শামশাঁড়া আখ্ কহে। ইহা ঈষৎ লবণযুক্ত মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, সারক, অবিদাহী, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক ও কফকারক। এই ইক্ষুরসের চিনি রুক্ষ, বলকারক ও চক্ষুর হিতকারী।

বংশপত্রী।—বাঁশপাতার মত পাতাবিশিষ্ট এক প্রকার তৃণের নাম বংশপত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশপাতা ঘাস, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুপত্রী এবং কর্ণাটে বিদিরয়লে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বংশদলা, জীরিকা ও জীর্ণপত্রিকা। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, পিত্তনাশক, রক্তদোষনিবারক এবং পশুদিগের দুগ্ধবর্দ্ধক।

বংশলোচনা।—The Manna of the bambu. বংশলোচনাকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে বংশলোচন, দেশভেদে বাঁশকাবর এবং তেলেগুভাষায় তবক্ষীরি কহে। বংশলোচন যেরূপ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা খণ্ড খণ্ড, নীলের আভাযুক্ত শ্বেতবর্ণ এবং স্বচ্ছ ও কঠিন পদার্থ বিশেষ। ইহা বাঁশের পর্ব্বমধ্যে উৎপন্ন হয়। বংশলোচনের সংস্কৃত পর্য্যায় বংশরোচনা, ত্বক্ক্ষীরা, তুগাক্ষীরী, শুভা, বাংশী, বংশজা, ক্ষীরিকা, তুগা, বংশক্ষীরী, বৈণবী, ত্বক্সারা, কর্ম্মরী, শ্বেতা, বংশকর্পূর, রোচনা, তুঙ্গা, রোচনিকা, পিঙ্গা ও বংশশর্করা। ইহা কষায়-মধুররস, শীতল, রুক্ষ, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, সন্তাপনিবারক, পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, কাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ ও বায়ুজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি পীড়ার উপশমকারক।

বংশবীজ।—বাঁশের বীজকে বাঙ্গালায় বাঁশের চাউল কহে। বংশতণ্ডুল ও বংশযব ইহার সংস্কৃত নামান্তর। বংশবীজ মধুর-কষায়রস, পাকে

কটু,রুক্ষ,ধারক, মূত্ররোধক, কফনাশক এবং বাত-পিত্তবর্দ্ধক।

বক।—জলচরজাতীয় পক্ষি-বিশেষের নাম বক। বাঙ্গালায় ইহাকে বকপাখী কহে। বকের মাংস স্বাদু, শীতল, স্নিগ্ধ, মলভেদক, শুক্রবর্দ্ধক ও রক্তপিত্তনাশক।

বকুল।—(Memusops Elegni.) বকুল একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বকুল, হিন্দীতে বকুল ও মৌলসরী, তেলেগুভাষায় পোগড়চেট্টু, উৎকলদেশে বউড়কুড়ি, বোম্বাই প্রদেশে বকুলী, দাক্ষিণাত্যে মোলসরী এবং তামেলীতে মোগদ কহে। বকুলের সংস্কৃত পর্য্যায় বকুল, কেশর, কেসর, সিংহকেশর, বরলব্ধ, সীধুগন্ধ, মকুল, মুকুল, স্ত্রীমুখমধু, দোহল, মধুপুষ্প, সুরভি, ভ্রমরানন্দ, স্থির-কুসুম, শারদিক, করক, বিশারদ, গূঢ়পুষ্পক, ধন্বী, মদন, মদ্যামোদ ও চিরপুষ্প। বকুলগাছের ছাল কটু-কষায়-রস, পাকে কটু, গুরুপাক, শীতল, এবং কফ, পিত্ত, শ্বিত্র, ক্রিমি, বিষদোষ ও দন্তরোগের শান্তিকারক। বকুলের ফুল সুরভি, কষায়-মধুররস, স্নিগ্ধ, শীতল, রুচিকর, মলরোধক ও বিষদোষনিবারক। বকুলের ফল মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, মলরোধক এবং দন্তের দৃঢ়তাকারক।

বক্কস মদ্য।—একপ্রকার মদ্যের নাম বক্কস, ইহার নামান্তর জগল। এই মদ্য অল্প মত্ততাকারক, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভজনক, মলভেদক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বায়ুপ্রকোপক এবং প্রবাহিকা (আমাশয়রোগ), উদরের বেদনা, অর্শঃ ও শোথরোগের উপকারক।

বঙ্গ।—বঙ্গ একপ্রকার ধাতুর নাম, ইহার নামান্তর রঙ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে রাং কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্ণজ, নাগজীবন, মৃদঙ্গ, গুরু-পত্র, চক্রসংজ্ঞ, তমর, নাগজ, কস্তীর, আলীনক, সিংহল, স্ববেত, নাগ, ত্রপু, ত্রপুঃ, ত্রপুষ, আপূষ, মধুর, হিম, কুরূপা, পিচ্চট ও পূতিগন্ধ। বঙ্গ কটু তিক্ত-কষায়-লবণ রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, সারক, কফ-বায়ু-নাশক, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, কান্তিকারক, রসায়ন, এবং পাণ্ডু ক্রিমি, শ্বাস, মেহ ও দাহরোগের শান্তিকারক।

বঙ্গের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। লৌহকটাহে করিয়া বঙ্গ অগ্নিজ্বালে চড়াইবে এবং গলিয়া গেলে, যথাক্রমে তাহাতে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রা চূর্ণ, জীরার চূর্ণ, ত্রিফলার চূর্ণ, অশ্বত্থচটার চূর্ণ ও তেঁতুলচটার চূর্ণ নিক্ষেপ

করিয়া, লৌহদণ্ডদ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে। একএকটি চূর্ণ সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হওয়ার পর অন্য চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপে বঙ্গ ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেবল বঙ্গভস্মও অনুপানবিশেষের সহিত সেবিত হইলে, বিবিধরোগের উপশম হয়। মুখের দৌর্গন্ধ্যে কর্পূরের সহিত, প্রমেহে তুলসী-পত্রের রসের সহিত, পাণ্ডুরোগে ঘৃতের সহিত, গুল্মে সোহাগার খইয়ের সহিত, পিত্তদুষ্টিতে খাঁড গুড়ের সহিত, মলমূত্রের বিবন্ধে পানের রসের সহিত, অগ্নিমান্দ্যে পিপুলের সহিত, ঊর্দ্ধশ্বাসে হরিদ্রার সহিত, গাত্রদৌর্গন্ধে চম্পক-রসের সহিত, দেহসন্তাপে লেবুর রসের সহিত, বীর্য্যস্তম্ভনে কস্তুরীর সহিত, চর্ম্মরোগে খদিরের ক্বাথের সহিত, অজীর্ণে সুপারির ক্বাথের সহিত, বাত-ব্যাধিতে রসুনের সহিত, কুষ্ঠরোগে সমুদ্রফল ও নিসিন্দার সহিত, এবং ক্লৈব্যরোগে অপামার্গের সহিত বঙ্গভস্ম প্রয়োগ করা যায়।

বঙ্গসেন।—রক্তবর্ণ বকফুলের নাম বঙ্গসেন। রক্তবকফুল তিক্তরস, পাকে কটু এবং কাসরোগনাশক।

বচা।—(Acorus calamus.) The Sweet flag. বচার বাঙ্গালা নাম বচ। ইহাকে হিন্দীতে বচ ও ঘোর বচ, তৈলঙ্গভাষায় বড়জ ও নল্লবস, বোম্বাইপ্রদেশে বেখঁড়ে এবং তামে-লীতে বশম্বু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উগ্রগন্ধা, ষড়্‌গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, তীক্ষ্ণা, জটিলা, মঙ্গল্যা, বিজয়া, উগ্রা, রক্ষোঘ্নী, বচা, লোমশা, কাঙ্গা, গালিনী ও ভদ্রা। বচ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, কান্তিজনক, কফনাশক, স্বরপরি-ষ্কারক এবং কাস, অতিসার, আম দোষ, গ্রন্থি, শোথ, বাতজ্বর ও ভূতা-বেশের শান্তিকারক।

বজ্রভৃঙ্গী।—বজ্রভৃঙ্গী একপ্রকার তৃণের নাম। দেশভেদে ইহা গুড়াখু নামে পরিচিত। এই তৃণ কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং শ্বাস, হিক্কা, কম্প, কণ্ঠরোগ, বাতগুল্ম, প্লীহা, পীনস, কৃমি, আমশূল ও উদররোগের উপশম-কারক।

বজ্রক্ষার।—মালবদেশপ্রসিদ্ধ একপ্রকার ক্ষারপদার্থের নাম বজ্র-ক্ষার। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে নবসাগর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বজ্রক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বিদারক, সার, চন্দন-সার, ধূমোত্থ ও ধূমজাঙ্গজ। ইহা ক্ষারগুণযুক্ত, অতিশয় উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিরেচক এবং গুল্ম, উদর, বিষ্টম্ভ ও শূলরোগের শান্তিকারক।

বজ্রী।—(Euphorbia antiquorum.) বজ্রীর বাঙ্গালা নাম তেকাঁটা সিজ বা নাড়াসিজ্। ইহা অত্যন্ত তীব্র বিরেচক, ইহার আটা অতি অল্প পরিমাণে নাভিতে লেপন করিলেই মলভেদ হইয়া থাকে। ঐ আটার বাহুপ্রয়োগে বাতবেদনার শান্তি হয়।

বট।—(Ficus Bengalensis. Syn. Ficus Indica.) The Benyan tree.) বট এক প্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বটগাছ, ও বড়গাছ, হিন্দীতে বর ও বর্গট, মহারাষ্ট্রদেশে বট, কর্ণাটে আল, তেলেগুভাষায় মরিচেট্টু মারি ও পেড়িমরি, উৎকলদেশে বোরু এবং তামেলীতে অল কহে। বটের সংস্কৃত পর্য্যায় ন্যগ্রোধ, বহুপাৎ, নন্দী, শুঙ্গ, বৃহৎপাদ, বৈশ্রবণালয়, বৈশ্রবণোদয়, বৃক্ষনাথ, যমপ্রিয়, রক্তফল, শুঙ্গী, কর্ম্মজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, ভাণ্ডীর, জটাল, রোহিণ, অবরোহী, বিটপী, স্কন্ধরুহ, মণ্ডলী, মহচ্ছায়, ভৃঙ্গী, যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহণ, নীল, শিফারুহ, বহুপাদ ও বনস্পতি। বটের ছাল কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, মলরোধক, বর্ণবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, ব্রণ, বীসর্প, শোথ ও যোনিদোষের উপকারক।

বটপত্রী।—(Coleus amboinicus.) একপ্রকার পাথরকুচির নাম বটপত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে বড়পাথর কুচি, মহারাষ্ট্রদেশে বড়বতী এবং তেলেগুভাষায় পিংড়ি বগুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনামিকা ও ইরাবতী। ইহা কষায় রস, শীতল, পিচ্ছিল, কিঞ্চিৎ অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক এবং মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, যোনিরোগ ও ব্রণরোগের উপশমকারক।

বটিকা।—বটিকার বাঙ্গালা নাম বড়ী। মাষকলাই মটর ও মুগ প্রভৃতি বহুবিধ দাইলের বড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মাষকলায়ের বড়ী কষায়-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পিত্তনাশক এবং তৃষ্ণা, দাহ, শ্রম, শ্বাস, বমন ও বিষদোষের উপকারক। মুগের বড়ী লঘুপাক, রুচিকর, পথ্য এবং মুগের দাইলের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বটী।—বটবৃক্ষজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নাম বটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নদীবট, যজ্ঞবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী ও ক্ষীরকাষ্ঠা। বটীবৃক্ষ, মধুর-কষায় রস, শীতল, পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম,

শ্বাস, বিষদোষ ও বমনরোগের হিত-কারক।

বৎসনাভ।—(Aconitum ferox.) Indian Aconite. Root of the aconite ferox brought from Nepal.) বৎসনাভ একপ্রকার কন্দবিষ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাঠ-বিষ ও মিঠেবিষ, হিন্দীতে মিঠা, বোম্বাই প্রদেশে বচনাগ এবং তামে-লীতে বসনবী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৎসনাগ, অমৃত, বিষ, উগ্র, মহৌষধ, গরল, মরণ, নাগস্তোকক ও প্রাণহারক। এই বিষ মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সন্তাপজনক, এবং বায়ু, কফ, সন্নিপাতদোষ ও কণ্ঠরোগ প্রভৃতির নিবারণ-কারক।

মিঠাবিষ শোধন না করিয়া, ঔষধা-দিতে প্রয়োগ করিতে নাই। ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া, তিন দিন তাহা গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলেই শোধিত হয়। প্রত্যহ নূতন গোমূত্রে ভিজান আবশ্যক।

বৎসাদনী।—বৎসাদনী এক-প্রকার লতার নাম। ইহা মধুররস, রুচিকর, সন্তর্পণকারক, শুক্রবদ্ধক এবং পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ ও বিষ-দোষের উপকারক।

বনচম্পক।—বনজাত চম্পক-বিশেষের নাম বনচম্পক। বাঙ্গা-লায় ইহাকে বন-চাঁপা বা নাগেশ্বর-চাঁপা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বনদীপ, হেমাহ্ব ও সুকুমার। বনচাঁপা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকারক, বর্ণবর্দ্ধক, ব্রণরোপক, চক্ষুর হিতকর, বয়ঃস্থাপক এবং বাত-কফনাশক।

বনজীর।—বনজাত জীরা-বিশেষের নাম বনজীর। বাঙ্গালায় ইহাকে বনজীরে, মহারাষ্ট্রদেশেও বনজীরে এবং কর্ণাটে কাজীরগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃহৎপালী, সূক্ষ্মপত্র, অরণ্যজীর ও কণ। বনজীরে কটুরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, এবং জীর্ণজ্বর, ক্রিমি ও ব্রণরোগের উপশমকারক। সাধারণ জীরার অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

বনপিপ্পলী।—বনজাত এক-প্রকার ছোট পিপুলের নাম বন-পিপ্পলী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন-পিপুল বা ছোটপিপুল, মহারাষ্ট্রদেশে রানপিপুল এবং কর্ণাটে কাহি পিপ্পলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সূক্ষ্ম-পিপ্পলী, ক্ষুদ্র পিপ্পলী ও বনকণা। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। এই পিপুল শুষ্ক হইলে গুণহীন হইয়া থাকে।

বনমুদ্গ।—বনমুদ্গ এক প্রকার কলায়জাতীয়শস্য। ইহার বাঙ্গালা নাম বনমুগ। বনমুগের সংস্কৃত পর্য্যায় মুকুষ্টক, বনক, নিগূঢ়ক, কুলীনক, খণ্ডী, মুদ্গাষ্টক, ময়ষ্টক, মসূর, মপষ্টক ও মকুষ্টক। ইহা মধুররস, শীতল, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক এবং জ্বরের হিতকর। হরিদ্বর্ণ বনমুগ অধিক গুণশালী এবং মুগের ন্যায় উপকারক।

বনযমানী।—(Seseli Indicum. Syn. Ligu-ticum diffusum.) বনযমানীকে বাঙ্গালায় বনযোয়ান এবং উৎকলদেশে বিলনমানী কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর ক্ষেত্রযমানী ও অজগন্ধা। সাধারণ যমানী অপেক্ষা বনযমানী কিছু বৃহদাকার। ইহা কটুরস, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, দৃষ্টির হানিকারক এবং কফ বায়ু ও শুক্রের ক্ষয়কর।

বনবর্ব্বরী।—বনজাত এক প্রকার বাবুইতুলসীর নাম বনবর্ব্বরী। বাঙ্গালায় ইহাকে বন বাবুই তুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে আজবলাভেহ্ এবং কর্ণাটে সুগন্ধি অজয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুগন্ধি, সুপ্রসন্নক, দোষাক্লেশী, বিষঘ্নী, সুমুখ, সূক্ষ্মপত্রক, নিদ্রালু, শোকহারী ও সুবক্ত্র। বনবর্ব্বরী সুগন্ধি, কটুরস, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সন্তর্পণকারক এবং বমন ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

বনবীজপূরক।—বনজাত মাতুলুঙ্গলেবুবিশেষের নাম বনবীজপূরক। বাঙ্গালায় ইহাকে বুনো টাবালেবু, মহারাষ্ট্রদেশে বন মাতুলিঙ্গ এবং কর্ণাটে কামাদবল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বনজ, বনবীজক, অত্যম্ল, গন্ধাম্লা, বনোদ্ভবা, দেবদূতী, শীতা, দেবদাসী, দেবেষ্টা, মাতুলুঙ্গিকা, পটনী ও মহাফলা। ইহা অম্ল-কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং আমদোষ, কৃমি ও শ্বাসরোগের উপকারক।

বনশূরণ।—বনজ ওলের নাম বনশূরণ বা বনসূরণ। বাঙ্গালায় ইহাকে বুনো ওল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সিতশূরণ, শ্বেতশূরণ, অরণ্যশূরণ, বনজ, বনকন্দ ও বনকুণ্ডল। বুনো ওল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং কৃমি, গুল্ম, শূল ও অর্শোরোগের উপকারক।

বনহরিদ্রা।—)Curcuma aromatica. Syn. Curcuma zedoaria. wild Turmeric.) বিনাযত্নে যেসকল হরিদ্রা গাছ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম বনহরিদ্রা। ইহাকে বাঙ্গালায়

বনহলুদ, হিন্দীতে জংলী হল্‌দি, মহারাষ্ট্রদেশে সালী, কোঙ্কণদেশে অড়িনিষকা ও অরিসিন, তেলেগুভাষায় কস্তুরিপশুপু ও অড়বিপস্থপু, বোম্বাই-প্রদেশে রাণহলুদ ও কচোরা এবং তামেলীতে কস্তুরীমঞ্জল কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় শোলী, শোলিকা ও বনারিষ্টা। বনহরিদ্রা কটু-তিক্তরস,পিচ্ছিল, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুচিকর এবং বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

বন্দাক।—(*Epidendrum tessellatum &c.*) *A parasite* plant.) বৃক্ষের উপরিজাত একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম বন্দাক। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্দড়া, পরগাছা ও বাঁড়, হিন্দী ও তৈলঙ্গভাষায় বন্দা, এবং বোম্বাই-প্রদেশে বান্দাগুল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বন্দা, বন্দাকা, বন্দাকী, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, শেখরী, সেব্যা, বন্দকা, বন্দক, নীলবল্লী, পরবাসিকা, বশিনী, পুত্রিনী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা, পরাশ্রয়া, পাদপরুহা, শিখরী, তরুরোহিণী, জীবন্তিকা, কাকরুহা, কামবৃক্ষ, শৈখরী, কেশরূপা, তরুরুহা, তরুস্থা, গন্ধমাদনী, কামিনী, তরুভুক্, শ্যামা ও উপদী। বন্দাক তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতল, শ্রান্তিনাশক, শুক্র-বৰ্দ্ধক, রসায়ন, সিদ্ধিপ্রদ এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত, ব্রণ, বিষদোষ ও রক্ষোদোষের শান্তিকারক।

বন্যদমন।—বনজাত দমনক বৃক্ষের নাম বন্য দমন। বাঙ্গালায় ইহাকে বনদনা, মহারাষ্ট্রদেশে রাণদবণা এবং কর্ণাটে কাদবনা কহে। বন্যদমন গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহা বীর্য্যস্তম্ভকারক, বলকারক ও আমদোষনাশক।

বন্যোপদকী।—বনজাত পুঁই-শাকের নাম বন্যোপদকী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বনজা ও বনসাহ্বয়ী। বন পুঁইশাক কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ও রুচিকারক।

বরক ধান্য।—বরক একপ্রকার তৃণধান্যের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চীনাধান বা কাংনীধান কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্থূলকঙ্গু ও স্থূলপ্রিয়ঙ্গু। ইহা মধুর-কষায়রস,রুক্ষ ও বাত-পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

বরাহমাংস।—বরাহ কুলেচরজাতীয় একপ্রকার পশু। ইহার নামান্তর শূকর। বাঙ্গালায় ইহাকে শূয়োর ও বরা কহে। গ্রাম্য ও বন্য-ভেদে বরাহ দুই প্রকার। গ্রাম্য-বরাহের মাংস মধুররস, অত্যন্ত গুরু-পাক, বলকারক,শুক্রবৰ্দ্ধক,বায়ুনাশক, বীর্য্যকারক এবং মেদোবৰ্দ্ধক। বন্য

বরাহের মাংস গ্রাম্য বরাহের অপেক্ষা লঘুপাক, ঘর্ম্মজনক এবং গ্রাম্য বরাহ-মাংসের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বরুণ।—(Crataeva religiosa. Syn. Capparis triforliata. বরুণ একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বরুণগাছ ও বন্নে গাছ, হিন্দীতে বিলি, মহারাষ্ট্রদেশে বরুণ, কর্ণাটে মদবসলে, তেলেগুভাষায় উরুমটি, জাজিচেট্টু ও উলিমিরিচেট্টু; বোম্বাইপ্রদেশে বায়বরণ্য এবং তামেলীতে মরলিঙ্গ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বরণ, সেতু, তিক্ত শাক, কুমারক, অশ্মরীঘ্ন, বরাণ, শিখিমণ্ডল, শ্বেতবৃক্ষ, সাধুবৃক্ষ, তমাল ও মারুতাপহ। বরুণগাছ জলাশয়ের তীরভূমিতে উৎপন্ন হয়। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রকারক, পিত্তজনক, কফ-বায়ুনাশক, এবং রক্তদোষ, বিদ্রধি, বাতরক্ত, গুল্ম, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী রোগের শান্তিকারক। বরুণের ফুল মলরোধক, পিত্তনাশক এবং আমবাতের নিবারক।

বর্ত্তক পক্ষী।—বর্ত্তক পক্ষীর বঙ্গালা নাম বটেব পাখী বা ভারুই পাখী। হিন্দীতে ইহাকে বটেরী গুড়গুড়ে কহে। ইহার মাংস মধুর-কষায়রস, পাকে মধুর, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পুষ্টিজনক।

বর্ত্তলৌহ।—একপ্রকার মিশ্র-লৌহের নাম বর্ত্তলৌহ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিদ্‌রী এবং বোম্বাই প্রদেশে পঞ্চরসলোহ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বর্ত্তক, বর্ত্ততীক্ষ্ণ, নীললোহ, লোহসঙ্কর, নীলক ও নীলজ। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতল, কফ-পিত্তনাশক ও দাহনিবারক। সাধারণ লৌহের ন্যায় ইহাও জারণ-মারণাদি ক্রিয়ার পর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তিকা পক্ষী।—বর্ত্তিকাপক্ষীকে বাঙ্গালায় বাবুই পাখী বা তালচটা কহে। বাবুই পাখীর মাংস মধুররস, রুক্ষ, কফ-বায়ুনাশক এবং বটের পাখীর অন্যান্য গুণ অপেক্ষা কিছু গুণহীন।

বর্দ্ধমান সট্টক।—একপ্রকার পানীয় পদার্থের নাম বর্দ্ধমানসট্টক। ঘন দধি প্রথমতঃ মন্থন করিয়া, তাহার সহিত মরিচ, পিপুল, শুঁঠ ও জীরার গুঁড়া এবং চিনি উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিতে হইবে, তৎপরে তাহার সহিত কিঞ্চিৎ দাড়িমের রস মিশ্রিত করিলে, বর্দ্ধমান সট্টক প্রস্তুত হয়। ইহা অম্ল-মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর,

বলকারক, তৃপ্তিজনক এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও গ্লানির নিবারক।

বর্ম্মিমৎস্য।—সর্পাকৃতি একপ্রকার মৎস্যের নাম বর্ম্মিমৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে বান্‌মাছ এবং হিন্দীতে বাম্বি মছলি কহে। এই মৎস্য মধুর-কষায় রস, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও রক্তপিত্তরোগের উপকারক।

বর্ম্মুষ মৎস্য।—বর্ম্মুষ মৎস্যকে বাঙ্গালায় বামিরুষ মাছ কহে। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক এবং গ্রহদোষনিবারক।

বর্ব্বর।—কৃষ্ণবর্ণ তুলসীবিশেষের নাম বর্ব্বর। বাঙ্গালায় ইহাকে কালবাবুই ও হিন্দীতে কালীবাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুমুখ, গরঘ্ন, কৃষ্ণবর্ব্বরক, সুকুন্দন, গন্ধপত্র, পূতগন্ধ ও সুবাহক। ইহা সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং বমন বিসর্প, বিষদোষ ও ত্বগ্‌দোষের উপকারক।

বর্ব্বরক।—পীতবর্ণ চন্দনবিশেষের নাম বর্ব্বরক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বর্ব্বরোত্থ, শীত, শ্বেতবর্ব্বক, সুগন্ধি, সুরভি ও পিত্তারি। এই চন্দন তিক্তরস, শীতল এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও রক্তদোষের বিশেষ উপকারক।

বর্ব্বর মৎস্য।—সর্পাকৃতি, দীর্ঘমুখ এবং পৃষ্ঠে ও কুক্ষিদেশে কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্যবিশেষের নাম বর্ব্বর মৎস্য। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুরুপাক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং বাতাটোপ রোগের অর্থাৎ উদরে বেদনার সহিত গুড়্‌গুড় শব্দের উৎপাদনকারক।

বর্ব্বরী।—বর্ব্বরী একপ্রকার তুলসীর নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বনতুলসী বা বাবুই তুলসী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অম্বুরসা, বর্ব্বা, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা, ও কবরা। কৃষ্ণ, শুক্ল ও বটপত্রভেদে এই তুলসী তিনপ্রকার। সকলপ্রকার বর্ব্বরীই কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পিত্তজনক এবং কফ, বায়ু, রক্তস্রাব, দদ্রু, ক্রিমি ও বিষদোষের শান্তিকারক।

বর্ব্বূর।—(Acacia arabica.) The Babhul tree. বর্ব্বূর একপ্রকার কণ্টকবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাব্‌লা, হিন্দীতে বাবুল, ত্রৈলঙ্গদেশে বলবস্তুড়ু ও নল্লতুম্ম, বোম্বাই প্রদেশে রোমকড়ি ও বাভূল, উৎকলে গুইড়া এবং দাক্ষিণাত্যে কলিকিকর কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কণ্টালু, তীক্ষ্ণকণ্টক, যুগলাক্ষ, গোশৃঙ্গ, পঙ্‌ক্তিবীজ, দীর্ঘকণ্টক, কফান্তক, দৃঢ়বীজ ও অজভক্ষ। ইহা কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, কাস, আমদোষ, রক্তাতিসার, দাহ, পিত্ত, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষদোষের উপকারক। বাবলার আটা (গঁদ) স্বাদবিহীন, শীতল, মলরোধক, রক্তস্রাবনিবারক, ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাত-পিত্তনাশক, এবং রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, মেহ ও প্রদররোগের উপশমকারক।

বর্ষা-ঋতু।—সাধারণতঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাস বর্ষাকাল নামে পরিচিত। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন এই চারি মাস বর্ষা। বর্ষা কাল শীতল, অম্লপাকজনক, বায়ুবর্দ্ধক এবং অগ্নিমান্দ্যকারক। বর্ষাকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পুরাতন ধান্য, যব ও গোধূমাদির লঘুপাক অন্ন, জাঙ্গলজীবের মাংস এবং বিবেচনা করিয়া অন্যান্য লঘুপাক দ্রব্য ভোজন করিবে। বৃষ্টির জল অথবা সরোবর ও কূপের জল উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে, তাহাই স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করিবে। সমুদায় ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধুমিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে পারিলে ভাল হয়। রৌদ্র, বৃষ্টি ও ভূবাষ্প গায়ে লাগান উচিত নহে। অবস্থানুসারে খাট চৌকি বা মাচার উপর বিছানা করিয়া, তাহাতেই শয়ন করা উচিত। বর্ষাকালে দিবানিদ্রা, নদীর জলে স্নানাদি, অধিক ব্যায়াম ও স্ত্রীসহবাস, নিতান্ত অনিষ্টকারক।

বলা।—(Sida cordifolia.) বলা গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বেড়েলা এবং হিন্দীতে খিরিহিটা, বরি আরি, সংদেবী, ককহিয়া ও গুলশকরী কহে। শ্বেত ও পীত বর্ণের পুষ্পভেদে বেড়েলা দুই প্রকার। শ্বেতবেড়েলার সংস্কৃত পর্য্যায় বাট্যালক, বাট্যপুষ্পী, সমাংশা ও বিললা। পীতবেড়েলার সংস্কৃত নামান্তর অতিবলা। ইহা ভিন্ন মহাবলা। ও নাগবলা নামক আরও দুইপ্রকার বেড়েলা আছে। সাধারণতঃ সকল বেড়েলাই মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মলরোধক, বায়ুনাশক এবং অম্লপিত্ত, ক্ষত ও রক্তের নিবারণকারক। বেড়েলা মূলের ছালচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, মূত্রাতিসারের উপশম হয়। অতিবলা অর্থাৎ পীতবেড়েলার মূলের চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে, প্রমেহ রোগে উপকার পাওয়া

যায়। মহাবলার মূল মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক এবং বায়ুনাশক।

বল্লীদূর্ব্বা।—বল্লীদূর্ব্বার অপর নাম মালাদূর্ব্বা। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতদূর্ব্বা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় পাঁঢরী হরিয়ারী এবং কর্ণাটে বিলিয়করকে কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, কফ-পিত্ত-নাশক এবং তৃষ্ণা ও বমন রোগের শান্তিকারক।

বল্লীখদির।—বল্লীখদির এক-প্রকার খদিরের নাম, ইহার নামান্তর আরুক। এই খদির কটু-তিক্ত-কষায়-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং পিত্ত, রক্ত, ত্রিদোষ ও শ্বাস-কাস প্রভৃতি রোগের উপকারক।

বল্লীগড় মৎস্য।—বল্লীগড় মৎস্যকে বাঙ্গালায় বেলে, ভোলা, বালিকড়া ও বেলে গুড়্গুড়্ মাছ কহে। ইহা মধুররস রুক্ষ, লঘুপাক, বায়ুজনক ও অনভিষ্যন্দী।

বল্বজা।—বল্বজা একপ্রকার তৃণের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে উলু-বিশেষ এবং হিন্দীতে সাবে বাগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দৃঢ়-পত্রী, তৃণেক্ষু, তৃণবল্বজা, মৌঞ্জীপত্রা, দৃঢ়তৃণা, পানীয়াশ্রা ও দৃঢ়ক্ষুরা। এই তৃণ মধুররস, শীতল, রুচিকর, কণ্ঠশুদ্ধিকারক, বায়ুপ্রকোপক এবং পিত্ত, দাহ ও তৃষ্ণার উপশম-কারক।

বসন্ত-ঋতু।—ফাল্গুন ও চৈত্র, এই দুই মাস বসন্তকাল নামে পরি-চিত। কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত। বসন্তকাল মধুর রসের উৎ-পাদক, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। বসন্ত-কালের জল মধুর-কষায় রস ও রুক্ষ। বসন্তকালে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য লঘুপাক, রুক্ষ এবং কটু তিক্ত কষায় ও লবণ রসযুক্ত অন্নাদি; শশ হরিণ লাব ও চটক প্রভৃতি জীবের লঘুপাক মাংস, মদ্যপান অভ্যস্ত হইলে দ্রাক্ষাজাত পুরাতন মদ্য অর্থাৎ "পোর্ট" প্রভৃতি আহার করিবে। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যের জন্য ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করিবে। রেশম ও পশু-লোমাদিদ্বারা নির্ম্মিত উষ্ণ বস্ত্র পরি-ধান এবং উষ্ণ শয্যায় শয়ন করা উচিত। বসন্তকালে যুবতী স্ত্রীর সহ-বাস উপকারজনক। গুরুপাক, স্নিগ্ধ, এবং অম্ল ও মধুর রসযুক্ত দ্রব্যের অধিক ভোজন ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি শ্লেষ্মপ্রকোপক আহার বিহারাদি বসন্তকালে বিশেষ অনিষ্টকারক।

বসা।—মাংসস্নেহের নাম বসা। বাঙ্গালায় ইহাকে চর্ব্বি কহে। বসা

মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বলকারক, বায়ুনাশক এবং কফ-পিত্তবর্দ্ধক। শূকরের বসা বাহ্যপ্রয়োগে বাতব্যাধির ও ঊর্দ্ধভঙ্গের বিশেষ উপকারক; মহিষের বসাও ঐরূপ গুণকারক। সর্প নকুল ও গোধার বসা লেপন করিলে, ব্রণ ও কুষ্ঠরোগের উপশম হয়। মৎস্য, মকর, শিশুমার (শুশু) ও কুম্ভীরাদির বসা বিসর্প ও কুষ্ঠরোগের হিতকারক।

বস্তুক।—বস্তুক গুল্মজাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে বাসনাগাছ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শৈব, শিবমত, শিবশেখর ও সুরেষ্ট। শ্বেত ও রক্ত বর্ণ পুষ্পভেদে বস্তুক দুই প্রকার। উভয় বস্তুকই কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পাকে শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অজীর্ণ ও গুল্মরোগের উপশমকারক। শ্বেত বস্তুকের বিশেষ গুণ ইহা রসায়ন। বস্তুকের পাতা অতিশয় রুক্ষ, কফ-বায়ুনাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, প্লীহা ও শূলরোগের উপকারক।

বাকুচী।—(Psoratea corylifolia.) The plant serratula anthelmintika. বাকুচীর অপর নাম সোমরাজী। বাঙ্গালায় ইহাকে সোমরাজ ও হাকুচ, হিন্দীতে বাব্‌চী, মহারাষ্ট্রদেশে বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বাইপ্রদেশে বাবচী এবং তামেলীতে বোগিবিট্টুলু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুচিকর এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বগ্‌দোষ ও বিষ্টম্ভরোগের উপকারক। সোমরাজীর বীজ কটুরস, পিত্তবর্দ্ধক, কেশের উপকারক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ ও পাণ্ডুরোগের হিতকর। সোমরাজীর শাক (পাতা) কটু-তিক্তরস, কটুপাকী, শীতল, এবং কফ-পিত্তনাশক।

বাকুচীভেদ।—বুচ্‌কীদানা নামে পরিচিত একপ্রকার বাকুচী বা সোমরাজীর বীজ পাওয়া যায়, হিন্দীতে তাহাকে বুকৃচি কহে। বুচ্‌কীদানার অপর সংস্কৃত নাম শ্বিত্রারি। ইহা ত্রিদোষনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে কুষ্ঠ, বাত-রক্ত, শ্বিত্র (ধবল) ও সিধ্মনামক কুষ্ঠের শান্তিকারক। বুচ্‌কীদানা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে, ধবলরোগের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

বাচামৎস্য। বাচা মৎস্যকে বাঙ্গালাতেও বাচা মাছ কহে। ইহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মজনক এবং বাত-পিত্তনাশক।

বাতাম।—(Prunus amygdalus. Syn. Amygdalus communis. Terminalia catappa.) The Almond, Bitter Almond, Sweet Almond. বাতাম এক-প্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাদাম, হিন্দীতে ও বোম্বাই-প্রদেশে জংলিবাদাম, তেলেগুভাষায় বেদম এবং তামিলদেশে নটবড়ুম কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বাতাদ, বদাম ও বাদাম। সকল বাদামই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক, কফবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্ত রোগের অনিষ্টকারক।

বানরমাংস।—বানর পর্ণমৃগ-জাতীয় একপ্রকার পশু। চলিত কথায় ইহাকে বাঁদর কহে। বানরের মাংস মধুররস, গুরুপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তজনক, চক্ষুর হিতকর, মল-মূত্রের অনুলোমকারক এবং শ্বাস কাস ও অর্শোরোগের হিতকর।

বানীর।—বাণীরের অপর নাম জলবেতস। বাঙ্গালায় জলবেত, মহারাষ্ট্রদেশে বঞ্জালু ও কর্ণাটে বৈসেয়-মরণু নামে ইহা পরিচিত। ইহা বেত্রজাতীয় এবং জলের ধারে উৎপন্ন হয়। বানীরের সংস্কৃত পর্য্যায় বৃত্তপুষ্প, শাখাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত, পরিব্যাধ, নাদেয় ও জলসম্ভব। ইহা তিক্ত-কষায় রস, শীতল, মলরোধক, ব্রণশোধক এবং কফ, পিত্ত, রক্ত ও রক্তদোষের নিবারণকারক।

বাপীজল।—পাথর বা ইট প্রভৃতি দ্বারা চারিদিক বাঁধান এবং সোপান যুক্ত বৃহৎ কূপবিশেষকে বাপী কহে। চলিত কথায় ইহা ইন্দারা নামে পরিচিত। ইন্দারার জল ক্ষারগুণ-যুক্ত, ঈষৎ কটুরস, গুরুপাক, সন্তাপ-জনক এবং ত্রিদোষবর্দ্ধক।

বায়ুষমৎস্য। বায়ুষ মৎস্যকে চলিত কথায় বাউশমাছ বা কাল বাউশ মাছ কহে। বায়ুষ মাছ মধুর রস, গুরুপাক, পুষ্টিকর, রসরক্তাদি ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক, বিশেষতঃ শুক্রবর্দ্ধক।

বারাহ।—কৃষ্ণবর্ণ মদনবৃক্ষের নাম বারাহ। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল-ময়না-গাছ কহে। ইহার ফল কটু-তিক্তরস, রসায়ন, বমনকারক, আমাশয় ও পক্বাশয়ের শোধক এবং কফ ও হৃদ্রোগের উপশমকারক।

বারাহীকন্দ।—(Dioscorea. An esculent root, or a yam. বারাহীকন্দ একপ্রকার বৃহৎ কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে চুবড়ি আলু, হিন্দীতে গেঠী, মহারাষ্ট্রদেশে বারাহ-

কন্দ, তেলেগুভাষায় ব্রাহ্মদণ্ডীচেট্টু, পাচিতোকে ও নেলতাড়িচেট্টু, এবং বোম্বাইপ্রদেশে ডুকর কন্দ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বারাহী, বিষক্সেনপ্রিয়া, ঘৃষ্টি, বদার, কচ্ছা, বনমালিনা, গৃষ্টি, বিম্বমূলা, শূকরী, ক্রোড়কন্যা, বরাহ, কৌমারী, ত্রিনেত্রা, ব্রহ্মপুত্রী, ক্রোড়ী, কন্যা, মাধবেষ্টা, শূকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাসী, কুষ্ঠনাশন, বল্য, অমৃত, মহাবীর্য্য, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর, ব্রাহ্মীকন্দ, মহৌষধ, সুকন্দক, বৃদ্ধিদ ও ব্যাধিহন্ত্রী। বারাহীকন্দ কটু-তিক্ত রস, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক, রসায়ন, বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, মেহ, অর্শঃ, বাতগুল্ম ও বিষদোষের উপকারক। অনূপদেশে অর্থাৎ জলাভূমিতে এই কন্দ অধিক উৎপন্ন হয় এবং ইহার গাত্র বড় বড় লোমের ন্যায় একপ্রকার পদার্থে আবৃত থাকে। শূকরের ন্যায় লোমাবৃত বলিয়াই ইহা বরাহকন্দ নামে পরিচিত হইয়াছে।

বারিপর্ণী।—(Pistia stratiotes.) জলজ তৃণবিশেষের নাম বারিপর্ণী। বাঙ্গালায় ইহাকে পানা বা টোকাপানা, বোম্বাই প্রদেশে জলকুম্ভী এবং তেলেগুভাষায় ভুটিকুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কুম্ভিকা, শ্বেতপর্ণা, অশকুম্ভী, পানীয়পৃষ্ঠজ, আকাশমূলী, কুতৃণ, জলবল্কল, কুম্ভী, বারিমূলী, খমূলিকা, পর্ণী, পৃশ্নী, বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢক, বারিপালিকা ও বারিপ্রশ্নী। বারিপর্ণী কটু-তিক্তমধুর রস, শীতল, লঘুপাক, সারক, রুক্ষ, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, শোষ ও রক্তস্রাবাদির নিবারণকারক।

বারুষক।—বারুষক একপ্রকার মৎস্যের নাম। এই মৎস্যের আকার অনেকটা মহিষের ন্যায় এবং মোটা মোটা আঁইস দ্বারা ইহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকে। ইহার মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক।

বার্ত্তাকু।—(Solanum melongena. Syn. S. Esculentum.) বার্ত্তাকু এক প্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বেগুণ, হিন্দীতে ভণ্টা ও বাঙ্গণ, তেলেগু-ভাষায় বঙ্গএহিরিবঙ্গু, উৎকলদেশে বাইগুণ, বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গে এবং তামিলদেশে কুঠিরেকই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হিঙ্গুলী, সিংহী, ভণ্টাকী, দুষ্প্রধর্ষিণী, বার্ত্তাকী, বার্ত্তা, বাতিকুণ, বার্ত্তাক, শাকবিল্ব, রাজকুষ্মাণ্ড, মহাবৃহতী, বাত্তিক, বাতিগম, বৃন্তাক, বঙ্গণ,

অঙ্গণ, বের, কণ্টবৃন্তাকী, কণ্টালু, কণ্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসলফলা, বৃন্তাকী, মহোটিকা, চিত্রফলা, কণ্টকিনী, মহতী, কণ্টফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, শাকশ্রেষ্ঠা, নীলবৃষা, বৃত্তফলা ও নৃপপ্রিয়ফলা। বার্ত্তাকু মধুর-কটুরস, গুরুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-পুষ্টিকারক, রক্তজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং কাস শ্বাস ও অরুচি রোগের উপকারক। কচি বেগুন কফ-বায়ুনাশক। পাকা বেগুন ক্ষারগুণযুক্ত ও পিত্তবর্দ্ধক। যে বেগুন বারমাস ফলে, তাহা ত্রিদোষনাশক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রসন্নতাকারক। পোড়া বেগুন লঘুপাক, সারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু ও মেদোধাতুর উপকারক।

বার্ষিকী।—(Jasminum sambac. বর্ষাকালজাত পুষ্পবিশেষের নাম বার্ষিকী। বাঙ্গালায় ইহাকে বেলফুল, হিন্দীতে চম্বা, মুগরা ও বেল, বোম্বাই প্রদেশে মোগরী, তামিলদেশে মল্লপু, এবং তেলেগু-ভাষায় কুন-বক্রান্ত চেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শ্রীপদী, ষট্পদানন্দা ও মুক্তবন্ধনা। বেলফুল তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক এবং মুখরোগ, নেত্ররোগ ও কর্ণরোগের উপকারক। বেলফুলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়, তাহাও বেলফুলের সমগুণবিশিষ্ট।

বাসক।—(Justicia adhatoda adhatoda vasaca.) বাসক একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বাসক বা বাকস, হিন্দীতে অরুষা, মহারাষ্ট্রদেশে অড়ুলসা, কর্ণাটে অড়ুসা ও আড়সোগে, তেলেগুভাষায় অড়সর এবং তামিলদেশে আধড়োড়ে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৈদ্যমাতা, সিংহী, সিংহাস্য, বাসিকা, বৃষ, অটরুষ, বাজিদন্তক, কসনোৎপাটন, আমলক, বাশী, বাশিকা, বাশক, বৃশ, অটরূষ, বাসা, বাস, বাজী, বৈদ্যসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, বাসরুষক, সিংহিকা, ভিষঙ্মাতা, রসাদনী, সিংহমুখী, কণ্ঠীরবী, সিতকর্ণী, বাজিদন্তী, নাসা, পঞ্চমুখী, সিংহপত্রী, ও মৃগেন্দ্রাণী। বাসক কটু-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, বায়ুজনক, স্বরপরিষ্কারক, রক্তরোধক এবং কাস, শ্বাস, রক্ত-পিত্ত, ক্ষয়, জ্বর, মেহ, কামলা, বমন, তৃষ্ণা, অরুচি, কুষ্ঠ ও কফের উপশমকারক। বাসকের ফুল তিক্তরস, কটুপাক এবং কাস ও ক্ষয়রোগের হিতকর।

বাসন্তী।—বাসন্তী একপ্রকার ফুলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে মাধবী, হিন্দীতে বাসন্তীনেবারি, মহারাষ্ট্রদেশে বিরবন্তি এবং কর্ণাটে বিরবন্তিগে কহে। বাসন্তী ফুলের সংস্কৃত পর্য্যায় নবমল্লিকা, প্রহসন্তী, বসন্তজা, মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুবহুলা ও বসন্তদূতী। এই ফুল সুরভি, তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক,শ্রান্তিনিবারক ও কামবর্দ্ধক।

বাস্তুক শাক।—(Chenopodium album.) বাস্তুক শাককে বাঙ্গালায় বেতোশাক, মহারাষ্ট্রদেশে চকবত এবং কর্ণাটে চক্রবর্ত্ত কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পাংশুপত্র, শাকশ্রেষ্ঠ, শাকবীর,কম্বেল্ল, ঘনা,ঘন, বাস্ত, বাস্তুক, বস্তুক, হিলমোচিকা, শাকরাজ,রাজশাক ও চক্রবর্ত্তী। ছোট বড় পত্রভেদে অথবা শ্বেত রক্ত বর্ণভেদানুসারে বেতোশাক দুই প্রকার। উভয় বেতোশাকই মধুর রস, পাকে কটু, লঘু, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক,বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, কৃমি, অর্শঃ, প্লীহা ও রক্তস্রাবাদির নিবারণকারক।

বিকঙ্কত।—(Flacourtia Ramontchi var sapida.) ছোট ছোট ফুলের তার ফলবিশেষের নাম বিকঙ্কত। বাঙ্গালায় ইহাকে বঁইচি বা বৌঁচ ফল, দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে কণ্টাই ও বঞ্জ, মহারাষ্ট্রদেশে গুলঘোণ্টী, কর্ণাটে হলসানিকা, তেলেগুভাষায় কানবেগুচেট্টু, উৎকলদেশে বইচ কুড়ি এবং পঞ্জাবে কুকোয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৈকঙ্কত, বৃতিকর, কণ্টকারী, শ্রুবাবৃক্ষ, কিঙ্কিরী, স্রুগ্দারু, কণ্টপত্র, স্বাদুকণ্টক, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, ব্যাঘ্রপাৎ, স্রুগাবারু,মধুপর্ণী, কণ্টপাদ, বহুফল, গোপঘোণ্টা, শ্রুবাদ্রুম, মৃদুফল, দন্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডার, হিমক, পূত ও কিঙ্কিনী। বিকঙ্কত ফল অম্ল-মধুররস, পাকে মধুর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্তনাশক এবং কামলা ও রক্তের উপকারক।

বিকণ্টক।—বিকণ্টক একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মৃদুফল, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, কাকনাশ, ব্যাঘ্রপাদ, ঘন-দ্রুম, গর্জ্জাফল, ঘনফল, মেঘস্তনিতোদ্ভব, মুদির ফল, প্রাবৃষ্য, হ্রাস্তফল ও স্তনিতফল। এই বৃক্ষ কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক এবং বস্ত্ররঞ্জনে উপযোগী।

বিকির জল।—নদীর নিকটবর্ত্তী বালুকাময় ভূমিতে কূপ খনন করিলে, সেই কূপ হইতে যে জল উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিকির জল কহে। এই জল স্বচ্ছ, শীতল, লঘু, নির্দ্দোষ, পিত্তনাশক ও ক্ষারগুণবিশিষ্ট।

বিজয়া।—Cannambis sativa বিজয়া একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সিদ্ধি এবং হিন্দীতে ভাং কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মৎকুণারি, ত্রৈলোক্যবিজয়া, ইন্দ্রাশন, জয়া, বিজয়া, বীরপত্রা, চপলা, অজয়া, আনন্দা ও হর্ষিণী। বিজয়া অত্যন্ত মত্ততাজনক। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক, বাক্যবর্দ্ধক, বলকারক, বুদ্ধিজনক, রসায়ন, শ্লেষ্মনাশক এবং কুষ্ঠ রোগের উপকারক।

বিট্‌খদির।—বিষ্ঠাদির ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত খদিরবৃক্ষ বিশেষের নাম বিট্‌খদির। বাঙ্গালায় ইহাকে গুয়েবাবলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অরিমেদ, বিট, দরিমেদ, ইরিমেদ, অসিমেদ, ক্রিমিশাত্রব, গিরিমেদ, মরুদ্রুম ও কালস্কন্ধ। এই বৃক্ষ কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, শ্লেষ্মনাশক এবং মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, ব্রণ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষদোষের উপশমকারক।

বিড়লবণ।—কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত লবণবিশেষের নাম বিড়লবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে বিট্‌লবণ এবং হিন্দীতে বিড়ি ও আসোচর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিড়গন্ধ, কাললবণ, বিড়লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, কৃতক, ক্ষার, আসুর, সুপাক্য, খণ্ডলবণ, ধূর্ত্ত ও কৃত্রিমক। বিট্‌লবণ লবণরস, ক্ষারগুণবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, বমনবেগজনক, বায়ুর অনুলোমকারক, কফ-নির্হারক, বিরেচক এবং অজীর্ণ, শূল, বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদয়ের গুরুত্ব (ভারবোধ), গুল্ম ও মেহরোগের শান্তিকারক।

বিড়ঙ্গ। (Embelia ribes.) Seeds of Eembelia ribes. বিড়ঙ্গ একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ফল। ইহার আকৃতি অনেকটা গোলমরিচ ও কাবাবচিনির ন্যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে বিড়ঙ্গ, হিন্দীতে বাবিরাঙ্, বারবিড়ং, তেলেগুভাষায় বায়ুবিড়ঙ্গপুচেট্টু; বোম্বাইপ্রদেশে বর্ব্বাট্টি ও অম্বট্ট কার্কণনী এবং তামিলদেশে বায়বিলং কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় বিড়ঙ্গা, বেল্ল, অমোঘা, চিত্রতণ্ডুল, চিত্রা, তণ্ডুলা, তণ্ডুল, ক্রিমিঘ্ন, জন্তুঘ্ন, রসায়ন, পাবক, ভস্মক, মোঘা, তণ্ডুলু,

গর্দ্দভ, কৈরাল, কৈবল, তণ্ডুলীয়কা, বাতারি, মৃগগামিনী, কৈবালী, গহ্বরা, কাপালী, বরা, সুচিত্রবীজা ও বৃষণাশন। বিড়ঙ্গ কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবায়ুনাশক এবং ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শূল, আধ্মান, উদররোগ, বাতবিবন্ধ, ভ্রান্তি ও বিষদোষের উপকারক। ক্রিমিরোগে বিড়ঙ্গ অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিতস্তানদী জল।—কাশ্মীরদেশের বিতস্তানামক প্রসিদ্ধ নদীর জল স্বাদু, লঘুপাক, পথ্য, ত্রিদোষনাশক, প্রজ্ঞা-বুদ্ধিপ্রদ, সন্তাপনিবারক ও শরীরের জড়তানাশক।

বিদারীকন্দ। (Ipomoea digitata. Syn. Paniculata.) বিদারী একপ্রকার কন্দের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে ভূমিকুষ্মাণ্ড ও ভুঁইকুমড়া, হিন্দীতে বিলাইকন্দ ও ক্ষীরবিদারী গেটী, কর্ণাটে নেলকুম্বল, ত্রৈলঙ্গদেশে নট্টপলিতিগ, উৎকলে ভুঁইকখারু এবং বোম্বাইপ্রদেশে ভুমিকোহলে কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় ক্ষীরশুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্টী, বিদারিকা, স্বাদুকন্দা, সিতা, শুক্লা, শৃগালিকা, বৃষ্যকন্দা, বৃষ্যবর্দ্ধনী, ক্ষীরবিদারী, বিড়ালী, বৃষ্যবল্লিকা, ভূকুষ্মাণ্ডী, স্বাদুলতা, গজেষ্টা, বারিবল্লভা ও গন্ধফলা। ভূমিকুষ্মাণ্ড মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, রসায়ন, বল-বর্ণের বৃদ্ধিকারক, শুক্রজনক, স্তন্যবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও দাহনিবারক।

বিদাহি-দ্রব্য।—যে সকল দ্রব্যের অম্লপাক হয়, তাহাদিগকে বিদাহি দ্রব্য কহে। বিদাহি দ্রব্য ভোজন করিলে, শীঘ্র পরিপাক হয়না এবং অম্ল উদ্গার, তৃষ্ণা, বক্ষোজ্বালা প্রভৃতি বিবিধ লক্ষণ প্রকাশ করে।

বিপাক।—ভুক্তদ্রব্য মাত্রেরই স্বাভাবিক রস, পরিপাককালে প্রায়ই অন্য রসে পরিণত হয়, তাহাকেই দ্রব্যের বিপাক কহে। বিপাকানুসারে দ্রব্যের গুণান্তরও ঘটিয়া থাকে। যে দ্রব্যের মধুরবিপাক, তাহা শ্লেষ্মজনক। যাহার অম্ল বিপাক, তাহা পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং যাহার কটুবিপাক, তাহা বায়ুবর্দ্ধক ও কফ-পিত্তনাশক। মধুর ও লবণ রসের মধুর বিপাক, অম্লরসের অম্লবিপাক এবং কটু তিক্ত ও কষায়রসের কটুবিপাক হইয়া থাকে।

বিভীতকী।—(Terminalia belerica.) Belerica myrobalan. বিভীতকী একপ্রকার ফলের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে বহেড়া, হিন্দীতে বহেড়ে, তিনাস, ভৈরা ও বহেড়ী; মহারাষ্ট্রদেশে বেহাড়া, কর্ণাটে তাঁড়ে, তৈলঙ্গদেশে তাঁড়েচেট্টু এবং তামিলে তনিতণ্ডি ও তোঅণ্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিভীতক, বিভীত, অক্ষ, তুষ, কর্ষফল, ভূতবাস, কলিদ্রুম, কলি, কুলিক, বহুবীর্য্য, তৈলফল, ভূতাবাস, সম্বর্ত্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ুক, হার্য্য, বিষঘ্ন, কলিন্দ, অনিলঘ্নক, কাসঘ্ন ও কলিযুগালয়। বহেড়াগাছ কটু-তিক্ত-কষায় রস, পাকে মধুর, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, কফনাশক, চক্ষুর হিতকর ও কেশের অকালপক্কতা নিবারক। বহেড়ার ফল কষায় রস, মধুরবিপাক, শীতস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, মলভেদক, ত্রিদোষনাশক, কেশের উপকারক এবং নেত্ররোগ, স্বরভঙ্গ ও ক্রিমিরোগের উপকারক। বহেড়ার মজ্জা অর্থাৎ আঁটির মধ্যস্থ শস্য মধুর-কষায় রস, লঘুপাক, মত্ততা-জনক, কফ-বায়ুনাশক এবং তৃষ্ণা ও বমনরোগের উপশমকারক। বহেড়া-বীজের তৈল মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মল-মূত্রকারক, অগ্নিনাশক, কফবর্দ্ধক এবং বায়ু-পিত্তের উপশমকারক।

বিম্বীফল।—একপ্রকার লতা-ফলের নাম বিম্বীফল; বাঙ্গালায় ইহাকে তেলাকুচা এবং হিন্দীতে কুন্দুরু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তুণ্ডিকেরী, রক্তফলা, বিম্বিকা, পীলু-পর্ণী, ওষ্ঠী, বিম্বী, কর্ম্মকরী, তুণ্ডিকেশী, বিম্বা, বিম্বক, বিম্বজা ও দন্তচ্ছদোপমা। তেলাকুচার ফল তিক্ত-মধুররস, শীতল, গুরুপাক, স্তম্ভনকারক, মলমূত্রাদির নিবন্ধ ও আধ্মানকারক এবং বাত-পিত্ত-রক্তনাশক। তেলাকুচার পত্র ও মূল প্রভৃতি ঐরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ মূল বহুমূত্রের উপশমকারক।

বিলেপী।—বহুসিক্থ বিশিষ্ট যবাগূবিশেষের নাম বিলেপী। ৯ গুণ জলে চাউল সিদ্ধ করিয়া গলাইয়া ফেলিলে, তাহাকেই বিলেপী কহে। বিলেপী মধুররস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকারক, মলরোধক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকারক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, ব্রণ, আমশূল ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী পথ্য। ভাজা চাউল ৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া এক-প্রকার বিলেপী প্রস্তুত হয়, তাহা লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং অরুচি ও মূর্চ্ছা রোগের হিতকারক।

বিলেশয় মাংস।—যেসকল প্রাণী গর্ত্তমধ্যে বাস করে, তাহাদিগকে বিলেশয় কহে। বিলেশয়-জীবের মাংস মধুররস, মধুর-বিপাক, উষ্ণ-বীর্য্য, মল-মূত্ররোধক, পুষ্টিকারক, পিত্তবর্দ্ধক, দাহজনক, বায়ুনাশক ও শ্বাস-কাসনিবারক। ইন্দুর, কোকড়, মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি বিলেশয় প্রাণী আছে, তাহাদের মাংস অতিশয় দুর্জ্জর সুতরাং অগ্নিমান্দ্য ও শারীরিক জড়তা প্রভৃতির উৎপাদনকারক।

বিল্ব।—(Ægle marmelos.) বিল্ব একপ্রকার প্রসিদ্ধ ফল। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে বেল, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে বেল ও বিল, কর্ণাটে বেল্লবন, তৈলঙ্গদেশে মারড়ু এবং তামিলে বিল্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালূর, শ্রীফল, কপীতন, মহাকপিত্থ, গোহরীতকী, পূতিবাত, অতিমঙ্গল্য, মহাফল, শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শলাটু, কর্কটাহ্ব, শৈলপত্র, শিবেষ্ট, পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষ্মীফল, গন্ধফল, দুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, ত্রিশিখ, শিবদ্রুম, সদাফল, সত্যফল, সুভূতিক ও সমীরসার। কচি বেলফল কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, মলরোধক, কফ-বায়ু-নাশক এবং জ্বর ও অতিসার রোগের বিশেষ উপকারক। কাঁচা বেল কষায়-মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকারক, কফ পিত্ত-নাশক এবং জ্বর ও অতিসার রোগের উপকারক। পাকা ফল মধুর রস, গুরুপাক, শীতল, মলবর্দ্ধক, অগ্নিমান্দ্য-জনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভ কারক, ত্রিদোষ-বর্দ্ধক, বেলগাছের মূল মধুর রস, লঘু-পাক, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ বায়ু-নিবারক।

বিল্বশলাটু।—কচি বেল খণ্ড খণ্ড করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে, তাহাকে বিল্বশলাটু কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম বেলশুঁঠ এবং অপর সংস্কৃত নাম বিল্বপেশিকা। বেলশুঁঠ কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রূক্ষ, মলরোধক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তজনক ও বাত-শ্লেষ্ম-নাশক।

বিল্বান্তর।— নর্ম্মদা-নদীতীরে জাঙ্গলপ্রদেশে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার নাম বিল্বান্তর। ইহার পত্র শমীবৃক্ষের পত্রের ন্যায়, ফুল জাতী-ফুলের ন্যায় এবং গাত্র কণ্টকযুক্ত। তৈলঙ্গদেশে ইহাকে বেণুতুরুচেট্টু কহে। এই বৃক্ষ কটু-তিক্ত রস, পাকে তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক,

মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক এবং সন্ধিশূল, মূত্রাঘাত, অশ্মরী ও যোনি-রোগের উপকারক।

বিশল্যকরণী।—বিশল্যকরণী একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে আয়াপানা ও নির্ব্বিষী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত রস, বলকারক, মলরোধক এবং রক্তপিত্ত, রক্তাতিসার, যে কোনরূপ রক্তস্রাব ও ব্রণরোগের আশু শান্তিকারক।

বিশ্বগ্বায়ু।—চারিদিক্ হইতে এক সময়ে যে বাতাস প্রবাহিত হয়, তাহার নাম বিশ্বগ্বায়ু; বাঙ্গালায় ইহাকে এলো-মেলো বাতাস কহে। এইরূপ বাতাস শরীরের নিতান্ত অপকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক এবং আয়ুর হানিকারক।

বিশ্বতুলসী।—(Ocymum basilicum. Basilicum. Syn. Pilosum.) Common sweet basil বিশ্বতুলসী একপ্রকার বাবুই তুলসীর নাম। হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্য দেশে ইহাকে সবৃজা, তেলেগুভাষায় রুদ্রজেড়, তামিলে তিরুনিত্রু, পঞ্জাবে বকরি এবং বোম্বাই প্রদেশে বাবাই-তুলসী কহে। ইহার কাথ মেহ, উদরাময় ও রক্তাতিসারের শান্তিকারক। পাতার রস ক্রিমিনাশক এবং সর্পদংশের বিশেষ উপকারক। বীজ শীতল এবং বাবুইতুলসীবীজের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বিষ।—দ্রব্যবিশেষের যে বীর্য্য দ্বারা প্রাণীর প্রাণনাশ হয়, তাহার নাম বিষ, ঐ বীর্য্যবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই বিষ-নামে পরিচিত। স্থাবর ও জঙ্গমভেদে বিষ সাধারণতঃ দুই প্রকার, সর্পাদি বিষাক্ত প্রাণিসমূহের বিষকে জঙ্গম-বিষ এবং বিষাক্ত বৃক্ষ প্রস্তরাদিকে স্থাবর বিষ কহে। স্থাবর ও জঙ্গম উভয়বিষের মধ্যে প্রত্যেকের আবার বহুবিধ বিভাগ আছে। ভেদানুসারে প্রত্যেক বিষের গুণও বিভিন্ন, সেইসকল ভিন্ন ভিন্ন গুণ প্রত্যেক বিষের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। সকল বিষেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে,—বিষমাত্রই অব্যক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘু, আশুকারী, সহসা বিসরণশীল, বিষমপাকী, বিকাশী, বিশদ ও প্রাণহানিকর। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রথমতঃ রক্ত দূষিত করে, তৎপরে বায়ু, পিত্ত, কফ ও সমুদায় শরীর-যন্ত্রকে বিকৃত করিয়া হৃদয়ে অবস্থান করে এবং ক্রমশঃ প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

বিষ প্রাণনাশক হইলেও যথাযথরূপে শোধিত ও অবস্থানুসারে প্রযুক্ত হইলে

বিবিধ রোগ নিবারণ করে এবং রসায়ন অর্থাৎ জরা-ব্যাধি-নিবারকরূপে পরিণত হয়। অধিকাংশ স্থাবর বিষই তিন দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হইয়া থাকে। যে-সকল বিষের শোধন-বিধি স্বতন্ত্র, তাহা তাহাদের নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

বিষমুষ্টি।—বিষমুষ্টি একপ্রকার ক্ষুদ্রগুল্ম। হিন্দীতে ইহাকে বিসদোড়ী ও কড়ুশিঙ্গে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কেশমুষ্টি, সুমুষ্টি, রণমুষ্টিক ও ক্ষুপাড্রোড়মুষ্টি। ইহা কটু-তিক্ত রস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বাতনাশক এবং রক্তপিত্ত, দাহ ও কণ্ঠরোগের উপকারক।

বিষ্কির মাংস।—যে সকল পক্ষী নখদ্বারা ভোজ্যবস্তু ছড়াইতে ছড়াইতে ভোজন করে, তাহাদিগকে বিষ্কির কহে। কুক্কুট-পায়রা প্রভৃতি পক্ষী এইজাতীয়। বিষ্কির-পক্ষীর মাংস কষায়-মধুররস, শীতল, কটু-বিপাক, লঘু, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর ও ত্রিদোষনাশক। এই-জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর মাংসগুণ পক্ষীর নামানুসারে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।

বিষ্ণুকন্দ।—কোঙ্কণপ্রদেশের প্রসিদ্ধ বৃহৎ কন্দবিশেষের নাম বিষ্ণুকন্দ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বিষ্ণুগুপ্ত, সুপুট, বহুসংপুট, জলবাস, বৃহৎকন্দ, দীর্ঘপত্র ও হরিপ্রিয়। এই কন্দ মধুররস, শীতল, রুচিকর, সন্তর্পণ, এবং পিত্ত, দাহ ও শোথ রোগের উপকারক।

বিষ্ণুক্রান্তা।—নীলপুষ্প অপরাজিতাবিশেষের নাম বিষ্ণুক্রান্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে নীল অপরাজিতা, মহারাষ্ট্রদেশে বিষ্ণুক্রান্তা, এবং কর্ণাটে বিষ্ণুকাকে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় নীলপুষ্পা, অপরাজিতা, নীলক্রান্তা, সুনীলী, বিক্রান্তা ও ছর্দ্দিকা। ইহা কটু-তিক্তরস, মেধাবর্দ্ধক, কফ-বাতনাশক, মঙ্গলপ্রদ এবং ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষের শান্তি-কারক।

বীজপূর।—(Citrus medica.) The Citron. একপ্রকার লেবুর নাম বীজপূর। বাঙ্গালায় ইহাকে টাবালেবু ও হিন্দীতে বিজোরা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অম্লকেশর, বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, সুকেশর, বীজক, কেশরাম্ল, মাতুলুঙ্গ, সুপূর, রুচক, বীজফলক, জন্তুম, দন্তুরচ্ছদ, পূরক ও রোচনফল। ইহা অম্ল-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক,

রুচিকর, বায়ুনাশক, কণ্ঠপরিষ্কারক এবং শ্বাস, কাস, হিক্কা, শূল, বমন, হৃদ্রোগ, আধ্মান, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, অরুচি ও মল-মূত্রাদির বিবন্ধের উপকারক। পাকা টাবা-লেবুর এই সমস্ত গুণ; কিন্তু কাঁচা টাবা-লেবু বায়ু-পিত্ত-কফ-রক্তের প্রকোপ-কারক। পক্ক ফলের খোসা তিক্তরস, দুর্জ্জর, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ এবং কফ, বায়ু ও ক্রিমির শান্তিকারক। বীজ তিক্তরস এবং কফ, শোথ ও অর্শোরোগের নিবারক। ফুলের কেশর অম্লরস, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং অজীর্ণ ও অরুচিরোগের শান্তি-কারক।

বীরণ।—(Andropogon muricatum.) বীরণের বাঙ্গালা নাম বেণামূল। বেণা নামক তৃণবিশেষের মূল, বেণামূল বা খস্‌খস্‌ নামে পরিচিত। হিন্দীতে ইহাকে খস্, উৎকলে বিণা ও গন্ধ বিণা, বোম্বাই প্রদেশে খস্ খস্, তামিলদেশে বেত্তেবের এবং তেলেগুভাষায় অবুরুগড্ডি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উশীর, সেব্য, অমৃণাল, অভয়, সমগন্ধিক, বিরণ, কটায়ন, বীরতর, বীরভদ্র, দাহহরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক। বেণামূল সুগন্ধি, মধুর-তিক্তরস, শীতল, লঘু-পাক, পরিপাচক, স্তম্ভন, কফ-পিত্ত-নাশক এবং জ্বর, বমন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, রক্তদোষ, মেদোদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও বিষদোষের নিবারণ কারক।

বীর্য্যগুণ।—দ্রব্যমাত্রেরই একটী স্বাভাবিক গুণের নাম বীর্য্য। সাধারণতঃ বীর্য্য দুই প্রকার, শীত বীর্য্য ও উষ্ণ বীর্য্য। শীতবীর্য্য দ্রব্যমাত্রই পিত্তনাশক এবং বায়ু ও কফের বৃদ্ধি-কারক। উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য পিত্তপ্রকোপক এবং বায়ু ও কফের শান্তি-কারক।

বৃত্তমল্লিকা।—এক প্রকার বেলফুলের নাম বৃত্তমল্লিকা। ইহার অপর নাম ত্রিপুরমল্লিকা। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে বাটোগরেং, কর্ণাটে দুন্দুভিমল্লিকা এবং বোম্বাই প্রদেশে বটমোগরী কহে। ইহা অত্যন্ত সুগন্ধি, কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং ব্রণ, মুখরোগ ও নেত্ররোগের উপ-কারক।

বৃদ্ধদারক।—(Gmelina asiatica or Rourea santaloides.) Argyreia speciosa. একপ্রকার লতার নাম বৃদ্ধদারক। বাঙ্গালায় ইহাকে বীজতাড়ক ও হিন্দীতে বিধারা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়

ঋক্ষগন্ধা, ছগলাস্ত্রী, আবেগী, জুঙ্গ, ঋষ্যগন্ধা, ছগলাভ্যী, ছগলা, অন্ত্রী, জুঙ্গা, ছগলী, জুঙ্গক, শ্যাম, বৃষ্যগন্ধা, ছগলান্ত্রিকা, দীর্ঘবালুকা, ছাগলান্ত্রিকা, বৃদ্ধ, কোটরপুষ্পী, অজান্ত্রী, বৃদ্ধদারু ও বৃদ্ধকোটর-পুষ্পী। বৃদ্ধদারকের বীজই অধিকাংশ ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা পিচ্ছিল, কফ-বায়ু-নাশক, বলকারক, রসায়ন এবং শোথ, আমবাত, কাস ও আমদোষের প্রশমনকারক। ইহার মূল পরিবর্ত্তক ও বলকারক। ইহার পত্র ক্ষতরোগের নিবারক।

বৃদ্ধি।——আয়ুর্ব্বেদোপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অষ্টবর্গের অন্তর্গত পদার্থবিশেষের নাম বৃদ্ধি। ইহা ঋদ্ধির ন্যায় এক-প্রকার লতার কন্দ। ঋদ্ধি বৃদ্ধি উভয়েরই আকৃতি একরূপ এবং উভয়েরই গাত্র লোমের ন্যায় একপ্রকার শূক-দ্বারা আবৃত। উভয়ের পার্থক্য এই যে, ঋদ্ধির ফলে বামদিকে আবর্ত্ত এবং বৃদ্ধির ফলে দক্ষিণদিকে আবর্ত্ত থাকে, বৃদ্ধির সংস্কৃত পর্য্যায় যোগ্যা, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, পুষ্টিদা, ধাত্রী, মঙ্গল্যা, শ্রী, সম্পৎ, আশী, জনেষ্টা, ভূতি, মুৎ, সুখ ও জীবভদ্রা। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মেধাবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গর্ভবাধা-নিবারক এবং রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, ক্ষয়, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও ক্ষতরোগের শান্তিকারক। বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধি দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে, এই জন্য শাস্ত্রে বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে শত-মূলী ব্যবহারের উপদেশ লিখিত আছে।

বৃশ্চিকা।—একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম বৃশ্চিকা। মহারাষ্ট্র-দেশে ইহাকে চিঞ্চুবা, কর্ণাটে ইঞ্চুলে, এবং বোম্বাই প্রদেশে থিঞ্চুবা কহে। এই গুল্ম অম্লরস, পিচ্ছিল এবং অগ্নি-বৃদ্ধির উপকারক।

বৃশ্চিকালী।—(Tragia involucrata.) বৃশ্চিকালী এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম; ইহার পাতা ডাঁটা প্রভৃতিতে একপ্রকার শুঁয়া থাকে, তাহার স্পর্শে শরীর চুলকায় ও সেই স্থান ফুলিয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইহাকে বিছুটী, হিন্দীতে বর্হণ্টা, মহারাষ্ট্রদেশে বৃশ্চিকালী, কর্ণাটে হলিগুলু, তেলেঙ্গাবায় দুল-গোঁড়ী, তামিলদেশে কঞ্চুরি এবং বোম্বাই প্রদেশে শেড়শিঙ্গী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরাকালী, উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, কালী, বিষাণী, নেত্ররোগহা, উষ্ট্রিকা, অলিপর্ণী, দক্ষিণাবর্ত্তকী, কালিকা, আগমাবর্ত্তা,

দেবলাঙ্গুলিকা, করভী, ভূরিছগ্ধা, কর্কশা, স্বর্ণদী, যুগ্মফলা, ক্ষীরবিষাণিকা ও তাম্রপুষ্পা। বিছুটী কটু-তিক্ত রস, বলকারক, হৃদয় ও কণ্ঠের শুদ্ধি-কারক এবং রক্তপিত্ত, কাস, মল-মূত্রা-দির বিবন্ধ, বিষদোষ ও বায়ুর উপশম-কারক।

বৃষমূত্র।— বৃষ অর্থাৎ ষাঁড়ের মূত্র অগ্নিবর্দ্ধক এবং পাণ্ডু, কামলা, গ্রহণী-দোষ, ক্রিমি ও শোথরোগের নিবা-রণকারক।

বৃষগন্ধা। (Convolvulus argentens.) বৃষগন্ধা একপ্রকার গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাগল-বেঁটে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অজান্ত্রী, ছগলান্ত্রী, মেষান্ত্রী, বৃষ-গন্ধাখ্যা ও বৃষপত্রিকা। ইহা কটুরস, কাসনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গর্ভবাধা-নিবারক।

বৃষ্টিজল। যে জল আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে বৃষ্টিজল কহে। বৃষ্টিজল মধুর রস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পথ্য, তৃষ্ণানাশক, শ্রান্তিনিবারক, মেহনাশক, বলকারক, নিদ্রাজনক ও কফবর্দ্ধক। বৃষ্টিজল ভূমিপতিত হইলে, ভূমি ও আধারের পার্থক্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ধারণ করে। সময়ভেদে এবং ঋতু-ভেদেও বৃষ্টিজলের গুণ বিভিন্ন হইয়া থাকে। দিবাভাগে যে বৃষ্টি হয়, তাহা লঘুপাক, বায়ুবর্দ্ধক ও কফনাশক। রাত্রিকালের বৃষ্টি ঘন, অধিক শীতল, কফ-বায়ুবর্দ্ধক এবং সমুদ্রজলের সমান গুণবিশিষ্ট। মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনের বৃষ্টি সন্তর্পণ, বাত-কফবর্দ্ধক এবং শোষ রোগের উপকারক। শ্রাবণমাসের বৃষ্টিজল দোষবর্দ্ধক, বহুবিধ রোগ-কারক ও কণ্ডু অর্থাৎ চুলকানি রোগের উৎপাদক। ভাদ্রের বৃষ্টিজল ঘন অধিক মধুর রস, শ্লেষ্মজনক, বায়ুপ্রকোপক, পিত্তরোগনাশক ও রক্তদুষ্টিকারক। আশ্বিনের বৃষ্টিজল ঈষৎ অম্লযুক্ত মধুররস, অম্লবিপাক, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক এবং গুল্ম ও রক্ত-বিকারের অপকারক। কার্ত্তিকমাসের বৃষ্টিজল নাতি শীতোষ্ণবীর্য্য, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং বিদাহ, জ্বর ও পিত্তজ্বরের উপকারক। ইহা-ভিন্ন অন্যান্য ঋতুর বৃষ্টিজল সকল প্রাণীরই ত্রিদোষবর্দ্ধক, শ্লেষ্মরোগ-জনক, সুতরাং অপকারকারক।

বৃহতী। (Solamum Indi-cum.) কণ্টকযুক্ত একপ্রকার গুল্মের নাম বৃহতী। ইহার শাখা পত্র প্রভৃ-তির আকৃতি অনেকটা বেগুণগাছের মত। বাঙ্গালায় ইহাকে বৃহতী ও

ব্যাকুড়, হিন্দীতে বাইন্টা, বোম্বাই-প্রদেশে ডোরলীবিঙ্গনী, তেলেগুভাষায় কুকমাচী ও তামিলদেশে চেকচুণ্ট কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভাণ্টাকী, মহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুস্প্রধর্ষিণী। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, ধারক, কফ-বায়ুনাশক, মুখের বিরসতা-নিবারক এবং জর, কাস, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, শূল, কাদ ও কুষ্ঠ-রোগের উপকারক। বৃহতীর ফলও ঐ সকল গুণবিশিষ্ট।

বৃহৎ পঞ্চমূল। বেল, শোণা, পারুল, গামার ও গণিয়ারী, এই পাঁচটী বৃক্ষের মূল, বৃহৎ পঞ্চমূল নামে পরিগণিত। ইহা কষায় তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং শ্বাস-কাসাদি রোগের শান্তিকারক।

বৃহদ্দন্তী। যে দন্তীর পত্র এরণ্ডপত্রের ন্যায়, তাহাকে বৃহদ্দন্তী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যকশ্রেণী ও আখুপর্ণী। ইহা কটুরস, কটু-বিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বিরেচক, এবং অর্শঃ, অশ্মরী, শূল, বিদাহ, শোথ, উদরক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগের উপশমকারক।

বৃক্ষাম্ল। বৃক্ষাম্লের বাঙ্গালা নাম মহাদা, হিন্দীতে ইহাকে বিষাং-বিল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চুক্র, অম্লবৃক্ষক ও তিন্তিড়ীক। অপক্ব মহাদা কটু-কষায়-অম্লরস, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, মলরোধক, বায়ুনাশক ও কফ পিত্তবর্দ্ধক। পক্ব মহাদা অম্লরস, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক, কফ-বাতজনক, তৃষ্ণানিবারক এবং গ্রহণী-দোষ, হৃদ্রোগ, গুল্ম, শূল ও ক্রিমি রোগের হিতকারক।

বেট্টচন্দন। মলয়গিরির সমী-পস্থ বেট্টনামক পর্ব্বতে যে শ্বেতচন্দন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বেট্টচন্দন। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতচন্দন, মহারাষ্ট্র-দেশে বেট্টশ্রীখণ্ড এবং কর্ণাটে বেট্ট-পচ্ছেগন্ধ কহে। এই চন্দন অতিশয় শীতল, সুগন্ধি, তিক্তরস, পিত্তনাশক, এবং দাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, বমন, কাস, কুষ্ঠ ও ক্রিমির রোগের উপশম-কারক।

বেড়মিকা। ময়দার মধ্যে মাষকলায়বাঁটার পুর দিয়া যে রুটী প্রস্তুত হয়, তাহার নাম বেড়মিকা। হিন্দুস্থানে এইরুটীর ব্যবহার আছে। ইহা অত্যন্ত গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, বল-কর, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, সন্তর্পণ, মল-মূত্রভেদক, কফপিত্ত ও মেদো-

ধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং অর্শঃ, অর্দ্দিত ও শ্বাস প্রভৃতি রোগের হিতকর।

বেণুযব।—বাঁশের বীজের নাম বেণুযব। বাঙ্গালায় ইহাকে বাঁশের চাউল, মহারাষ্ট্রদেশে বেণুজব, কর্ণাটে বিদরকী এবং তৈলঙ্গদেশে বেদুরু বিয়্যমু কহে। বাঁশের চাউল মধুর-কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, বলকর, পুষ্টি-জনক, কফ-পিত্তনাশক এবং মেদঃ, মূত্র, ক্রিমি ও বিষদোষের উপকারক।

বেতস।—(Calamus roto-ng.) Common cane. প্রসিদ্ধ লতাবিশেষের নাম বেতস। বাঙ্গালায় ইহাকে বেত, মহারাষ্ট্রদেশে বেড়িসু, কর্ণাটে বেতসু এবং তেলেগুভাষায় জীতয়ুর কুলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বঞ্জুল, বাণীর, নম্রক, বিদুল, অভ্রপুষ্প, রথ ও শীত। বেত মধুর-কটুরস, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পিত্তপ্রকোপক এবং রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, ও ভূতাবেশের হিতকারক। বেতের পাতা কটু-কষায়-তিক্ত রস, শীতল, লঘুপাক, মল-মূত্রাদির বিরেচক, বায়ু-বর্দ্ধক, এবং কফ, পিত্ত ও রক্ত-দোষের হিতকর। বেতের অগ্রভাগ (যাহা বেতাগা বা বেতের ডগী নামে পরিচিত,) মধুর-তিক্তরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং দাহ, রক্তপিত্ত, শোথ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বীসর্প ও যোনিব্যাপদের উপ-কারক। বেতের ফল অম্ল-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক এবং কফ ও রক্তদোষের নিবারক।

বেশবার।—জীরা, মরিচ, হরিদ্রা প্রভৃতি রন্ধনোপযোগী মসালা-বিশেষের নাম বেশবার। চলিত কথায় ইহাকে বাটনা কহে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর ও বলকারক।

অস্থিশূন্য, কুট্টিত ও স্বিন্ন মাংস-সংস্কারবিশেষও বেশবার নামে পরি-চিত। তাহার গুণাদি ভিন্ন ভিন্ন মাংসের গুণানুসারে কল্পনা করিয়া লওয়া যায়।

বেস্টনিকা।—বেষ্টনিকার চলিত নাম দালপুরী। ময়দার মধ্যে মাষ-কলায়বাঁটার পূর দিয়া, বেলিয়া ঘৃতে ভাজিলে, বেষ্টনিকা বা দালপুরী প্রস্তুত হয়। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, মল-মূত্রভেদক, বায়ুনাশক, কফ পিত্ত ও মেদোধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং অর্শঃ, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণাম শূল রোগের উপকারক।

বেসন।—ছোলা প্রভৃতির দাইল চূর্ণ করিয়া লইলে, তাহাকেই

বেসন কহে। ভিন্ন ভিন্ন দাইলের গুণানুসারে বেসনের গুণও নানাপ্রকার। তবে, সাধারণতঃ সকল-বেসনই বিষ্টম্ভী, রুচিকর ও বল-পুষ্টি-জনক। বেসনদ্বারা গাত্রমার্জ্জন করিলে, শরীর পরিষ্কৃত হয়।

বেসনমোদক।—মুদ্গমোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে সকলপ্রকার বেসনদ্বারাও মতিচুর প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই সকল খাদ্য পদার্থের নাম বেসনমোদক। সাধারণতঃ সকল-প্রকার বেসনমোদকই মধুররস, শীতল, বিষ্টম্ভী, বলকারক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফের উপকারক।

বৈক্রান্তমণি।—বৈক্রান্তমণি চলিত কথায় চুনী নামে পরিচিত। শ্বেত, রক্ত ও নীল বর্ণভেদে বৈক্রান্ত তিন প্রকার। সকল বৈক্রান্তই হীরকের সমান গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ আয়ুঃ, পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও উত্তেজনা প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। কিন্তু যথাবিধি শোধিত ও জারিত না হইলে, ইহাদ্বারা পাণ্ডু, কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা ও পঙ্গুতা প্রভৃতি বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। বৈক্রান্ত শোধন করিতে হইলে, তাহা কণ্টকারীমূলের মধ্যে নিহিত করিয়া, কুলখকলায় ও কোদ ধান্যের কাথের সহিত দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিবে। তৎপরে ঐ শোধিত বৈক্রান্ত এক একবার আগুনে পোড়াইবে এবং হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত কুলথ-কলায়ের কাথে অথবা কেবল অশ্বমূত্রে ডুবাইবে; এইরূপে ২১বার দগ্ধের পর গজপুটে পাক করিলেই বৈক্রান্ত ভস্ম প্রস্তুত হয়। সেই ভস্ম ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বৈদলিক শিম্ব।—মটর, বরবটি প্রভৃতি শিম্বীধান্যের শুটীকে বৈদলিক শিম্ব কহে। ইহা মধুররস, রুচিকর, এবং শিম্বীধান্য-বিশেষের গুণানুসারে অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

বৈদূর্য্য।—বিদুরভূমিজাত মণিবিশেষের নাম বৈদূর্য্য। ইহা এক-প্রকার প্রবালজাতীয়। চলিত কথায়ও ইহাকে বৈদূর্য্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ। বৈদূর্য্যমণি অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, কফ-বাতনাশক, গুল্মরোগ-নাশক, মঙ্গলকারক এবং কেতুগ্রহের প্রীতিজনক।

বৈদূর্য্যমণি শোধন-মারণাদি ক্রিয়ার পর ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। ত্রিফলার জলের সহিত দোলাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিলে, বৈদূর্য্য শোধিত হয়। তৎপরে জয়ন্তী পত্রের রসের

সহিত মর্দ্দন করিয়া গজপুটে দগ্ধ করিলে, ইহার ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

বৈপরীত্যলজ্জালু।—সাধারণ লজ্জালু অপেক্ষা বৃহৎ পত্রবিশিষ্ট কিন্তু ক্ষুদ্রজাতীয় একপ্রকার লজ্জালুলতা আছে, তাহাকে বৈপরীত্যলজ্জালু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কফনাশক এবং পারদের নিয়ামক।

বৈরাটক।—ত্রয়োদশ প্রকার কন্দবিষের মধ্যে একপ্রকার কন্দবিষের নাম বৈরাটক। এই কন্দবিষ সেবনে অত্যন্ত গাত্রবেদনা ও শিরোরোগ উপস্থিত হয় এবং সাধারণ কন্দবিষের ন্যায় ইহাও উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, সূক্ষ্ম, ও সর্ব্বাবয়বে শীঘ্র বিস্তৃতিশীল।

বোরব।—ব্রীহিজাতীয় ধান্যবিশেষের নাম বোরব। বাঙ্গালায় ইহাকে বোরোধান কহে। ইহা মধুর রস, পাকে অম্ল, পিত্তজনক এবং ত্রিদোষের প্রকোপকারক।

বোল।—(Balsamodendron Myrrh.) myrrh. বোল একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবোল, গন্ধরস, হিরাবোল ও খুনখারাপি; দাক্ষিণাত্যে, মহারাষ্ট্রদেশে ও কর্ণাটে বোল, তৈলঙ্গদেশে বালিমত্রোপোলম্, তামিলে বেল্লইপ্পোলম্ ও বোম্বাই প্রদেশে রক্ত্যাবোল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস। গন্ধবোল কটু-তিক্ত কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক এবং ত্রিদোষ, জ্বর, দাহ, স্বেদ, রক্তদোষ, প্রদর, কুষ্ঠ ও অপস্মার রোগের উপকারক।

ব্যজন।—বায়ু চালিত করিবার যন্ত্রবিশেষের নাম ব্যজন। বাঙ্গালায় পাখা এবং হিন্দীতে পাঙ্খা নামে ইহা পরিচিত। তালপত্র, বাঁশ, ময়ূরপুচ্ছ ও বস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ দ্বারা ব্যজন প্রস্তুত হয়। সাধারণতঃ সকল পাখার বাতাসই, স্বেদ, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও মূর্চ্ছা প্রভৃতির শান্তিকারক। বিশেষতঃ তালপত্রের ব্যজন লঘু ও ত্রিদোষনাশক। বাঁশের ব্যজন রুক্ষ, উষ্ণ ও বাত-পিত্তের বৃদ্ধিকারক।

ব্যাঘ্রমাংস।—প্রসহজাতীয় প্রসিদ্ধ হিংস্রক পশুবিশেষের নাম ব্যাঘ্র। ব্যাঘ্রের মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক এবং ক্ষয়রোগ, নেত্ররোগ ও অর্শোরোগের হিতকর।

ব্যাঘ্রঘণ্টা। কোঙ্কনদেশ-

প্রসিদ্ধ একপ্রকার লতার নাম ব্যাঘ্র-ঘণ্টা বা ব্যাঘ্রঘণ্টী। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে বাঘান্টী এবং মহারাষ্ট্রদেশে গোবিন্দী কহে। এই লতা উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, কফনাশক ও বিষদোষের নিবারক। ইহার ফল-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, বিশেষতঃ কফ-বায়ুর শান্তিকারক এবং বিসূচীরোগের হিতকর।

ব্যাঘ্রনখ।—নখী নামক গন্ধ-দ্রব্য ছোট বড়ভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে বড়নখীর নাম ব্যাঘ্রনখ। উৎকলদেশে ইহাকে বাঘনখা কহে। তাহার সংস্কৃত পর্য্যায় ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রা-য়ুধ ও চক্রকারক। ইহা তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, সুগন্ধি, বর্ণবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, জ্বর, রক্তদোষ, বিষদোষ ও মুখের দুর্গন্ধ নিবারণকারক।

নখীশোধনের নিয়মানুসারে ইহাও শোধন করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

ব্যায়াম।—শরীরের আয়াস-জনক কর্ম্মের নাম ব্যায়াম। স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ে ব্যায়াম বিশেষ উপ-কারক। কুস্তি, ডন, মুগুরভাঁজা প্রভৃতি ব্যায়ামের নানাপ্রকার উপায় প্রচলিত আছে। ব্যায়াম দ্বারা শরী-রের লঘুতা, সামর্থ্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, স্থৈর্য্য, অগ্নির বৃদ্ধি, মেদোদোষের নাশ এবং বর্দ্ধিত বাতাদি দোষের ক্ষয় হয়। ব্যায়াম অভ্যাস করিলে, গুরুপাক ও বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহও অনায়াসে পরিপাক হইয়া থাকে। ব্যায়াম সকল ঋতুতেই উপকারী, বিশেষতঃ শীত ও বসন্তকালে ব্যায়াম দ্বারা অধিক উপকার পাওয়া যায়। বয়স, বল, দেশ ও কাল প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক সকল ব্যক্তি-রই ব্যায়াম করা উচিত। অর্দ্ধশ্রান্তি পর্য্যন্ত ব্যায়ামের পরিমিত মাত্রা; অর্থাৎ ব্যায়াম করিতে করিতে অল্প দীর্ঘ নিশ্বাস এবং ললাট, গ্রীবা ও কুক্ষিদেশে (বগলে) ঘর্ম্মনির্গম হইলেই ব্যায়াম হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। নতুবা অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হইলে, শ্রান্তি, ক্লান্তি, তৃষ্ণা, ধাতুক্ষয়, জ্বর, বমন, রক্তপিত্ত ও শ্বাস-কাস প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তির, এবং যাঁহারা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, জ্বর প্রভৃতি রোগপীড়িত, তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অনিষ্টকারক। আহারের অব্যবহিত পরে কাহারও ব্যায়াম করা উচিত নহে।

ব্রীহিধান্য। (Oryza Sa-

tiva.) ব্রীহিধান্যের অপর নাম আশু-ধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে আউশধান কহে। বর্ষাকালে এই ধান পাকে। আউশধান নানা প্রকার। সাধারণতঃ সকল আউশধানই মধুর-কষায়রস, পাকে অম্ল, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচি-কর, গুরুপাক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, শ্রান্তিনাশক, মলরোধক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুজনক এবং ক্রিমি, সন্তাপ ও রক্তদোষের উপকারক। শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা রক্তবর্ণের ব্রীহিধান্য উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অধিক উপকারক।

শকলী মৎস্য।—রোহিত-মৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক-প্রকার মৎস্যের নাম শকলী মৎস্য। বাঙ্গালায় ইহাকে পিপ্‌লে শোল্‌মাছ কহে। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। শকলী মৎস্য মধুর রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, ভেদক এবং দোষপ্রকোপক।

শকুল মৎস্য।—শকুল মৎ-স্যের বাঙ্গালা নাম শোল্‌মাছ। এই মাছ দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার উপরি ভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নাবয়ব শ্বেত-পীত-বর্ণ। শোল্‌মাছ মধুর রস, গুরুপাক, রুক্ষ, মলরোধক এবং পিত্ত ও রক্তের উপকারক।

শঙ্খ।—শঙ্খের বাঙ্গালা নাম শাঁক্। শঙ্খ এক প্রকার জলজন্তু; ইহার উপরিভাগ অত্যন্ত কঠিন আবরণ দ্বারা আবৃত। সেই কঠিনাংশ ভস্মাদিরূপে পরিণত করিয়া ঔষধা-দিতে ব্যবহৃত হয়। ভস্ম করিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ জামীরের রসে ভিজা-ইয়া পরে তাহা গরমজলে ধুইয়া লইবে; এইরূপে শোধনের পর দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিতে হয়। শঙ্খভস্ম ক্ষারগুণযুক্ত এবং অম্লপিত্ত, শূল, গুল্ম ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগের আশু শান্তিকারক। শঙ্খের মাংস মধুর রস, মধুর-বিপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকর, পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক, মলকারক, বায়ুনাশক, কফজনক এবং পিত্তবিকৃতি, শ্বাস, গুল্ম ও বিষদোষের উপকারক।

শঙ্খচূর্ণ।—শঙ্খচূর্ণকে বাঙ্গালায় শাঁকের চূণ কহে। শাঁক পোড়াইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। শাঁকের চূণ ঈষৎ লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, ক্ষারগুণ-যুক্ত এবং ক্রিমি, শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, অষ্ঠীলা প্রভৃতি রোগের উপশমকারক।

শঙ্খপুষ্পী।—(Andropogon aciculartum, or Canscora decussata.) শঙ্খপুষ্পী একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে ডানকুনী,

শঙ্খাহুলুই এবং শঙ্খোনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা। ইহা তিক্ত কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, মেধা-স্মৃতির বৃদ্ধিকারক, স্বরপরিষ্কারক, রসায়ন, মানসরোগনাশক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, বিষদোষ, অপস্মার ও ভূতাবেশের উপকারক।

শঙ্খবিষ। (Arsenicum album.) White arsenic. শঙ্খবিষ একপ্রকার স্থাবর বিষ; ইহার আকৃতি শ্বেতবর্ণ স্বচ্ছ বড় বড় দানার মত। বাঙ্গালায় ইহাকে শেঁখো ও শিমুলক্ষার, হিন্দীতে সাম্বল ক্ষার, শান্‌বুলক্ষার ও শঙ্খশুন্‌বুল, তেলেগুভাষায় তেল্লপাষাণম্ এবং তামিলে বেল্লই পাষাণম্ কহে। ইহা স্বাদবিহীন, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, বিকাশী, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বলকারক, পর্য্যায়নিবারক ও জ্বরনাশক। ১ রতির ১২০ ভাগের এক ভাগ হইতে ১ রতির ২৪ ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত মাত্রায় উপযুক্ত অবস্থায় প্রয়োগ করিতে পারিলেই ঐ সকল উপকার পাওয়া যায়; নতুবা অধিক মাত্রায় সেবিত হইলে, হিক্কা, আক্ষেপ, ধনুষ্টঙ্কার, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, উদরে স্ফীতি ও বেদনা, পিপাসা এবং দাহ প্রভৃতি বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত করিয়া প্রাণনাশ করিয়া থাকে। অধিক দিন ধরিয়া ইহা ব্যবহার করিলেও, অক্ষিপুটে শোথ, চক্ষুতে জলপূর্ণ ভাব ও বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য, উদরে ভারবোধ, গাত্রের রুক্ষতা প্রভৃতি নানাপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয়।

শঙ্খালু।---(Pachyrhizus angulatus.) শ্বেতবর্ণ আলুবিশেষের নাম শঙ্খালু। ইহার আকৃতি অনেকটা শঙ্খের মত এবং জলভাগ ইহাতে অধিক। বাঙ্গালায় ইহাকে শাখআলু ও সরবতি আলু কহে; ইহা মধুররস, শীতল, সারক, মূত্রকর, রুচিকর, পিপাসানাশক, কফজনক ও বায়ুর শান্তিকারক।

শঙ্খোদরী।---বোম্বাইপ্রদেশে গুলতুরা নামে পরিচিত তৃণবিশেষের নাম শঙ্খোদরী। এই তৃণ উষ্ণবীর্য্য, কফ-বায়ুনাশক এবং শূল ও আমবাত রোগের নিবারক।

শঠী।---(Curcuma gedoaria. Syn,Curcuma gerumbet.) Long anb round godoary. শঠী একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল। বাঙ্গালায় ইহাকে শঠী ও গন্ধশঠী, হিন্দীতে

কচুর, বোম্বাই প্রদেশে কচোরা ও কাপুরকাচরী এবং তেলেগু-ভাষায় কিচলিয়েগদ্দল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কচুর, কর্চুর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক, শটী ও শঠিকা। শঠী সুগন্ধি, তিক্তরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মুখ-পরিষ্কারক, রক্তপিত্তের প্রকোপ-কারক, এবং গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ব্রণ, কুষ্ঠ ও কফ বায়ুর উপশমকারক।

শণ।—(Crotalaria juncea-) শণ একপ্রকার গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে শণগাছ, হিন্দীতে শণ, তেলেগুভাষায় শণমনুবেল্ল, জেনপনর, রেল্লচেট্টু, তামিলে জেনম্পনর এবং দাক্ষিণাত্যে জনবকনর কহে। শণ-গাছ অম্ল-কষায়রস, বমনকারক, কফ-বায়ুনাশক, মলভেদক, রক্তস্রাবকারক ও গর্ভপাতক। শণের ফুল মলরোধক ও রক্তপিত্তের উপকারক। বীজ রক্ত-শোধক।

শণপুষ্পী।—শণগাছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একপ্রকার ক্ষুদ্রবৃক্ষের নাম শণপুষ্পী। বাঙ্গালায় ইহাকে বনশণ ও ঝনঝনিয়া এবং হিন্দীতে ঘাগরী, শণই, বনশণই ও শণছলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ঘণ্টা ও শণপুষ্পী। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, বমনকারক, কফ-বায়ুনাশক এবং অজীর্ণ, জ্বর ও রক্তদোষের উপশম-কারক।

শতদ্রু-জল।—শতদ্রু একটি নদীর নাম। এই নদীর জল নির্ম্মল, স্বাদু, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, বলকর ও মেধাজনক।

শতপত্রী।—শ্বেত বা পাটল বর্ণের গোলাপফুলের নাম শতপত্রী। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতগোলাপ, হিন্দীতে সেবতী, কর্ণাটে সেঁবতিগে এবং তৈলঙ্গদেশে চেমাঁগুচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা, লক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক পাচক, মলরোধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণকারক, এবং ত্রিদোষ, রক্তদোষ, দাহ, পিত্ত, মুখস্ফোটক ও কুষ্ঠরোগের শান্তিকারক।

শতপর্ব্বা।—একপ্রকার ইক্ষুর নাম শতপর্ব্বা। ইহা মধুর রস, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত, বল-কর, পুষ্টিকর, সন্তর্পণ ও বায়ুনাশক।

শতপুষ্পা।—(Peucedanum sowa, P. Graveslons.) Drill seeds. মৌরীর ন্যায় ক্ষুদ্র ফল-

বিশেষের নাম শতপুষ্পা। বাঙ্গালায় ইহাকে শুল্‌ফা, হিন্দীতে সোফি, মহারাষ্ট্রদেশে সোফ, কর্ণাটে সব্বসিগে, বোম্বাই প্রদেশে বড়ীসোফ এবং তেলেগুভাষায় পেদ্দসদাপচেট্টু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মিসি, কারবী, অতিচ্ছত্রা, শীতচ্ছত্রা, ও সংহিতচ্ছত্রিকা। শুল্‌ফা কটু-তিক্ত-মধুররস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, রুচিকর এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, জ্বর, ব্রণ, শূল, শ্লেষ্মাতিসার ও চক্ষুরোগের উপকারক।

শতাবরী।—(Asparagus racemosus, or Asparagus sarmentosus.) একপ্রকার লতার মূলের নাম শতাবরী। বাঙ্গালায় ইহাকে শতমূলী, হিন্দীতে সফেদ্ মুশলী, শতাবর ও ছোটা শতাবরী, মহারাষ্ট্রদেশে সানীকাণ্টেসের, কর্ণাটে কিরিয় থাসড়ি, তেলেগুভাষায় চল্ল ও চল্লগড্ডলু এবং বোম্বাই প্রদেশে শতাবরী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতমূলী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী। শতমূলী, মধুর-তিক্তরস, শীতল, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক, রক্ত-পিত্ত-কফ-নাশক, রসায়ন এবং মেহ ও বায়ুবিকারের বিশেষ উপকারক।

শবর-চন্দন।—একপ্রকার চন্দনের নাম শবর-চন্দন। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শম্বরচন্দন, গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাত, বল্ল, বহুলগন্ধ, শৈলগন্ধ, শবর ও শম্বর। এই চন্দন তিক্তরস, শীতল, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং দাহ, পিপাসা, শ্রান্তি, মোহ, কণ্ডু, পামা, বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও লূতাবিষের শান্তিকারক।

শমী।—(Prosopis spicigera. Or Acacia suma.) শমী একপ্রকার প্রসিদ্ধ কণ্টক বৃক্ষ। ইহা বাবলাগাছের জাতীয়। বাঙ্গালায় ইহাকে শাঁইগাছ, হিন্দীতে ছিকুর, মহারাষ্ট্রদেশে শমী ও থৈরী, কর্ণাটে বনি ও কাবন্নি এবং উৎকলদেশে শুমী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী। শমীগাছ কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, এবং কফ, কাস, শ্বাস, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, অতিসার ও অর্শোরোগের উপশমকারক। ছোট বড় ভেদে শমীগাছ দুই প্রকার; তন্মধ্যে ছোট শমী "শমীর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহার গুণাদি শমীগাছের সমান।

শয্যা।—যে সকল দ্রব্য পাতিয়া শয়ন করা যায়, তাহার নাম শয্যা। চলিত কথায় ইহাকে বিছানা কহে। সুখজনক কোমল শয্যায় শয়ন করিলে, শ্রান্তিদূর, সুনিদ্রা, পুষ্টি, প্রীতি, বায়ুনাশ ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কঠিন শয্যায় শয়ন করিলে, ঐ সকল গুণের বিপরীত গুণ অনুভূত হয়। কিন্তু ভূশয্যায় শয়নে, বাত-পিত্তের শান্তি এবং পুষ্টি ও শুক্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শর।—(Saccahrum sara.) Penreed grass, একপ্রকার প্রসিদ্ধ তৃণের নাম শর। বাঙ্গালায় ইহাকে শরগাছ, হিন্দীতে কাঁড়া, রামশর ও শরপৎ; তৈলঙ্গদেশে রেল্লু, কাকি-বেদুরু ও গুন্দ্র, মালবদেশে শরণ ও অম্বলিনগণে এবং পঞ্জাবে কঁড় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন। শরতৃণ মধুর-তিক্তরস, শীতল, বল-বীর্য্যকারক, শুক্রবর্দ্ধক, নিত্য ব্যবহারে অল্প বায়ু-বর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, মদ, ভ্রান্তি, আমদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বিসর্প, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষের উপকারক।

শরপুঙ্খা। (Tephrosia purpurea,) গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম শরপুঙ্খা। বাঙ্গালায় ইহাকে শরপুঙ্খা ও বননীল, হিন্দীতে শর-ফোঁক, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে জংলি কুলথি, কর্ণাটে জেরডুকগ্গি, মহারাষ্ট্রদেশে উন্হলি, তেলেগুভাষায় ভেল্লবেম্পলি চেট্টু এবং তামিলে কোল্লুক্কবেল্লয়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শরপুঙ্খ ও প্লীহশত্রু। শরপুঙ্খা কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বায়ু-নাশক, রক্তপরিষ্কারক, প্রশস্ত রসায়ন এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, ব্রণ, রক্তদোষ ও বিষ-দোষের উপশমকারক। শরপুঙ্খার বীজ মূষিকবিষনাশক। শ্বেত ও পীত বর্ণভেদে শরপুঙ্খা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে শ্বেতশরপুঙ্খাই অধিক গুণশালী।

শরভমাংস।—একপ্রকার হরিণের নাম শরভ। সাধারণ হরিণ অপেক্ষা এই হরিণ অধিক উচ্চ এবং বিশাল শৃঙ্গবিশিষ্ট। ইহাদের মাংস কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মল-মূত্ররোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস ও যক্ষ্ম প্রভৃতি রোগের বিশেষ উপকারক।

শরারি পক্ষী।—প্লবজাতীয় পক্ষিবিশেষের নাম শরারি। বাঙ্গালায় ইহাকে শরালপাখী কহে। ইহার মাংস মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, মল-

ভেদক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও ও রক্তপিত্তের হিতকারক।

শর্করকন্দ।—(Ipomoea batatas.) একপ্রকার আলুর নাম শর্কর-কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে শাকরকন্দ, হিন্দীতে শকরকন্দ এবং তামিলে বুল্লিকিজহঙ্গু কহে। এই আলু রক্তবর্ণ ও দীর্ঘাকার। চলিত কথায় ইহা রাঙ্গা আলু নামে পরিচিত। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, পুষ্টিজনক এবং শুক্র ও স্তন্যের বৃদ্ধিকারক।

শর্করা।—শ্বেতবর্ণ ও বালুকাকার গুড়বিকৃতি-বিশেষের নাম শর্করা। চলিত কথায় ইহা চিনি নামেই পরিচিত। শর্করা মধুররস, শীতল, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্বর, কাস, রক্তপিত্ত ও শোষ রোগের হিতকর।

শর্করাসব।—শর্করাজাত মদ্যবিশেষের নাম শর্করাসব। ইহা সুগন্ধি, মধুররস, মুখপ্রিয়, অল্প মত্ততাকারক এবং পুরাতন হইলে বর্ণবর্দ্ধক।

শর্করা চোঁয়াইয়া যে মদ্য প্রস্তুত হয়. তাহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, পিত্তনাশক এবং পাণ্ডু, কামলা, শ্বাস, কাস, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত ও প্রমেহ রোগের উপশমকারক।

শর্করোদক।—শীতল জলে শর্করা ভিজাইয়া যে পানীয় প্রস্তুত হয়। তাহার নাম শর্করোদক। চলিত কথায় ইহাকে চিনির পানা বা সরবৎ কহে। ইহা মধুররস, শীতল, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, সারক এবং জ্বর, দাহ, বমি, মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা ও বাত-পিত্তের শান্তিকারক।

শল্যক মাংস।—শল্যকের চলিত নাম সজারু। এই জীবের গাত্র, বড় বড় শল্য বা শলাকাবিশেষ দ্বারা আবৃত। সজারুর মাংস মধুররস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং শ্বাস, কাস ও বিদোষের হিতকারক।

শল্লকী।—(Boswollia serrata.) Indian olibanum, শালবৃক্ষবিশেষের নাম শল্লকী। বাঙ্গালায় ইহাকে শলই, হিন্দীতে শালই ও শলগ, মহারাষ্ট্রদেশে শালয়ধূর্প এবং তামিলে কুংলি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভি, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, সল্লকী ও বহুস্রবা। ইহা কষায় রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকর, এবং শ্লেষ্মা, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণরোগের উপকারক।

শশক।—বিলেশয়জাতীয় পশু-বিশেষের নাম শশক। ইহার বাঙ্গালা নাম খরগোষ; চলিত কথায় ইহাকে খরা, হিন্দীতে খরহা ও তেলেগু-ভাষায় চেবুলপিল্লি কহে। ইহার মাংস মধুররস, শীতল, লঘুপাক; রুক্ষ, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রজনক, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, পাণ্ডু, জ্বরাতিসার, ক্ষয়, কাস ও অর্শোরোগের হিতকর।

শশাণ্ডুলি।—শশাণ্ডুলি একপ্রকার লতাফল। চলিত কথায় ইহাকে তিৎকাঁকুড় বলে। ইহা কটু-তিক্তরস, পাকে অম্ল-মধুর, বিদাহ-জনক ও কফনাশক। শুষ্ক তিৎ-কাঁকুড় রুচিকর ও অগ্নিবর্দ্ধক।

শষ্কুলী।—পিষ্টকবিশেষের নাম শষ্কুলী। বাঙ্গালায় ইহাকে পুলিপিটে কহে। চাউলের গুড়ার ঠুলি করিয়া, তাহার মধ্যে নানাবিধ মিষ্টান্নের পূর দিয়া, ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। পুলিপিটে মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, বিষ্টম্ভজনক ও পুষ্টিকর।

শষ্কুলী মৎস্য।—শষ্কুলী মৎ-স্যের চলিত নাম শাল্‌মাছ। হিন্দীতে ইহাকে সৌরী কহে। শালমাছ শোলমাছের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, কিন্তু কিছু বৃহদাকার এবং ইহার গাত্রের উপরে চাকা চাকা দাগ আছে। শালমাছ কষায় মধুররস, গুরুপাক, রুচিকর ও মলরোধক।

শাক।—যে সকল ফল, মূল, কন্দ ও পত্র প্রভৃতি, আমরা ব্যঞ্জন-রূপে ব্যবহার করি, সে সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় শাক নামে অভিহিত। তন্মধ্যে পত্রশাকই চলিত কথায় শাক নামে পরিচিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শাকের গুণও প্রত্যেকের বিভিন্ন। তবে সকলপ্রকার শাকেরই কতক-গুলি সাধারণ গুণ আছে। শাক মাত্রই রুক্ষ, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, অধিক মলজনক, মল-মূত্রবিরেচক এবং শরীর, অস্থি, নেত্র, বর্ণ, শুক্র, বুদ্ধি ও স্মৃতির হানিকারক। এইরূপে বহুবিধ অপকার এবং অকালে জরা আনয়ন ও নানাপ্রকার রোগের উৎপাদন করে বলিয়া, শাক অধিক ভোজন করা কাহারও উচিত নহে।

শাকমৎস্য।—নানাবিধ তর-কারীর সহিত মৎস্য পাক করিলে, তাহাকে শাকমৎস্য কহে। শাক-মৎস্য স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, পুষ্টি-কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং মৎস্যবিশেষের ও তরকারীবিশেষের গুণানুসারে সেই সেই গুণবিশিষ্ট।

শাকম্ভরীয় লবণ।—শাকম্ভরীয়

লবণের চলিত নাম শাম্ভারি লবণ। হিন্দুস্থানে শাকম্ভর এবং মহারাষ্ট্রদেশে গড়লোণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রোমক। ইহা লবণরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, মলভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, সূক্ষ্ম-স্রোতোগামী ও অভিষ্যন্দী অর্থাৎ কফস্রাবকারক।

শাকবৃক্ষ।—Tectona granpis.) Teak tree, একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষের নাম শাকবৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শেগুন, হিন্দীতে শগুন, উৎকলদেশে সিঙ্গুক, তামিলে টেক, বোম্বাইপ্রদেশে খরপত্র, মহারাষ্ট্রদেশে সোরে, কর্ণাটে সৈগু, এবং তৈলেঙ্গু-ভাষায় টেকুচেট্টু কহে। শেগুন গাছ কষায়রস, সারক এবং দাহ, পিত্ত ও শ্রান্তির উপশমকারক।

শাখোট।—(Streblus asher.) শাখোট একপ্রকার বড় গাছ। বাঙ্গালায় ইহাকে শেওড়াগাছ, হিন্দীতে সহোরা, ও রুসা সিওড়; মহারাষ্ট্র-দেশে সাহোড, কর্ণাটে আখোড়মরণু, তৈলঙ্গদেশে ভারনিকে চেট্টু ও বরন্কী এবং বোম্বাইপ্রদেশে সাকোড়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ। সেওড়া গাছ তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকারক ও বায়ুনাশক। শেওড়ার বীজ রক্তপিত্ত অর্শঃ, অতিসার ও বাত-শ্লেষ্মার উপকারক। শেওড়ায় বীজের প্রলেপ ব্যবহারে শ্বিত্র (ধবল) রোগের উপশম হয়।

শাতলা।—মনসাসীজ্‌জাতীয় একপ্রকার সীজের নাম শাতলা। চলিত কথায় ইহাকে চর্ম্মকষা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাতলা, সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা, চর্ম্মকষা ও পীত দোহগুও। ইহা তিক্ত-রস, পাকে কটু, শীতল, লঘুপাক, এবং শোথ, আনাহ, উদাবর্ত্ত, রক্তদুষ্টি ও কফ-পিত্তের উপকারক।

শারদ যাবনাল।—জনার্ বা ভুট্টানামক শস্যের সংস্কৃত নাম যাব-নাল। শরৎকালে যে যাবনাল উৎপন্ন হয়, তাহাকে শারদ যাবনাল কহে। শরৎকালজাত যাবনাল মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পিচ্ছিল, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শুক্র-জনক এবং বল-পুষ্টির বৃদ্ধিকারক।

শারিবা।—(Hemidesmus Indicus. Syn. Asclipias pseudosarsa.) লতাবিশেষের নাম শারিবা। কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণভেদে এই লতা দুই-প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণ লতার নাম কৃষ্ণ শারিবা এবং শুক্ল লতার নাম শারিবা। কৃষ্ণ শারিবাকে বাঙ্গালায়

শ্যামালতা, হিন্দীতে দুধী ও তেলেগু-ভাষায় নীলতিগ কহে। শারিবাকে বাঙ্গালায় অনন্তমূল, হিন্দীতে অনন্তমূল ও উপলসরী, উৎকলে গুয়াপানমূল এবং কোঙ্কণদেশে শেম্বেল কহে। শ্যামালতা বা কৃষ্ণশারিবার সংস্কৃতপর্য্যায় শ্যামা, কলঘণ্টিকা, গোপী ও গোপবধূ। অনন্তমূলের সংস্কৃত পর্য্যায় অনন্তা, ধবলা, গোপী, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা। উভয় শারিবারই পত্র জামপাতার ন্যায়, কিন্তু অনন্তমূলের পাতার উপর সাদা সাদা দাগ থাকে এবং অনন্তমূলের লতা ভাঙ্গিলে, তাহার মধ্য হইতে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত আটা নির্গত হয়। উভয়েরই মূল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উভয় শারিবার মূল স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, শীতল, রক্তপরিষ্কারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, ঘর্ম্মকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, ত্রিদোষনাশক এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, জ্বর, জ্বরাতিসার, শ্বাস, কাস, বমি, তৃষ্ণা, রক্তপ্রদর, আমদোষ, বিষদোষ, আমবাত, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ এবং উপদংশ ও পারদদোষ হইতে যে সকল রোগ উপস্থিত হয়, তাহাদের শান্তিকারক। অনন্তমূল চর্ব্বণ করিলে, মুখের ঘা নিবারিত হয়। শ্যামালতা অপেক্ষা অনন্তমূল অধিক উপকারক।

শালকল্যাণী। একপ্রকার প্রসিদ্ধ পত্রশাকের নাম শালকল্যাণী। ইহা মধুর রস, শীতল, গুরুপাক, রুক্ষ, বিষ্টম্ভকারক এবং মলভেদক।

শালতরু।—(Shorea robusta.) শাল একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে শাল ও শালবা, তৈলঙ্গে এপচেট্টু, তামিলে কুঙ্গিলিয়ম্ এবং গুজরাটে গল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর। শালগাছ কষায়রস এবং কফ, ক্রিমি, স্বেদ, ব্রণ, বিদ্রধি, ব্রধ্ন, কর্ণরোগ ও যোনিরোগের উপশমকারক।

শালগাছের নির্য্যাস অর্থাৎ আটা ধুনা নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর রাল। ধুনা তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, মলাদিরোধক, ত্রিদোষনাশক এবং স্বেদ, জ্বর, ব্রণ, বিসর্প, রক্তদুষ্টি, বিপাদিকা, ভগ্ন ও অগ্নিদগ্ধক্ষত, শূল, অতিসার ও গ্রহদোষের নিবারণকারক। ধুনার চূর্ণ এক আনা সমান ভাগ চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে, আমাশয়রোগ নিবারিত হয়।

শালপর্ণী।—(Hedysarum gangeticum or Desmodium gangeticum.) শালপর্ণী একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম। বাঙ্গালায় ইহাকে শালপাণী, দেশভেদে ছালানী, হিন্দীতে সরিবণ, মহারাষ্ট্রদেশে সালবণ ও ভুঁইশেবগা, তৈলঙ্গে সপ্পাকুপোব এবং উৎকলে শারপণি কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারীগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী। শালপাণী তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, ধাতুবর্দ্ধক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, বমি, প্রমেহ, অর্শঃ, শোথ, সন্তাপ, ক্ষত ও বিষদোষের হিতকর।

শালিধান্য। হেমন্তকালে যে-সকল ধান্য পরিপক হয়, তাহার নাম শালিধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে হৈমন্তিক ধান্য বা আমন ধান্য কহে। শালিধান্য নানাপ্রকার; প্রকারভেদানুসারে তাহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু সকল গুলিরই গুণ প্রায় একরূপ। সাধারণতঃ সকল শালিধান্যই মধুর-কষায় রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, স্বরপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ বাত কফবর্দ্ধক এবং মূত্রকারক। সকল প্রকার শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালিই উৎকৃষ্ট। সমস্ত শালিধান্যেরই গুণাদির বিভিন্নতা, নামানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়াছে।

শালিঞ্চ। (Alternanthera sessilis.) জলজাত প্রসিদ্ধ শাকবিশেষের নাম শালিঞ্চ শাক। এই শাক তিক্তরস, শীতবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং প্লীহা, অর্শঃ, বাতরক্ত, রক্তদোষ ও পিত্তবিকৃতির বিশেষ উপকারক।

শালিশক্তু। শালিধান্য হইতে একপ্রকার ছাতু প্রস্তুত হয়, তাহার নাম শালিশক্তু। এই ছাতু মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর ও রক্তপিত্তের উপকারক।

শালূক। (Roots of different species of Nymphæa.) পদ্মকন্দের নাম শালূক। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মের গেঁড়ো ও শালুক, হিন্দীতে কসেরু ও ভিসীড়া, এবং তেলেগুভাষায় জাজিকায় কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতল, রুক্ষ, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক,

কফজনক এবং পিত্ত ও দাহ রোগের শান্তিকারক।

শাল্মলি। (Bombax malabaricum. Syn. Salmalica malabaricum.) প্রসিদ্ধ বৃহৎ বৃক্ষবিশেষের নাম শাল্মলি। বাঙ্গালায় ইহাকে শিমুলগাছ, হিন্দীতে শেমল ও শেমুর, উৎকলে বোনুরী, তামিলে পুলা এবং মহারাষ্ট্রদেশে শাম্বরি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পী, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তুলিনী। শিমুলগাছ মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, মলরোধক এবং পিত্ত, রক্তপিত্ত ও বাতরক্ত রোগের উপকারক। শিমুলমূলের রস ঐ সকল গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ তাহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। শিমুলের ফুল মধুর-কষায় রস, মধুরবিপাক, গুরুপাক, শীতল, রুক্ষ, এবং বায়ুবর্দ্ধক। শিমুলের বীজ ফুলের সম গুণবিশিষ্ট। শিমুলের আটার নাম মোচরস। মোচরস শব্দে তাহার গুণাদি বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

শাল্মলিকন্দ। প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষের নাম শাল্মলিকন্দ। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহা শম্বরীকন্দ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা মধুর রস, শীতল, মলভেদক এবং পিত্ত, দাহ, সন্তাপ ও শোথরোগের উপশমকারক।

শিংশপা।—(Dalbergia sissoo.) A Timber tree. শিংশপা একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শিশুগাছ, হিন্দীতে শীসব, শিশু ও শীসই, তেলেগুভাষায় শিশুকর্র, তামিলে জাতুক্কুকট্টই এবং পঞ্জাবে শকেদর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা। শিশুগাছ কটু-তিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, বর্ণবর্দ্ধক এবং দাহ, পিত্ত, শোথ ও অতিসার রোগের উপকারক। শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে শিশুগাছ তিনপ্রকার। সকলের গুণই প্রায় একরূপ। কপিল বর্ণের একপ্রকার শিশুগাছ আছে, তাহা তিক্তরস, শীতবীর্য্য, শ্রান্তিনিবারক এবং বাত, পিত্ত, জ্বর, হিক্কা ও বমন রোগের নিবারক।

শিগ্রু।—(Moringa pterygosperma. Syn. Hyperanthera Moringa.) শিগ্রু একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাগাছ, হিন্দীতে সোহি-

ঞ্জন, বোম্বাইপ্রদেশে পীতসেগবা, দাক্ষিণাত্যে মুঙ্কেকাঝাড়, তামিলে মোরুঙ্গা এবং তেলেগুভাষায় মুতুগ-চেট্টু মুনগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক ও শোভাঞ্জন। শজিনা কটু-তিক্ত-কষায় রস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু, অগ্নিবৰ্দ্ধক, রুক্ষ, রুচিকর, বিদাহী, ধারক, ক্ষারগুণযুক্ত, শুক্রবৰ্দ্ধক, রক্তপিত্ত-প্রকোপক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, চক্ষুর হিতকর, মুখের জড়তানিবারক এবং শোথ, ব্রণ, বিদ্রধি, বেদনা, ক্রিমি, মেদোদোষ, গুল্ম, প্লীহা, গলগণ্ড ও অপচীরোগের হিতকর। শজিনার ফুল কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথজনক, কফ-বায়ুনাশক এবং ক্রিমি, গুল্ম, প্লীহা ও বিদ্রধি রোগের উপকারক। শজিনার ফল মধুর-কষায় রস, অগ্নি-বৰ্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মরোগের হিত-কর। শজিনার বীজ কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, তীক্ষ্ণ, চক্ষুর হিতকর, অবৃষ্য, কফ-বায়ুনাশক এবং ভূতাবেশের নিবারণকারক। শজিনার মূল বিষাক্ত। শ্বেত, পীত, নীল ও রক্ত-বর্ণের পুষ্পভেদে, শজিনা চারিপ্রকার। সকল শজিনারই গুণ অধিকাংশ এক-রূপ। বিশেষতঃ শ্বেত শজিনা দাহ-জনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষের উপকারক। রক্ত-শজিনা সারক এবং ইহার পত্র ও বল্কলের স্বরস বেদনানিবারক।

শিগ্রু তৈল।—শজিনাবীজ হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহারই নাম শিগ্রু-তৈল। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনাবীজের তেল এবং মহারাষ্ট্রদেশে শেগুতেল কহে। ইহা পিচ্ছিল, কটুরস, উষ্ণ-বীর্য্য, কফবায়ুনাশক এবং ব্রণ, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ ও শোথরোগের নিবারণকারক।

শিগ্রুশাক।—শজিনার পত্রের নাম শিগ্রুশাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শজিনার শাক, মহারাষ্ট্রদেশে শেগু-পত্র ও কর্ণাটে হল্লিয়পনে কহে। ইহা কষায়-তিক্ত মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, কফ-বায়ু-নাশক ও ক্রিমিবিনাশক।

শিণ্ডাকী।—শিণ্ডাকী এক-প্রকার মদ্যের নাম। কুট্টিত চাউল, মূলার পাতা ও সর্ষপ প্রভৃতি পচাইয়া এই মদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা রুচিকর, গুরুপাক এবং পিত্ত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধি-কারক।

শিম্বী।—(Dolichos gladiatus and others.) শিম্বীর বাঙ্গালা নাম শিম। হিন্দীতে ইহাকে সেম্বি, এবং বোম্বাইপ্রদেশে শেগা কহে। শিম্বী একপ্রকার লতার ফল। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, কোষ্ঠগত বায়ুর প্রকোপকারক, এবং অগ্নি, বল, শুক্র ও মলের ক্ষয়কারক। শিম নানাপ্রকার, তন্মধ্যে শ্বেত বর্ণের শিমকে সংস্কৃত ভাষায় শিম্বী, এবং "মোগলাই শিম" নামে পরিচিত শিম্বীবিশেষকে পুস্তশিম্বী বা পুস্তকশিম্বী কহে।

শিম্বী-ধান্য।—মুগ, মসূর, মটর, মাষকলাই প্রভৃতি কলায়জাতীয় শস্যসমূহের সংস্কৃত নাম শিম্বী-ধান্য। সেই সমস্ত শিম্বীধান্যের নামভেদানুসারে প্রত্যেকের গুণ ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি শিম্বীধান্য মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। প্রায় সকলপ্রকার শিম্বীধান্যই মধুর-কষায়রস, কটু-বিপাক, গুরুপাক, শীতবীর্য্য, এবং অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের অপকারক।

শিরীষ।—(Albizzia Lebbec, Syn. Acacia Lebbec.) একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষের নাম শিরীষ। বাঙ্গালায় ইহাকে শিরীষ গাছ; হিন্দীতে শিরিষ, লস্‌রীন্ ও কলসিস্ এবং তেলেগুভাষায় দিরসন কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়। শিরীষ গাছ মধুর-কষায়-তিক্তরস, ঈষদুষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক এবং কাস, শোথ, ব্রণ, বীসর্প ও বিষদোষের উপকারক। শিরীষের বীজ অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে, চক্ষুরোগের প্রশমকারক।

কণ্টকযুক্ত একপ্রকার শিরীষ গাছ আছে, তাহা স্বেদ, ত্বগ্‌দোষ, শোথ, বীসর্প ও বিষদোষের উপকারক।

শিলাজতু।—পর্ব্বতবিশেষ হইতে গ্রীষ্মের সূর্য্য-সন্তাপে একপ্রকার ধাতুনিস্রাব ক্ষরিত হয়, তাহারই নাম শিলাজতু। বাঙ্গালায় শিলাজতু এবং দেশভেদে শিলাজিৎ নামে ইহা পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিলাজতু, শৈলনির্য্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ। শিলাজতু কটু-তিক্তরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন, ছেদি অর্থাৎ দোষের বিচ্ছিন্নতাকারক, যোগবাহী অর্থাৎ যে পদার্থের সহিত সম্মিলিত হয় তাহার গুণাদিও ধারণ করে এবং কফ, মেদঃ, শোথ, উদর,

শ্বাস, ক্ষয়রোগ, অর্শঃ, পাণ্ডু, উন্মাদ, অপস্মার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

শিলাজতু চারিপ্রকার। স্বর্ণধাতু হইতে যে শিলাজতু নিঃসৃত হয় তাহার নাম সৌবর্ণ শিলাজতু, রৌপ্যধাতুর নিঃস্রাব রাজত শিলাজতু, তাম্রধাতুর নিঃস্রাব তাম্রশিলাজতু এবং লৌহধাতুর নিঃস্রাব আয়স শিলাজতু। সৌবর্ণ শিলাজতু জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ, কটু-তিক্ত-মধুররস, কটুবিপাক ও শীতবীর্য্য। রাজত শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ, কটুরস, মধুরবিপাক ও শীতবীর্য্য। তাম্র শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় বিচিত্র আভাবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য। আয়স শিলাজতু জটায়ুর পক্ষের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই সকল শিলাজতুর মধ্যে লৌহশিলাজতুই উৎকৃষ্ট।

ঔষধাদিতে ব্যবহারের জন্য শিলাজতু শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। ত্রিফলা ও দশমূলের কাথে শিলাজতু গুলিয়া, তাহা লৌহ-পাত্রে করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে রাখিয়া দিবে, পরে তাহার উপরিভাগে, সরের ন্যায় যে পদার্থ জমিয়া থাকিবে, তাহাই লইতে হইবে। সেই সব সালসারাদিগণের কাথ দ্বারা ভাবিত করিলে, শোধিত হইবে। সালসারাদিগণ যথা—সাল, অসন, খদির, পাপড়ি খদির, তমাল, সুপারি, ভূর্জ্জপত্র, মেষশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপ, শিরীষ, পিয়াশাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, সেগুন, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাশাল, অগুরু ও কালিয়াকাষ্ঠ।

শিলারস।—শিলারস একপ্রকার প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য, ইহা একপ্রকার নির্য্যাস। বাঙ্গালায় ইহাকে শিলারসই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিহ্লক, তুরুষ্ক, কপিতৈল ও কপিবাচক যাবতীয় শব্দ। শিলারসকে কেহ কেহ লোবান্ বলিয়া থাকেন। ইহা কটু-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, কণ্ঠপরিষ্কারক এবং জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ ও গ্রহদোষের উপশমকারক।

শিলাবল্কা।—ঔষধিবিশেষের নাম শিলাবল্কা। হিন্দীতে ইহাকে শিলাবাক্ কহে। ইহা মধুররস, শীতল, পিত্তনাশক এবং জ্বর, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ ও অশ্মরী রোগের হিতকারক।

শিলিন্দ মৎস্য।—শিলিন্দ মৎস্যকে চলিত কথায় শিলন্মাছ কহে। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক,

গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক, শ্লেষ্ম-বর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং আমবাত-জনক।

শিলীন্ধ্র।—(Agaricus Compestris.) Mushroom. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও কোমল উদ্ভিদ্ বিশেষের নাম শিলীন্ধ্র। বাঙ্গালায় ইহাকে গোয়ালছাতু ও কোড়কছাতা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিলীন্ধ্র, ভূমিচ্ছত্র, ভূছত্রাক ও ছত্রিকা। ক্লিন্নভূমি, গোময়, কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে এইজাতীয় নানাপ্রকার উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে পরিষ্কৃত স্থানে বা কাষ্ঠাদিতে শ্বেতবর্ণ ও "সোঁদা" গন্ধবিশিষ্ট যে সকল কোড়ক-ছাতা জন্মে, অনেকে ভোজনার্থ তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা অধিক দোষজনক নহে। এই কোড়কছাতা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শ্লেষ্মাদি-দোষবর্দ্ধক, বিরেচক, মূত্র-কারক, রজোনিঃসারক এবং অশ্মরী-রোগের ও মূত্রাশয়ের হিতকর। কণ্ঠ-রোগে ইহার গণ্ডুষ ধারণ (কুল্লি) করিলে পীড়ার উপশম হয়।

দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও নানাবিধ বর্ণের যেসকল কোড়কছাতা কদর্য্য স্থানে জন্মে, তাহা নিতান্তই অপকারক।

শিল্লিকা।—একপ্রকার তৃণের নাম শিল্লিকা। মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই তৃণ সুপরিচিত। মহারাষ্ট্রে ইহাকে লাহনশিল্পি এবং কর্ণাটে কিরিয়সিম্পিগে কহে। এই তৃণ মধুররস ও শীতবীর্য্য। ইহার বীজ বল-বীর্য্যকারক।

শিবিকা।—একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের নাম শিবিকা। ময়দা একটু শক্তমত মাখিয়া, তাহা সূত্রের ন্যায় লম্বাকৃতি করিবে, সেই লম্বা সূত্রবৎ পদার্থ শুষ্ক করিয়া লইলে, তাহাকেই শিবিকা কহে। শিবিকা দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিয়া, ভোজনার্থ ব্যবহৃত হয়। তাহা মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, বলকারক, বাত-পিত্তনাশক, কফবর্দ্ধক এবং অস্থি-সমূহের সন্ধান (মিলন) কারক।

শিশুমার।—প্রসিদ্ধ জলজন্তু-বিশেষের নাম শিশুমার। চলিত কথায় ইহা শুশু বা শুশোক নামে পরিচিত। শুশুর মাংসগুণ শঙ্খমাংসের ন্যায়। শুশুর বসা আমবাত (বাত) রোগের শান্তিকারক।

শীত ঋতু।—পৌষ ও মাঘ এই দুই মাস, এবং কোন কোন শাস্ত্রের মতে মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাস, শীত বা শিশির ঋতু নামে অভিহিত। এই কাল অতিশয় শীতল, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুপ্রকোপক। এই

কালে বাহিরে শীতল বায়ু প্রভৃতির স্পর্শাদি জন্য অন্তরগ্নি শরীরমধ্যে যথেষ্ট অবরুদ্ধ থাকে, সেই জন্য; এবং কালের স্বাভাবিক রুক্ষ-গুণবশতঃ শরীরও অত্যন্ত রুক্ষ হইয়া উঠে, এই কারণে; স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর পদার্থ শীতকালে আহার করা উচিত। গোধূম, ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার পিষ্টকাদি খাদ্য, এবং জলজ ও আনূপ জীবের মাংস, অগ্নিবল বুঝিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ভোজন করিলে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। স্নান, পান, আচমন ও শৌচাদি কার্য্যে গরম জলের ব্যবহার আবশ্যক। রেশম, তুলা ও পশু-লোমাদি দ্বারা নির্ম্মিত গরম কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে এবং উষ্ণ গৃহে ও উষ্ণ শয্যায় শয়ন করিবে। শরীর সুস্থ থাকিলে, শীতকালে প্রতি রাত্রে স্ত্রীসহবাস করিলেও কোন হানি হয় না। কটু-তিক্ত-কষায়রস-যুক্ত, লঘুপাক ও বায়ুবর্দ্ধক দ্রব্যের পান-ভোজন এবং দিবানিদ্রা, বায়ু-সেবন ও শীতল আহার-বিহার এই কালে অপকারক।

শীতভীরু।—কাট্‌মল্লিকা নামে পরিচিত মল্লিকাফুলবিশেষের নাম শীতভীরু। ইহাকে মহারাষ্ট্রদেশে বেলিমোগরা, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে এবং তৈলঙ্গে মল্লেচেট্টু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, লঘু-পাক, শুক্রবর্দ্ধক, বাত-পিত্তনাশক এবং অরুচি, ব্রণ, মুখরোগ, কুষ্ঠ ও বিষদোষের উপকারক।

শীতল জল।—শীতল জল শীতস্পর্শ, শীতবীর্য্য, স্বাদু, তৃপ্তিকর, তৃষ্ণানিবারক, শ্রান্তিনাশক এবং পিত্তপ্রকোপ, সন্তাপ, দাহ, রক্ত-দোষ, বিষদোষ, মদাত্যয়, ভ্রম, ভুক্ত-দ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত ও বমি প্রভৃতি রোগে পানার্থ প্রশস্ত। শীতল জল বাহ্য-প্রয়োগেও সন্তাপনিবারক, সঙ্কোচক ও বেদনানিবারক। শীতল জলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া বা উচ্চ হইতে ধারাণী করিয়া প্রয়োগ করিলে, আহত স্থানের বেদনা ও রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

শীতল-পত্রিকা।—শীতলপাটী নামক প্রসিদ্ধ পদার্থ, যে গাছের ছাল দ্বারা নির্ম্মিত হয়, সেই গাছের নাম শীতল-পত্রিকা। দেশভেদে ইহা মুক্তাপাতী নামে পরিচিত। এই গাছ স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক এবং শ্রান্তিনিবারক।

শীতলী।—(Limnanthemum cristatum.) শীতলী এক-

প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। ইহা জলে উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালায় ইহা পাতাড়ি ও শিউলিছোপ নামে পরিচিত। এই বৃক্ষ রক্তপরিষ্কারক, বলকর ও বিষদোষনিবারক।

শীতবীর্য্য।—দ্রব্যের স্বাভাবিক শীতল গুণের নাম শীতবীর্য্য। মধুর-রসবিশিষ্ট প্রায় সকলপ্রকার দ্রব্যই শীতবীর্য্য। শীতবীর্য্য দ্রব্য গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মজনক, পিত্ত-নাশক এবং বাতজ ও কফজরোগের উপকারক।

শীতাংশু তৈল।—চলিত কথায় "ক্যাজুপুটি তৈল" নামে পরিচিত তৈলবিশেষের নাম শীতাংশু তৈল। এই তৈলে বড় এলাচ ও কর্পূরের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়। অনেকে ইহাকে ভূর্জ্জপত্রের তৈল বলেন। বস্তুতঃ ইহা একপ্রকার পত্র চোঁয়াইয়া প্রস্তুত হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শীতাংশু তৈল, কর্পূর তৈল, দ্বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, পর্ণোত্থ ও শ্যাবতৈল। এই তৈল তীব্র সুগন্ধি, বায়ুনাশক, আক্ষেপ (খিঁচুনি) নিবারক, স্বেদজনক, কফনাশক, বেদনানিবারক এবং জ্বর, শূল, আমবাত, শিরঃপীড়া, আধ্মান, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগের শান্তিকারক। এই সকল ক্রিয়ার জন্য এই তৈল বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হয়।

শীধু।—ইক্ষুরস হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষের নাম শীধু। পক্ব ও অপক্ব উভয় ইক্ষুরস হইতেই শীধু প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে পক্ব-ইক্ষুরসজাত শীধুই উৎকৃষ্ট। ইহা মধুর রস, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মত্ততাজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, বল-বর্ণকারক, বাত-পিত্তজনক, কফ-নাশক এবং মলাদির বিবন্ধ, আধ্মান, (পেটফাঁপা), শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ, ও শ্লৈষ্মিক রোগের উপকারক। অপক্ব-ইক্ষুরসজাত শীধুর সংস্কৃত নামান্তর শীতরস শীধু। ইহা পক্বরস-জাত অপেক্ষা গুণহীন এবং পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

শুকপক্ষি মাংস।—শুকপক্ষীর চলিত নাম টেয়াপাখী। ইহার মাংস মধুর রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, মলরোধক এবং শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগের হিতকর।

শুক্ত।—আচার বা চাটনি-বিশেষের নাম শুক্ত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় চুক্র, সহস্রবেধী, রসাম্ল ও শুক্ত। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর ও মুখের বিরসতানাশক।

শুক্তি।—জলজন্তুবিশেষের নাম

শুক্তি। বাঙ্গালায় ইহাকে ঝিনুক কহে। শঙ্খ-শম্বুকাদির ন্যায় ইহাও কঠিন আবরণদ্বারা আবৃত। ইহার মাংস কটু-মধুররস, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর এবং শ্বাস, শূল ও হৃদরোগ-রোগের উপকারক। শুক্তির কঠিন আবরণাংশ ভস্মাদিরূপে পরিণত করিয়া, ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। জাম্বীরের রসে ভিজাইয়া পরে উষ্ণ-জলে ধৌত করিয়া লইলেই শুক্তি শোধিত হয়, তৎপরে অগ্নিদগ্ধ করিলে ভস্মরূপে পরিণত হয়। শূল, অম্লপিত্ত, গুল্ম, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে এই ভস্ম উপকারক। ঝিনুকের চূর্ণও শুক্তি-ভস্মের তুল্য গুণবিশিষ্ট।

শুক্লবর্ব্বরী।—শ্বেত বাবুই-তুলসীর নাম শুক্লবর্ব্বরী। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অর্জ্জক। এই তুলসী কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, লঘুপাক, অগ্নি-বর্দ্ধক, বিদাহী, রুচিকর, এবং পিত্তবর্দ্ধক।

শুক্লার্ক।—(Calotropis gigantea or procera.) যে আকন্দের ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শুক্লার্ক। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত আকন্দ, কর্ণাটে বিলিয় অর্ক ও মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রী রুই কহে। ইহা কটু-তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, সারক, এবং বায়ু, কফ, রক্ত, শোথ, ব্রণ, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অর্শঃ, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপকারক। শ্বেত আকন্দের ফুল লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, শুক্রজনক এবং অরুচি, অর্শঃ, কাস ও শ্বাসরোগের হিতকর।

শুণ্ঠী।—(Gingiber Officinale.) শুষ্ক আদ্রকবিশেষের নাম শুণ্ঠী। বাঙ্গালায় শুঁঠ এবং অন্যান্য দেশে শুণ্ঠী নামে ইহা পরিচিত। ইহার সংস্কৃত নামান্তর শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ। শুঁঠ কটু-তিক্ত রস উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, লঘু, পাচক, সারক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বরপরিষ্কারক, এবং কফ, শোথ, শূল, মলাদির বিবন্ধ, উদর, অর্শঃ, আমবাত, বমি, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, শ্লীপদ ও বাত-শ্লেষ্ম-জন্য রোগসমূহের উপশমকারক। বক্ষোবেদনা ও পার্শ্ববেদনা প্রভৃতিতে শুঁঠের গুঁড়া মালিশ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। স্থানিক উগ্রতা সাধনের জন্যও শুঁঠের গুড়ার মালিশ বিশেষ উপযোগী।

শুদ্ধমাংস।—সাধারণতঃ যে

নিয়মে মাংস পাক করা হয়, সেই পক্ক মাংসকেই শুদ্ধ মাংস কহে। ইহা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, ধাতুপোষক এবং ত্রিদোষের উপশমকারক।

শুনকচিল্লী।—স্থলে চিল্লী, নায়টিল্লিকে ও কুত্তবচীল নামে মহারাষ্ট্রদেশে প্রসিদ্ধ চিল্লীশাকের সংস্কৃত নাম শুনকচিল্লী। ইহা কটুরস, তীক্ষ্ণ এবং কণ্ডু ও ব্রণরোগের হিতকর।

শূকধান্য।—যব-গোধূমাদি যে সকল শস্য শূকবিশিষ্ট, তাহাদিগকে শূকধান্য কহে। প্রত্যেক শূকধান্যেরই গুণ ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু সাধারণতঃ সকল শূকধান্যই লঘুপাক, দোষ-শান্তিকারক এবং বল বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতির বৃদ্ধিকারক। নূতন শূকধান্য গুরুপাক, এই জন্য একবৎসরের পুরাতন শূকধান্যই প্রশস্ত।

শূকশিম্বী।—(Macuna pruriens.) Cowhego plant. শিম্বীজাতীয় লতাফলবিশেষের নাম শূকশিম্বী। ইহার লতা ও ফলের গাত্রে অত্যন্ত শুঁয়া থাকে। বাঙ্গালায় ইহাকে আলকুশী, পূর্ব্ববঙ্গে শুয়াশম্বু, হিন্দীতে গোঞ্চা, কিবাচ ও কৌঁচ, তামিলে পূনাইক্ ও কালি, তেলেগুভাষায় পিল্লি, অডুগু ও দুলগুণ্ডি, মহারাষ্ট্রদেশে কবচ্ ও কুহিরী এবং বোম্বাইপ্রদেশে কুহিলা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী। আলকুশী মধুর-তিক্তরস, গুরুপাক, বলকর, মাংসবর্দ্ধক, শুক্রজনক, ত্রিদোষনাশক বিশেষতঃ বায়ুর শান্তিকারক এবং রক্তদোষনিবারক। আলকুশীর বীজ অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক।

শূরণ।—(Amorphophallus companulatus. Syn. Arum companulatum.) শূরণ একপ্রকার কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে ওল, হিন্দীতে জামিন্ কন্দ ও ওল, তেলেগুভাষায় মুঞ্চকুন্দ, বোম্বাইপ্রদেশে জংলি শূরণ, তামিলে স্থরণ, মহারাষ্ট্রদেশে স্থরণ্ ও কর্ণাটে স্থরণা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন। ওল কটু-কষায়-মধুর রস, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, সারক, রুচিকর, কফ-বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, কাস,

প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, বমন ও অর্শো-রোগের উপকারক। গ্রাম্য ও বন্য ভেদে সাধারণতঃ ওল দুই প্রকার;—তন্মধ্যে গ্রাম্য ওল অপেক্ষা বন্য ওল অধিক গুণশালী। আবার শ্বেত ও রক্ত বর্ণভেদে উভয় ওলই দুই প্রকার। তন্মধ্যে রক্ত ওলের বিশেষ গুণ এই যে, তাহা বিষ্টম্ভী ও পিত্তকারক।

শূলী।—জলজ তৃণবিশেষের নাম শূলী। বাঙ্গালায় ইহাকে শোলা, বোম্বাই প্রদেশে শূলী, এবং কর্ণাটে সোগলে কলে। ইহা পিচ্ছিল, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, রুচিকর, বল-কারক, স্তন্যবর্দ্ধক, এবং পিত্ত ও দাহ রোগের উপকারক।

শূল্য মাংস।—কোমল মাংস-খণ্ড লৌহশলাকায় বিদ্ধ করিয়া অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে, তাহাকেই শূল্য মাংস কহে। চলিত কথায় ইহা "শিক্ কাবাব্" নামে পরিচিত। এই মাংস গুরুপাক, রুচিকর, বলকারক এবং দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির সুপথ্য।

শৃগালকণ্টক।—(Argemone Mexicana.) কণ্টকযুক্ত একপ্রকার ক্ষুদ্র গুল্মের নাম শৃগালকণ্টক। বাঙ্গা-লায় ইহাকে শেয়ালকাঁটা কহে। শেয়ালকাঁটার গাছ তিক্ত-মধুর রস, শীতল, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, এবং চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারক। ইহার আটা বাহ্যপ্রয়োগে পামা-বিচ-র্চ্চিকা প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। ইহার বীজ সারক, বমনকারক ও শ্লেষ্মনিঃসারক। বীজের তৈল বাহ্য-প্রয়োগে চর্ম্মরোগনিবারক।

শৃগালকোলি।—(Zizyphus oenoplia.) অতি ক্ষুদ্র কুল বিশে-ষের নাম শৃগালকোলি। বাঙ্গালায় ইহাকে শেয়াকুল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কর্কন্ধু। এই কুল মধুর তিক্ত-কষায়যুক্ত অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, কফবর্দ্ধক ও বাত-পিত্ত-নাশক।

শৃগাল মাংস।—প্রসহজাতীয় প্রসিদ্ধ পশুবিশেষের নাম শৃগাল। চলিত কথায় ইহাকে শেয়াল কহে। শৃগালের মাংস মধুর রস, বিপাকে মধুর, লঘুপাক, শীতবীর্য্য, মল-মূত্র-রোধক এবং ত্রিদোষের শান্তিকারক।

শৃঙ্গাটক।—(Trapa Bispi-nosa.) জলজ ক্ষুদ্র ফলবিশেষের নাম শৃঙ্গাটক। বাঙ্গালায় ইহাকে শিঙ্গাড়া ও পানিফল, হিন্দীতে শিঙ্ঘাড়া এবং ত্রৈলঙ্গদেশে পরিকেগড্ডু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল। শিঙ্গাড়া মধুর-কষায় রস, শীতল, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী,

মলরোধক, রুচিকর, বাত-পিত্তনাশক, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং দাহ, ভ্রম ও রক্তপিত্তরোগের হিতকর। ছোট-পানিফল অপেক্ষাকৃত লঘুপাক।

শৃঙ্গাটক নামক একপ্রকার কৃতান্ন-বিশেষও ভাবপ্রকাশে বর্ণিত আছে। মাংসের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া, প্রথমতঃ তাহা জলে সিদ্ধ করিবে এবং উপযুক্ত মশালার সহিত ঘৃতে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ময়দার ঠোলের মধ্যে সেই মাংসের পূর দিয়া, শিঙ্গাড়ার আকারে পিষ্টক প্রস্তুত করিবে এবং তাহা ঘৃতে ভাজিবে; তাহা হইলেই শৃঙ্গাটক নামক খাদ্য প্রস্তুত হইবে। এই খাদ্য স্বাদু, রুচিকর, গুরুপাক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বীর্য্যজনক, পুষ্টিকর এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক। ইহারই অনুকল্পে, আলুর পূর দেওয়া, শিঙ্গাড়া নামক যে খাদ্য সাধারণ্যে প্রচলিত আছে, তাহাও ঐরূপ গুণবিশিষ্ট; তবে ইহার সকল গুণই অপেক্ষাকৃত অল্প।

শৃঙ্গী মৎস্য।—বাঙ্গালায় শিঙ্গা ও দেশভেদে জিওল মাছ নামে প্রসিদ্ধ মৎস্যবিশেষের নাম শৃঙ্গী মৎস্য। ইহার মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি তীক্ষ্ণ কণ্টক আছে; আকৃতি অনেকটা মাগুর মাছের মত। এই মত মধুর-রস, লঘুপাক, রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ ও কফ-বায়ুনাশক।

শৃতশীত জল।—জল গরম করিয়া, শীতল করিয়া লইলে, তাহাকে শৃতশীত জল কহে। গরম করায় দোষ সকল নষ্ট হয় বলিয়া, এই জল সকল অবস্থাতেই পথ্য; বিশেষতঃ ইহা নবজ্বর, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, পার্শ্বশূল, বাত, হিক্কা, আধ্মান (পেটফাঁপা), রক্তমেহ, রক্তবিকার, ধাতুক্ষয় ও বিষবিভ্রমের উপকারক।

শেফালিকা।—(Nyctanthes arbortristis.) প্রসিদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষের নাম শেফালিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে শিউলি, হিন্দীতে সিহরু ও সিওলি, বোম্বাই প্রদেশে হরসিঙ্গর, পঞ্জাবে লহরি, এবং তামিলে মনুজপ কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বাতক্ষয়নাশক এবং অঙ্গসন্ধিগত ও গুহ্যদেশগত বায়ুর উপশমকারক। শেফালিকার পাতার রস জীর্ণজ্বরের বিশেষ উপকারক।

শৈলজ।—(A species of Lichen.) শৈলজ একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। বাঙ্গালায় ইহাকে শৈলজ ও কলহু, হিন্দীতে ভুবছরিল ও ছরা, এবং তেলেগুভাষায় শৈলেয়মনেদ্রব্যমু

কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক। ইহা সুগন্ধি, তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, হৃদ্য, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমি, শ্বাস, অশ্মরী, ব্রণ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিষদোষ ও রক্তস্রাবের শান্তিকারক।

শৈবাল।—(Blyxa octandra) শৈবালের বাঙ্গালা নাম শেওলা ও পানা। বোম্বাইয়ে ইহাকে জলকুম্ভী ও তৈলঙ্গে তুটীকূর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শৈবাল ও শৈবল। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ এবং দাহ, পিপাসা, জ্বর, রক্তদুষ্টি, ব্রণ ও পিত্তের উপশমকারক।

শোণনদের জল।—শোণ-নামক প্রসিদ্ধ নদের জল রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক ও সন্তাপ- নিবারক।

শোভাঞ্জন।—Moringa pterygosperma. Syn. Hyperanthira moringa. Horse radish tree. নীল শজিনার নাম শোভাঞ্জন। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলসজিনা ও সেমগা, হিন্দীতে শোহিঞ্জন ও সজ্জন, মহারাষ্ট্র-দেশে কাণাসেগুবা, কর্ণাটে কবিয়-সুগ্‌গি, তেলেগুভাষায় মুনগা, তামিলে মোরুঙ্গ এবং বোম্বাই প্রদেশে শেগব ও সেগত কহে। ইহা কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, পিচ্ছিল, রুচিকর, চক্ষুর হিতকর এবং ক্রিমি ও বাতশূলের উপকারক। ইহার ফুল কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নায়ুর শোথকারক, কফ-বায়ুনাশক এবং প্লীহা, গুল্ম, বিদ্রধি ও ক্রিমি রোগের হিতকর। ইহার ফল কষায়-মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও কুষ্ঠরোগের উপকারক।

শ্যামপর্ণী।—(Tea.) শ্যামপর্ণীর বাঙ্গালা নাম চা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্লেষ্মারি, গিরিজিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী। চায়ের পাতা অল্প সিদ্ধ করিয়া, সেই কাথ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পানার্থে এখন প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চা কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, ঘর্ম্মকারক, নিদ্রানিবারক, শরীরের জড়তানাশক, কামোদ্দীপক এবং কফ, কাস, প্রতিশ্যায়, জ্বর ও বহুবিধ শ্লেষ্মবিকারের বিশেষ উপকারক।

শ্যামাক ধান্য।—(Panicum frumentaceum.) শ্যামাক এক-প্রকার তৃণধান্য। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্যামা ধান, বোম্বাই প্রদেশে সাঁবা, কর্ণাট সামে এবং তৈলঙ্গদেশে চাম-ধান্যমু কহে। ইহা মধুর-কষায়রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, মলরোধক,

অগ্নিবৰ্দ্ধক, শোষণকারক, বায়ুজনক, কফ-পিত্তনাশক, বলকারক এবং গলরোগ, মেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিষ-দোষের উপকারক।

শ্যামাঢ়কী।—যে আঢ়কীর পুষ্প শ্যামবর্ণ, তাহার নাম শ্যামাঢ়কী। বাঙ্গালায় ইহাকে কাল অরহর কহে। ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, পিত্তনাশক, দাহ-নিবারক এবং সাধারণ অরহরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

শ্যামালতা।—(Ichnocarpus frutescens.) অনন্তমূল-জাতীয় এক প্রকার লতার নাম শ্যামা-লতা। হিন্দীতে ইহাকে দুধি এবং তেলেগুভাষায় নীলতিগ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কৃষ্ণসারিবা, কলঘণ্টিকা, শ্যামা, গোপী ও গোপ-বধূ। শ্যামালতার লতা, পত্র, মূল, সমস্তই অনন্তমূলের ন্যায়; কেবল প্রভেদ এই যে, ইহার পত্রে অনন্ত-মূলের মত সাদা দাগ এবং মূলে বিশেষ সুগন্ধ নাই। শ্যামালতার মূল মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বলকর, শুক্রজনক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রবৰ্দ্ধক, রক্তপরিষ্কারক, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, এবং অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, জ্বরাতিসার, রক্তপ্রদর, আমদোষ, বিষদোষ, পারদবিকৃতি ও উপদংশজনিত যাবতীয় চর্ম্মরোগের শান্তিকারক।

শ্যামাত্রিবৃৎ।—কাল তেউড়ী-মূলের নাম শ্যামাত্রিবৃৎ। হিন্দীতে ইহাকে শ্যামপনিলর ও কালা নিশি-ত্তর এবং মহারাষ্ট্রদেশে কাল্লেং নিশো-ত্তর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্যামাত্রিবৃৎ, অৰ্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈবিকা ও কালমেষিকা। ইহা শ্বেততেউড়ীর মূল অপেক্ষা হীনগুণ, কিন্তু তীব্র বিরেচক, এবং দাহ, মূৰ্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কণ্ঠশোষ প্রভৃতি উপদ্রবজনক।

শ্যোণাক।—(Calosanthes Indica, or Oroxylum Indicum. Syn. Bignonia Indica.) আয়ুর্ব্বেদোক্ত দশমূলের অন্তর্গত বৃক্ষ-বিশেষের নাম শ্যোণাক। বাঙ্গালায় ইহাকে শোণাগাছ, হিন্দীতে সোনা-পাঠা ও অলু, মহারাষ্ট্রদেশে টেণ্টু, উৎকলে ফণফণা, পঞ্জাবে মুলিন, নেপালে করমকন্দ এবং তামিলে পন কহে। ইহার সংস্কৃত পৰ্য্যায় শ্যোণাক, শ্যোনাক, শোষণ, নট, কটূঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কটম্ভট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর। শোনাগাছ

কষায়-তিক্তরস, কটুবিপাক, শীত-বীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক, ত্রিদোষ-নাশক এবং পিত্ত-শ্লেষ্মজ অতিসার ও সন্নিপাত জ্বরের নিবারণকারক।

শোনার কচি ফল কষায়-মধুর-রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, রুক্ষ, পাচক, কফ-বায়ুনাশক এবং গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমিরোগের উপকারক। পরিপুষ্ট ফল গুরুপাক ও বায়ু-প্রকোপক।

শ্রাবণী।—(Sphæranthus Indicus.) ক্ষুদ্রমুণ্ডীরীর নাম শ্রাবণী। বাঙ্গালায় ইহাকে মুণ্ডিরী, হিন্দীতে মুণ্ডী, মহারাষ্ট্রদেশে ছোটী মুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোড়্নরপুচেট্টু এবং তামিলে ও বোম্বাইপ্রদেশে কোট্টক কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা। ইহা কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মেধা-বর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং আমাতিসার, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী, মূত্র-কৃচ্ছ্র, ক্রিমি, শ্লীপদ, বৃদ্ধি, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, পাণ্ডু, যোনিরোগ, মেদোদোষ, বিষদোষ ও গুহ্যমার্গগত রোগসমূহের উপকারক।

শ্রীকারী।—একপ্রকার মৃগের নাম শ্রীকারী। এই মৃগের মাংস মধুররস, লঘুপাক, রুচিকর, পুষ্টি-জনক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

শ্রীখণ্ডচন্দন।—Yellow variety of sandal wood.) শ্রীখণ্ড-চন্দনের চলিত নাম হরিচন্দন। ইহা শ্বেতচন্দনেরই একপ্রকার ভেদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দদ্যুতি। এই চন্দন কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, আহ্লাদ-জনক, শুক্রবর্দ্ধক, কান্তিজনক, নিদ্রা-কারক এবং পিত্ত, ভ্রান্তি, বমি, জ্বর, সন্তাপ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কৃমি ও শোষরোগের উপকারক। ঘামাচিনিবারণের জন্য গাত্রে চন্দনের অনুলেপন করিবার যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

শ্রীখণ্ডচন্দন দুই প্রকার; কাঁচাগাছ কাটিয়া যে চন্দন সংগ্রহ করা হয়, তাহার নাম বেট্টচন্দন, এবং গাছ আপনি শুষ্ক হইয়া গেলে, যে চন্দন সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সুকড়ি। উভয়ের গুণে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই।

শ্রীতাল।—মগধদেশ-প্রসিদ্ধ একপ্রকার তাল বৃক্ষের নাম শ্রীতাল। এদেশীয় তালগাছের ন্যায়ই ইহার

আকৃতি। এই তাল ঈষৎ-কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং অল্প বায়ুপ্রকোপক।

শ্রীবল্লী।—একপ্রকার কণ্টক-বৃক্ষের নাম শ্রীবল্লী। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সীগেয় বল্লী ও কর্ণাটে শ্রীবল্লী কহে। ইহা অম্ল-কটুরস, কফ-বায়ু-নাশক এবং শোথ রোগের হিতকর।

শ্রীবাস।—Resin of pinus longifolia.) সরলবৃক্ষের নির্য্যাসের নাম শ্রীবাস। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবিরজা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, চক্ষুরোগের হিতকর, রক্তোদোষনিবারক এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কণ্ডু, ব্রণ ও মস্তকের উকুনাদি কীটের নিবারণকারক. গন্ধবিরজার পটী ব্যবহারে বাগী (ব্রধ্ন) ফোড়া প্রভৃতি বসিয়া যায়।

অনেকে টার্পিন তেলকে শ্রীবাস বলেন। টার্পিণ তেল অত্যন্ত তরল, বায়ুতে উড়িয়া যায়, সুগন্ধি, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উত্তেজক, বায়ুনাশক, আক্ষেপ (খিচুনি) ও বেদনার নিবারণকারক, কফনিঃসারক, বিরেচক, রক্তরোধক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মজনক ও ক্রিমিনাশক। টার্পিণ তৈল বাহ্য প্রয়োগেই অধিক ব্যবহৃত হয়। পচাক্ষতে ব্যবহার করিলেও ক্ষতের পচন ও দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া থাকে। পেটের বেদনা, ফিক্‌বেদনা, যকৃতের বেদনা প্রভৃতিতে এই তৈলের বাহ্য প্রয়োগে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

শ্বেতকণ্টকারী।—যে কণ্টকারীর ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতকণ্টকারী। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা কণ্টকারী, হিন্দীতে শ্বেতরিঙ্গিণী ও শ্বেতভট কটৈয়া এবং তেলেগুভাষায় বিলিয়নেলগুলু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী। শ্বেতকণ্টকারী কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, কফনাশক, গর্ভবাধানিবারক এবং শ্বাস, কাস, জ্বর, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ প্রভৃতির উপশমকারক। ইহার ফল কটু-তিক্তরস, কটু-বিপাক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, ভেদক, পিত্তপ্রকোপক, শুক্রস্রাবকারক, কফ-বায়ুনাশক এবং জ্বর, ক্রিমি, কণ্ডু ও মেদোদোষের হিতকারক।

শ্বেতকরবীর।—যে করবীরের ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতকর-

বীর। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতকরবী বা সাদা করবী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিষাক্ত, এবং বাহ্যপ্রয়োগে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, নেত্ররোগ ও অর্শোরোগের উপকারক। ভক্ষণ করিলে, বিষের ন্যায় অপকারক।

শ্বেতকাঞ্চন।—শ্বেতপুষ্প কাঞ্চন বৃক্ষের নাম শ্বেত কাঞ্চন। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী। ইহা কষায় রস, শীতবীর্য্য, ধারক, কফ-পিত্তনাশক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগের উপকারক। ইহার ফুল লঘু, রুক্ষ, ধারক, পিত্তনাশক এবং কাস, ক্ষয়, রক্ত ও প্রদররোগের হিতকর।

শ্বেতকুরুণ্টক।—শ্বেতপুষ্প ঝাঁটীগাছের নাম শ্বেত কুরুণ্টক। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা ঝাঁটী কহে। ইহা মধুর-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, দন্তের হিতকর, এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলা-রোগের উপকারক।

শ্বেতকুশ।—শুক্লবর্ণ কুশ-তৃণের নাম শ্বেতকুশ। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে পাঁঢ়রী কুশী এবং কর্ণাটে বিলিয় বুট্ট কুশ কহে। এই কুশের মূল মধুররস, শীতল, রুচিকর, রক্ত ও পিত্তের উপকারক এবং জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলারোগের হিতকর। ইহার অভাবে সাধারণ কুশের মূল ব্যবহৃত হয়।

শ্বেতখদির।—শ্বেতখদিরকে বাঙ্গালায় পাপড়ি খয়ের, মহারাষ্ট্রদেশে পাঢ়রা খৈর, কর্ণাটে বিলিয়তর্ছি, ও পপরা খয়ের এবং তেলেগু ভাষায় তেল্লচণ্ড কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কল। ইহা তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণ-পরিষ্কারক, কফ-বায়ুনাশক এবং কণ্ডু, ব্রণ, মুখরোগ ও রক্তদোষের উপশম-কারক।

শ্বেতগুঞ্জা।—(White Abrus precatorius.) শ্বেতবর্ণের গুঞ্জাফলকে বাঙ্গালায় সাদা কুঁচ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় উচ্চটা ও কৃষ্ণলা। শ্বেত গুঞ্জার লতা উষ্ণবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ, মূল শূলরোগের ও বিষদোষের উপ-কারক। বীজ বমনকারক। ইহার অন্যান্য গুণ রক্তগুঞ্জার ন্যায়।

শ্বেতচন্দন।—(Santalum album.) শ্বেতচন্দনকে বাঙ্গালায় সারচন্দন ও সাদাচন্দন বলে। ইহা তিক্তরস, শীতল, রুক্ষ, লঘু, আহ্লাদ-

জনক, বলকারক এবং জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিষদোষ ও পিত্ত-শ্লেষ্মার উপকারক।

শ্বেতচিল্লী শাক।—ভাগীরথী-তীরে প্রসিদ্ধ বাস্তুক-শাকবিশেষের নাম শ্বেতচিল্লী। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা বেতো, মহারাষ্ট্রদেশে বাশুবা, কর্ণাটে বিলিয় চিল্লিকে এবং বোম্বাই-প্রদেশে লঘুচাকবত কহে। ইহা মধুররস, শীতল, ক্ষারগুণযুক্ত, ত্রিদোষ-নাশক এবং জ্বররোগের হিতকর।

শ্বেতজীবক।—শ্বেতবর্ণ জীরক-বিশেষের নাম শ্বেতজীরক। বাঙ্গালায় ইহাকে সাজীরে বা সাদাজীরে, মহা-রাষ্ট্রদেশে পাঁঢ়রে জীরে এবং কর্ণাটে বিলিয়জিরিগে কহে। ইহা মধুর-কটুরস, শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং ক্রিমি, উদরাধ্মান ও বিষদোষের উপশমকারক।

শ্বেতটঙ্গণ।—অধিক শ্বেতবর্ণ একপ্রকার সোহাগার নাম শ্বেতটঙ্গণ। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদাসোহাগা কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কফ-বায়ুনাশক এবং শ্বাস, কাস, ক্ষয়, আমদোষ ও বিষদোষের শান্তি-কারক।

শ্বেততণ্ডুলমণ্ড।—শুভ্রবর্ণ আতপ চাউল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকেই শ্বেততণ্ডুলমণ্ড কহে। এই মণ্ড মধুররস, শীতল, বায়ুবর্দ্ধক, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মজনক এবং মেহ, অশ্মরী ও শোষরোগের হিতকর।

শ্বেত তাম্বূল।—সাদা পানের নাম শ্বেত তাম্বূল। বাঙ্গালায় ইহা ছাঁচি পান নামে পরিচিত। এই পান কটুরস, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, রুচিকর এবং কফ-বায়ুনাশক।

শ্বেত ত্রিবৃৎ।—যে তেউড়ীর মূল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতত্রিবৃৎ। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত তেউড়ী এবং হিন্দীতে শ্বেতনিশোত্তর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শ্বেত ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী। ইহা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বিরেচক, বায়ুনাশক, পিত্ত-শ্লেষ্মার উপশমকারক এবং পিত্ত-জ্বর, শোথ ও উদররোগের শান্তি-কারক।

শ্বেতদূর্ব্বা।—শ্বেতবর্ণ দূর্ব্বা-বিশেষের নাম শ্বেতদূর্ব্বা। বোম্বাই-প্রদেশে পাড়রী হরিয়ালী, কর্ণাটে বিলিয় কুরুকে এবং তেলেগু-ভাষায় শুক্লদূর্ব্বালু নামে ইহা পরি-চিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় গোলোমী ও শতবীর্য্যা। শ্বেতদূর্ব্বা কষায়-তিক্ত-মধুর রস, শীতল, রুচিকর, কফ-

পিত্তনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা, বমন, অতিসার, কাস, আমদোষ, ব্রণ, বিসর্প ও রক্তস্রাবাদির প্রশমকারক।

শ্বেতনিষ্পাবা।—শ্বেতবর্ণের শিমবিশেষের নাম শ্বেতনিষ্পাবা। ইহা অল্প কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, রুচিকর, পুষ্টিজনক, বলকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও আধ্মানকারক।

শ্বেতপদ্ম।—(White lotus,) শ্বেতবর্ণের পদ্মফুলের নাম শ্বেতপদ্ম, ইহার সংস্কৃত নামান্তর পুণ্ডরীক। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপদ্ম, মহারাষ্ট্র-দেশে পাঁঢ়রে কমল, কর্ণাটে বিলিয় তাবরে এবং ত্রৈলঙ্গদেশে তেলতামর কহে। শ্বেতপদ্ম মধুর-তিক্ত-রস, শীতবীর্য্য, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহ, শ্রম, পিপাসা, রক্তদোষ ও চক্ষুরোগের উপশমকারক। ইহার মূল পত্র ও বীজাদির গুণ সাধারণ পদ্মের ন্যায়।

শ্বেতপুনর্নবা।—(Boerhaavia diffusa.) প্রসিদ্ধ তৃণবিশেষের নাম শ্বেতপুনর্নবা। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতপুনর্নবা, হিন্দীতে শান্ত, মহারাষ্ট্রদেশে পাণ্ডরী ঘেণ্টুলী, কর্ণাটে বিলিয়হবেল্লড়কিলু, তেলেগুভাষায় অতিকমমেদি, তামিলে মুকরত্তেকিরে এবং বোম্বাইপ্রদেশে পুনর্নবা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ বায়ুনাশক, এবং শোথ, উদর, পাণ্ডু, কাস, হৃদ্রোগ, শূল, রক্তদোষ ও বিষদোষের উপকারক। ইহার পত্রের প্রলেপ ব্যবহারে নাড়ীব্রণের উপশম হয়।

শ্বেতপূরিকা।—একপ্রকার লুচীর নাম শ্বেতপূরিকা। ময়দায় অধিক পরিমাণে "ময়ান্" দিয়া, যে লুচী প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম শ্বেতপূরিকা। এই লুচী মধুর রস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, ধাতুসমূহের বৃদ্ধিকারক এবং বাত-পিত্তনাশক।

শ্বেতভৃঙ্গরাজ।—(Heliotropium brevipolium.) যে ভৃঙ্গরাজের পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহারই নাম শ্বেতভৃঙ্গরাজ। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদাভীমরাজ এবং হিন্দীতে সফেদ ভাঁগ্রা কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বলকারক, রসায়ন, কফ-বায়ুনাশক, দন্তের ও কেশের হিতকর এবং শ্বাস, কাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, আমদোষ, শিরোরোগ ও নেত্ররোগের উপকারক।

শ্বেতমরিচ।—Seeds of Hyperanthira moringa. শজিনার বীজের নাম শ্বেতমরিচ। বাঙ্গালায় ইহাকে

শজিনার বীজ, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রে মিরিয়ে, কর্ণাটে বিলিয়মেণস্ এবং তেলেগুভাষায় তেল্লমিরিয়ালু কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অবৃষ্য, রসায়ন, এবং চক্ষুরোগ, ভূতাবেশ ও বিষদোষের নিবারণকারক। শিরোরোগে ইহার নস্য বিশেষ উপকারক।

শ্বেতরোহিতক।—যে রোহিতক বৃক্ষের পুষ্প শুক্লবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতরোহিতক। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা রোঢ়া বা সাদা রয়না কহে। ইহা কটু-কষায়রস, শীতল, স্নিগ্ধ, এবং প্লীহা, ক্রিমি, ব্রণ, নেত্ররোগ ও বিষদোষের উপকারক।

শ্বেতবচা।—শুক্লবর্ণের বচের নাম শ্বেতবচা। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদাবচ, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রেবেখণ্ড এবং কর্ণাটে বিলিয়বজে কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পারসীক বচা ও হৈমবতী। ইহা উগ্রগন্ধি, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং ক্রিমি, উদরাধ্মান, মল-মূত্রাদির বিবন্ধ, অপস্মার, উন্মাদ, ভূতাবেশ ও শূলরোগের শান্তিকারক।

শ্বেতবর্ব্বরক।— একপ্রকার চন্দনের নাম শ্বেত বর্ব্বরক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বর্ব্বরোত্থ, বর্ব্বরক, পিত্তারি, বর্ব্বর, শ্বেতবর্ব্বরক, শীত, সুগন্ধি ও সুরভি। এই চন্দন তিক্তরস, শীতল, এবং বাত-পিত্ত-কফনাশক।

শ্বেতবৃহতী।—যে বৃহতীর পুষ্প শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতবৃহতী। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদাবৃহতী, কর্ণাটে বিলিয়গুল্ল এবং বোম্বাইপ্রদেশে পাঁড়রী ডোরলী কহে। ইহা রুচিকর, বাত-শ্লেষ্মনাশক; এবং অঞ্জনরূপে প্রযুক্ত হইলে, নেত্ররোগের বিবিধ যন্ত্রণানিবারক।

শ্বেতশরপুঙ্খা।—শুক্লপুষ্প শরপুঙ্খার নাম শ্বেতশরপুঙ্খা। বাঙ্গালায় ইহাকে শরপুঙ্খা এবং হিন্দীতে শ্বেত শরফোঁকা কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ক্রিমি ও বাতরোগের উপকারক।

শ্বেতশাল্মলি।—Eriodendron anfractuosum.) White cotton tree. শ্বেতপুষ্প শিমুলগাছের নাম শ্বেত শাল্মলি। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতশিমুল, হিন্দীতে সেনিবল হতিয়ান এবং তামিলে ইলবম্ কহে। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, স্নিগ্ধ, সঙ্কোচক এবং অতিসার, প্রদর ও বিষদোষের উপকারক। ইহার মূলের রস শুক্রবর্দ্ধক। ইহার অন্যান্য

গুণ এবং পুষ্প ও ফল প্রভৃতির গুণ সাধারণ শিমুলের ন্যায়।

শ্বেতশিংশপা।—যে শিশু-গাছের পাতা শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতশিংশপা। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা শিশু, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই-প্রদেশে পাঁড়্‌রা শিংশপা ও শিশব এবং কর্ণাটে বিলিয় ইবীড়ু কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, পিত্তনাশক ও দাহ-নিবারক।

শ্বেতশিগ্রু।—যে শজিনার পাতা ও ফুল শ্বেতবর্ণ, তাহার নাম শ্বেতশিগ্রু। বাঙ্গালায় ইহাকে সাদা-শজিনা, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই-প্রদেশে পাঁড়রা সেগবা এবং কর্ণাটে বিলিয়-নুগ্গি কহে। ইহা মধুর-কটুরস, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, বায়ুনাশক, মুখের জড়তানিবারক এবং শোথের উপকারক।

শ্বেতশিলা।—শ্বেত পাথর-কুচার নাম শ্বেতশিলা। ইহা মধুর রস, শীতল, এবং প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, ক্ষয়রোগ ও পিত্তবিকৃতির শান্তিকারক।

শ্বেতশূরণ।—শ্বেতবর্ণ বন্য ওলের নাম শ্বেতশূরণ। বাঙ্গালায় ইহাকে বুনো ওল, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়্‌রা শূরণ এবং কর্ণাটে বিলিয়শূরণ কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর এবং অর্শঃ, ক্রিমি, গুল্ম ও শূলরোগের উপশমকারক।

শ্বেতাপরাজিতা।—শুক্লপুষ্প অপরাজিতার নাম শ্বেতাপরাজিতা, বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা অপরাজিতা, মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়্‌রী গোকর্ণী এবং কর্ণাটে বিলিয় গিরি কর্ণিকে কহে। ইহা তিক্তরস, শীতল, চক্ষুর হিতকর, বিষনাশক এবং পিত্তজ উপদ্রবের নিবারণকারক।

শ্বেতাম্লি।—মহারাষ্ট্রদেশে পীচোঁড়ী এবং কর্ণাটে বিলিয় হুলি নামে পরিচিত বৃক্ষবিশেষের নাম শ্বেতাম্লি। ইহা মধুর রস, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক ও পিত্তনাশক।

শ্বেতালু।—শ্বেতবর্ণ আলু-বিশেষের নাম শ্বেতালু। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের জড়তা-নাশক এবং কফ-বায়ুর উপশমকারক।

শ্বেতেক্ষু।—শ্বেতবর্ণের ইক্ষু-বিশেষের নাম শ্বেতেক্ষু। বাঙ্গালায় ইহাকে শাদা আখ, বোম্বাইপ্রদেশে পাঁড়রা উস্ এবং কর্ণাটে বিলিয় কবু কহে। ইহা কঠিন, মধুররস, গুরু-পাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং দাহ-পিত্তনাশক।

শ্বেতৈরণ্ড।—(Recinus dicoccus.) শ্বেত-এরণ্ডের বাঙ্গালা নাম শাদা ভেরেণ্ডা বা শাদা রেড়ি। হিন্দীতে ইহাকে সফেদ এরণ্ড এবং মহারাষ্ট্রদেশে পাঁড়রে এরড্ কহে। ইহা কটু-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, গুরুপাক, সারক, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, কাস, শোথ, শূল, উদর, উদাবর্ত্ত, শ্বাস, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা, আমদোষ, প্রমেহ, উরুবাত, রক্তদোষ, মেদোদোষ, অন্ত্রবৃদ্ধি, কটীবেদনা, বস্তিবেদনা ও শিরোবেদনা প্রভৃতির উপশমকারক। ইহার মূল পিত্তপ্রকোপক, অগ্নিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, কফ-বায়ুনাশক এবং আমবাত ও শূলরোগের বিশেষ উপকারক। ইহার পত্র ও বীজাদির গুণ সাধারণ এরণ্ডের ন্যায়।

ষড়ূষণ।—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও গোলমরিচ; সমপরিমাণে মিলিত এই ৬টি জিনিষের পারিভাষিক নাম ষড়ূষণ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, অত্যন্ত পাচক, রুচিকর, কফবায়ুনাশক এবং বিষদোষনিবারক।

ষড়্ভুজা।—(Cucumis Melo.) খরমুজা নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ খাদ্যফলের সংস্কৃত নাম ষড়্ভুজা। এই ফল অপক্কাবস্থায় তিক্তরস, কিন্তু পক্কফল মধুররস, পাকে ঈষৎ অম্ল, তৃপ্তিকর, পুষ্টিবর্দ্ধক, শুক্রজনক, বলকারক, মূত্রশোধক, কফবর্দ্ধক, পিত্তনাশক এবং দাহ, শ্রান্তি ও উন্মাদ রোগের উপশমকারক।

ষষ্টিকধান্য।—ষষ্টিদিনে অর্থাৎ ২ মাসে যে ধান পরিপক্ক হয়, তাহার নাম ষষ্টিকধান্য। এই ধান্য গর্ভস্থ অবস্থাতেই পরিপক্ক হইয়া উঠে। বাঙ্গালায় ইহাকে ষেটে ধান কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, লঘুপাক, মলরোধক, বাত-পিত্তনাশক এবং শালিধান্যের তুল্য গুণবিশিষ্ট। ষেটে ধান শ্বেত ও নীলবর্ণ ভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে শ্বেত ধান্য অপেক্ষা নীল ধান্যের গুণাদি অপকৃষ্ট। নামভেদেও ষষ্টিকধান্যের অনেক প্রকার ভেদ আছে, তাহাদের গুণাদির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

ষষ্টিকাধান্য।—ষষ্টিকধান্য সমূহের মধ্যে একপ্রকার ধান্যের নাম ষষ্টিকা। ইহাই বোধ হয় মগধদেশে ষষ্টিশালি নামে পরিচিত। যাবতীয় ষষ্টিকধান্যের মধ্যে ষষ্টিকা নামক ধান্যই উৎকৃষ্ট। ইহা মধুররস, মৃদুবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক,

মলরোধক, ত্রিদোষনাশক, জ্বর-রোগের হিতকর এবং রক্তশালির অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

যষ্টিকান্ন।—যষ্টিকাধান্যের অন্ন অর্থাৎ ভাত অগ্নিবৰ্দ্ধক, পাচক, বলকারক, ত্রিদোষনাশক এবং নেত্ররোগ, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষের উপকারক।

সংযাব।—ময়দা, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি ও এলাচাদি মশালার দ্বারা যথাবিধিনির্ম্মিত পিষ্টকবিশেষের নাম সংযাব। চলিত কথায় ইহাকে পেরাকী বলে। ইহাতেই মধু মাখাইলে, তাহা 'মধুমস্তক' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সংযাব খাদ্য মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক এবং কফজনক।

সংবাহন।—শরীরমর্দ্দন অর্থাৎ গা-টেপার নাম সংবাহন। সংবাহন দ্বারা, শরীরে আনন্দবোধ, ত্বক্ রক্তমাংসাদির প্রসন্নতা, নিদ্রা, প্রীতি, শ্রান্তিনাশ এবং কফ-বায়ুর উপশম হইয়া থাকে।

সকুরুণ্ড।—গুর্জরদেশপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষের নাম সকুরুণ্ড। বাঙ্গালায় ইহাকে সাকুরুণ্ড এবং বোম্বাই-প্রদেশে সাখুরণ্ড কহে। ইহা কষায় রস, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং বস্ত্র-রঞ্জনের উপযোগী।

সতীন।—(Pisum sativum.) কলায়বিশেষের নাম সতীন। ইহাকে বাঙ্গালায় মটর, হিন্দীতে কেরাব এবং তেলেগুভাষায় পেদ্দইর্ব্ব কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কলায়, বর্ত্তুল, সতীন ও হরেণুক। মটর কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, বায়ুবৰ্দ্ধক, আমদোষজনক, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহনিবারক।

সন্তানিকা।—দুগ্ধের সরের নাম সন্তানিকা। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, পুষ্টিকর, স্নিগ্ধ, শুক্র ও রতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তনিবারক এবং কফবৰ্দ্ধক।

সন্ধানিকা।—"আচার" নামক প্রসিদ্ধ খাদ্য দ্রব্যের নাম সন্ধানিকা। নানাবিধ ফল হইতে নানা প্রকার আচার প্রস্তুত হইয়া থাকে; ফলবিশেষের গুণানুসারে সেই সকল আচারের ভিন্ন ভিন্ন গুণ কল্পনা করিয়া লইতে হয়। সাধারণতঃ সকল আচারই অম্ল-মধুর রস, শীতবীর্য্য, সারক, বিদাহী (অম্লপাক জনক) এবং কফপিত্তবৰ্দ্ধক।

সপ্তপর্ণ।—(Alstonia scho-

laris. Syn. Echites scholaris.) সপ্তপর্ণ একপ্রকার বৃহৎ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে ছাতিম গাছ, হিন্দীতে ছাতিয়ান্, কর্ণাটে এলেলগ, মহারাষ্ট্রদেশে সাতবনা, তেলেগুভাষায় ঐড়াকুল ও অরিটাকু এবং বোম্বাই-প্রদেশে ছাতবিন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ। ছাতিমের পাতা শিমুলগাছের পাতার মত, শরৎকালে ইহার ফুল হয় এবং ফুলে হস্তিমদের ন্যায় গন্ধ থাকে। ইহা কষায়-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, সারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং ব্রণ, রক্ত, ক্রিমি, শ্বাস ও গুল্মরোগের উপশমকারক।

সমষ্ঠিল।—পশ্চিমদেশপ্রসিদ্ধ গুল্মজাতীয় বৃক্ষবিশেষের নাম সমষ্ঠিল। হিন্দীতে ইহাকে ককুঁয়া কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখশোধক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহকারক এবং বাত-শ্লেষ্মনাশক।

সমুদ্রফল।—(Argyria speciosa.) প্রসিদ্ধ ফলবিশেষের নাম সমুদ্রফল। হিন্দীতে ইহাকে কইথ ফল ও সমুন্দরকাপৎ, বোম্বাইপ্রদেশে সমুন্দরশোক এবং তেলেগুভাষায় সমুন্দরপাল কহে। ইহা কটু-তিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য্য, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং শিরোরোগ, ভ্রান্তি ও ভূতাবেশের উপকারক। এই ফল জলে ঘষিয়া সেই জল পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়। পাতার প্রলেপ চর্ম্মরোগনাশক। মূল বায়ুনাশক এবং স্নায়ু-দৌর্ব্বল্যে উপকারক।

সমুদ্রফেন।—সমুদ্রের ঘনীভূত ফেনের নাম সমুদ্রফেন। বাঙ্গালায় ইহাকে সমুদ্রফেন, এবং গুজরাটে সমুদ্রফিন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ। সমুদ্রফেন কষায় রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, সারক, রুচিকর, কফ-পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর এবং কর্ণশূল, কণ্ঠরোগ ও বিষদোষের উপকারক। কর্ণমূলের বেদনায় ও শোথে, সমুদ্রফেন ধুতুরাপাতার রসের সহিত ঘর্ষণ করিয়া, তাহার উষ্ণ প্রলেপ প্রয়োগ করিলে, যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়।

সম্বর্ত্তিকা।—পদ্মের নূতন পাতার নাম সম্বর্ত্তিকা। ইহা কষায়-তিক্তরস, শীতল, পিপাসানিবারক, দাহনাশক এবং রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুহনাড়ীগত রোগের উপশমকারক।

সরল।—(Pinus longifolia.) দেবদারুজাতীয় বৃক্ষবিশেষের নাম সরল। বাঙ্গালায় ইহাকে সরল গাছ; হিন্দীতে চির্‌কা পেড়, সরল ও ধূপসরল, মহারাষ্ট্র ও বোম্বাই প্রদেশে সুরুচেঝাড়, তেলেগুভাষায় *সরল দেবদারু, গরিকে ও দেবদারু চেট্টু, তামিলে সরল দেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু। ইহা কটু-তিক্ত-মধুররস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, কফ-বায়ুনাশক এবং ঘর্ম্ম, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা, কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, ব্রণ ও রক্তদোষের নিবারণকারক।

সরস্বতী-জল।— ভারতবর্ষীয় নদীবিশেষের নাম সরস্বতী; এই নদীর জল স্বাদু, লঘুপাক, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পবিত্র, সর্ব্বরোগনাশক এবং কান্তিবর্দ্ধক।

সর্পচ্ছত্রক।— শিলীন্ধ্রবিশেষের নাম সর্পচ্ছত্রক। বাঙ্গালায় ইহাকে সাপের ছাতা বা বেঙ্‌ছাতা বলে। শাকের ন্যায় ইহার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া, অনেকে আহার করে। ইহা মধুর রস, শীতল, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী (বহুক্ষণ স্তব্ধীভূত থাকিয়া জীর্ণ হয়) এবং মলভেদক।

সর্পমাংস।— সরীসৃপজাতীয় প্রসিদ্ধ প্রাণিবিশেষের নাম সর্প। সর্পের জাতিভেদ বহুবিধ; তন্মধ্যে নির্ব্বিষ ও সবিষভেদে সর্পের দুইপ্রকার ভেদ করাযায়। জাতিভেদানুসারে সর্পমাংসের গুণ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও, প্রায়ই তাহাকে একরূপ বলা যাইতে পারে। সর্পমাংস মধুর রস, পাকে মধুর, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, এবং অর্শঃ, বায়ুবিকার, ক্রিমি ও দূষীবিষের উপকারী। বিশেষতঃ দর্ব্বীকরজাতীয় সর্পের মাংস মধুর রস, পাকে কটু, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-মূত্রবিরেচক, বায়ুর অনুলোমক এবং চক্ষুর অধিকতর উপকারক।

সর্পাক্ষী।—(Ophiorrhiza mungos.) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম সর্পাক্ষী। বাঙ্গালায় ইহাকে পানশিউলী বা গন্ধনাকুলী এবং হিন্দীতে সরহচীগণ্ডিনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকপালক। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, ক্রিমিনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে ব্রণরোপক ও ইন্দুর-বৃশ্চিক-সর্পাদি জীবের দংশনবিষের উপকারক।

সর্পিণী।—গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম সর্পিণী; ইহার অপর নাম সর্পকঙ্কালী। এই গাছের আকার

অনেকটা সাপের মত। ইহা বিষনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে স্তনবর্দ্ধক।

সর্ব্বক্ষার।—তিন চারি প্রকার ক্ষারপদার্থ-বিশেষ একত্র মিশ্রিত করিয়া যে ক্ষারপদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহারই নাম সর্ব্বক্ষার। বাঙ্গালায় ইহাকে সাবান্, হিন্দিতে সাবুন্ এবং দাক্ষিণাত্যে সবুক্ষার কহে। ইহা অতিশয় ক্ষারগুণযুক্ত, মল-মূত্রশোধক, চক্ষুর হিতকর এবং ক্রিমি ও উদাবর্ত্ত রোগের উপশমকারক। সাবান বাহ্য প্রয়োগে গাত্র পরিষ্কারক। বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিবার জন্যও ইহার প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে।

সর্ষপ।—(Brassica campestris. Syn. Dinapis dichotoma.) শস্যবিশেষের নাম সর্ষপ। বাঙ্গালায় ইহাকে সরিষা এবং হিন্দিতে সরীসা, সর্ষোঁ ও জিরিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক। শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে সর্ষপ দুই প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্ষপকে বাঙ্গালায় কালসরিষা, তেলেগুভাষায় অবলো; হিন্দীতে কালী রাই, মাকড়ারাই, সর্ষোঁ, ও পিয়রী সরীষ্ এবং ল্যাটীন ও ইংরেজিতে Brassica nigra. The black mustard. কহে। আর শ্বেত সর্ষপকে সংস্কৃত ভাষায় রাজিকা ও সিদ্ধার্থ, বাঙ্গালায় শ্বেত সরিষা ও রাইসরিষা, হিন্দীতে রাজিকা এবং ল্যাটিন ও ইংরেজীতে Brassica juncea অথবা Druciforao Sinopis. কহে। উভয় সর্ষপই কটু-তিক্তরস, পাকে কটু, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহ পিত্ত ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধিকারক, কফ-বায়ুনাশক এবং ক্রিমি, কুষ্ঠ, বাতশূল, গুল্ম ও ব্রণরোগের উপকারক। বিশেষতঃ শ্বেতসরিষা রুচিকর, ত্বগ্‌দোষনাশক এবং ব্রণ, বাতরক্ত, বিষদোষ ও ভূতাবেশের উপকারক। কাল সরিষা অপেক্ষা শ্বেত সরিষা সকলগুণেই উৎকৃষ্ট। সর্ষপের পাতা বা শাক কটু-লবণ মধুররস, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিদাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, মল-মূত্ররোধক, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষজনক, রক্তপিত্তের প্রকোপকারক এবং ক্রিমিজনক। সর্ষপগাছের নাল বা ডাঁটা উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং কণ্ডু, ব্রণ, দদ্রু, কুষ্ঠ ও বমিরোগের উপকারক।

সল্লকী—(Roswellia thurifora.) প্রসিদ্ধ লতাফল-বিশেষের নাম সল্লকী। বাঙ্গালায় ইহাকে কুঁদরুকী কহে। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস,

মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক, এবং রক্তদোষ, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অর্শো-রোগের হিতকর।

সহ্‌গুক।—মাংসকৃত ব্যঞ্জন-বিশেষের নাম সহ্‌গুক। ছাগাদির মুণ্ডাদি-অবয়বের মাংস বিশেষরূপে কুট্টিত করিয়া, সাধারণ মাংসপাকের নিয়মানুসারে পাক করিলে, তাহাকেই সহ্‌গুক কহে। ইহা রুচিকর, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্র ও অন্যান্য ধাতুর বৃদ্ধিকারক এবং ত্রিদোষনাশক।

সাতলা।—মনসাসীজ্‌জাতীয় সীজ্‌-বৃক্ষবিশেষের নাম সাতলা। ইহার আটা পীতবর্ণ। বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে বড়িল সোম্লী এবং কর্ণাটে হিরিয় চটকনথ কহে। ইহা কষায়-তিক্তরস, লঘু, কফ-পিত্তনাশক, এবং ব্রণ, বিস্ফোট, কণ্ডু ও বিসর্পরোগের নিবারণকারক।

সামুদ্র মৎস্য।—সমুদ্রজাত তিমি প্রভৃতি মৎস্যকে সামুদ্র মৎস্য কহে। সমুদ্রের মৎস্য মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, কফবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, এবং অল্প পিত্তকারক।

সামুদ্র লবণ।—সমুদ্রজলজাত লবণবিশেষের নাম সামুদ্র লবণ। বাঙ্গালায় ইহাকে করকচ্ এবং হিন্দীতে পাঙালবণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সামুদ্র, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব। এই লবণ ঈষৎ-তিক্ত-মধুরযুক্ত লবণ-রস, মধুরবিপাক, নাতি শীতোষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, ক্ষারগুণযুক্ত, সারক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

সারঘ মধু।—সরঘা নামক মক্ষিকার যে মধু সঞ্চয় করে, তাহার নাম সারঘ মধু। ইহা মধুররস, নাতিশীতল, লঘুপাক, অল্প রুক্ষ, অগ্নি-বর্দ্ধক, বলকারক, চক্ষুরোগের হিত-কর এবং অর্শঃ, অতিসার, কাস, ক্ষয়, কামলা ও ক্ষত রোগের উপকারক।

সারঙ্গ মাংস।—বিচিত্রবর্ণ হরিণবিশেষের নাম সারঙ্গ, ইহার সংস্কৃত নামান্তর চিত্রমৃগ। এই মৃগের মাংস মধুররস, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, বল-কারক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, ত্রিদোষ-নাশক এবং শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের হিতকর।

সারলোহ।—খাঁটি লৌহের নাম সারলোহ। বাঙ্গালায় ইহাকে ইস্‌পাত কহে। আয়ুর্ব্বেদে ইহার এই-রূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—যে লৌহে অম্লরস লেপন করিলে, তাহার

গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিখর অর্থাৎ পর্ব্বত-শিখরের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট উচ্চতা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সারলোহ। ইহা সাধারণ লৌহের সমুদায় গুণ-বিশিষ্ট, এবং পিত্ত, পীনস, বমি, শ্বাস, পরিণাম শূল, অর্দ্ধাঙ্গ বাত ও সর্ব্বাঙ্গ বাতের বিশেষ উপকারক।

সারসমাংস।—প্লবজাতীয় বৃহৎ পক্ষিবিশেষের নাম সারস। ইহার আকৃতি অনেকটা হাড়্গিলা পাখীর মত। সারসপাখীর মাংস মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, শুক্র-জনক, কণ্ঠের জড়তাকারক, পিত্ত-নাশক এবং অতিসার ও অর্শোরোগের বিশেষ উপকারক।

সার্ষপ তৈল।—সর্ষপ হইতে যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম সার্ষপ তৈল। ইহা কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু-পাক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, রক্ত-পিত্ত-প্রকোপক, এবং বায়ু, কফ, মেদঃ, অর্শঃ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ, ব্রণ, কর্ণরোগ ও শিরোরোগের উপকারক।

সার্ষপ তৈল হইতে যেসকল পাক-তৈল প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত করি-বার পূর্ব্বে সার্ষপ তৈলের মূর্চ্ছাপাক আবশ্যক। সার্ষপ তৈলের মূর্চ্ছাপাক করিতে হইলে, প্রথমতঃ এই তৈল মৃদুজ্বালে চড়াইবে, ক্রমশঃ তাহা হইতে ফেন উদ্গত হইয়া, যখন সেই সকল ফেন মরিয়া যাইবে, সেই সময়ে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে, তাহাতে হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, আমলকী, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগ-কেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা, বহেড়া ও জল; এই সকল দ্রব্য অল্পে অল্পে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। সকল দ্রব্যই পেষণ করিয়া লওয়া আবশ্যক। /৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা /।০ একপোয়া, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা এবং জল ১৬ সের দিতে হয়। তৈলের পরিমাণ অনুসারে সকল দ্রব্যের পরিমাণ ঐ নিয়মে স্থির করিতে হইবে।

সালবৃক্ষ।—শালজাতীয় বৃক্ষ-বিশেষের নাম সাল। বাঙ্গালায় ইহাকে শালগাছ, হিন্দীতে খস্থুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে সাজরা এবং কর্ণাটে সজ্জরদামর কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, শীতল, স্নিগ্ধ, বাত-পিত্তনাশক, এবং অতিসার, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিস্ফোট-রোগের উপকারক।

সালিমকন্দ।—কাবুলদেশীয় প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষের নাম সালিম-কন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে শালম

মিছরী কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রাদি-ধাতুর বৃদ্ধিকারক, রসায়ন এবং পিত্ত, মেহ, ক্ষয় ও রক্তবিকারের উপশমকারক।

সিংহমাংস।—বিলেশয়জাতীয় প্রসিদ্ধ হিংস্র পশুবিশেষের নাম সিংহ। ইহার মাংস মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বলকারক, বায়ুনাশক, চক্ষুরোগের হিতকর এবং অর্শঃ ও রাজযক্ষ্মার উপকারক।

সিকতা।—(Sand.) সিকতার চলিত নাম বালি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বালুকা, সিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা। বালুকা শীতল, লেখনগুণযুক্ত এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত রোগের উপকারক।

সিতপাটলা।—শুক্লপুষ্প পারুল বৃক্ষের নাম সিতপাটলা। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত পারুল, মহারাষ্ট্রদেশে শ্বেত পাড়লী এবং কর্ণাটে বিলিয় হাদরী কহে। ইহা তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, বাত-শ্লেষ্মনাশক, এবং হিক্কা, বমি ও শোষরোগের উপকারক।

সিতা।—গুড়বিকৃতি-বিশেষের নাম সিতা। বাঙ্গালায় ইহাকে চিনি কহে। ইহা মধুররস, শীতল, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত, রক্ত, দাহ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও বমনরোগের উপকারক।

সিদ্ধার্থক।—(Cruciferae Sinapis.) শ্বেত সরিষার নাম সিদ্ধার্থক। ইহার নামান্তর রাজিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত সরিষা, ও রাইসরিষা, হিন্দীতে রাজিকা, তেলেগুভাষায় নল্লমরিচেট্ট ও তেলাবারু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তকারক এবং বাতরক্ত, ব্রণ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কোঠ, ক্রিমি, ত্বগ্‌দোষ, গ্রহদোষ ও বিষদোষের উপকারক। শ্বেত সরিষার গুড়া জলে গুলিয়া, তাহার স্বচ্ছভাগ অল্পে অল্পে পান করিলে হিক্কার নিবারণ হয়। অবস্থাবিশেষে ইহার বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা ফোস্কা করিয়া বেদনা-যন্ত্রণা প্রভৃতির নিবারণ করা হয়।

সিন্দুবার।—(Vitex trifolia.) শ্বেত নিসিন্দার নাম সিন্দুবার। দেশভেদে ইহাকে ইঙ্গুর গাছ, হিন্দীতে শম্ভালু, মহারাষ্ট্রদেশে লিঙ্গুর, তেলেগুভাষায় ববিল্লি, বোম্বাইপ্রদেশে নিগুণ্ডী, এবং তামিলে নিনো'চি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক।

ইহা ক -তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, কেশের হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণকারক, মেধাজনক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং আমদোষ, অরুচি, জ্বর, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, শূল, শোথ, প্লীহা, গুল্ম, মেদোরোগ, কণ্ঠরোগ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ, সন্ধিবাত, বাত, ক্ষয় ও বিষদোষের শান্তিকারক।

সিন্দূর।—(Plumbi oxidum rubrum.) Red lead. সীসধাতুর উপধাতুবিশেষের নাম সিন্দূর। বাঙ্গালায় ইহাকে সিন্দুব, হিন্দীতে ও দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সিন্দুর, তেলেগুভাষায় চেন্দূরমু, তামিলে চেন্দুর এবং পারস্যভাষায় সিরিঞ্জ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ। সিন্দূর সীসকের উপধাতু, সুতরাং সীসকের অনেক গুণ ইহাতে আছে, বিশেষতঃ ইহাতে অন্যান্য পদার্থের সংযোগ থাকায়, ইহা উষ্ণবীর্য্য এবং বাহ্যপ্রয়োগে কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, বীসর্প, বিষদোষ ও ভগ্নক্ষতাদির উপকারক।

সিন্দূরপুষ্পী।—পুষ্পবৃক্ষবিশেষের নাম সিন্দূরপুষ্পী। হিন্দীতে ইহাকে সেন্দরিয়া ও মহারাষ্ট্রদেশে শেন্দ্রী কহে। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, বাতশ্লেষ্মনাশক এবং পিত্ত, রক্ত, তৃষ্ণা, বমন, শিরোরোগ ও ভূতদোষের উপশমকারক।

সীসক।—(Plumbum. Lead. Sulphate of lead.) প্রসিদ্ধ ধাতুবিশেষের নাম সীসক। বাঙ্গালায় ইহাকে সীসা, হিন্দীতে সীষক ও শীষা, তেলেগুভাষায় শিষমু এবং দাক্ষিণাত্যে শিশ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সীস, ব্রধ্ন, বপ্র, যোগেষ্ট ও সর্পবাচক সমস্ত শব্দ। সীসার অধিকাংশ গুণই প্রায় বঙ্গের সমান। বিশেষতঃ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক, সঙ্কোচক, অবসাদক, রক্তরোধক, শোষণকারক, বেদনানিবারক, বলবর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক এবং প্রমেহ রোগের বিশেষ উপকারক। কিন্তু জারণ-মারণাদি ক্রিয়া না করিয়া সেবন করিলে, গুল্ম, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, শোথ, প্রমেহ, ভগন্দর ও অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ কষ্টকর রোগ উপস্থিত হয়। এইজন্য সীসকের ভস্ম প্রস্তুত করিয়া, তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সীসক ভস্ম করিবার দুই-প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে। সীসকের পীতভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, সীসক ও যবক্ষার একত্র একটি লৌহপাত্রে করিয়া মৃদু

অগ্নিজ্বালে চড়াইবে এবং ভস্ম নাহওয়া পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে বারংবার যবক্ষার দিয়া নাড়িতে থাকিবে। রক্তবর্ণ ভস্ম প্রস্তুত হইলে, তাহা জলদ্বারা ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। কৃষ্ণবর্ণের ভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটি পাত্রে করিয়া সীসক অগ্নিজ্বালে চড়াইবে, গলিয়া গেলে তাহাতে অল্পে অল্পে মনঃশিলাচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে এবং অনবরত নাড়িতে থাকিবে; এইরূপে ধূলিবৎ চূর্ণ হইলে নামাইয়া লইবে। তৎপরে শীতল হইলে, তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া, একত্র লেবুর রসের সহিত মাড়িবে এবং গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে উভয়বিধ ভস্ম প্রস্তুতের জন্য যবক্ষার, মনঃশিলা ও গন্ধকচূর্ণ সীসকের সমপরিমাণে লইতে হয়।

সুকড়ি চন্দন।—যে শ্রীখণ্ড-চন্দন স্বয়ং শুষ্ক হওয়ার পর সংগৃহীত হয়, তাহার নাম সুকড়ি চন্দন। এই চন্দন সুগন্ধি, তিক্তরস, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও দাহ রোগের উপশমকারক।

সুগন্ধশালি।—শালিধান্য বিশেষের নাম সুগন্ধশালি। ইহার অপর নাম দেবশালি, মগধ ও জালন্ধর প্রভৃতি দেশে ইহা গন্ধশালি নামে পরিচিত। ইহা মধুর রস, মধুরবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, শুক্রবর্দ্ধক এবং প্রায় সকল রোগেরই সুপথ্য।

সুদর্শনা।—(Tinospora tomentosa.) সুদর্শনা একপ্রকার লতা। বাঙ্গালায় ইহাকে পদ্মগুলঞ্চ ও উরতি পুরতি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা। ইহা মধুর তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য, কফ বায়ুনাশক এবং রক্তদোষ ও শোথ রোগের উপকারক।

সুনিষণ্ণক।—(Marsiba quadrifolia.) জলজ শাকবিশেষের নাম সুনিষণ্ণক। বাঙ্গালায় ইহাকে সুশুনিশাক, হিন্দীতে চৌপত্তী ও শিরী আরী, মহারাষ্ট্রদেশে কুরড়াহকে, কর্ণাটে থরকতিয়া, তেলেগুভাষায় সুনিষন্নমনেশাকমু এবং উৎকলে ছুনছুনিয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী। এই শাকের আকৃতি আমরুলের ন্যায়। ইহা মধুর-কষায় রস, শীতল, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নি-

বৰ্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকর, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, নিদ্রাকারক, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, জ্বর, মেহ, মোহ, ভ্রান্তি ও কুষ্ঠরোগের হিতকর। সুশুনি শাক রক্তপিত্তরোগের নিতান্ত অপকারক।

সুনেপালী।—পিণ্ডীখর্জ্জুরবিশেষের নাম সুনেপালী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সুনেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা। ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, পুষ্টিকারক, বলবৰ্দ্ধক, শুক্রজনক এবং শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তের উপকারক।

সুরপত্রী।—সুগন্ধি পত্রশাকবিশেষের নাম সুরপত্রী। দেশভেদে মাচীপত্রী নামে ইহা পরিচিত। বাঙ্গালায় ইহাকে পানমৌরী ও দুলালতুলসী, মহারাষ্ট্রদেশে সুরপর্ণী এবং কর্ণাটে মঞ্চিপত্রে কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বর্ণবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক, বালকদিগের হিতকর এবং ক্রিমি ও শ্বাসরোগের উপকারক।

সুরভি নিম্বু।—(Murraya Konigii. Syn. Bergera Konigii) সুগন্ধি নেবুবিশেষের নাম সুরভি নিম্বু। বাঙ্গালায় ইহাকে বরসুঙ্গা, হিন্দীতে হররি কটুনিম, মহারাষ্ট্রদেশে কাঢিনিম্বু, তেলেগুভাষায় করিবেপ-চেট্টু এবং তামিলে করুবেপ্পু কহে। ইহা অম্ল-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, মুখের দুর্গন্ধনাশক, কফ-পিত্তবর্দ্ধক এবং বায়ুনাশক।

সুরস।—শ্বেতপুষ্প তুলসীবিশেষের নাম সুরস। ইহার সংস্কৃত নামান্তর পর্ণাস। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক এবং শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল, জ্বর ও গাত্রদৌর্গন্ধ্যের শান্তিকারক।

সুরা।—ভাত পচাইয়া পরে চোঁয়াইয়া লইলে, যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম সুরা। ইহা অম্ল-কষায়-মধুর রস, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, বায়ুনাশক, এবং কাস, অর্শঃ, গ্রহণীদোষ, মূত্রাঘাত, স্তন্যক্ষয় ও রক্তক্ষয়ের উপকারক। সাধারণতঃ মদ্যমাত্রকেও সুরা বলা যায়। মদ্য শব্দে সাধারণ মদ্যের গুণাদি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সুরাসব।—সুরার ন্যায় তীব্র মাদকতা বিশিষ্ট একপ্রকার আসবের নাম সুরাসব। ইহা মুখপ্রিয়, রুচিকর, বায়ুনাশক,মূত্রবর্দ্ধক ও কফবায়ুনাশক। ইহার মাদকতা বহুক্ষণস্থায়ী।

সুরুদ্রি।—ভারতবর্ষীয় নদীবিশেষের নাম সুরুদ্রি। এই নদীর জল স্বাদু, শীতল, নির্ম্মল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, সর্ব্বরোগে হিতকর এবং বল, বুদ্ধি, মেধা ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক।

সুবর্ণকদলী।—চাঁপাকলা নামক প্রসিদ্ধ কদলীবিশেষের নাম সুবর্ণকদলী। উৎকলে ইহাকে পাটোয়া এবং কোঙ্কণদেশে সোনেকেলী কহে। ইহা মধুররস, শীতল, অম্লবর্দ্ধক, গুরুপাক, শুক্রজনক, কফকারক এবং দাহ ও তৃষ্ণার নিবারণকারক।

সুবর্ণকমল।—রক্তবর্ণ পদ্মফুলের নাম সুবর্ণকমল। বাঙ্গালায় ইহাকে লালপদ্ম কহে। ইহা মধুররস, শীতল, বর্ণপরিষ্কারক এবং কফ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিসর্প, বিস্ফোট ও বিষদোষের উপকারক।

সুবর্ণকেতকী।—পীতবর্ণ কেয়াফুলের নাম সুবর্ণকেতকী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় লঘুপুষ্পা, সুগন্ধিনী ও সুবর্ণকেতকী। ইহা তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কেশের সুগন্ধজনক, বর্ণপরিষ্কারক ও কামবর্দ্ধক। এই কেতকীর স্তন (নামাল্) কটুরস, অত্যন্ত শীতল, বলকারক, দেহের দৃঢ়তাসম্পাদক, কফ-পিত্তনাশক ও রসায়ন।

সুবর্ণগৈরিক।—(Red ohal k.) অধিক রক্তবর্ণ ও কোমল গিরিমাটীবিশেষের নাম সুবর্ণগৈরিক। বাঙ্গালায় ইহাকে লাল গিরিমাটী এবং হিন্দীতে পীতগেরু কহে। ইহা কষায়-মধুররস, শীতল, কফ-পিত্তনাশক, ব্রণরোপক, রক্তরোধক এবং হিক্কা, অর্শঃ, বিস্ফোট, রক্তদোষ, বিষদোষ ও অগ্নিদাহের হিতকর। এই গিরিমাটীর চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করাইলে, শিশুদিগের হিক্কা আশু নিবারিত হয়।

সুবর্ণযূথিকা।—(Jasminum revolutum.) পীতবর্ণ যূঁইফুলের নাম সুবর্ণ যূথিকা বা স্বর্ণযূথী। বাঙ্গালায় ইহাকে পীতযূঁই ও স্বর্ণযূঁই কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর হেমপুষ্পিকা। ইহা কষায়-তিক্ত-মধুররস, কটুবিপাক, শীতল, লঘু, পিত্তনাশক, বাত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং দাহ, তৃষ্ণা, ত্বগ্‌দোষ, রক্তদোষ, ব্রণ, মুখরোগ, দন্তরোগ, শিরোরোগ ও বিষদোষের উপশমকারক।

সূচীপত্র।—ইক্ষুবিশেষের নাম সূচীপত্র। এই ইক্ষু কষায়-মধুররস, বিদাহী, বায়ুবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক,

এবং সাধারণ ইক্ষুর অন্যান্য গুণ-বিশিষ্ট।

সূরণবটক।—সূরণবটকের বাঙ্গালা নাম ওলের বড়া। ওল সিদ্ধ করিয়া চট্‌কাইয়া লইবে, এবং তাহার সহিত লবণ, হিং, জিরা ও মরিচ প্রভৃতি মশালা মিশ্রিত করিয়া, ঘৃতে বা তৈলে ভাজিয়া লইবে, তাহা হইলেই ওলের বড়া প্রস্তুত হইবে। ইহা রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং অর্শোরোগের হিতকর।

সূর্য্যকান্ত।—সূর্য্যকান্ত একপ্রকার প্রসিদ্ধ মণি। বাঙ্গালায় ইহাকে আতসী পাথর কহে। সূর্য্যকিরণস্পর্শে ইহা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য, রসায়ন ও বাত শ্লেষ্ম-নাশক।

সূর্য্যভক্তা।—Cleome viscosa Polanisia icosandra.) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম সূর্য্যভক্তা। বাঙ্গালায় ইহাকে হুড়হুড়ে, শুন্টে ও বন শল্‌তে; হিন্দীতে হুল্‌হুল্, মহারাষ্ট্রদেশে সূর্য্যফুলবল্লী এবং দেশভেদে আদিতা ও আদিত্যভক্তি কহে। শ্বেত ও পীত বর্ণের পুষ্পভেদে হুড়্‌হুড়ে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেত হুড়্‌হুড়ের সংস্কৃত পর্য্যায় সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা, রবিপ্রীতা ও আদিত্যভক্তা। ইহা কটু-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতল, রুক্ষ, ক্ষারগুণযুক্ত, গুরুপাক, কফবায়ুনাশক এবং ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডু, ব্রণ, কুষ্ঠ, ভূতাবেশ, শীতজ্বর, বিষ্টম্ভ ও কর্ণশূলের উপকারক। পীত হুড়্‌হুড়ের সংস্কৃত নামান্তর ব্রহ্মসুবর্চ্চলা। ইহা কটু তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, সারক, এবং কফ, পিত্ত, রক্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, মেহ, ক্রিমি, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, বিস্ফোট ও যোনিরোগের উপশমকারক।

সূক্ষ্মশালি।—সূক্ষ্মাকার শালিধান্যবিশেষের নাম সূক্ষ্মশালি। বাঙ্গালায় ইহাকে মিহিধান বা সরুধান কহে। ইহা মধুর রস, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুবিকারের উপকারক এবং পিত্ত, রক্ত ও দাহরোগের হিতকর।

সূক্ষ্মৈলা।—(Ellettaria cardamomum.) বাঙ্গালায় ছোট-এলাচ্ ও গুজরাটী এলাচ্ নামে পরিচিত এলাচ্‌বিশেষের নাম সূক্ষ্মৈলা। হিন্দীতে ইহাকে ছোটী এলাচী এবং তেলেগুভাষায় চিন্নয়ালকুলু ও এলকয় কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুথা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, ও ত্রুটী। ছোট এলাচ মধুর-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, উত্তেজক, বল-

কারক শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং শ্বাস, কাস, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের বিশেষ উপকারক। ইহা ভিন্ন বড় এলাচের অন্যান্য গুণও ইহাতে পাওয়া যায়।

সেগুড়ী।—গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম সেগুড়ী, ইহার সংস্কৃত নামান্তর শিগূড়ী। হিন্দীতে ইহাকে চঙ্গোনী কহে। ইহা কটু-রস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, দেহের দৃঢ়তাকারক এবং বাতশূল, পৃষ্ঠশূল ও গুল্মরোগের উপকারক।

সেন্দিনী।—প্রসিদ্ধ ফলশাক-বিশেষের নাম সেন্দিনী। এই ফল কটু-তিক্তরস, পাকে অম্ল, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, পিত্ত র্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং পীনস রোগের উপকারক।

সেবতী।—(Rosa moschata.) সেবতী একপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ। ইহার সংস্কৃত নামান্তর সেবন্তী ও সেবন্তিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে সেউতী গোলাপ ও গুলদস্তী, হিন্দীতে গুলচিনি, তেলেগু-ভাষায় চামন্তী এবং তামিলে সামন্থিপ্পু কহে। ইহা কটু-তিক্তরস, শীতল, লঘুপাক, পাচক, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষনাশক।

সেবফল।—(Pyrus Malus.) কাবুলদেশপ্রসিদ্ধ ফলবিশেষের নাম সেবফল। বাঙ্গালায় ইহাকে সেউ-ফল এবং হিন্দীতে সেব বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিত্তিকাফল। ইহা মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতল, গুরুপাক, রুচি-কর পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-জনক ও বাত-পিত্তনাশক।

সেবিকা।—পায়সান্নবিশেষের নাম সেবিকা। দেশভেদে ইহাকে সেওয়াঞ্জি এবং হিন্দীতে সেবই কহে। ময়দার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যবাকৃতি গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া, তাহাই দুগ্ধ ঘৃত ও চিনির সহিত পাক করিলে এই খাদ্য প্রস্তুত হয়। স্ত্রীলোক-দিগের গর্ভাবস্থায় "সাধ" দিবার জন্য এই খাদ্যের ব্যবহার দেখা যায়। ইহা মধুর রস, গুরুপাক, রুচিকর, তৃপ্তিজনক, বলকারক এবং বাত-পিত্তনাশক। অধিক পরিমাণে ইহা খাওয়া উচিত নহে, তাহাতে অজীর্ণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ অপকার হইয়া থাকে।

সেহুণ্ড।—(Euphorbia nerrifolia.) সেহুণ্ড একপ্রকার বৃক্ষের নাম। বাঙ্গালায় ইহাকে সিজ্ ও মনসাসীজ্, হিন্দীতে সেহুণ্ড, থোহর ও সিজ্ এবং বোম্বাইপ্রদেশে নিবড়ুঙ্গ ও থোর বলে। ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায় সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক, স্নুহী ও গুড়া। ইহা কটুরস, গুরুপাক, তীক্ষ্ণ, বিরেচক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ, শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, প্লীহা, যকৃৎ, জ্বর, পাণ্ডু, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, ব্রণ, উন্মাদ, মেহ, অশ্মরী, মেদোদোষ ও বিষদোষের শান্তিকারক। মনসাসীজের পাতার রস বাহ্যপ্রয়োগে শোথের বিশেষ উপকারক। ইহার আটা (ক্ষীর) কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ এবং গুল্ম, কুষ্ঠ, উদর ও চিররোগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বিরেচক।

সৈংহলীপিপ্পলী।—পিপ্পলীবিশেষের নাম সৈংহলীপিপ্পলী। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে রানপিপ্পলী এবং কর্ণাটে কাহি পিপ্পলী কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, কোষ্ঠশোধক এবং কফ, শ্বাস, বাতব্যাধি ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

সৈন্ধবলবণ।—সিন্ধুপ্রদেশজাত লবণবিশেষের নাম সৈন্ধবলবণ। ইহা খনি হইতে উৎপন্ন হয়। অধিকাংশ দেশেই ইহা সৈন্ধবলবণ নামে পরিচিত; কেবল বোম্বাইপ্রদেশে ইহাকে সেন্ধেলোন্ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৈন্ধব, শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ। আয়ুর্ব্বেদে কেবল লবণ শব্দের উল্লেখ থাকিলেও সৈন্ধবলবণ বুঝিতে হয়। ইহা লবণরস, স্বাদু, শীতবীর্য্য, মৃদু, লঘুপাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, ত্রিদোষনাশক এবং ব্রণ ও বিবন্ধ রোগের উপকারক।

সৈরেয়।—শ্বেতপুষ্প ঝিণ্টীর নাম সৈরেয়। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেতঝাঁটী এবং হিন্দীতে কটশরৈয়া কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৈরেয়ক শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টী। ইহা ঈষৎ-অম্লযুক্ত তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও বিষদোষের উপকারক।

সোমরাজী।—(Vernonia anthelmintica. Syn. Serratula anthelmintica.) প্রসিদ্ধ বীজবিশেষের নাম সোমরাজী। বাঙ্গালায় ইহাকে সোমরাজী বা সোমরাজ, হিন্দীতে বুকুচ ও বাকিয়ে জিরোনিত, মহারাষ্ট্রদেশে বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, তেলেগুভাষায় তিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে এবং বোম্বাইপ্রদেশে

বাবচা ও কালীজীরী কহে। ইহা কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, ক্রিমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ত্বগ্‌দোষ ও বিষ-দোষের শান্তিকারক।

সোমলতা।—(Sarcostemma brevistigma. Syn. Asclepias acida.) The moon plant. প্রসিদ্ধ লতাবিশেষের নাম সোমলতা। ইহার ১৫টি পত্র। চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে শুক্লপক্ষের ১৫ দিনে প্রত্যহ একটি করিয়া এই লতার পত্র উদ্‌গত হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের ১৫ দিনে প্রত্যহ একটি করিয়া সেই ১৫টি পত্র ঝরিয়া যায়। বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে ইহাকে সোমলতা, বোম্বাই-প্রদেশে সোমবল্লী, এবং তৈলঙ্গে টিগটস্‌মুড়্‌ ও পুল্লতোগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া। সোমলতা কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, মাদক, কান্তিবৰ্দ্ধক, মেধাজনক, ত্রিদোষনাশক এবং দাহ, তৃষ্ণা ও শোষ রোগের শান্তিকারক।

সোমলতা চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। তন্মধ্যে যাহাতে ঘৃতের ন্যায় গন্ধ, তাহার নাম অংশুমান; যাহার কন্দ কদলীকন্দের ন্যায়, তাহার নাম রজত-প্রভ; লশুনপত্রের ন্যায় যাহার পত্র, তাহার নাম মুঞ্জবান্; যাহা স্বর্ণবর্ণ এবং জলে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম চন্দ্রমা, আর গরুড়াহৃত ও শ্বেতাক্ষ নামক সোমলতা দেখিতে সাপের খোলশের মত, ইহা বৃক্ষশাখায় লম্বিত থাকে। অন্যান্য সোমলতার বিশেষ পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না; তবে সকল প্রকারেরই ১৫টী পাতা পূর্ব্বোক্ত-নিয়মে ১৫ দিনে উদ্‌গত ও ১৫ দিনে ক্ষরিত হয়। নামভেদ বা রূপ-ভেদের জন্য ইহাদের গুণের কোন প্রভেদ নাই। মহেন্দ্র, মলয়, শ্রীপর্ব্বত, দেবগিরি, হিমালয়, পারিযাত্র, সহ্য ও বিন্ধ্য প্রভৃতি পর্ব্বতে এবং কাশ্মীর দেশস্থ ক্ষুদ্র মানস সরোবরে সোমলতার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

সোহারা।—একপ্রকার খর্জ্জুরের নাম সোহারা। ইহার আকৃতি গোস্তনের ন্যায়। দ্বীপান্তর হইতে এ খর্জ্জুর এদেশে আসিয়াছে, এখন ইহা পশ্চিমদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সিন্ধী এবং কর্ণাটে ইটিলু বলে। ইহা মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, রুচিকর, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, ক্ষতরোগ, জ্বর, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, মদাত্যয়, কোষ্ঠ-

গত বায়ু, বাত-শ্লেষ্মদোষ ও বাত-পৈত্তিক রোগসমূহের হিতকর।

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।—সৌরাষ্ট্র-দেশজ প্রসিদ্ধ মৃত্তিকাবিশেষের নাম সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। বাঙ্গালায় সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকা, মহারাষ্ট্রদেশে তুবরী, কর্ণাটে তুবরীয়মণ্ এবং বোম্বাইপ্রদেশে সোরটীমাতী নামে ইহা পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাক্ষী, মৃত্তালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢকী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়রস, লেখন, চক্ষুর হিত-কর এবং কফ, পিত্ত, সন্তাপ, বমন, ব্রণ ও বিসর্পরোগের উপশমকারক। সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটীর ব্যবহার শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে।

সৌবর্চ্চল।—(Sochal salt.) একপ্রকার লবণের নাম সৌবর্চ্চল। বাঙ্গালায় ইহাকে সচল লবণ, হিন্দীতে চৌহারকোড়া ও চৌহার লবণ এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সৌবর্চ্চল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সৌব-র্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য। ইহা কটুরসযুক্ত-লবণ রস, ক্ষারগুণযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচি-কর, ভেদক, পাচক, স্নিগ্ধ, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, উদ্গারশুদ্ধিকারক এবং বিবন্ধ, আনাহ, শূল, গুল্ম, ক্রিমি, ঊর্দ্ধবায়ু ও আমদোষের উপশমকারক।

সৌবীরক।—যব বা গম অষ্টগুণ জলের সহিত ভিজাইয়া, অম্লরস হইলে, তাহাকেই সৌবীরক কহে। বাঙ্গালায় ইহাকে যবের বা গমের কাঁজি বলা যায়। ইহা অম্ল-রস, অগ্নিবর্দ্ধক, মলভেদক, সন্তর্পণ, বলকারক, জরানিবারক, কেশের হিতকর, এবং অর্শঃ গ্রহণী ও শিরো-রোগের উপকারক।

সৌবীরবদর।—মিষ্ট বড় কুলবিশেষের নাম সৌবীরবদর। চলিত কথায় ইহা পাটনাই কুল বা নারকুলেকুল নামে পরিচিত। ইহা মধুররস, শীতল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা, রক্ত ও ক্ষতরোগের হিতকর।

সৌবীরাঞ্জন।—সুবীরানামক নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে অঞ্জন উৎপন্ন হয়, তাহার নাম সৌবীরাঞ্জন। চলিত কথায় ইহাকে শ্বেতসুর্ম্মা কহে। ইহার আকৃতি বল্মীকশিখরের ন্যায় এবং ইহা ভাঙ্গিলে, ভিতর হইতে নীল আভা দেখিতে পাওয়া যায়। সৌবীরাঞ্জন কটু-তিক্ত-মধুর-কষায় রস, শীতল, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, লেখন, মল-

রোধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, কফ-বায়ুনাশক এবং রক্তপিত্ত, শ্বাস, হিক্কা, ক্ষয়রোগ ও বিষদোষের উপকারক। চক্ষুর উপকারের জন্য মুসলমানগণ এই সুর্ম্মার অঞ্জন ব্যবহার করেন।

স্থূলপদ্ম।—প্রসিদ্ধ পুষ্প-বিশেষের নাম স্থূলপদ্ম। বাঙ্গালায় ইহা স্থলপদ্ম, হিন্দীতে বেটতামর এবং তেলেগুভাষায় স্থলপদ্মমনে-পুষ্যমু নামে পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্থলকমল, পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা। ইহার গাছ কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতল, কফ-বায়ুনাশক, এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রমেহ, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত, বমন, অতিসার, বিষদোষ ও ভূতা-বেশের শান্তিকারক।

স্থূলজীরক।—মোটা কাল-জীরার নাম স্থূলজীরক। হিন্দীতে ইহাকে মগরেলা কহে। ইহা কটু-তিক্ত রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, বাত-শ্লেষ্মনাশক এবং অজীর্ণ, আধ্মান, ক্রিমি ও গুল্মরোগের উপকারক।

স্থূলশর।—মালবদেশপ্রসিদ্ধ শরবিশেষের নাম স্থূলশর। বাঙ্গালায় ইহাকে রামশর বা মোটাশর কহে। ইহা মধুর-তিক্তরস, বল-বীর্য্যকারক, কফনাশক, ভ্রান্তি ও সন্তাপের নিবারণ-কারক এবং নিত্য সেবনে ঈষৎ বায়ুবর্দ্ধক।

স্থূলশালি।—মোটা আমন-ধানের নাম স্থূলশালি। বাঙ্গালায় ইহাকে মোটা ধান, মহারাষ্ট্রদেশে বড়ীশালি এবং কর্ণাটে দোড়্ডনেলু কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, অগ্নি-বর্দ্ধক, বল-বীর্য্যকারক, বালক বৃদ্ধ ও যুবা সকলেরই হিতকর এবং জীর্ণ-জ্বর, দাহ ও জঠররোগের উপকারক।

স্থূলৈলা।—(Amomum Subulatum.) বড় এলাচের সংস্কৃত নাম স্থূলৈলা। বাঙ্গালায় ইহাকে বড় এলাচ, হিন্দীতে বড় এলাইচ তেলেগুভাষায় পেদ্দ এলাকুলু, তামিলে এলম্ এবং মহারাষ্ট্রদেশে এলদোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি। ইহা মধুর-তিক্তরস, শীতল, সুগন্ধি, লঘুপাক, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, শ্বাস, কাস, বমনবেগ, বমি, তৃষ্ণা, কণ্ডু, বস্তিগত-রোগ, মুখরোগ ও বিষদোষের উপ-শমকারক।

স্থৌণেয়ক।—একপ্রকার গ্রন্থিপর্ণের নাম স্থৌণেয়ক। বাঙ্গালায় ইহাকে গাঁঠিয়ালা, হিন্দীতে থুনের,

তেলেগুভাষায় সুগন্ধ দ্রবামু এবং নেপালে ভটিউর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ। ইহা কটু-তিক্ত মধুর রস, স্নিগ্ধ, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর, ত্রিদোষনাশক, এবং জ্বর, ক্রিমি, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, গাত্র-দৌর্গন্ধ, তিলকালক, ও রক্ষোদোষের শান্তিকারক।

স্নান।—অবগাহন এবং প্রচুর জলদ্বারা সর্ব্বাঙ্গ প্রক্ষালনের নাম স্নান। স্নান করিলে, শরীরের স্বেদ-মলা প্রভৃতি অপগত হওয়ায়, শরীর পরিষ্কৃত ও পবিত্র হয় এবং শ্রান্তিনাশ, অগ্নি-বৃদ্ধি, রক্তের প্রসন্নতা, বল-বীর্য্যের বৃদ্ধি ও কেশের উপকার হইয়া থাকে। স্রোতোজলে অথবা প্রশস্ত সরোবরের পরিষ্কৃত জলে স্নান করা উচিত। তাহার অভাবে উষ্ণ জল শীতল করিয়া তাহাতেই স্নান করা আবশ্যক। উষ্ণজলে স্নান করিতে হইলে, মস্তকে সে জল না দিয়া, শীতল জল দিতে হয়, কারণ উষ্ণজল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর হানি হইয়া থাকে। তবে বাতশ্লেষ্মজন্য বিবিধপীড়ায় মস্তকে উষ্ণজল দেওয়াই সুব্যবস্থা। শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে, শ্লেষ্মা ও বায়ুর বৃদ্ধি হয় এবং গ্রীষ্মকালে অধিক উষ্ণজলে স্নান করিলে, পিত্ত ও রক্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আহারের পরে এবং জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, পীনস, কর্ণশূল, অর্দ্দিত রোগ, মুখ-রোগ, নেত্ররোগ প্রভৃতি অনেক রোগে স্নান নিতান্ত অপকারক। অপরাপর রোগেও রোগ এবং রোগীর অবস্থাবিশেষ বিবেচনা না করিয়া স্নান করিলে, বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

স্পৃক্কা।—(Trigonella corniculata.) সুগন্ধি শাকবিশেষের নাম স্পৃক্কা। বাঙ্গালায় ইহাকে পিড়িং-শাক। মহারাষ্ট্রদেশে স্পৃকা, কর্ণাটে হিক্কে এবং তেলেগুভাষায় স্পৃক্কুথনেড়ু-দ্রব্যমু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কাপিকা। ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং কফ, কাস, মেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, জ্বর, দাহ, ঘর্ম্ম, কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বিষদোষের উপ-কারক।

স্ফটিক।—প্রসিদ্ধ মণিবিশেষের নাম স্ফটিক। ইহা সাধারণ রত্নের

সমগুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ দাহ ও পিত্তজন্য রোগের উপশমকারক। স্ফটিক ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে, প্রথমতঃ টাবা লেবু ও আদার রসে ভিজাইয়া শোধিত করিবে, পরে তাহা পুটপাকে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়।

স্ফটিকারি।— (Alum.) খনিজ উপরসবিশেষের নাম স্ফটিকারি। বাঙ্গালায় ইহাকে ফটকিরি এবং হিন্দীতে ফিটকারি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা। ইহা কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, সঙ্কোচক, রক্তরোধক, বাত-পিত্ত-কফনাশক এবং ব্রণ, বিসর্প ও শ্বিত্র (ধবল) রোগের উপকারক। স্ফটিকারির শোধনবিধি শাস্ত্রে কিছু দেখা যায়না, তবে অনেকে ইহা অগ্নিতে স্ফুটিত অর্থাৎ খই করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

স্রোতোঽঞ্জন।—(Antimoney.) কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনবিশেষের নাম স্রোতোঽঞ্জন। চলিত কথায় ইহাকে কাল সুর্ম্মা কহে। ইহারও আকৃতি সৌবীরাঞ্জনের ন্যায় এবং ভাঙ্গিলে ভিতরে নীল আভা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ঘর্ষণ করিলে গিরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। স্রোতোঽঞ্জন কটু-কষায়-মধুর রস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, ধারক, চক্ষুর হিতকর, রসায়ন, কফ-পিত্তনাশক এবং ক্ষয়-রোগ, হিধ্মা, বমি, রক্তদোষ ও বিষ-দোষের উপকারক। শ্বেত সুর্ম্মার ন্যায় এইসুর্ম্মাও অঞ্জনরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

স্বর্জ্জিকাক্ষার।—(Coroxylon griffiithii. Panjab Salt wort or Sajji.) কৃত্রিম ক্ষারপদার্থবিশেষের নাম স্বর্জ্জিকাক্ষার। বাঙ্গালায় ইহাকে সাচিক্ষার বা সাজিমাটী, হিন্দীতে সাজীখার ও কঙ্গণখার কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্জ্জিকা, কপোত ও সুখবর্চ্চক। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, কফ-বায়ুনাশক এবং গুল্ম, আধ্মান, ক্রিমি, উদর ও ব্রণরোগের উপকারক।

স্বর্ণ।—(Gold.) প্রসিদ্ধ ধাতু-বিশেষের নাম স্বর্ণ। চলিতকথায় ইহাকে সোনা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাত-কুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বুনদ, জাতরূপ ও মহারজত। স্বর্ণ মধুর-তিক্ত-কষায় রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য,

পিচ্ছিল, গুরুপাক, পুষ্টিকর, মেধাবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বাক্যের শুদ্ধিকারক, চক্ষুর হিতকর, আয়ুঃ ও স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধিকারক, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, শোষ, ক্ষয় ও উন্মাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তিকারক। কিন্তু অশোধিত ও অজারিত স্বর্ণ সেবন করিলে, বলবীর্য্যের নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। অতএব স্বর্ণ শোধিত ও জারিত করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়।

পাকাসোনার পাতলা পাত করিয়া তাহা এক-একবার আগুনে পোড়াইবে এবং তপ্ত তপ্ত সেই পাত ক্রমশঃ তৈল, ঘোল, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথ কলায়ের কাথ, প্রত্যেকে ৭ বার করিয়া নিমগ্ন করিবে, এইরূপে স্বর্ণ শোধিত করিয়া, পরে তাহা জারিত করিতে হয়। এক ভাগ স্বর্ণ ও দুই ভাগ পারদ একত্র কোন অম্লরসের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দিত করিয়া একটি গোলক করিবে এবং সেই গোলকের সমপরিমিত গন্ধকচূর্ণের অর্দ্ধাংশ নীচে ও অর্দ্ধাংশ উপরে দিয়া, দুইখানি শরার মধ্যে রুদ্ধ করিবে, পরে সেই রুদ্ধশরারদ্বয়ের উপরে মাটী ও কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে এবং ৩০ খানি বিল-ঘুঁটের আগুনে গজপুটে দগ্ধ করিবে। এইরূপে ১৪ বার পারদাদির সহিত মর্দ্দন করিয়া উক্তরূপে পুট দগ্ধ করিলেই স্বর্ণ জারিত হয় অর্থাৎ স্বর্ণের ভস্ম প্রস্তুত হইয়া থাকে। কেহ কেহ সোনার পাতের উপর, মনঃশিলা, গন্ধক ও আকন্দের আটা লেপন করিয়া, দ্বাদশবার গজপুটে পাক করেন। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার স্বর্ণজারণের নিয়ম উপদিষ্ট আছে। ইহার মধ্যে যে কোন নিয়মে স্বর্ণ ভস্ম করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। পাকা সোনাভিন্ন খাদ্মিশ্রিত স্বর্ণ কদাচ ব্যবহার করিবে না।

স্বর্ণজাতী।—(*Jasminum revolutum.*) পীতবর্ণ জাতীপুষ্পের নাম স্বর্ণজাতী। ইহা কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, ত্রিদোষনাশক এবং শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বায়ুবিকার, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বিষদোষের হিতকারক। ইহার কুঁড়ি ফুল, ব্রণ, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগের বিশেষ উপকারক।

স্বর্ণমাক্ষিক।— উপধাতুবিশেষের নাম স্বর্ণমাক্ষিক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মাক্ষিক, তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিক ধাতু ও মধুধাতু।

ইহা স্বর্ণধাতুর উপধাতু; এইজন্য স্বর্ণের কিছু কিছু গুণ ইহাতেও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণমাক্ষিক দেখিতে স্বর্ণের আভাযুক্ত ঈষৎ কৃষ্ণ-বর্ণ; ভাঙ্গিলে মধ্যভাগে স্বর্ণের আভা স্পষ্টতর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা মধুর-তিক্তরস, রসায়ন, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকারক এবং পাণ্ডু, প্রমেহ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষদোষের উপকারক। কিন্তু অশোধিত স্বর্ণ-মাক্ষিক সেবনে, অগ্নিমান্দ্য, বলক্ষয়, বিষ্টম্ভ, নেত্ররোগ ও কুষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে; এইজন্য স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত করিয়া ঔষধাদিতে প্রয়োগ করিতে হয়। দুইভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব লবণ একত্র জাম্বীরের রস অথবা টাবালেবুর রসের সহিত লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং লৌহ-দণ্ড দ্বারা অনবরত নাড়িতে থাকিবে, সিন্দূরবর্ণ হইলে নামাইয়া লইবে। এইরূপে স্বর্ণমাক্ষিক শোধিত করিতে হয়।

স্বর্ণলী।—একপ্রকার আরগ্বধ অর্থাৎ শোনালুর নাম স্বর্ণলী। বাঙ্গালায় ইহাকে শোণালু, হিন্দীতে আমল-টাস্‌, মহারাষ্ট্রদেশে গুড়মলবর, তেলেগুভাষায় যেয়লু, পঞ্জাবে কনি-আর এবং বোম্বাইপ্রদেশে সোণুলী কহে। ইহা কটু-কষায়রস, শীতবীর্য্য, বিরেচক, ব্রণনাশক এবং আরগ্বধের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

স্বর্ণবল্লী।—লতাবিশেষের নাম স্বর্ণবল্লী। তেলেগুভাষায় ইহাকে বেক্কুড়ু কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ুঃ ও কাকবল্লরী। ইহা দুগ্ধবর্দ্ধক, ত্রিদোষ-নাশক এবং শিরঃপীড়ার শান্তিকারক।

স্বর্ণক্ষিরিণী।—(Cleome felina.) সোনাখিরুই নামে পরি-চিত বৃক্ষবিশেষের নাম স্বর্ণক্ষিরিণী। ইহা একপ্রকার শেয়ালকাঁটা। হিন্দীতে ইহাকে ভেরবন্দ, মহারাষ্ট্র-দেশে পিসোনভিহ্, কর্ণাটে চিক্ক-পিক্কে ভেহু, বোম্বাইপ্রদেশে পিবঁলা চোত্রা এবং তামিলে এন্নদণ্ডু বিরই কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় কটু-পর্ণী, হৈমবতী, হেমাহ্বা ও পীত-দুগ্ধা। ইহার মূলের নাম চোক। স্বর্ণক্ষিরিণী তিক্তরস, বিরেচক, বমন-বেগকারক এবং কফ, ক্রিমি, আনাহ, রক্তপিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও বিষদোষের উপকারক।

স্বাদ্বগুরু।—একপ্রকার অগুরুর নাম স্বাদ্বগুরু। ইহা মধুর-কষায়

রস, উষ্ণবীর্য্য, আমবাতনাশক এবং সাধারণ অগুরুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

স্বাদন্ন।—মধুররস-মিশ্রিত মিষ্টাস্বাদ অন্নবিশেষের নাম স্বাদন্ন। ইহা শীতবীর্য্য, গুরুপাক, কফজনক, বলকারক, পুষ্টিকর, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক এবং প্রীতিকারক।

হংস।—প্লবজাতীয় জলচর পক্ষিবিশেষের নাম হংস। বাঙ্গালায় ইহাকে হাঁস এবং মহারাষ্ট্রদেশে বদ্‌কি কহে। হাঁসের মাংস মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, কফজনক, বায়ুনাশক, স্বরপরিষ্কারক ও তিমির রোগের হিতকর।

হংসডিম্ব।—হাঁসের ডিম মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, সন্তোষনকারক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং রেতঃক্ষয়, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগের হিতকর।

হংসপাদী।—(Vitispedata.) একপ্রকার লতার নাম হংসপাদী। ইহার পত্রের আকার হংসের পদের ন্যায়। বাঙ্গালায় ইহাকে গোয়ালেলতা, মহারাষ্ট্রদেশে হংসপাদী এবং কর্ণাটে নবিলড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হংসপদী, গোধাপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা ও হংসপাদী। ইহা কটুরস, শীতল, গুরুপাক, রসায়ন, এবং দাহ, ভ্রান্তি, অপস্মার, অতিসার, রক্তদোষ, ব্রণ, বীসর্প, অগ্নিরোহিণী, ভূতাবেশ ও বিষদোষের শান্তিকারক। গোয়ালেলতার পাতার প্রলেপে ফোড়া ফাটিয়া যায় এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের উপশম হয়।

হরিণ।—তাম্রবর্ণ মৃগবিশেষের নাম হরিণ। হরিণের মাংস মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, মল-মূত্ররোধক, ত্রিদোষনাশক এবং সুগন্ধি।

হরিতাল।—পীতবর্ণ খনিজ পদার্থবিশেষের নাম হরিতাল। ইহা উপবিষজাতীয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরিতাল, তাল, আল ও তালক। হরিতাল কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কফ-পিত্তনাশক এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, মুখরোগ ও ব্রণ প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। চূণের জল অথবা উষ্ণজলের সহিত হরিতালচূর্ণ লোমস্থানে লেপন করিলে, লোম উঠিয়া যায়। হরিতালের বাহ্যপ্রয়োগে সকল প্রকার ক্ষত, বিশেষতঃ যে সকল ক্ষতে পোকা জন্মে তাহাও শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে।

হরিতাল দুইপ্রকার, বংশপত্র ও পিণ্ড। বংশপত্র হরিতাল অভ্রের ন্যায়

স্তরবিশিষ্ট, অধিক পীতবর্ণ, ভার, স্নিগ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাহা অধিক গুণশালী ও রসায়ন। পিণ্ড হরিতাল পিণ্ডাকার, স্তরহীন, অপেক্ষাকৃত লঘু এবং বংশপত্র অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা স্ত্রীদিগের রজোনাশক। উভয় হরিতালই শোধিত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা শরীরের কান্তিনাশ, সন্তাপ, আক্ষেপ, কুষ্ঠ এবং বাত-শ্লেষ্মার বৃদ্ধি প্রভৃতি বিবিধ অপকার হইয়া থাকে। হরিতাল চূর্ণ করিয়া, ঘোল, চূণের জল ও কুষ্মাণ্ডরস, ইহাদের প্রত্যেকটিতে ৭ বার বা তিনবার করিয়া ভিজাইয়া, শুষ্ক করিয়া লইলে শোধিত হয়। অথবা হরিতালচূর্ণ পোট্টলীবদ্ধ করিয়া, কাঁজি, কুষ্মাণ্ডরস, তিলতৈল ও ত্রিফলার কাথ, ইহাদের এক একটির সহিত এক প্রহর করিয়া দোলাযন্ত্রে পাক করিলে, হরিতাল শোধিত হইয়া থাকে।

হরিতাল পক্ষী।—হরিতাল পক্ষীকে বাঙ্গালায় হরিয়াল ও হত্তেলা ঘুঘু এবং হিন্দীতে হরিয়াল কহে। ইহার সংস্কৃত নামান্তর হারীত। এই পাখীর মাংস মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বায়ুপ্রকোপক এবং তৃষ্ণা ও রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

হরিদ্রা।—(Curcuma longa.) প্রসিদ্ধ কন্দবিশেষের নাম হরিদ্রা। বাঙ্গালায় ইহাকে হলুদ, হিন্দীতে হর্দী ও হলদী, মহারাষ্ট্রদেশে হল্দী, কর্ণাটে অরসিন, তেলেগুভাষায় পসুপ এবং দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে হলদ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্না, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া, হরবিলাসিনী, নিশা ও রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ। হরিদ্রা কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণবর্দ্ধক, রুক্ষ, রক্তপরিষ্কারক, পিত্তনাশক, দাহনিবারক এবং কফজ ও বাতজরোগ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ত্বগ্দোষ, শোথ, পাণ্ডু, ক্রিমি, শোথ, প্রমেহ, পীনস, অপচী, অরুচি ও বিষদোষের উপকারক।

হরিমুদ্গ।—(Phaseolus mungo.) মুগবিশেষের নাম হরিমুদ্গ। বাঙ্গালায় ইহাকে হারিমুগ্ ও ঘাসিমুগ, হিন্দীতে হরিমুঙ্, মহারাষ্ট্রদেশে হরিয়রমুঙ্গ্ এবং কর্ণাটে হসরু-হেসরু কহে। ইহা কষায়-মধুররস, শীতল, লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফপিত্তনাশক এবং রক্তমূত্র রোগের হিতকর।

হরীতকী।—(Terminalia chebula. Chebulic myrobalan.) প্রসিদ্ধ ফলবিশেষের নাম হরীতকী।

বাঙ্গালায় ইহাকে হরীতকী, হিন্দীতে হর ও হরেড়া, মহারাষ্ট্রদেশে হিরড়া, কর্ণাটে অণিলে, তেলেগুভাষায় করক-চেট্টু, উৎকলে হরিড়া ও করেড়া, দাক্ষিণাত্যে কল্‌রা এবং তামিলে কড়কৈ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী। হরীতকী মধুর-অম্ল-কটু-কষায়-তিক্তরস কিন্তু কষায়রসের আধিক্যবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্য, মধুরবিপাক, লঘু, রুক্ষ, অগ্নিবর্দ্ধক, মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক, পুষ্টিকর, মেধা-বর্দ্ধক, আয়ুর বৃদ্ধিকারক, চক্ষুর হিত-কর, রসায়ন, ত্রিদোষনাশক এবং শ্বাস, কাস, শোথ, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, মলবদ্ধতা, গুল্ম, আধ্মান, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, হিক্কা, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, বমন, বিষমজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত প্রভৃতি রোগের উপশম-কারক। হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মলশুদ্ধি, সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে ত্রিদোষনাশ হইয়া থাকে। আহারের সঙ্গে হরীতকী সেবন করিলে, বল বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, কফ পিত্ত ও বায়ুর নাশ এবং মল-মূত্রাদির বিনির্গম হয়; আহারের পরে হরীতকী সেবন করিলে, বায়ু-পিত্ত-কফের নাশ এবং অন্ন-পানজনিত কোনরূপ পীড়ার আশঙ্কা থাকিলে, তাহা বিদূরিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবন করিলে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতের সহিত সেবনে বায়ুবিকার এবং গুড়ের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

উপবাস ও রক্তমোক্ষণ জন্য ক্ষীণ ব্যক্তি এবং কৃশ, দুর্ব্বল, পথশ্রান্ত, রুক্ষদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু ও গর্ভিণী-দিগের হরীতকী সেবন নিষিদ্ধ।

আয়ুর্ব্বেদে ৭ প্রকার হরী-তকীর উল্লেখ আছে। যথা,—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি লাউয়ের মত, রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনা আকৃ-তিতে সূক্ষ্ম, কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বীজ অধিক বড়, অমৃতার বীজ ছোট এবং শস্য অধিক; অভয়ার উপরে পাঁচটি রেখা দেখা যায়; জীবন্তী স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ; চেতকী তিনটি রেখা-বিশিষ্ট। বিজয়া সর্ব্বরোগে প্রশস্ত, রোহিণী ব্রণরোপক, অর্থাৎ ইহার

ব্যবহারে ক্ষত পুরিয়া উঠে; পূতনা প্রলেপে প্রশস্ত, বিরেচনাদি সংশোধন কার্য্যে অমৃতা উপযোগী; অভয়া নেত্র-রোগে অধিক উপকারী; জীবন্তী সর্ব্বরোগনাশক; চেতকী হরীতকী অবচূর্ণনার্থ অর্থাৎ ইহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই চেতকী হরীতকী দুই প্রকার, এক প্রকার শুক্লবর্ণ ও ৬ অঙ্গুলি দীর্ঘ, অন্য প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও ২ অঙ্গুলি দীর্ঘ। চেতকী হরীতকীর দর্শন-স্পর্শনাদি দ্বারাও বিরেচন হইয়া থাকে। এই হরীতকীর বৃক্ষছায়ায় শয়ন করিলে এবং ইহা হাতে করিয়া রাখিলেও বিরেচন হয়। এই জন্য শিশু, সুকুমার, কৃশ, ঔষধদ্বেষী ও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিদিগের বিরেচনার্থ চেতকী হরীতকী প্রশস্ত। ফলতঃ এই ৭ প্রকার হরীতকীর মধ্যে বিজয়া হরীতকীই উৎকৃষ্ট; কারণ ইহা সুখলভ্য, সুখসেব্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর। হরীতকীর আঁটি কষায় রস, গুরুপাক, চক্ষুর হিতকর এবং বাত-পিত্তনাশক।

হরীতকী-তৈল।—হরীতকীর আঁটির মধ্যস্থ মজ্জা হইতে একপ্রকার স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহার নাম হরীতকী-তৈল। ইহা কটু-কষায়-মধুর রস, শীতল, সর্ব্ববিধ ত্বগ্দোষ-নিবারক, পথ্য এবং সর্ব্বরোগ-নাশক।

হবুষা।—প্রসিদ্ধ ফলবিশেষের নাম হবুষা। বাঙ্গালায় ইহাকে হবুষফল, হিন্দীতে হোহবের, কর্ণাটে হোবের, এবং মহারাষ্ট্রদেশে বরড়্হবে কহে। আকৃতিভেদে হবুষ ফল দুই প্রকার; তন্মধ্যে একপ্রকার মৎস্যাকৃতি ও আঁস্টে গন্ধবিশিষ্ট; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হবুষা, বপুষা ও বিস্রা। অন্য-প্রকার অশ্বত্থফলের ন্যায় আকৃতি এবং মৎস্যের ন্যায় গন্ধ বিশিষ্ট। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অশ্বত্থফলা, মৎস্য-গন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষ-নাশিনী। উভয় হবুষার গুণের কোন পার্থক্য নাই। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, গুল্ম, উদর ও প্রদররোগের উপকারক।

হস্তিকন্দ।—(Raphanus sativus.) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ কন্দ-বিশেষের নাম হস্তিকন্দ। বাঙ্গালায় ইহাকে হাসা বড়মূলা, মহারাষ্ট্রদেশে হস্তিকন্দ, এবং কর্ণাটে মল্লিরকসিয়গড্ডে কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু-পাক, মলরোধক, শুক্রবর্দ্ধক, কফ-বায়ুনাশক এবং কুষ্ঠ, বীসর্প ও ত্বগ্-দোষের হিতকারক।

হস্তিকর্ণ পলাশ।—(Butea Superba.) একপ্রকার পলাশবৃক্ষের নাম হস্তিকর্ণপলাশ। চলিত কথায় ইহাকে ভুপলাশ এবং তেলেগুভাষায় চিট্টামুদপুচেট্টু কহে। ইহার পত্রের আকার হস্তিকর্ণের ন্যায়, এই জন্য ইহা হস্তিকর্ণ পলাশ নামে পরিচিত হইয়াছে। এই পলাশ অত্যন্ত শুক্র-বর্দ্ধক এবং আয়ুঃ, মেধা ও বলের বৃদ্ধিকারক।

হস্তিঘোষা।—(Laffu aegyptiaca.) ঘোষাজাতীয় ফলশাকবিশেষের নাম হস্তিঘোষা। বাঙ্গালায় ইহাকে ধুন্দুল, হিন্দীতে নেনুয়া, মহারাষ্ট্রদেশে পারিসদোড়কা, কর্ণাটে অরহীরে, তেলেগুভাষায় এনুগবীর এবং উৎকলে তরড়ি কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ। ইহা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্র-বর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, ব্রণরোপক এবং আধ্মান ও বায়ুবিকারের উৎপাদক।

হস্তিনীদুগ্ধ।—হস্তিনামক প্রসিদ্ধ জীবের দুগ্ধকে মহারাষ্ট্রদেশে হাত্তিনীকে দুধ এবং কর্ণাটে আনেয়-হালু কহে। ইহা কষায়যুক্ত মধুররস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, দেহের স্থিরতা-সম্পাদক, বলকারক ও চক্ষুর হিতকর। এই দুগ্ধের দধি কষায়-মধুর-অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, রুচিকর, বীর্য্য-বর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিজনক এবং পরিণামশূল ও কফজরোগের হিত-কারক। ইহার মাখন ও ঘৃত কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বিষ্টম্ভী, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ-পিত্তনাশক এবং ক্রিমিনিবারক।

হস্তিমদঃ।—দাক্ষিণাত্যদেশ-প্রসিদ্ধ ওষধিবিশেষের নাম হস্তিমদঃ। ইহা তিক্তরস, স্নিগ্ধ, কেশের হিতকর এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, দদ্রু, বিসর্প, অপস্মার ও বিষদোষের হিতকর।

হস্তিমাংস।—কূলেচরজাতীয় হস্তিনামক প্রসিদ্ধ পশুবিশেষের মাংস অম্ল-লবণ-মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, দুর্জ্জর, অগ্নিমান্দ্যজনক, পুষ্টিকর এবং বাত-শ্লেষ্মজনক।

হস্তিমূত্র।—হস্তীর মূত্র কষায়-তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক এবং হিক্কা, শ্বাস, শূল ও ভূতাবেশের উপকারক। হস্তিমূত্রের বাহ্যপ্রয়োগ দ্বারা কণ্ডু, দদ্রু ও বিসর্পরোগের উপ-শম হইয়া থাকে।

হস্তিশুণ্ডা।—(Heliophytum Indicum.) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম হস্তিশুণ্ডা। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিশুঁড়া এবং মহারাষ্ট্র ও কর্ণাট-

দেশে নেলবাল ও নলদাবরে কহে। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সন্নিপাত জ্বর-নাশক এবং বাহ্য ও আভ্যন্তর-প্রয়োগে সর্প-বৃশ্চিকাদির বিষনিবারক।

হস্তিশ্যামক।—তৃণধান্যবিশেষের নাম হস্তিশ্যামক। বাঙ্গালায় ইহাকে হাতিয়া শ্যামা কহে। এইধান্য রুক্ষ, ধাতুশোষক, পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক, বায়ুবর্দ্ধক এবং শ্যামাধান্যের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

হিঙ্গু।—(Ferula Asafœtida. or Ferula alliacea.) বৃক্ষবিশেষের দুর্গন্ধযুক্ত একপ্রকার নির্য্যাসের নাম নাম হিঙ্গু। বাঙ্গালায় ইহাকে হিং ও হিঙ্গু, হিন্দী ও বোম্বাই প্রদেশে হিঙ্গু, মহারাষ্ট্রদেশে ইঙ্গু, কর্ণাটে কেঙ্গু এবং তেলেগু ভাষায় ইঙ্গুর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক ও রামঠ। হিং কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সারক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, স্নায়ুর উত্তেজক, কামোদ্দীপক, কফনিঃসারক, বায়ুনাশক, আক্ষেপনিবারক, রজোনিঃসারক এবং অজীর্ণ, শূল, মলাদির বিবন্ধ ও ক্রিমিরোগের উপশমকারক।

হিঙ্গুপত্রী।—(Balanites Roxburghii.) হিঙ্গুপত্রী একপ্রকার তৃণ, বাঙ্গালায় ইহাকে বংশপত্র তৃণ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হিঙ্গুপত্রী, কুবরী, পৃথ্বিকা, পৃথুকা ও পৃথু। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, ক্রিমিনাশক ও বাত-শ্লেষ্মার উপকারক।

হিঙ্গুল।— পারদবহুল, মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষের নাম হিঙ্গুল; বাঙ্গালায় ইহা হিঙ্গুল নামেই পরিচিত। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ। ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক এবং জ্বর, প্লীহা, কামলা, আমবাত, হৃল্লাস ও কুষ্ঠ রোগের উপশমকারক। রূপভেদে ও নামভেদে হিঙ্গুল তিন প্রকার। শ্বেতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম চর্ম্মার, ঈষৎপীতবর্ণ হিঙ্গুলের নাম শুকতুণ্ডক এবং গাঢ় রক্তবর্ণ হিঙ্গুলের নাম হংসপাদ। ইহাদের মধ্যে রক্তবর্ণ হংসপাদ হিঙ্গুলই উৎকৃষ্ট এবং তাহাই ঔষধাদিতে ব্যবহার্য্য। হিঙ্গুল শোধন করিয়া ঔষধাদিতে ব্যবহার করিতে হয়। প্রথমতঃ ৭ বার মেষীদুগ্ধ দ্বারা তৎপরে অম্লবর্গ দ্বারা এবং তাহার পরে আদার রসদ্বারা ভাবনা দিলে, হিঙ্গুল শোধিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুল হইতে পারদ বহিষ্কৃত করিতে হইলে, প্রথমতঃ লেবুর রসের সহিত

হিঙ্গুল এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া সেই হিঙ্গুল একটি হাঁড়ীতে রাখিবে, এবং তাহার উপরে একটি-জলপূর্ণ হাঁড়ী বসাইয়া নীচের হাঁড়ীতে অগ্নিজ্বাল দিবে; উপরের হাঁড়ীটির জল গরম হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল দিতে হইবে; এইরূপে ক্রমশঃ হিঙ্গুল হইতে পারদ বহির্গত হইয়া উপরের হাঁড়ীটির তলদেশে সংলগ্ন হইবে। সেই পারদ স্বভাবতই বিশুদ্ধ; এইজন্য ইহার শোধন ক্রিয়ার আবশ্যক হয়না এবং সাধারণ পারদ অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারী।

হিজ্জল।—(Barringtonia acutangula. Syn. Emgenia acutangula.) প্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষের নাম হিজ্জল। বাঙ্গালায় ইহাকে হিজল গাছ, হিন্দীতে সমুন্দর ফল ও ইজর, মহারাষ্ট্রদেশে পর্ব্বালু, কর্ণাটে তোরে-গণগিলে, উৎকলে কিঞ্জোলী এবং বোম্বাইপ্রদেশে সমুদ্রফল ও পরেল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ। ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, কফ-পিত্ত-কারক, বায়ুরোগনাশক এবং গ্রহা-বেশের শান্তিকারক।

হিন্তাল।—(Phœnix paludosa.) হিন্তাল একপ্রকার প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বাঙ্গালায় ইহাকে হাঁতাল এবং দক্ষিণদেশে হিন্তালু কহে। ইহা অম্ল-মধুর রস, শীতল, তৃষ্ণানিবারক, শ্রান্তিনাশক, কফ-বর্দ্ধক এবং বায়ু, পিত্ত ও দাহরোগের হিতকারক।

হিমাবলী।—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ-বিশেষের নাম হিমাবলী। হিন্দীতে ইহাকে হিয়াবলী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হিমাবতী ও হিতাবলী। ইহা তিক্তরস, সারক এবং প্লীহা, গুল্ম, উদর, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডুরোগের উপকারক।

হিলমোচিকা।—(Enhydra Heloncha.) জলজাত শাকবিশেষের নাম হিলমোচিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে হিঞ্চেশাক, হিন্দীতে হরহচ্, বোম্বাই-প্রদেশে হুরহুচী এবং উৎকলে হির-মিচা কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ব্রাহ্মী, শঙ্খধরাচারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা। ইহা তিক্তরস, শীতল, সারক, পিত্তনাশক এবং কফ, শোথ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও চর্ম্মরোগের হিতকর।

হীরক।—(Diamond.) প্রসিদ্ধ রত্নবিশেষের নাম হীরক; ইহা খনি হইতে উৎপন্ন হয়। হীরক যথাবিধানে শোধিত ও জারিত করিয়া সেবন করিলে, আয়ুঃ, বল, বীর্য্য, বর্ণ, পুষ্টি, শুক্র, রতিশক্তি ও উত্তেজনার

বৃদ্ধি হয়। ইহা উষ্ণবীর্য্য ও রসায়ন। বিবিধ ঔষধের সহিত ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অনেক রোগেরও অবস্থাবিশেষে ইহাদ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। হীরক কণ্টকারীর মূলমধ্যে নিহিত করিয়া, ৭বার গজপুটে পাক করিলে, শোধিত ও জারিত হয়। অথবা অশ্বমূত্রের কিম্বা ভেকমূত্রের সহিত এক একবার মর্দ্দন করিয়া ৭বার পুটদগ্ধ করিলে, হীরকের শোধন-মারণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বর্ণভেদে ও আকৃতিভেদে হীরকের নানাপ্রকার ভেদ কল্পিত আছে। শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণজাতি, ইহা রসায়নকার্য্যে প্রশস্ত এবং সকল কার্য্যেই ফলপ্রদ। রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়জাতি; বহুবিধ রোগ, জরা ও অকালমৃত্যুনিবারণে ইহা উপযোগী। পীতবর্ণ হীরক বৈশ্যজাতি, ইহা শরীরের দৃঢ়তাকারক এবং ধারণে সম্পত্তিবর্দ্ধক। কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্রজাতি; ইহা রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। সুন্দর, গোলাকার, জ্যোতির্ম্ময়, বৃহৎ এবং রেখাহীন বা বিন্দুবিহীন হীরক পুংজাতি, ইহা বীর্য্যবর্দ্ধক, সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত এবং সর্ব্বত্র সুফলপ্রদ। যে হীরক রেখা বা বিন্দুযুক্ত এবং ষট্‌কোণবিশিষ্ট, তাহা স্ত্রীজাতি; এই হীরকধারণে সুখবৃদ্ধি হয়। ত্রিকোণ ও দীর্ঘাকৃতি হীরক ক্লীবজাতি, ইহা বীর্য্যবিহীন ও অকর্ম্মণ্য।

আভ্যন্তর প্রয়োগের জন্য শ্বেত হীরকই ব্যবহার করা উচিত। শোধন-মারণ না করিয়া, হীরকের আভ্যন্তর প্রয়োগ কদাচ করিবে না। কারণ অশোধিত ও অমারিত হীরক সেবন করিলে, পাণ্ডু, পার্শ্ববেদনা, পঙ্গুতা ও কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপস্থিত হয়।

হৈমন।—হেমন্তকালজ ষষ্টিকধান্যবিশেষের নাম হৈমন। বাঙ্গালায় ইহাকে হৈমন্তিক হেটেধান কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, মলরোধক ও শুক্রবর্দ্ধক।

হোলক।—ছোলা ও মটর প্রভৃতি কলায়জাতীয় সদ্যঃপক্ব শস্য তৃণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে, তাহাকে হোলক কহে। বাঙ্গালায় ইহা হরাপোড়া এবং হিন্দীতে হোহরা নামে পরিচিত। ইহা স্বাদু, গুরুপাক, রুচিকর, সারক, আধ্মান ও বিবন্ধ রোগের উৎপাদক এবং শস্যবিশেষের গুণভেদানুসারে সেই সেই বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট।

হ্রস্বপঞ্চমূল।—শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের মিলিত মূলের নাম হ্রস্বপঞ্চমূল। ইহা অনতি-উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, বলকারক, পুষ্টিজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, অশ্মরী প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তিকারক।

হ্রীবের।—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম হ্রীবের। বাঙ্গালায় ইহাকে গন্ধবালা ও বালা, হিন্দীতে সুগন্ধ-বালা, মহারাষ্ট্রদেশে করংবাল এবং কর্ণাটে মুষ্টিবাল কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় হ্রীবের, বাল, বর্হিষ্ঠ, উদীচ্য, এবং কেশবাচক ও জলবাচক সমস্ত শব্দ। ইহা ঈষৎ কটু-তিক্ত রস, শীতল, রুক্ষ, লঘুপাক, পাচক, অগ্নি-বর্দ্ধক, কেশের হিতকর, পিত্তনাশক, এবং তৃষ্ণা, বমি, জ্বর, অতিসার, কুষ্ঠ, শ্বিত্র ও ব্রণরোগের উপশম-কারক।

ক্ষবক।—(Dregea volubilis. Syn. Hoya viridiflora.) ক্ষুদ্র গুল্মবিশেষের নাম ক্ষবক। বাঙ্গালায় ইহাকে হেঁচেতা, হিন্দীতে নাকছিক্‌নী এবং বোম্বাইপ্রদেশে নাকশিঁকনী ও হরন্দোড়ী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা। এই গুল্মের পাতা বা ফল প্রভৃতির ঘ্রাণ লইলে হাঁচি হয়। ইহা তীক্ষ্ণগন্ধ, কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং কফ-বায়ুনাশক।

ক্ষার।—ক্ষরণকারক পদার্থ-বিশেষের নাম ক্ষার। পলাশাদি নানাপ্রকার বৃক্ষের ভস্ম হইতে ক্ষার প্রস্তুত করিবার নিয়ম আয়ুর্ব্বেদে উপদিষ্ট আছে। ইহা ভিন্ন কতকগুলি পদার্থের স্বাভাবিক গুণও ক্ষার পদার্থের সমান, সেই জন্য সেই সকল পদার্থও ক্ষার নামে অভিহিত হয়; ক্ষার পদার্থমাত্রই উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, লঘু-পাক, পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্লেদজনক, দাহকারক, ছেদনকারক এবং অগ্নির সমান কার্য্যকারক।

ক্ষীরকাকোলী।—আয়ুর্ব্বেদোক্ত প্রসিদ্ধ অষ্টবর্গের অন্তর্গত কন্দবিশেষের নাম ক্ষীরকাকোলী। এই কন্দ দেখিতে শতমূলীর ন্যায়, ছেদন করিলে দুগ্ধের ন্যায় আটা নির্গত হয়; এবং ইহার গন্ধ অতি মনোহর। আকৃতিতে বা গুণে কাকোলীর সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ নাই;

তবে ক্ষীরকাকোলী অপেক্ষা কাকোলী কিঞ্চিৎ কৃষ্ণবর্ণ। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষীর কাঁকলা, হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্র-দেশে দুধকাউলী, এবং কর্ণাটে হসু-গট্টবত্তিগে কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী। ইহা মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু-পাক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফজনক, বাত-পিত্তনাশক এবং জ্বর, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও বায়ুরোগের বিশেষ উপকারক। ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী বা অশ্বগন্ধার মূল প্রয়োগ করিতে হয়।

ক্ষীরতুম্বী।—অলাবুবিশেষের নাম ক্ষীরতুম্বী। বাঙ্গালায় ইহাকে মিঠালাউ, মহারাষ্ট্রদেশে দুগ্ধতুম্বী এবং কর্ণাটে হালুগুম্বলু কহে। ইহা মধুর রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল-পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভ-পরিপোষক, কফজনক এবং বাত-পিত্তনাশক।

ক্ষীরপলাণ্ডু।—শ্বেতবর্ণ পলাণ্ডু-বিশেষের নাম ক্ষীরপলাণ্ডু। ইহা মধুর-কটুরস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পিচ্ছিল, বল-পুষ্টিকারক, রুচিজনক, মেধা-বর্দ্ধক, ধাতুসমূহের স্থিরতাকারক, কফ-জনক এবং রক্তপিত্তের উপকারক।

ক্ষীরবিদারী।—বৃহৎ কন্দ-বিশেষের নাম ক্ষীরবিদারী। বাঙ্গালায় ইহাকে শ্বেত ভুঁইকুমড়া, মহা-রাষ্ট্রদেশে শ্বেত ভুঁইকোহোলা এবং দাক্ষিণাত্যে ক্ষীরকন্দ কহে। এই ভূমিকুষ্মাণ্ড দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার আটা দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ। ইহা অম্ল-মধুর-কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্তশূল, প্রমেহ ও মূত্রদোষের হিতকারক।

ক্ষীরিবৃক্ষ।—বট, অশ্বত্থ, পারীষ, পাকুড় ও যজ্ঞডুমুর, এই পাঁচটি বৃক্ষের পারিভাষিক নাম ক্ষীরিবৃক্ষ। কেহ কেহ পারীষ স্থলে শিরীষ এবং কেহ বা বেতস বলিয়া থাকেন। এই পাঁচটি ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল পঞ্চবল্কল নামে পরিচিত। ইহা কষায় রস, শীতল, রুক্ষ, কফ-পিত্তনাশক, ভগ্নাস্থির সংযোজক, এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, যোনিরোগ ও স্তন্য-দোষের উপশমকারক। ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, মলরোধক, কফ-বায়ুনাশক এবং বিষ্টম্ভ, আধ্মান ও রক্তদোষের উপকারক। ক্ষীরিবৃক্ষের ফল অম্ল-কষায়-মধুর রস, শীতল, গুরুপাক,

রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, মলরোধক, ঈষৎ বায়ুপ্রকোপক এবং কফ-পিত্ত-নাশক।

ক্ষুদ্রকারবেল্লী।—ছোট করেলার সংস্কৃত নাম ক্ষুদ্রকারবেল্লী। ইহা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নি-বর্দ্ধক, সারক, রুচিকর, পিত্তনাশক এবং বাতরক্তের হিতকারক। এই করেলার কন্দ মলরোধনাশক, গর্ভ-স্রাবনিবারক এবং অর্শঃ, যোনিদোষ ও বিষদোষের উপকারক।

ক্ষুদ্রগোক্ষুর।—ক্ষুদ্রাকৃতি গোক্ষুরবিশেষের নাম ক্ষুদ্রগোক্ষুর। ইহা মধুর রস, শীতল, বলকারক, পুষ্টিকর, রসায়ন এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, প্রমেহ ও দাহরোগের শান্তিকারক।

ক্ষুদ্রচুঞ্চু।—গুল্মজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের নাম ক্ষুদ্রচুঞ্চু। বাঙ্গালায় ইহাকে ছোট চেঁচকো এবং মহারাষ্ট্র-দেশে লাহানচুঞ্চু ও নাইচুঞ্চু কহে। ইহা কটু-কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, এবং গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বিবন্ধরোগের উপকারক।

ক্ষুদ্রজম্বীর।—ক্ষুদ্রাকৃতি গোঁড়া-নেবুবিশেষের নাম ক্ষুদ্রজম্বীর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর অম্লজম্বীরিকা। এই জামীর অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক, তৃষ্ণানিবারক, বমিনাশক এবং জামীরের অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

ক্ষুদ্রজম্বু।—জলাভূমিজাত জম্বুবিশেষের নাম ক্ষুদ্রজম্বু। বাঙ্গালায় ইহাকে ক্ষুদে জাম বা বনজাম এবং হিন্দীতে জামুনী ও নদীজামুনী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্র-জম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা। ইহা অম্ল-কষায় রস, রুক্ষ, মলরোধক, কফ-পিত্তনাশক এবং দাহ ও রক্ত-দোষের উপকারক।

ক্ষুদ্রদুরালভা।—ক্ষুদ্রাকৃতি দুরালভাবিশেষের নাম ক্ষুদ্রদুরালভা। মহারাষ্ট্রদেশে ইহাকে সাহীবেলি-কাঙ্গুলী এবং কর্ণাটে কিরুবল্লিদুরুবে কহে। ইহা পারদশোধনে উপযোগী; এবং জ্বর, শ্বাস, কাস, ভ্রম, অম্লপিত্ত ও কুষ্ঠরোগের উপশমকারক।

ক্ষুদ্রধান্য।—শ্যামা-কোদ্রব প্রভৃতি তৃণধান্যসমূহকে ক্ষুদ্রধান্য কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য। ক্ষুদ্রধান্য মাত্রই কষায়-মধুর রস, কটুবিপাক, লঘু, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মল-মূত্ররোধক এবং কফ, পিত্ত ও রক্তের নাশকারক।

ক্ষুদ্রধান্যাম্ল।—তৃণধান্য হইতে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম

ক্ষুদ্রধান্যাম্ল। ইহা সাধারণ ধেনোমদের সমান গুণবিশিষ্ট; বিশেষতঃ ইহা বাত-পিত্তবর্দ্ধক এবং গুল্ম, শ্লীপদ, ও প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগের প্রকোপকারক।

ক্ষুদ্রমৎস্য।—ক্ষুদ্রাকৃতি মৎস্যসমূহ ক্ষুদ্রমৎস্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষুদ্রমৎস্য লঘুপাক, মলরোধক এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগের হিতকারক।

ক্ষুদ্রাম্লিকা।—(Oxalis corniculata.) সুষুনিশাকের ন্যায় চতুষ্পত্র তৃণবিশেষের নাম ক্ষুদ্রাম্লিকা। বাঙ্গালায় ইহাকে আমরুল বিশেষ, মহারাষ্ট্রদেশে আঁবতী এবং পুলুংবনিসে কহে। ইহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিকর, কফনাশক এবং অতিসার, গ্রহণী ও অর্শোরোগের বিশেষ উপকারক।

ক্ষৌদ্রমধু।—ক্ষুদ্রা নামক সূক্ষ্মাকৃতি ও কপিলবর্ণ মক্ষিকাবিশেষ যে মধু সঞ্চয় করে, তাহার নাম ক্ষৌদ্রমধু। ইহা কপিলবর্ণ, পিচ্ছিল, কষায়-মধুর রস, শীতল, বাতপিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, এবং মাক্ষিক মধুর অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—:*-*:—

দ্রব্যগুণপ্রসঙ্গে যেসকল পদার্থের গুণাদি আলোচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পদার্থ স্বাভাবিক বিষাক্ত, অথচ সে সকল পদার্থ আমাদের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, যেমন শেঁকো অহিফেন তামাক প্রভৃতি। অসাবধানতায় বা নির্ব্বুদ্ধিতায় ইহাদের কোনটি উদরস্থ হওয়ার আশঙ্কা অল্প নহে। আবার কতকগুলি পদার্থ বিষাক্ত নামে পরিচিত না থাকিলেও, অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে তাহা বিষের ন্যায় অনিষ্ট করে। কর্পূর প্রভৃতি পদার্থ এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। যে কোন পদার্থদ্বারা শরীরে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলেই, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার আবশ্যক; নতুবা বিষার্ত্ত ব্যক্তির জীবন রক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। এই জন্যই এই পরিশিষ্ট অংশে, কতকগুলি সর্ব্বদা-ব্যবহারোপযোগী বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়ার লক্ষণ এবং তাহার প্রতিকার-উপায় সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে।

অহিফেন।—সাধারণতঃ ইহার বিষ মাত্রা ১০ রতি হইতে ৩০ রতি পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রকৃতি ও বয়স প্রভৃতির ভেদানুসারে কাহারও ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রায় কাহারও বা অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাতে প্রথমতঃ মাদক ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া, অবিলম্বেই নিদ্রাবেশ হয়; পরে রোগী একবারে অচেতন হইয়া পড়ে, এবং শ্বাসগতি মন্দ হয়, শ্বাসের সহিত গলমধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ হইতে থাকে, মুখমণ্ডল মলিন ও ভাবশূন্য, চক্ষু আরক্তিম ও মুদিত, কনীনিকা কুঞ্চিত, নাড়ী মৃদুগামী কোমল ও স্থূল, চর্ম্ম শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত, মাংসপেশীসকল শিথিল ও হীনবল হইয়া পড়ে। তৎপরে ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়, বহুক্ষণ পরে এক একবার নিঃশ্বাস পড়িতে থাকে, শরীর অধিকতর শীতল ও ঘর্ম্মাভিষিক্ত হয়। এইরূপ অবসাদ-অবস্থার কিছুকাল পরে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অহিফেন সেবনের ৪।৫ ঘণ্টা পরে এই অবসাদ-অবস্থা

প্রকাশ পায় এবং ৬ হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে। ১২ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে, সে রোগী প্রায়ই রক্ষা পাইয়া থাকে।

বিষমাত্রায় অহিফেন সেবিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তুঁতের জল* পান করাইয়া বমন করান উচিত, বমন অধিক করাইবার জন্য প্রচুর পরিমাণে গরম জল বারংবার পান করাইবে; যে পর্য্যন্ত অহিফেনের গন্ধশূন্য স্বচ্ছ জল বমিত না হয়, ততক্ষণ বমন করান আবশ্যক। উদরস্থ অহিফেন সম্পূর্ণরূপে নির্গত করিবার জন্য ডাক্তারগণ ষ্টমাকপম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করেন। বস্তুতঃ ঐরূপে ধৌত করিলে, রোগীর জীবন অনায়াসে রক্ষা করা যায়। তৎপরে মস্তকে প্রচুর পরিমাণে শীতল জলের ধারাণী দিবে এবং রোগী যাহাতে নিদ্রিত হইতে না পারে, তজ্জন্য রোগীকে দুইজনে ধরিয়া অনবরত পরিভ্রমণ করাইবে। চা অথবা কাফির ফাণ্ট কষায় পান করাইবে, ইহাতে নিদ্রার বারণ ও উত্তেজনা উভয় ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। বিষনাশার্থ মাজুফলের কাথ পান করাইবে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে, সুরা মৃগনাভি প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে এবং বক্ষঃ উদর ও পায়ের ডিমে রাই-সরিষার (মাষ্টার্ড) পটী বসাইবে। ডাক্তারগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে ব্লিষ্টারও বসাইয়া দেন। শ্বাসক্রিয়া ও হৃৎস্পন্দন উত্তেজিত করিবার জন্য, এই অবস্থায় তাঁহারা ইলেক্‌ট্রীসিটী প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই অবস্থায় যে কোন উপায়ে শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতির উত্তেজনা নিতান্ত আবশ্যক। ইলেক্‌ট্রীসিটি প্রয়োগের সুবিধা না হইলে, কৃত্রিম শ্বাস উৎপাদনের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে; অর্থাৎ রোগীর উভয় কণুই ধরিয়া একবার মস্তকের দিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন এবং পরক্ষণেই আবার উভয় কণুই নামাইয়া তাহা দ্বারা বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বে চাপ প্রদান, এইরূপ ঘন ঘন করিলেই কৃত্রিম শ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কর্পূর।—কর্পূরভোজিব্যক্তির প্রকৃতি ও বয়সভেদানুসারে মাত্রার ন্যূনাধিক্য থাকিলেও, সাধারণতঃ ৫ রতির অধিক মাত্রাকেই কর্পূরের বিষমাত্রা বলা যায়। অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবিত হইলে, প্রায়ই বমন হইয়া থাকে। বমন না হইলেই ক্রমশঃ বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ইহাতে মত্ততা, মস্তকে ভারবোধ, শিরোঘূর্ণন, জ্ঞানে-

স্নিয়ের বিকৃতি, প্রলাপ, আক্ষেপ (খিচুনি), নিদ্রা, সংজ্ঞানাশ, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মযুক্ত, নাড়ী ক্ষীণ ও মৃদুগতি এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। কয়েক ঘণ্টা এই অবস্থা থাকার পর পুনর্ব্বার চৈতন্যোদয় হয়। কর্পূর সেবনে কাহারও মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

কর্পূরের বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, বমন করাইবে এবং যে যে উপদ্রব কষ্টকর হয়, সেই সেই রোগনাশক উপায়সমূহ দ্বারা তাহার প্রতিকার করিবে।

কুঁচিলা।—কুঁচিলার সাধারণ বিষমাত্রা ৩০ রতি বা পাঁচ আনা; কিন্তু ইহা অপেক্ষা অল্প মাত্রাতেও অনেককে বিষার্ত্ত হইতে দেখা যায়। ইহা সেবনের ১০ হইতে ৩০ মিনিটের মধ্যেই বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়; তাহাতে ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় অবস্থা উপস্থিত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ পশ্চাৎ দিকে বাঁকিয়া যায়, শক্ত হয় ও খিচুনি হইতে থাকে, দাঁতে দাঁতে এমন লাগিয়া যায় যে কোনরূপেই তাহা খোলা যায় না, মুখ ভয়ঙ্কর বিকৃত হয়, করতল দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, এবং হস্তপদ বিস্তৃত ও কঠিন হয়। ক্রমে সমুদায় শরীর কিছু শিথিল হইয়া যায়, শ্বাসগতি দ্রুত ও অসম্পূর্ণ হয় এবং আক্ষেপের সময়ে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যায়; ৮।১০ মিনিটের পরে আক্ষেপ উপস্থিত হইতে থাকে, কিন্তু কোনরূপ শব্দ হইলে, বা শরীরে হঠাৎ বায়ুস্পর্শ হইলে, আক্ষেপ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। প্রতিবার আক্ষেপের পরেই শরীর দুর্ব্বল ও নাড়ী ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপ ৫।৬ বার আক্ষেপের পরেই প্রায় শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

বিষার্ত্ত হইলে, অহিফেনের ন্যায় ইহাতেও বমন করান, ষ্টমাকপম্প দ্বারা ধৌত করা, এবং চা-মাজুফল প্রভৃতির ক্বাথ পান প্রভৃতি প্রতিকারোপায় অবলম্বন করিতে হইবে। পেশীসমূহের শিথিলতা সম্পাদন জন্য অহিফেন, কর্পূর ও গাঁজা প্রভৃতি অবসাদক দ্রব্য সেবন করাইবে। এ সকলের অভাবে তামাকের ক্বাথ প্রয়োগ করিলেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। রোগী গিলিতে অসমর্থ হইলে, পিচকারী দ্বারা এই সকল পদার্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

তামাক।—তামাক অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে, বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। ভোজন দ্বারা উদরস্থ হইলে, প্রায়ই বমি হইয়া যায়, সুতরাং সকল স্থলে বিষক্রিয়া করিতে পারে না;

কিন্তু পিচ্‌কারী দ্বারা অথবা বাহ্য-প্রয়োগে তামাকের রস লোমকূপ দ্বারা বা ক্ষতস্থানদ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, অবশ্যই বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। ইহাতে প্রথমতঃ শিরোঘূর্ণন, বমন-বেগ, বমন, শরীরের অবসাদ, শিথিলতা ও শীতলতা, ঘর্ম্ম, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, এবং মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ক্রমশঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

ইহার প্রতিকার জন্য প্রচুর পরিমাণে বমন করাইয়া, ষ্টমাকৃপম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিবে। পিচ্‌কারীদ্বারা প্রযুক্ত হইয়া থাকিলে বিরেচন ব্যবস্থা করিবে। অবসাদ-অবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিবে, হস্ত-পদে অগ্নিসন্তাপ দিবে এবং উদরে রাইসরিষার পটী বসাইবে।

তাম্রধাতু।—তাম্রপাত্রে রন্ধন-ভোজনাদি আমাদের দেশে প্রচুর প্রচলিত। এই সংশ্রবেও তাম্র উদরস্থ হইয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে। তাম্রের বিষক্রিয়ায় প্রথমতঃ মুখে ধাতব কষায় আস্বাদ, বমনবেগ, বমন, অন্ত্রে অত্যন্ত বেদনা, ভেদ, ভেদ ও বমনে নির্গত পদার্থের নীল-বর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, ক্রমশঃ অত্যন্ত শিরঃপীড়া, পদদ্বয়ে ক্রত আক্ষেপ, পক্ষাঘাত ও সংজ্ঞানাশ প্রভৃতি উপস্থিত হয়।

ইহাতেও বমনকারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইয়া, ষ্টমাকৃপম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিতে হইবে। যথেষ্ট পরিমাণে স্নিগ্ধ পানীয় পদার্থ এবং দুগ্ধ ও গমের ময়দা খাইতে দিবে। প্রদাহ নিবারণের জন্য প্রয়োজনমত উষ্ণস্বেদ, উষ্ণ পুলটিস্, জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং অহিফেন প্রয়োগ করিবে।

ধুতুরা।—অধিক মাত্রায় ধুতুরা সেবন করিলে, প্রথমতঃ উন্মাদের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়; অর্থাৎ প্রলাপ বলে অকারণে হাসে, কাঁদে, অত্যন্ত অবাধ্য হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ ও উজ্জ্বল হয়। এইরূপ অবস্থার পর রোগীর গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়, অনেকের সেই নিদ্রিতাবস্থাতেও প্রলাপ হইয়া থাকে। ক্রমে স্বরভঙ্গ, আক্ষেপ, দৌর্ব্বল্য, নাড়ীক্ষীণতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশের পর অধিকতর আক্ষেপ অথবা পক্ষাঘাত উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করিতে পারে। যাহাদের জীবন রক্ষা হয়, তাহাদের সংজ্ঞালাভের পর ঐরূপ অবস্থার কোন কথাই স্মরণ থাকে না।

ইহাতে প্রথমতঃ বমন ও বিরেচন করাইবে; তৎপরে মাজুফলের কাথ,

চূণের জল প্রভৃতি বিষনাশক পদার্থ সেবন করাইবে এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাতে শীতল জল বা বরফ প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা শৈত্যক্রিয়া করিতে হইবে। অবসন্নাবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

মিঠাবিষ।—আড়াই রতির অধিক মাত্রাকেই সাধারণতঃ মিঠা-বিষের বিষমাত্রা বলা যাইতে পারে। ইহার সাধারণ বিষক্রিয়ায় শ্বাসগতির ও নাড়ীগতির মৃদুতা, নাড়ীর ক্ষীণতা, শারিরীক শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা, হস্তে ঝিন্‌ঝিনি ও স্পর্শজ্ঞানের অল্পতা, অবসাদ, শিরোঘূর্ণন, হস্তপদাদির শীতলতা, দৃষ্টিবিকার, ঘর্ম্ম, বমনবেগ, অত্যন্ত বমন এবং কাহারও বা মল-ভেদ উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থাতে রোগীর প্রাণরক্ষা হইতে পারে। ইহা অপেক্ষা অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, কাহারও বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, শরীর একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে, শ্বাসগতি ক্ষীণ ও দ্রুত হয়, দর্শন শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ অত্যন্ত শীতল ও ঘর্ম্মসিক্ত হয় এবং হৃৎপিণ্ডের অব-সাদ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে কাহারও বা আক্ষেপ (খিচুনি) হইয়া থাকে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত চৈতন্য থাকিতে দেখা যায়।

ইহার বিষক্রিয়ায় আপনা হইতেই বমি হয়, সুতরাং প্রায়ই কাহাকেও বমন করাইবার আবশ্যক হয় না; কিন্তু কাহারও বমন না হইলে, বমন-কারক ঔষধ অবশ্য প্রয়োগ করিতে হইবে। উষ্ণজল দ্বারা পাকাশয় উত্তম-রূপে ধৌত করিয়া দিবে। বিষ সেব-নের অধিকক্ষণ পরে চিকিৎসা আরম্ভ হইলে, এরণ্ড-তৈল দ্বারা বিরেচন করান আবশ্যক। বিষনাশার্থ অহি-ফেন প্রয়োগ করিবে। পিচ্‌কারী-দ্বারা মলদ্বারে অহিফেন প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়। অবসাদ-অবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে এবং উদরে ও পায়ের ডিমে রাইসর্ষপের পটী বসা-ইবে। শ্বাসগতি উত্তেজিত করিবার জন্য কৃত্রিম শ্বাসবিধান এবং হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনার জন্য ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়।

শেঁকোবিষ।—সাধারণতঃ এক রতির অধিক মাত্রাকেই শেঁকো-বিষের বিষমাত্রা বলা যায়। ইহা বিষমাত্রায় সেবিত হইলে, পাকাশয়ে জ্বালা ও বেদনা, ভেদ, বমন, ভেদ-বমনের সহিত রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মার

নির্গম, উদর স্ফীত কঠিন ও বেদনা-যুক্ত, হস্তস্পর্শেও সে বেদনার বৃদ্ধি, শরীর শীতল বা উষ্ণ এবং পাণ্ডুবর্ণ ও ঘর্ম্মযুক্ত, নাড়ী ক্ষীণ দ্রুত ও লুপ্তপ্রায়, ওষ্ঠ মুখ ও গলদেশে জ্বালা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, মলদ্বারে বেদনা ও জ্বালা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, হৃৎকম্প, হিক্কা, আক্ষেপ (খিচুনি), প্রলাপ, ধনুষ্টঙ্কার, মূর্চ্ছা, অবসাদ ও পক্ষাঘাত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া, রোগীর মৃত্যু ঘটে। কোন কোন রোগীর গাত্রকণ্ডূয়ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তমিশ্রিত অল্প মূত্র নির্গম এবং লিঙ্গের উত্তেজনা প্রভৃতি লক্ষণও দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও আবার আর কোন লক্ষণ প্রকাশ না পাইয়া, কেবল অত্যন্ত অবসাদ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা ও আক্ষেপ প্রভৃতি সহসা উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বিষ সেবনে কাহারও অল্পকাল পরে, কাহারও ১৮ ঘণ্টা পরে এবং কাহারও বা দুই চারি দিন কষ্টভোগের পরে মৃত্যু ঘটে।

ইহাতেও বমনকরান এবং ষ্টমাক-পম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করা প্রথম চিকিৎসা; তৎপরে স্নিগ্ধ পানীয় পদার্থ সেবন করাইয়া, এরণ্ডতৈল দ্বারা বিরেচন করান আবশ্যক। বিষনাশের জন্য চূণের জল এবং অন্ত্রের উত্তেজনা নিবারণ জন্য অহিফেন প্রয়োগ করিবে। পিচকারী দ্বারা মলদ্বারেও অহিফেন প্রয়োগ করিতে হইবে। অবসাদ-অবস্থায় সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিবে।

সুরা।—এককালে অধিক পরিমাণে সুরা পান করিলে, কাহারও জীবনী শক্তি অত্যন্ত অভিভূত হওয়ায় মৃত্যু ঘটে, কাহারও বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য হওয়ায় সন্ন্যাস রোগ উপস্থিত হইয়া প্রাণনাশ করে; আবার কাহারও মৃত্যু না হইয়া, চৈতন্য লাভের পর দারুণ অবসাদ উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই পক্ষাঘাত-রোগাক্রান্ত হইয়া অবসান্ন অবস্থায় চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ইহা ভিন্ন, দীর্ঘকাল পরিমিত মাত্রায় সুরাপান করিলেও শরীরযন্ত্রের বিবিধ বিকার ঘটিয়া মৃত্যু হইতে পারে।

এককালে অধিক সুরাপান দ্বারা অভিভূত হইলে, তুঁতের জল প্রভৃতি বমনকারক ঔষধ দ্বারা বমন করাইবে এবং ষ্টমাকপম্প দ্বারা পাকাশয় ধৌত করিবে। মস্তকে প্রচুর পরিমাণে শীতল জলধারা দিবে, সুরা প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ সেবন করাইবে এবং পদদ্বয়ে রাইসরিষার পটী বসাইয়া দিবে। দীর্ঘকাল সুরাপান

করিলে যেসকল বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহাতে অবস্থানুসারে সেই সেই রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা অবলম্বন করিতে হইবে।

হীনবীর্য্য বিষ।—যে কোন হীনবীর্য্য বিষ ভোজনাদিদ্বারা শরীর-প্রবিষ্ট হইলে, সহসা তাহাতে প্রাণ-নাশ হয় না, কিন্তু উপেক্ষিত হইলে, কফের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল তাহা শরীরে অবস্থিত থাকে, এবং ক্রমশঃ মলের তরলতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের দৌর্গন্ধ্য ও বিরসতা, পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, বমি ও স্বর-বিকৃতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ করে। এই বিষ আমাশয়ে থাকিলে, কফ-জনিত ও বায়ুজনিত বিবিধবিকার উপস্থিত হয়। পক্বাশয়ে থাকিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ জন্মে এবং কেশ ও লোমসকল উঠিয়া যায়। রসধাতুগত হইলে, আহারে অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, শরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমনবেগ, শারীরিক ভারবোধ, লোমকূপের নিরোধ, মুখের বিরসতা এবং অকালে চর্ম্মের শিথিলতা ও কেশের শুভ্রতা প্রকাশ পায়। রক্ত-গত হইলে, কুষ্ঠ, বীসর্প, পিড়কা, রক্তপিত্ত, এবং শুচ্ছ, ব্যঙ্গ প্রভৃতি চর্ম্মরোগ উপস্থিত হয়। মাংসগত হইলে, অধিমাংস, মাংসার্ব্বুদ, অর্শঃ, অধিজিহ্ব ও উপজিহ্ব প্রভৃতি রোগ জন্মে। মেদোগত হইলে, গ্রন্থি, কোষ-বৃদ্ধি, মধুমেহ, স্থূলতা ও অত্যন্ত ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়। অস্থিগত হইলে, অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতে বেদনা ও কুনখ প্রভৃতি পীড়া জন্মে। মজ্জাগত হইলে, অন্ধকারদর্শন, ভ্রম, মূর্চ্ছা, সন্ধিস্থানে ভারবোধ, এবং নেত্রাভিষ্যন্দ রোগ উৎপন্ন হয়। শুক্রগত হইলে, ক্লীবতা, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি শুক্রসম্বন্ধীয় পীড়া প্রকাশিত হয়। ইহাভিন্ন, হীনবীর্য্য-বিষদ্বারা অনেককে উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইতেও দেখা যায়।

শরীরস্থ দূষীবিষ, শীতল বায়ু-প্রবাহকালে, এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অধিকতর কুপিত হয়; তৎকালে প্রথমতঃ অধিক নিদ্রা, শারীরিক গুরুতা ও শিথিলতা, জৃম্ভা, রোমাঞ্চ, এবং অঙ্গমর্দ্দ প্রভৃতি পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়; পরে সুপারিভক্ষণজনিত মত্ততার ন্যায় মত্ততা, অপরিপাক, অরুচি, গাত্রে চাকা চাকা দাগ, মাংসক্ষয়, হস্ত-পদে শোথ, বমি, মূর্চ্ছা, অতিসার, শ্বাস, পিপাসা, জ্বর ও উদরবৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

এইসমস্ত অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন রোগের নির্দ্দিষ্ট চিকিৎসা করিতে

হইবে। বিশেষতঃ বিষনাশের জন্য, আমাশয়গত বিষে তগরপাদুকার চূর্ণ মধু ও চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করাইবে। পক্বাশয়গত বিষে পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রত্যেক সমভাগ, গোরোচনার সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। মাংসগত বিষে কুড়্চীর মূল জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য ধাতুগত বিষে এবং বিষ সর্ব্বদেহগত হইলে, অথবা যে কোন অবস্থায় কফের বেগের আধিক্য থাকিলে, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, যষ্টিমধু, মৌলফুল, তগরপাদুকা, পিপুল, শুঁঠ ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য একত্র মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করাইবে।

দূষীবিষার্ত্ত রোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইয়া, বমন-বিরেচনাদি প্রয়োগ করিবে; তৎপরে পিপুল, বেণামূল, জটামাংসী, লোধ, ছোট এলাচ, সচললবণ, মরিচ, বালা, বড় এলাচ ও গিরিমাটী, এই সকল দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত পান করাইবে।

অহিফেন হইতে সুরা পর্য্যন্ত যে কয়েকটি বিষপদার্থের চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার বিষপদার্থ দ্বারাও বিষাক্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব সেই সকল অবস্থায় সেই সেই বিষের জাতিভেদ বিবেচনা করিয়া, তজ্জাতীয় বিষের চিকিৎসাপ্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিতে হইবে।

চলিত নামানুসারে সূচীপত্র।